মাসুদ রানা

জুয়াড়ী

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

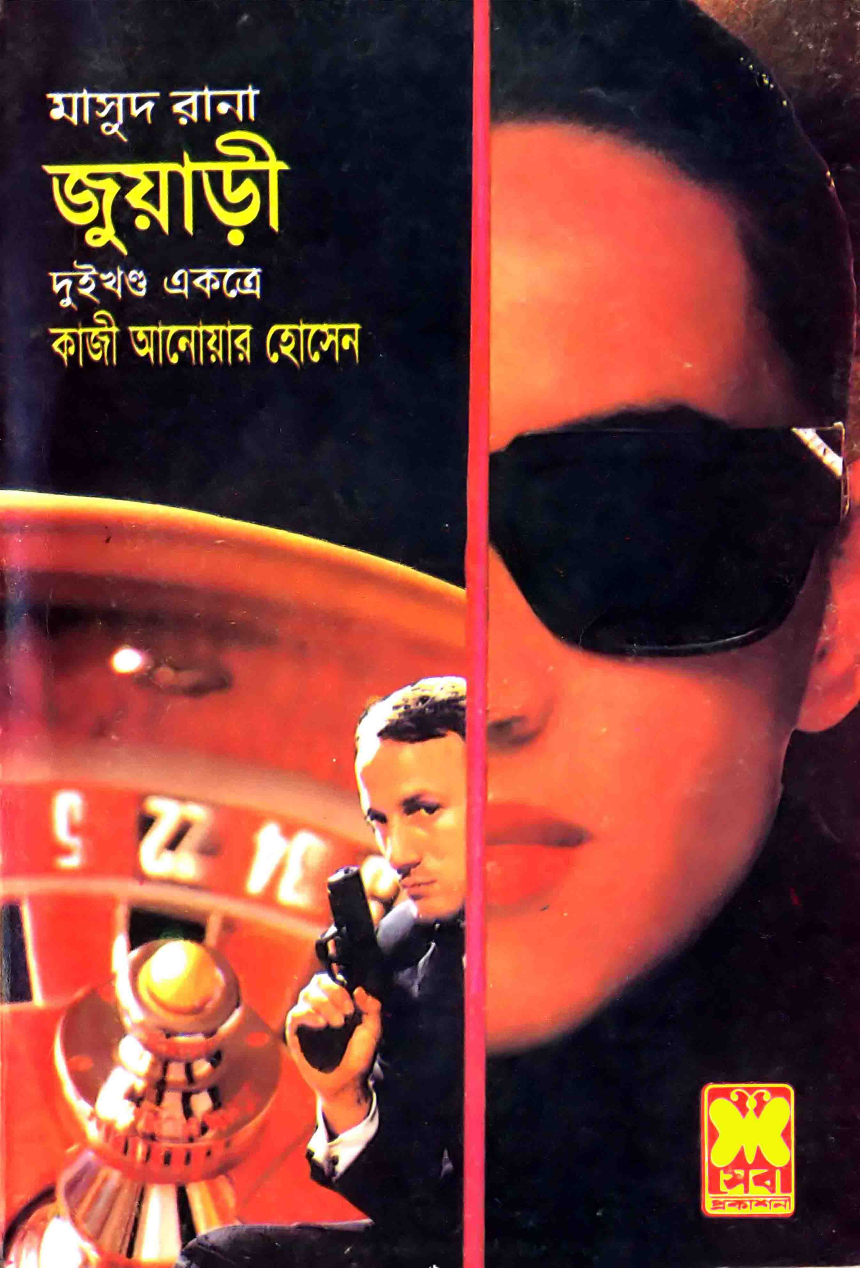

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

জুয়াড়ী

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

বেনটোভিলের জুয়ার আড্ডায় ইদানীং আবার সেই লোকটাকে দেখা যাচ্ছে—দীর্ঘদেহী এক যুবক, দু'বছর আগে সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল যার ভয়ঙ্কর দুঃসাহস। কে এই জুয়াড়ী? নাম জানতে চাইলে বলে:

মাসুদ রানা। রহস্যময় চলাফেরা। কী যেন খুঁজে বের করতে এসেছে এখানে। ওদিকে বন্ধু ড্যানির প্রেমিকা সুকি টেমপাসটার কী হলো? রানাকে দেখলেই ঢিব ঢিব করে কেন ওর বুকের ভেতরটা?

টলারসনের সাথে দেখা করতে গিয়েছে সুকি টেমপাসটা। ছুটল রানা, গিয়ে দেখল খুন হয়ে গেছে টলারসন। সুকিকে পাওয়া যাচ্ছে না কোথাও।

ওদিকে যুদ্ধ বেধে গেল পিণ্ডার'স এণ্ডে। কী নিয়ে যুদ্ধ?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা - ১৭২, ১৭৩

জুয়াড়ী ১,২

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ মাসুদ হোসেন রানা
স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)
facebook.com/groups/Banglapdf.net

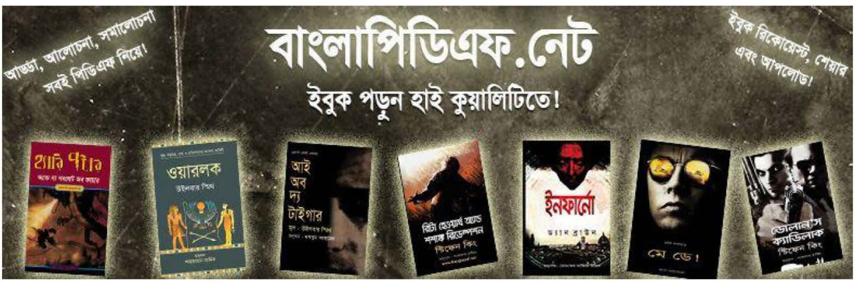

বাংলাপিডিএফ (BanglaPDF) এর যে কোন রিলিজ করা PDF বই
ইন্টারনেটে কোথাও শেয়ার করা যাবে না।
না কোন ওয়েব সাইটে ফোরামে, ব্লগে অথবা ফেসবুক গ্রুপে। না অন্য কোন মাধ্যমে।

শেয়ার করতে হলে বাংলাপিডিএফ এর ফোরাম লিঙ্ক শেয়ার করুন ।

পিডিএফ কখনোই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না।
যদি এই পিডিএফ বইটি আপনার ভাল লেগে থাকে
তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল।
পিডিএফ করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষন এবং সবার কাছে পৌঁছে দেয়া।
মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

মাসুদ রানা

জুয়াড়ী

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

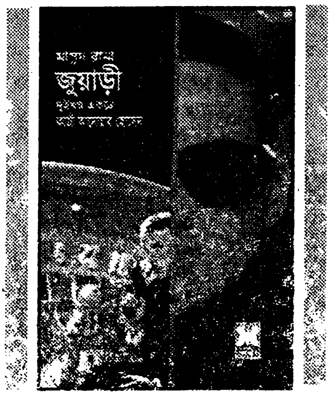

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7172-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০২

রচনা: বিদেশী কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন
পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮ ১৯০২০৩

Masud Rana
JUADEE
Part I & II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

আটষট্টি টাকা

জুয়াড়ী-১ ৫-১০০

জুয়াড়ী-২ ১০১-১৯২

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৬৪/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৬৭/-
৭-৩৭২	শত্রু ভয়ঙ্কর+অরক্ষিত জলসীমা	৫৯/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৫৯/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪৯/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৫৩/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৫৮/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৪৬/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৬৬/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৫১/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৫৯/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৬৫/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৫২/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	৪৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৮২/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৬০/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১,২ (একত্রে)	৫৭/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	১০৮/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৩২/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৭৬/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৮২/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৮৮/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৩৫/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৪৮/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৬৪/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৬৭/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৭৩/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৮৪/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৭৫/-
১৫৬-১৫৭	মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৫৯/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৭৯/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৯০/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৮৫/-
১৬৮-১৬৯	অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭০-১৭১	যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৬৮/-
১৭৪-১৭৫	কালো টাকা ১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭৬-১৭৭	কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭৮-১৭৯	বিষকন্যা ১,২ (একত্রে)	৭০/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৬১/-

১৮২-১৮৩ যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-
১৮৪-১৮৫ আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৭২/-
১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৬৫/-
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে)	৬৭/-
১৯৩-১৯৪ প্রলয় সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
১৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৭৬/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২০৩-২০৪ অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৭৫/-
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৬৭/-
২১৭-২১৮ অস্ত্রশিকারী১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৭০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৬০/-
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৫১/-
২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১ কালকূট-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭ অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৭৬/-
২৫৯-২৬০-২৬১ কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে)	৬৩/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে)	৫৬/-
২৬৯-২৮৫ বিপর্যয়+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩ মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৮০/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৫২/-
২৭৬-২৯১ মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪৫/-
২৭৭-২৮১ শয়তানের ঘাঁটি+আক্রান্ত দূতাবাস	৮২/-
২৭৯-২৮২ মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৫১/-
২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৬৫/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৭৪/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৮৬-২৮৭ শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে)	৪১/-
২৯০-২৯৩ গুডবাই, রানা+কান্তার মরু	৭২/-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৬৪/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৪২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৩ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৭৪/-

২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
৩০১-৩৪৪ জলদস্যু+ক্রাইম ক্লাব	৪১/-
৩০৩-৩১৩ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক+ভাইরাস X-99	৬৪/-
৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী	৪৭/-
৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম	৬৯/-
৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা	
৩১১-৩১৪ মৃত্যুর খাঁচা+মুক্তিপণ	৪৭/-
৩১৫-৩১৬ চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু	৪৯/-
৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা	৪০/-
৩১৮-৩৪৭ স্বর্গদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা	৫০/-
৩২০-৩২১ মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর	৫৫/-
৩২২-৩৩৬ আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা	৫৪/-
৩২৩-৩৫২ অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা	৬২/-
৩২৪-৩২৮ অশুভ গ্রহ+অপারেশন ইজরাইল	৭৬/-
৩২৫-৩৫১ কনকতরী+দুর্গে অন্তরীণ	৪৪/-
৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে)	৭৬/-
৩২৯-৩৩০ শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ	৪৬/-
৩৩১-৩৪১ ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার	৬১/-
৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৩৩৪-৩৩৫ মহাবিপদ সংকেত+সবুজ সংকেত	৫০/-
৩৩৭-৩৩৮ গহীন অরণ্য+এজেন্ট X-15	৫৯/-
৩৩৯-৩৫৩ অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন	৫৪/-
৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব	৪৮/-
৩৪৫-৩৪৬ সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে)	৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯ কালো নকশা+কালনাগিনী	৬৬/-
৩৫০-৩৫৬ বেঈমান+মাফিয়া ডন	৪৮/-
৩৫৪-৩৫৯ বিষচক্র+মৃত্যুবাণ	৭৩/-
৩৫৫-৩৩১ শয়তানের দ্বীপ+বেদুঈন কন্যা	৭১/-
৩৫৭-৩৫৮ হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৩৬০-৩৬৭ কমান্ডো মিশন+সহযোদ্ধা	৬৬/-
৩৬১-৩৬২ শেষ হাসি-১,২ (একত্রে)	৭৪/-
৩৬৩-৩৬৪ স্মাগলার+বন্দি রানা	৫৯/-
৩৬৫-৩৬৬ নাটের গুরু+আসছে সাইক্লোন	৫৪/-
৩৬৮-৩৬৯ গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৭০-৩৭৬ ক্রিমিনাল+অমানুষ	৭৯/-
৩৭৩-৩৭৪ দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
৩৭৫-৩৭৭ সর্পজতা+অখণ্ড অবসর	১০০/-
৩৭৮-৩৭৯ স্নাইপার ১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৮০-৩৮১ ক্যাসিনো আন্দামান+জলরাক্ষস	৮৯/-
৩৮৪-৩৮৮ স্বপ্নের ভালবাসা+নিখোঁজ	৮১/-
৩৮৫-৩৮৬ হ্যাকার ১,২ (একত্রে)	৮৬/-
৩৮৭-৩৮৯ খুনে মাফিয়া+বুশ পাইলট	৬৭/-
৩৯০-৩৯১ অচেনা বন্দর ১,২ (একত্রে)	৮৪/-
৩৯২-৩৯৯ ব্ল্যাকমেইলার+বিপদে সোহানা	৬৪/-
৩৯৩-৩৯৪ অন্তর্ধান ১,২ (একত্রে)	৭০/-
৩৯৫-৩৯৬ ড্রাগ লর্ড+দ্বীপান্তর	৬৮/-
৩৯৭-৩৯৮ গুপ্ত আততায়ী ১,২ (একত্রে	৮৪/-
৪০০-৪০১ চাই ঐশ্বর্য ১,২ (একত্রে)	৯৪/-
৪০২-৪০৩ স্বর্ণ বিপর্যয় ১,২ (একত্রে)	৭১/-
৪০৪-৪০৫ কিল-মাস্টার+মৃত্যুর টিকেট	৭৪/-
৪০৬-৪০৭ কুরুক্ষেত্র ১,২ (একত্রে)	৮৭/-

জুয়াড়ী-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯০

এক

শহরটার মরণদশা ঘনিয়েছে। খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, দ্রুত উন্নতি করছিল ফেয়ারভিউ, বিশেষ করে ছোট আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির খাতে ভাল আয় করছিল বড় দুটো ফ্যাক্টরি। শহরে বেকার বলে কেউ ছিল না। সেলাই থেকে শুরু করে হাতের অন্যান্য কাজে এখানকার লোকজন অত্যন্ত দক্ষ, সুনামও ছিল যথেষ্ট। কিন্তু ফেয়ারভিউয়ের স্বর্ণযুগ শেষ হয়েছে। সূক্ষ্ম হাতের কাজের আজ আর তেমন কদর নেই, মানুষ এখন চাকচিক্যময় সস্তা জিনিস চায়। বিপুল উৎপাদনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আধুনিক কলকারখানা বসল বেনটোভিল-এ, প্রায় রাতারাতি মাথাচাড়া দিল প্রতিবেশী শহরটা। ফেয়ারভিউ-এর মান্ধাতা আমলের উৎপাদন পদ্ধতি মার খেয়ে গেল।

ত্রিশ মাইল দূরে বেনটোভিল শিল্প শহর হিসেবে মন জয় করল নতুন প্রজন্মের। বেনটোভিল-এর রাস্তাগুলো ভাল, পাকা আর চওড়া, দোকানগুলোর মাথায় নিওন সাইন ঝলমল করে, ফুটপাথের ধারে সার সার পার্ক করা থাকে লেটেস্ট মডেলের গাড়ি, পরিচ্ছন্ন ছোট ছোট বাংলোগুলো ছবির মত সুন্দর, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। ব্যবসা, প্রাচুর্য আর বিনোদন চাও তো বেনটোভিলে এসো।

দেয়ালের লিখন যারা পড়তে পারে, সাত তাড়াতাড়ি ব্যবসা-পাতি গুটিয়ে বেনটোভিল অথবা আরও উত্তরে, নিউ ইয়র্কে চলে গেছে তারা। রয়ে গেছে শুধু ছোটখাট দু'পাঁচটা দোকান, মালিকদের এমনকি সরে যাবার সঙ্গতিও নেই। কিছু লোকজন এখনও আছে, ফেয়ারভিউয়ের মায়া তারা ছাড়তে পারেনি বলে।

হেরে গেছে ফেয়ারভিউ। শহরটার ওপর একবার চোখ বুলালেই ব্যাপারটা বোঝা যায়। বাড়িগুলো পড়ো পড়ো, বিবর্ণ। দোকানগুলো প্রায় খালি। রাস্তায় আবর্জনার স্তূপ। বড়সড় কলোনিটায় ব্যর্থ ব্যবসায়ীরা অবসর জীবন কাটায়, জাবর কাটে পুরানোদিনের। মলিন কাপড় পরা বেকার যুবকরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে জড়ো হয়, নির্লিপ্ত আর বিষণ্ন।

তবে মুক্তোদানার মত জীবনের একটা দ্যুতি এখনও রয়ে গেছে ফেয়ারভিউয়ে।

প্রায় দশ বছর আগে, ফেয়ারভিউ যখন স্বর্ণযুগের শিখরে, মার্টিন বোরগান একটা খবরের কাগজ বের করে। সাপ্তাহিক কাগজটায় মার্টিন বোরগানের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা ইত্যাদিই শুধু ছাপা হত। সে-সময় মার্টিন বোরগান ছিল ফেয়ারভিউয়ের অঘোষিত রাজা। চালাক লোক,

সামনে দুঃসময় টের পেয়ে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিক্রি করে নিউ ইয়র্কে সরে গেছে সে। যাবার সময় কাগজটা সম্পাদক জুলিয়াস সিলার-কে দিয়ে গেছে। তারপর থেকেই জনপ্রিয় হতে শুরু করে 'গুড হোপ'।

ব্যবসা করে ফেয়ারভিউ থেকে টাকা লুঠ করলেও, নিজের স্বার্থ নিয়ে কেটে পড়ার সময় শহরটা সম্পর্কে অনেক কটু মন্তব্য করে গেছে মার্টিন বোরগান–যেমন, ফেয়ারভিউ অভিশপ্ত, আগে জানলে এখানে টাকা খাটাতে আসত না সে। তার মুখের ওপর এ-কথা বলার সাহস কারও ছিল না যে ফেয়ারভিউয়ের লোকজনদের শোষণ করেই পুঁজির পাহাড় গড়ে সে। তবে, মজার কথা হলো, সাপ্তাহিক গুড হোপ যে টিকে গেল বা জনপ্রিয় হলো, সেটা তার টাকাতেই। সম্পাদক জুলিয়াস সিলারকে পত্রিকাটি দান করার সময় ব্যাংকে কিছু টাকা জমা রাখে মার্টিন বোরগান, নির্দেশ দেয় এই টাকা দিয়ে পত্রিকাটি চালিয়ে যেতে হবে। তার ধারণা ছিল, টেনেটুনে এক বছর টিকবে গুড হোপ, তারপর লোকসান দিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। ঘটেছে উল্টোটা–ব্যাংকের জমা টাকা বরং বেড়েছে, পত্রিকার সার্কুলেশনও কম নয়।

গুড হোপের অফিসটা ছোট, চার কামরার একটা বিল্ডিং। সম্পাদক জুলিয়াস সিলার ছাড়া রিপোর্টার মাত্র দু'জন, তিনজন ক্লার্ক, আর একজন পিয়ন। রিপোর্টারদের মধ্যে সুকি টেমপাসটা সিনিয়র, যদিও তার বয়স জর্জ পিটের চেয়ে কম। অবশ্য সবাই একবাক্যে স্বীকার করে যে তার নিউজ-সেন্স প্রখর, আকর্ষণীয় শিরোনাম লিখতে সিদ্ধহস্ত, হাতে-কলমে কাজ করার অভিজ্ঞতাও বেশি। সুকি টেমপাসটাই গুড হোপের মূলস্রোত এবং প্রেরণা, সমস্যা নিয়ে তার সামনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে স্টাফরা, কপিগুলো তার টেবিলেই গাদা হয়। গুড হোপ এখনও যে খানিকটা আলো ছড়াচ্ছে, সেটাকে জ্বালিয়ে রাখার দায়িত্ব সুকি টেমপাসটার।

ক্যানসাস সিটি টাইমে সম্পাদকের স্টেনোগ্রাফার হিসেবে সতেরো বছর বয়সে কাজ শুরু করে সুকি। শুরুতেই প্রকাশ পায়, তার হাতে যাদু আছে। কিন্তু সম্পাদক সাহেব তার পত্রিকায় মেয়েদের লেখা পছন্দ করতেন না। তবে সুকিকে দমিয়ে রাখা গেল না, হেরাল্ড পত্রিকায় মেয়েদের পাতা সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে সরে এল সে। এক বছর কাজ করার পর, কঠিন পরিশ্রমের ফলে, অসুস্থ হয়ে পড়ল সুকি, হাসপাতালে থাকতে হলো বেশ কিছু দিন। সুস্থ হবার পর কাজে ফিরে এসে সে দেখল, পত্রিকার নীতিতে মৌলিক একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। আগে মাদকদ্রব্য আর নারী ব্যবসা সম্পর্কে তথ্যবহুল লেখা ছাপা হত হেরাল্ডে। সম্পাদকের তরফ থেকে নতুন নির্দেশ এসেছে, এ-সব আর ছাপা যাবে না। প্রতিবাদ করল সুকি, চাকরি গেল।

চাকরি যাবার পর বিপদটা টের পেল সুকি। ভাল রিপোর্টার হিসেবে নাম আছে তার, সম্পাদনার কাজে অত্যন্ত দক্ষ, কিন্তু স্থানীয় কোন পত্রিকা তাকে চাকরি দিতে রাজি নয়। সুকির বুঝতে অসুবিধে হলো না, এর পিছনে ক্রিমিনাল অর্গানাইজেশনগুলোর হাত আছে। মনের দুঃখে নিজের এলাকা ছেড়ে ফেয়ারভিউ-এ চলে এল সে। এখানেই তার মার্টিন বোরগানের সাথে পরিচয়। বেকার থাকার চেয়ে মুমূর্ষু গুড হোপে চাকরি করা ভাল, তাই মার্টিন বোরগানের প্রস্তাবটা গ্রহণ

করল সে।

তিন বছর হলো গুড হোপে কাজ করছে সুকি। পত্রিকাটিকে দাঁড় করাবার জন্যে রাতদিন কঠিন পরিশ্রম করে সে। অবশ্য তার সন্তুষ্টির কারণও ঘটেছে, একা শুধু তার চেষ্টায় সার্কুলেশন বেড়েছে হাজার তিনেক। যাবার সময় বোরগান ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, গুড হোপ এক বছরও টিকবে না। তার কথা মিথ্যে প্রতিপন্ন করেছে সুকি।

প্রথম যেদিন গুড হোপ অফিসে পা রাখল সুকি, কালো মেঘ সরে যাওয়ায় প্রকৃতি যেন হেসে উঠল। আকর্ষণ করার মত সুন্দরী মেয়ে খুবই কম আছে ফেয়ারভিউয়ে, সুকির উপস্থিতি নিরানন্দ পরিবেশটাকে সম্পূর্ণ বদলে দিল, প্রেরণা আর উৎসাহের উৎস হয়ে উঠল সে।

প্রায় সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা সুকি, রোদে পুড়ে গায়ের রঙ গাঢ় বাদামী, তার সদাচঞ্চল চোখ দুটো যেন তারুণ্য আর প্রাণশক্তির ব্যারোমিটার। কাজের সময় অত্যন্ত সিরিয়াস আর গম্ভীর সুকি, চেহারায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ভাব তার দক্ষতারই প্রতিফলন।

দু'দিনেই সুকির ভক্ত হয়ে ওঠেন সম্পাদক জুলিয়াস সিলার। সারাটা জীবন পত্রিকা লাইনে রয়েছেন তিনি, দেখেই বলে দিতে পারেন রিপোর্টার হিসেবে কার কতটুকু সম্ভাবনা।

চিরকুমার সম্পাদক জুলিয়াস সিলার বিষণ্ন প্রকৃতির মানুষ, জীবন সম্পর্কে তাঁর মোহমুক্তি ঘটেছে বহু বছর আগে। এখন তাঁর বয়স পঞ্চান্ন হলেও, নিজেকে তরুণ বলেই মনে করেন। বিয়ে করবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিলেও, একটা মেয়ের প্রতি তাঁর দুর্বলতার সীমা-পরিসীমা নেই। মেয়েটি যদি কোনদিন উপযাচিকা হয়ে এগিয়ে আসে, তাহলে হয়তো সিদ্ধান্তটা পাল্টাবার কথা বিবেচনা করবেন তিনি। তবে সে-সম্ভাবনা একেবারে নেই বললেই চলে। সুকি টেমপাসটা এমনকি জানেও না যে সম্পাদক জুলিয়াস সিলার তার প্রতি দুর্বল।

ফেয়ারভিউয়ের সুদিনে নিজের কাজ আর শহরটাকে নিয়ে গর্ব ছিল জুলিয়াস সিলারের। কিন্তু পরিস্থিতি বদলেছে, এখন শুধু শহরটার কাঠামোয় নয়, নিজের পত্রিকার ভিতেও ফাটল দেখতে পান তিনি।

বেনটোভিলকে ঘৃণা করেন জুলিয়াস সিলার। তিনি জানেন, ফেয়ারভিউয়ের এই অপমৃত্যুর জন্যে বেনটোভিলই দায়ী। বেনটোভিল মানে জুয়ার জমজমাট ব্যবসা। বেনটোভিল মানে রাতারাতি ধনী হবার হাতছানি। নতুন শহরটার একদল অপরাধী এমন ফাঁদ পেতেছে, যন্ত্রণায় ছটফট করে মরা ছাড়া ফেয়ারভিউয়ের কোন গতি নেই। জুলিয়াস সিলার জানেন, রাজনৈতিক সুবিধে আদায়ের জন্যে নেতারা পুলিসকে চোখ বুজে থাকার নীতি অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছে। পুলিস রাজনৈতিক নেতাদের হাতের মুঠোয়, আর রাজনৈতিক নেতারা গ্যাম্বলিং অর্গানাইজেশন-এর হাতের পুতুল।

কয়েকশো গ্যাম্বলিং হাউজ রয়েছে বেনটোভিলে, প্রতিদিন সেখানে জুয়া খেলা চলে। শহরটায় এমন কোন দোকান নেই যেখানে দু'তিনটে জুয়া খেলার অটোমেটিক মেশিন না আছে। প্রায় প্রতিটি মেশিনেই আগে থেকে কারিগরি

ফলানো আছে, যাতে খেলতে এসে শেষ পর্যন্ত জিততে না পারে কেউ। তাই বলে জুয়াড়ীর সংখ্যা কমে না কখনও, কারণ বেনটোভিলে পয়সা আছে। তাছাড়া জুয়া খেলে রাতারাতি ধনী হয়ে গেছে এমন লোকের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। এমনকি বেনটোভিলের বাচ্চা ছেলেরাও জুয়া খেলে। প্রচারণার এমনই গুণ, জুয়া বলতে বেনটোভিলের লোক অজ্ঞান।

অর্গানাইজেশনটার আসল কাজকর্ম দেখাশোনা করে কর্ক সিমন। তার অধীনে কাজ করে প্রায় বিশ জন লোক, তারা অটোমেটিক মেশিনগুলোর ওপর নজর রাখে, নিরাপত্তা দেয়ার বিনিময়ে অনেক টাকা আদায় করে প্রভাবশালী জুয়া ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে, নিয়ন্ত্রণ করে বেশ কয়েকটা পুল-রূম।

তবে, জুলিয়াস সিলার জানেন, কর্ক সিমন ছায়ামাত্র, অপরাধী চক্রের আসল নেতা রয়েছে তার পিছনে। লোকটার নাম আর্থার কিং। মি. কিং, কিং অভ স্পেড বলেও ডাকা হয় তাকে। কিন্তু শুধু ওই নামটি ছাড়া তার সম্পর্কে আর কিছু কেউ জানে না। কে সে, কোথায় থাকে, কেমন দেখতে, এ-সব প্রশ্নের উত্তর জানা নেই কারও। জুলিয়াস সিলারের বিশ্বাস, আর্থার কিং-এর পরিচয় কর্ক সিমনও বোধহয় জানে না।

পুলিসকে তো নিয়মিত টাকা দেয়ই, রাজনৈতিক নেতাদেরও লাভের অংশ দেয় আর্থার কিং। ফলে বেনটোভিলে তার সাথে পাল্লা দেয়ার বা তার বিরোধিতা করার কেউ নেই। অনেক সাহস করে জুলিয়াস সিলার একবার বেনটোভিল জুয়ার বিরুদ্ধে লিখেছিলেন, গুড হোপের সেই সংখ্যার প্রতিটি কপি হকারদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলে কর্ক সিমনের লোকজন। তারপর আর আগে বাড়েননি জুলিয়াস সিলার।

ব্যাপারটা নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায় না, এক সুকি টেমপাসটা ছাড়া। সম্পাদক জুলিয়াস সিলারের সাথে প্রায়ই তার তর্ক বেধে যায়। সুকির দাবি, তাকে বেনটোভিল জুয়ার বিরুদ্ধে লেখার অনুমতি দেয়া হোক। এ-ব্যাপারে জুলিয়াস সিলার নিজের ভূমিকায় অটল, সুকির কোন কথা কানে তোলেন না তিনি।

টেলিফোনে কর্ক সিমন পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, 'বেনটোভিলের কোন ব্যাপারে নাক গলিয়ো না, তাহলে আমরাও তোমাদের ব্যাপারে নাক গলাব না। আমাদের পছন্দ হবে না এমন কোন লেখা ছাপা হলে, পত্রিকার অবস্থা কি দাঁড়াবে?' নিজেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে কর্ক সিমন, 'রিপোর্টারকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিল্ডিংটায় আগুন লাগবে।' জুলিয়াস সিলারের কাছ থেকে কোনরকম জবাব দাবি না করে রিসিভার নামিয়ে রাখে সে।

বেনটোভিল মানেই খবর। ফেয়ারভিউ খবর নয়। সুকির প্ররোচনায় জর্জ পিট তার সাথে বেনটোভিলে যেতে রাজি হয়, শহরটা চষে বেড়িয়ে দারুণ উত্তেজনাকর সব খবর সংগ্রহ করে আনে ওরা দু'জন। খবরগুলো খুঁটিয়ে পড়েন জুলিয়াস সিলার, তারপর ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দেন। 'তোমরা কি অফিসটায় আগুন ধরাতে চাও?' তার এই প্রশ্নেই ব্যাখ্যা মেলে।

তবে, শেষ পর্যন্ত, সুকি টেমপাসটারই জয় হয়। গুড হোপ-এর স্টাফরা

একদিন ঠিকই বেনটোভিল জুয়ার বিরুদ্ধে লিখতে সমর্থ হয়। শুধু তাই নয়, শেষ যুদ্ধটায় সক্রিয়ভাবে তারা অংশগ্রহণও করে। তবে, যে-সব ঘটনার দরুন যুদ্ধটা বেধে গেল, প্রথম দিকে সেগুলোর ভেতর আকস্মিক হত্যাকাণ্ড বা ভায়োলেন্সের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায়নি।

দু'বছর আগে মাসুদ রানা যদি বেনটোভিলে না আসত, জুলিয়াস সিলার তাকে চিঠি লিখত না। চিঠি পেয়ে রানা যদি বেনটোভিলে দ্বিতীয়বার না ফিরত, টেলিফোনে ওকে সতর্ক করত না কোন নারীকণ্ঠ। অলিভা যদি ওর ঘাড়ে বোঝা না হত, রানাও টলারসন-এর ব্যাপারে কৌতূহলী হত না। আবার ওর ঘাড়ে অলিভা বোঝা না হলে কেউ জানতে পারত না যে রিড কোয়েল খুন হয়েছে। রিড কোয়েল খুন হওয়ায় রানার মনে সন্দেহ দেখা দিল, ওর এই সন্দেহের কারণেই চালে ভুল করে বসল আর্থার কিং, তা না হলে আজও বেনটোভিলে রাজত্ব করত সে।

ছোট ছোট অনেক ঘটনা বড় ঘটনার জন্ম দিল, বড় ঘটনাগুলো এনে দিল ধাঁধার উত্তর। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, যে গ্যাম্বলিং অর্গানাইজেশনটা গড়ে তুলতে ছয় বছর সময় লেগেছে, সেটা ধূলিসাৎ হতে সময় লাগল মাত্র তিনদিন।

প্রথম দিন থেকেই শুরু করা যাক।

দুই

নোংরা ও ঘিঞ্জি কিছু এলাকা সাফ-সুতরো করার জন্যে খালি করা হবে, কাজকর্ম কতদূর কি এগিয়েছে জানার জন্যে মিউনিসিপ্যাল অফিসে গিয়েছিল সুকি টেমপাসটা। কাজটা স্পনসর করছে গুড হোপ। ফিরে এসে দেখে, অচেনা এক লোককে নিয়ে ওর অফিসে দাবা খেলতে বসেছে জর্জ পিট। 'আর জায়গা পেলে না?' বিরক্তি চেপে জিজ্ঞেস করল সে। 'আমাকে তো এখুনি কাজে বসতে হবে।' হ্যাট খুলে মাথা ঝাঁকিয়ে চুলগুলো আলগা করল সুকি।

অপ্রস্তুত হয়ে একটু হাসল জর্জ পিট। 'হ্যালো, ফেয়ারলেডি! আমি বুঝতে পারিনি এত তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে তুমি!'

অচেনা লোকটার দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে একবার তাকাল সুকি। 'এখান থেকে যাও, জর্জ। অন্য কোথাও বোসো।'

'কোয়েলের সাথে তোমার পরিচয় নেই, তাই না?' চেয়ারে হেলান দিয়ে জিজ্ঞেস করল জর্জ পিট, প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠোঁটে গুঁজল। 'রিড, ঘর আলো করা এই মেয়েটাই আমাদের মিস সুকি টেমপাসটা। যদি শুভদৃষ্টি কাড়তে পারো, মেয়ে হিসেবে ওকে তোমার খারাপ লাগবে না। আমি শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছি, কিন্তু তারমানে এই নয় যে আর কারও কোন আশা নেই।'

রিড কোয়েল প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সুকির দিকে, তার চকচকে

দৃষ্টি পছন্দ হলো না সুকির। 'সত্যি আমি আনন্দিত, মিস টেমপাসটা। আপনার কলাম পড়তে দারুণ ভাল লাগে আমার।'

হ্যাটটা নাকের কাছ থেকে কপালের দিকে ঠেলে দিল জর্জ পিট। 'তুমি তো একটা রামছাগল, পড়তে শিখলে কবে? সুকি, ওর কথা বিশ্বাস কোরো না। বিবাহিত লোক, দুটো বাচ্চা আছে।'

'এখানে আমাকে বুঝতে ভুল করা হচ্ছে,' বলল রিড কোয়েল, তার হাসি দেখে বোঝা গেল সুকির সাথে ভাব জমাতে চায়।

'দুঃখিত। আমি আসলে বলতে চেয়েছি, ওর বউ আছে দুটো, বাচ্চা একটা–কেউ কারও অস্তিত্ব সম্পর্কে জানে না।'

ম্লান হেসে রিড কোয়েল ভাব দেখাল, সে আহত হয়েছে। 'পিট আসলে একটা ভাঁড়, মিস টেমপাসটা। আপনি নিশ্চয়ই ওর কথা বিশ্বাস করছেন না?'

'ওর কথা বা লেখা, কোনটাতেই আমার বিশ্বাস নেই। আপনারা উঠবেন, প্লীজ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই,' ব্যস্ত হয়ে চেয়ার ছাড়ল রিড কোয়েল। 'আমি জানতাম না এটা আপনার কামরা। ক্ষমা করবেন, প্লীজ।'

'এক মিনিট,' বলল জর্জ পিট। 'এভাবে তুমি নত হলে সুকি আবার চেপে ধরবে। ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও।' সুকির বাহুতে মৃদু চাপড় দিল সে। 'দেখো, সুকি, রিড কোয়েল তোমার কেউ নয়, আমি যদি ওর কাছ থেকে রেস খেলার জন্যে কিছু টাকা আদায় করি, দয়া করে তাতে বাধা দিয়ো না। আমরা দাবা খেলছি দশ ডলার বাজি রেখে। ফ্যান শুধু এই ঘরে আছে, আর কোথায় বসতে পারি বলো?'

'শুধু খেলা বা ফ্যান নয়,' বলল সুকি, 'এর মধ্যে আরও কি যেন আছে। তাহলে আমি কাজ করব কোথায়?'

'নিজেকে আজ ছুটি মঞ্জুর করো। সারাক্ষণ তো শুধু কাজই করছ। আর শোনো, কোয়েল এই এলাকার গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। রিয়েল এস্টেট ব্যবসায় আছে। কে বলতে পারে, শহরটার কোন ক্ষতি করে বসবে কিনা!'

'রিয়েল এস্টেট?' ঝট্ করে রিড কোয়েলের দিকে ফিরল সুকি। 'এদিকে আপনি জমি-জমা কিনতে চাইবেন বলে তো মনে হয় না, নাকি কিনবেন?'

জর্জ পিট যেমন দশাসই, তার বন্ধুটি তেমনি খর্বকায়। খাড়া নাকটা চুলকাল কোয়েল, সুকির দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। 'মানে, কি জানি। সস্তাদরে কিছু পাওয়া গেলে কিনতেও পারি। জমির ভবিষ্যৎ তো কখনোই খারাপ নয়। তবে, ফেয়ারভিউয়ের জায়গা তো, একেবারে পানির দর না হলে কে কিনতে চাইবে।'

সুকির দিকে তাকিয়ে চোখ মটকাল জর্জ পিট। 'ওকে তুমি শকুন বলতে পারো, সুকি। মানুষ যখন মুমূর্ষু অবস্থায় ধুঁকছে, এই সময় ওর আগমন ঘটে। এ-ধরনের লোককে তুমি চেনো।'

সুকির চেহারায় বিতৃষ্ণা ফুটে উঠল। 'ব্যবসা করার এই যদি ধরন হয় আপনার, ফেয়ারভিউয়ে কেনার মত অনেক জায়গা পাবেন আপনি। কিন্তু এখানকার জায়গা কিনে আপনি লাভ করতে পারবেন না।'

সবজান্তার ভঙ্গিতে আবার একটু হাসল রিড কোয়েল। 'পিট আমাকে মন্দ লোক হিসেবে হাজির করছে আপনার সামনে। আমি আসলে সাধারণ একজন ব্যবসায়ী। ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেয়ার সামর্থ্য আমার নেই। তবে, সবার দৃষ্টিভঙ্গি যে এক হবে সেটাও কোন কথা নয়।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'আপনার তাহলে ধারণা, ফেয়ারভিউতে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা জমবে না?'

'পাঁচ বছরের মধ্যে এলাকাটা মরুভূমি হয়ে যাবে, খাঁ-খাঁ করবে,' বলল সুকি। 'সেজন্যেই কেনার মতো প্রচুর জায়গা পাবেন আপনি।'

'কেন, ফ্যাক্টরি দুটো আবার যদি চালু করা যায়? মরা শহরকে আবার জেগে উঠতে দেখেছি আমি। অদ্ভুত আরও অনেক কিছু দেখা আছে আমার, মিস টেমপাসটা। সস্তায় জায়গা-জমি কিনে সাত রাজার ধন পেয়ে গেছে, এমন কাহিনী শোনেননি?'

সুকির দিকে তাকাল পিট। 'ব্যবসায়ীদের ওপর সিনেমার প্রভাব লক্ষ করছ, সুকি?'

ঝাড়া প্রায় পাঁচ সেকেন্ড রিড কোয়েলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল সুকি। তারপর বলল, 'সম্পাদক সাহেবের সাথে কথা বলতে হবে আমাকে। জর্জ, তোমাদের খেলায় বিঘ্ন ঘটাবার কথা আমি ভাবতেও পারি না। আশা করি মি. কোয়েলের কাছ থেকে বেশ ভাল টাকা জিততে পারবে তুমি।'

সুকি চলে যাবার পর কোয়েল বলল, 'নিজের ভাষায় আমাকে গাধা বলে গেল, তাই না?' চোখে রাগ নিয়ে পিটের দিকে তাকাল সে।

'ওর কথায় কান দিয়ো না তো। দাও, চাল দাও। ডলার দশটা আমার খুব দরকার।'

*

জুলিয়াস সিলারের কামরায় ঢুকে ভেতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল সুকি। মাথাভর্তি কাঁচাপাকা চুল, ধারাল একজোড়া চোখ, খাড়া শিরদাঁড়া, এই হলো সম্পাদক সাহেবের তিনটে বৈশিষ্ট্য। ডেস্কটার দিকে এগোল সুকি, সেটা এত বড় যে ঘরের চার ভাগের তিন ভাগ জায়গা দখল করে রেখেছে। কলমটা সাবধানে নামিয়ে রেখে নীল চোখ তুলে তাকালেন জুলিয়াস সিলার, হাত দুটো ভাঁজ করলেন বুকের কাছে। 'কি পেয়েছ তোমরা?' অভিযোগের সুর। 'এক মিনিট যদি শান্তিতে কাজ করতে পারি! মেয়েদের নিয়ে এই এক সমস্যা। কোন ডিসিপ্লিন নেই। কি চাও তুমি?'

খালি চেয়ারটায় বসে পা দোলাতে শুরু করল সুকি। হাসছে সে। জুলিয়াস সিলারকে তার ভারি পছন্দ। ভদ্রলোক আন্তরিক, আর আন্তরিক মানুষকে ভাল লাগে সুকির। 'চাই অনেক কিছু,' বলল সে। 'তবে সে-সব নিয়ে আপনাকে এখুনি বিরক্ত করব না। আচ্ছা, বলুন তো, চিড়িয়াটাকে আপনি চেনেন কিনা–রিড কোয়েল?'

'চিনব না কেন! কেন, কি হয়েছে?' রুমালটার দিকে হাত বাড়ালেন জুলিয়াস সিলার।

'তার সম্পর্কে কি জানেন আপনি?'

রুমাল দিয়ে নাকটা জোরে জোরে ঘষলেন জুলিয়াস সিলার। 'বেনটোভিলের লোক সে। এটুকু জানাই আমার জন্যে যথেষ্ট।'
'আপনি জানেন কি, ফেয়ারভিউয়ে সে জায়গা কিনবে কিনা?'
চোখ পিট পিট করলেন জুলিয়াস সিলার। 'জায়গা কিনবে? ফেয়ারভিউয়ে?' কাঁধ ঝাঁকালেন তিনি। 'কিনতেও পারে—এখনও বোকা লোকের অভাব নেই দুনিয়ায়।' তাঁর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। 'কেন?'
'দেখে বোকা বলে মনে হলো না,' বলল সুকি। 'ফেয়ারভিউয়ে টাকা খাটানো স্রেফ পাগলামি, যদি না তার পিছনে গোপন কোন ব্যাপার থাকে। ভাবছি, সেরকম কিছু আছে কিনা।'
'দেখো, কল্পনাকে লাই দিয়ো না। এখনও সে কেনেনি, ঘুরেফিরে দেখার পর না-ও কিনতে পারে।'
কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে সুকি বলল, 'আমি পিন্ডার'স এন্ড নিয়ে চিন্তিত।'
'ওখানে আবার কি ঘটল?'
'ক্লিয়ার‍্যান্স স্কীম নিয়ে ওরা আর আগে বাড়ছে না। গ্রাহাম বলল, কিছু অসুবিধে আছে।'
'আশ্চর্য ব্যাপার!' পুরোমাত্রায় সজাগ হলেন সম্পাদক। 'গ্রাহাম এ-কথা বলল?'
'ঠিক এই ভাষায় নয়। সে শুধু বলল, ক্লিয়ার‍্যান্স স্কীমের আওতা থেকে কিছু এলাকাকে আপাতত বাদ দেয়া হয়েছে, বাদ দেয়া অংশে পিন্ডার'স এন্ড-ও পড়ে।'
'কিন্তু শেষ মীটিংটায় এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। তারপর কি এমন ঘটল যে সিদ্ধান্ত পাল্টাতে হলো ওদের? আমি বরং গ্রাহামের সাথে কথা বলি।'
'কোন লাভ হবে না। তার সাথে দেড় ঘণ্টা তর্ক হয়েছে আমার। বাপারটা নিয়ে আমি যদি একটা রিপোর্ট লিখতে চাই, নিশ্চয়ই আপনি অনুমতি দেবেন না?'
দৃঢ় ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন জুলিয়াস সিলার। 'না।'
'আমি জানতাম, না-ই বলবেন আপনি। গুড হোপের ভেতর সাহসের ছিটেফোঁটা পর্যন্ত নেই। আপনিও তা জানেন।'
'মরতে বসেছে এমন একজন লোকের সাহস থাকার দরকার নেই, দরকার ওষুধ-পত্র। বাড়ি চলে যাও, মাই ডিয়ার। তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আর যদি সাপার খেতে আমার বাড়িতে যেতে চাও, তো চলো।'
মাথা নাড়ল সুকি। 'আমার একটা ডেট আছে,' বলল সে। 'আরেকদিন যাব।'
'কি যেন লুকাচ্ছ তুমি,' বলে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে সুকির দিকে তাকালেন জুলিয়াস সিলার। তাঁর বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ঠিক বয়সে বিয়ে করলে সুকির মত মেয়ে থাকত তাঁর। মানুষের মন কখন যে কার দিকে ঢলে পড়ে! 'আমার ধারণা, প্রেমে পড়েছ তুমি।'
'কে, আমি?' হেসে উঠল সুকি, আড়ষ্টবোধ করল সামান্য। 'আরে না, আমার বিয়ে হয়েছে কাজের সাথে।'
'কথাটা আমার কাছ থেকে ধার করা,' জুলিয়াস সিলার বললেন। 'কে সে,

সুকি? নাম কি?’

‘ড্যানি ডানকান,’ বিড়বিড় করে বলল সুকি, জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। সুকি আরেকজনের হয়ে যাবে, এই চিন্তাটা তাঁকে ব্যথা দিচ্ছে না উপলব্ধি করে একটুও অবাক হলেন না জুলিয়াস সিলার। সুকির গোপন প্রেমিক তিনি, চিরকাল নিজেকে গোপনই রাখতে চান। সুকিকে তিনি এত বেশি ভালবাসেন যে, মেয়েটার সুখই তাঁর সুখ। সুকির লাজুক, আড়ষ্ট ভাবটুকু উপভোগ করছেন তিনি। ‘মাস কয়েক আগে আমাদের পরিচয় হয়েছে। তাকে আমার পছন্দ হয়। হপ্তায় দু'দিন ডিনার খাই আমরা। মাঝে মধ্যে তাকে আমি চুমো খাওয়ার অনুমতি দেই।’ পিতৃতুল্য সম্পাদকের দিকে ফিরে ফিক করে হেসে উঠল সে। ‘হয়েছে, এবার সন্তুষ্ট?’

‘বললে তাঁকে তোমার পছন্দ হয়, অত্যন্ত পছন্দ হয় বললে না কেন?’

‘আপনাকে এডিট করার সুযোগ দেয়ার জন্যে।’ হাসতে লাগল সুকি।

‘তোমার ভাল্লাগছে? সুখী মনে করছ নিজেকে?’

‘সাংঘাতিক…কিন্তু আর তো দেরি করতে পারি না। পিন্ডার'স এন্ড তাহলে বাদ?’

‘আমার ওপর ছেড়ে দাও,’ প্যাডে আঁক কাটছেন জুলিয়াস সিলার। ‘আর, শোনো, ভেবেচিন্তে দেখে সাবধানে পা ফেলো।’

খিল খিল করে হেসে উঠল সুকি টেমপাসটা। ‘হারাবার মত আমার কি শুধু এই পা দুটো আছে? তাই যদি হয়, ভুল করলেও বড় কোন ক্ষতি স্বীকার করতে হবে না।’ বাইরে থেকে দরজাটা আস্তে করে বন্ধ করে দিল সে।

তিন

সবুজ রেক্সিন দিয়ে মোড়া একটা টেবিলের পিছনে বসে আছে মাসুদ রানা। আঙুলের টোকা দিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিচ্ছে লাল আর সাদা ঘুঁটিগুলো, অমলিন বড়সড়ো হাতের ভেতর পড়তে না পড়তে আবার ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে ওপরদিকে। ‘শহরে গুঞ্জন, টমারসন নাকি ভয় পেয়েছে,’ বলল ও, ঘুঁটিগুলো এবার ছুঁড়ে দিল টেবিলের মসৃণ মাথা লক্ষ্য করে।

ঘুম ঘুম আধবোজা চোখে ঘুঁটিগুলোর দিকে তাকাল নিক। গড়াতে গড়াতে টেবিলের মাঝখানে চলে গেল সেগুলো. তারপর স্থির হলো। প্রতিটি ঘুঁটির ছক্কার দিকটা ওপরে রয়েছে, প্রতিটির মাথায় ছ'টা করে সাদা বিন্দু।

‘ঝড়ে বক,’ বলল নিক।

ঘুঁটিগুলো এক করে হাতে নিল রানা, আবার ছুঁড়ে দিল টেবিলের ওপর। এবারও সব ক'টা ছক্কা।

পেশী শিথিল করে চেয়ারে নড়েচড়ে বসল নিক। মাঝারি গড়ন তার, চওড়া, চেহারায় নিষ্ঠুরতার ছাপ। তার হ্যাটটা মাথার পিছনে ঝুলে আছে, ভেস্ট-এর

আর্ম-হোলে আটকে রেখেছে ডান হাতের একটা আঙুল। সরু একটা কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাচ্ছে সে।

টলারসনের কথাটা আবার বলল রানা।

'গুজবে কান দাও তুমি, এ-কথা আমাকে শুনিয়ো না,' বলল নিক, বলার ভঙ্গিটা সামান্য বিরক্তিসূচক। 'তুমি অন্তত নও। আর কেউ হয়তো বিশ্বাস করতে পারে, কিন্তু তুমি না।'

ঘুঁটিগুলো আবার তুলে নিল রানা। 'ঠিক আছে, ভয় পায়নি,' মুঠো থেকে ছেড়ে দিল সেগুলো। 'তার জন্ডিস হয়েছে।'

স্থির হলো ঘুঁটিগুলো, সবগুলো ছক্কা।

'টলারসন তোমাকে চায়,' বলল নিক। 'তার ধারণা, আবার যখন ফিরে এসেছ, দু'জনের জোট বাঁধা দরকার। তুমি খেলার দিকটা দেখবে, রেস্তোরাঁ আর বার তার দায়িত্ব।'

'আড়াই বছর আগে শুরু করেছে ও,' বলল রানা, কোটের পকেটে হাত ভরল সিগারেট বের করার জন্যে। 'প্রথম ছ'মাসের শেষদিকে বেশ কিছুদিন আমাকে পেয়েছিল এই শহরে। তখন তার আমার কথা একবারও মনে পড়েনি। দু'বছর পর আমি ফিরে এসেছি দশদিনও হয়নি, হঠাৎ তার মনে হলো আমাকে না পেলে তার চলবে না?' প্যাকেটটা থেকে একটা সিগারেট বের করল রানা, চোখ ইশারায় প্যাকেটটা দেখাল নিককে।

মাথা নাড়ল নিক। 'সে-সময় রুটির জন্যে সংগ্রাম করছিল টলারসন, তোমার মত লোককে পোষার সামর্থ্য তার ছিল না। তাছাড়া, তখন যদি তোমাকে প্রস্তাব দিত, সেটা চাকরির প্রস্তাব হত—তুমি হেসেই উড়িয়ে দিতে, তাই না? এখন রুটির ব্যবস্থা হয়েছে তার, এবার চারদিকে চোখ বুলাতে চায়। জুয়ার দিকটা ভাল জমছে না। সেদিকটা দেখতে পারো তুমি। আমি যতটুকু বুঝি, এখানে তোমার হাত সাফাই দেখিয়ে দু'পয়সা রোজগারের সুযোগ আছে। আধাআধি বখরাতে রাজি আছে টলারসন।'

ঠোঁট প্রসারিত হলো রানার, সেটাকে হাসি বলা কঠিন। 'হাতসাফাইয়ের মধ্যে আমি নেই, তুমি জানো, নিক,' বলল ও। 'তাছাড়া, আমি কাজ করি না।'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসল নিক। 'তোমাকে কোন কাজ করতে হবে না, সেদিকটা আমরা দেখব। তুমি শুধু নাইটক্লাবে নিজের চেহারাটা দেখাবে। তাতেই সবাই জানবে, খেলাটা এখানে ফেয়ার হয়।'

ঠোঁটে সিগারেট গুঁজে হাত পাতল রানা। 'লাইটার আছে?'

পকেট থেকে বের করে দিয়াশলাইটা রানার দিকে ছুঁড়ে দিল নিক। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'লাভের অংশ ছাড়াও, হপ্তায় তিন হাজার ডলার তোমার কুড়িয়ে নেয়ার অপেক্ষায় রয়েছে।'

সিগারেট ধরিয়ে দিয়াশলাইটা ফেরত দিল রানা। 'তাহলে সত্যি ভয় পেয়েছে সে,' বলে হেসে উঠল। 'সব কথা খুলে বলছে না কেন? কেন বলছে না তার প্রোটেকশন দরকার?'

ধীরে ধীরে চেয়ার ছাড়ল নিক। 'চিন্তা করে দেখো,' জবাব দিল সে, ভেস্ট-

এর বোতাম লাগাল, টেনে-টুনে ঠিক করল কোটটা। 'আমাকে যেতে হয়। সময় করে একবার দেখা করো টলারসনের সাথে। আড্ডাটাও দেখা হবে। মেলা টাকা খরচ করে নাইটক্লাবটা সাজিয়েছি আমরা। দুষ্টবুদ্ধি নিয়ে সুন্দরী মেয়েরা ভিড় করে থাকে সারাক্ষণ। টলারসনের মদ আর খাবার বেনটোভিলের সেরা। বিশাল এক ডেস্ক আর টেলিফোনসহ আলাদা একটা কামরা পেতে পারো তুমি। কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না। টেলিফোন ধরার জন্যে বা চিঠি লেখার জন্যে যদি মনে করো একটা মেয়ে দরকার, নো প্রবলেম। তোমার ব্লাডপ্রেশার যদি হাই হয়, সেদিকটাও দেখবে সে।' দরজার দিকে এগোল। 'প্রস্তাবটাকে তুমি খারাপ বলতে পারো না।'

ঘুঁটিগুলোর দিকে হাত বাড়াল রানা। 'আমাকে বিশ্বাস করাতে পারোনি,' মুখ না তুলেই বলল ও। 'টলারসন প্রোটেকশন চায়। তার জানা আছে, এই এলাকায় আমার একটা কুখ্যাতি আছে। কাউকে ভয় দেখিয়ে ঠাণ্ডা রাখার জন্যে আমার এই কুখ্যাতি ব্যবহার করতে চাইছে সে। এতে আমার কোন আগ্রহ নেই।'

দরজা খুলল নিক। 'চিন্তা করে দেখো,' আবার বলল সে। 'ভুল কোরো না। টলারসনের ভয় পাবার কিছু নেই। তুমি তাকে চেনো।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'অবশ্যই,' বলল ও। 'চিনি না মানে! যার বগলের তলা থেকে একজোড়া ডানা গজিয়েছে, সেই লোকই তো?'

ভুরু কোঁচকাল নিক, কিছু বলার জন্যে মুখ খুলল, সিদ্ধান্ত পাল্টে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে, বাইরে থেকে আস্তে করে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

পাঁচ মিনিট ধরে ঘুঁটিগুলো টেবিলের ওপর গড়াগড়ি খেলো। সাদা ফোঁটাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে রানা, কিন্তু দেখছে না। ঠোঁট থেকে সিগারেটটা একবারও নামায়নি, মাঝে মধ্যে টান দিচ্ছে, লম্বা হচ্ছে ছাইটা। ধোঁয়া উড়ে এলে কুঁচকে উঠছে চোখের পাতা।

ঝন ঝন শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে কানের কাছে আনল রানা। সিগারেটটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে গুঁজে দিল ছাইদানীতে। 'কে?' জানতে চেয়ে উল্টোদিকের দেয়ালে তাকিয়ে থাকল।

'রানা?' মেয়েলি কণ্ঠ। 'মাসুদ রানা?'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'কি দরকার?'

'আপনি কি মাসুদ রানা?' নরম গলা, মিষ্টি শোনাল কানে। একটু টান আছে বাচনভঙ্গিতে, আমেরিকার দক্ষিণ দিকের লোক এই টানে কথা বলে।

'হ্যাঁ,' বলল রানা, বিরক্তবোধ করছে। 'তুমি কে কথা বলছ?'

'শুনুন,' মেয়েটা বলল। 'মন দিয়ে শুনুন। টলারসনকে এড়িয়ে থাকুন। কথাটা আপনাকে আমি ঠাট্টা করার জন্যে বলছি না। ওর সাথে জড়িয়ে পড়বেন না। ব্যাগ গুছিয়ে দূরে কোথাও সরে যান–যেখানে খুশি, শুধু টলারসনের ব্যাপারে মাথা না ঘামালেই হলো। আপনার লাশ দেখলে আমার খারাপ লাগবে।'

অস্পষ্ট ক্লিক শব্দে রানা বুঝল, যোগাযোগ কেটে দেয়া হয়েছে। রিসিভারটা নামিয়ে রাখল ও। 'বেশ, বেশ,' বিড়বিড় করল আপনমনে, হেলান দিল চেয়ারে। ঘুঁটিগুলো তুলে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ল একবার, খপ্ করে সবগুলো একসাথে ধরে

ফেলে চেয়ার ছাড়ল। হ্যাটটা স্ট্যান্ড থেকে নিয়ে বেরিয়ে এল কামরা থেকে।

বাইরের ঘরটা সিগারেটের ধোঁয়ায় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। অনেকগুলো টেবিল, তারপরও বসার জায়গা হয়নি সবার, বেশিরভাগ লোক দাঁড়িয়েই জুয়া খেলছে। একটা টেবিলে চরকির চাকা থামতে যাচ্ছে দেখে তাকিয়ে থাকল রানা।

রানাকে কামরা থেকে বেরোতে দেখেই টেবিল ছেড়ে এগিয়ে এল ড্যানি ডানকান। 'শোনো, রানা, মেয়েটার সাথে আজ আমি তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।'

চরকির বাহুর দিকে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কোন্ মেয়ে?' অন্যমনস্ক।

'এমন লোক তো জীবনে দেখিনি!' রেগে গেল ড্যানি। 'জেগে জেগে ঘুমাচ্ছ নাকি? ভুলে গেছ, এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। অন্তত পঞ্চাশ বার বলেছি তোমাকে, ওকে তোমার দেখা দরকার, আর এখন বলছ কিনা কোন্ মেয়ে? আমার সাথে চালাকি?' রানার একটা বাহু চেপে ধরল সে। 'আজ কোন কৌশল খাটবে না, বুঝলে।' রানাকে একটা ঝাঁকি দিল সে। 'ওকে তোমার আজ দেখতেই হবে।'

বাস্তবে ফিরে এল রানা, উপলব্ধি করল চরকির বাহুর দিকে তাকিয়ে থাকলেও তার মন জটিল একটা সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। 'দুঃখিত, ড্যানি,' মৃদু হাসল ও। 'অন্য জগতে ছিলাম। তাহলে ছাড়বেই না, তোমার প্রেমিকার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে? বেশ, ভাল—কোথায়, কখন?'

'আটটার দিকে আসবে ও। তুমি আমাদের সাথে ডিনার খাবে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'মনে হয় না,' বলল ও। 'তোমরা একজোড়া কপোত-কপোতী একা হতে চাইবে। কোথায় থাকবে তোমরা বলো, পরে আমি যোগ দেব'

'দেখো, জেদ ধোরো না!' রানা রাজি হওয়ায় খুশিতে হাসছে ড্যানি ডানকান। 'এখনও আমরা অতটা ঘনিষ্ঠ হইনি। কোথায় বসা যায় বলো তো?'

'ঠিক আছে,' বলল রানা, ড্যানির প্রস্তাবেই রাজি করল নিজেকে। 'সানফ্লাওয়ার—টলারসনের নাইটক্লাব। কেমন হবে? টলারসনের ওখানে রাত আটটায়।'

তাড়াতাড়ি মাথা ঝাঁকাল ড্যানি ডানকান। 'ফাইন,' বলল সে, তারপর খাদে নামাল গলা, 'নিকের সাথে কথা বলছিলে?'

ড্যানির দিকে তাকাল রানা, জুলফি চুলকাল। 'হ্যাঁ।'

মুখ বাঁকাল ড্যানি। 'ওটা একটা নোংরা ইঁদুর। ওটাকে আমি একদিন অন্ধকার গলির ভেতর পেতে চাই।'

মুচকি হাসল রানা। 'আমি চাই না,' বলল ও। 'অন্ধকার গলিতে আমি শুধু মেয়েদের পিছু নিই।' তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'বুট ওপরে?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল ড্যানি।

'ওর সাথে কথা বলব।' সিঁড়ির দিকে ঘুরে গেল রানা। 'আবার তাহলে আমাদের দেখা হচ্ছে।'

নিঃশব্দে হাসল ড্যানি, মাথা কাত করল, ফিরে গেল টেবিলে।

মস্ত একটা কুমড়োর সাথে বদলে নেয়া যায় ম্যালকম বুটকে। মাথা জোড়া টাক নিয়ে ডেস্কের পিছনে বসে আছে সে, চোখ দুটো ইস্পাতের মত কঠিন আর অস্থির। স্থির হাসিতে ভাঁজ হয়ে আছে তার মুখ। ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করল রানা পায়ের ধাক্কায়। সরাসরি বুটের দিকে তাকাল। ডেস্কের ওপর ছোট্ট একটা নেমপ্লেট রয়েছে, তাতে ম্যালকম বুটের নামের নিচে লেখা, এজেন্ট।

'ও, রানা, তুমি!' হাত নেড়ে খালি একটা চেয়ার দেখাল বুট। 'বসো, বসো।'

চেয়ারটায় বসে হাত দুটো বুকের ওপর ভাঁজ করল রানা। চোখে কোন আগ্রহ না নিয়ে বুটের দিকে তাকিয়ে থাকল।

বুট জিজ্ঞেস করল, 'ফিরে আসার পর খেলাধুলো কেমন চলছে তোমার? দু'বছর আগের পরিস্থিতি এখন আর নেই, বেশির ভাগ মেশিনেই কারিগরি ফলানো হয়েছে। ঘুঁটির খেলাও তেমন জমে না, হাড়ের ভেতর ম্যাগনেট ভরা।'

রানা হ্যাঁ-না কিছু বলল না।

'ঘোড়ার খবর কি বলো তো শুনি,' আবার বলল বুট। 'এ-ব্যাপারে তোমার তো আবার জ্যোতিষ বলে খ্যাতি আছে।'

'অ্যারোহেড আর সুলতানের ওপর মোটা টাকা বাজি ধরেছিলাম, দুটোই তিন মাইল পেছনে থেকে দৌড় শেষ করেছে।'

'কাজেই তুমি ও-সব ছেড়ে আবার গুটি ধরেছ?' সিগারেটের প্যাকেটটা আঙুলের টোকা দিয়ে ঠেলে দিল ম্যালকম বুট।

'হ্যাঁ,' বলল রানা, প্যাকেটটা ছুঁলো না। কামরার চারদিকে চোখ বুলিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল বুটের দিকে।

'হ্যারিকেন একটা হট টিপ,' বলে দেরাজ খুলে কালো একটা বোতল আর দুটো গ্লাস বের করল ম্যালকম বুট।

'আমি নেই,' বলল রানা। 'ওটা একটা ঘোড়া নাকি! ওই সাইজের ঘোড়া কখনও জিততে পেরেছে?'

গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে একটা রানার সামনে রাখল বুট। 'তোমার ব্যাপার তা কি মনে করে?'

গদি মোড়া চেয়ারে আরও খানিক নিচু হলো রানা। 'টলারসনের ভয় পাবার কারণটা কি?'

'টলারসন?' হাসতে ভুলে গেল ম্যালকম বুট। 'তার সম্পর্কে কি জানো তুমি?'

টেবিলের কিনারায় আঙুল নাচাল রানা। 'কেউ তাকে চোখ রাঙিয়েছে কেন যেন মনে হলো, তুমি তাকে চিনতে পারো।'

মোটা নিচের ঠোঁটটা দু'আঙুলে চেপে ধরল বুট। তার চোখে শূন্যদৃষ্টি। 'তুমি যদি আমাকে অর্কিড সম্পর্কে প্রশ্ন করো, তোমার কৌতূহল মেটাতে পারব বলে মনে হয়।'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'তোমার অর্কিড সম্পর্কে সব জানা আছে আমার, বুট। আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না। ব্যাপারটা আমি পছন্দ করি না।'

চুপ করে থাকল বুট।

'লোকটা কি কিং?' এক সেকেন্ড থেমে জানতে চাইল রানা।

চোখ বুজল বুট। 'কিং?' এমন সুরে উচ্চারণ করল নামটা, জীবনে যেন এই প্রথম শুনল। 'আমি জানি না, রানা। আমি এমনকি এ-ও জানি না যে টলারসন ভয় পেয়েছে।'

'তুমি তো বোধহয় কিং-এর নামও আগে কখনও শোনোনি, তাই না, বুট?' প্রায় কোমল সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

রানা সিরিয়াস কিনা বোঝার জন্যে তাড়াতাড়ি চোখ খুলল বুট। তারপর আবার চোখ বুজল সে। 'কেন, তা শুনব না কেন! কিং-এর নাম কেই-বা শোনেনি। কিন্তু, তারমানে এই নয় যে...'

'আমার একটা ধারণা, তোমার এই জায়গাটাও আসলে কিং-এর,' বলল রানা। 'তবে, আমার ভুলও হতে পারে, কি বলো, বুট?'

'ভুল, মারাত্মক ভুল,' বলল বুট, ডেস্কের ওপর নামিয়ে রাখল গ্লাসটা। 'এটা আমার ব্যবসা, আমার একার। এটা আমি পাঁচ বছর আগে কিনেছি। কিন্তু তোমার এ-ধারণা কেন হলো যে...'

'আমার মাথাটা এরকমই,' বলল রানা। 'সব সময় ভুল জিনিস নিয়ে কাজ করে। ছেলেবেলায় আমাকে নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন ছিল মা।'

'ভুল তুমি টলারসনকে নিয়েও করছ,' বলল বুট। 'তার ভয় পাবার কোন কারণ নেই। কাল রাতে তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। বেশ ভাল আছে বলেই তো মনে হলো।'

'আমার নিজেরই বোধহয় তার সাথে দেখা করা দরকার,' হুইস্কি শেষ করে চেয়ার ছাড়ল রানা। 'সে আমাকে সানফ্লাওয়ারে চাইছে। তার ধারণা, আমি উপস্থিত থাকলে বোকার দল তার ওখানে জুয়া খেলতে ভিড় জমাবে।'

গ্লাসের দিকে হাত বাড়িয়েছে বুট, এই সময় কথাগুলো বলল রানা। তার পিরিচ আকৃতির চোখ দুটো কাঁচের মত চকচকে হয়ে উঠল, বাড়ানো হাতটা গ্লাসের ওপর ঝুলে থাকল আড়ষ্ট ভঙ্গিতে। মুখ তুলে তাকাল সে।

'মিষ্টি গলার এক মেয়ে আমাকে জানিয়েছে, কাজটা বুদ্ধিমানের মত হবে না,' বলল রানা। কয়েক সেকেন্ড তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করল বুটকে। 'শুনেছি তোমার কাছে সুন্দর একটা ছোট্ট পাখি আছে। দক্ষিণ থেকে আসেনি তো, বুট?'

গ্লাসটা ধরতে গিয়ে পারল না বুট, ডেস্কের ওপর খানিকটা হুইস্কি ছলকে পড়ল। মুহূর্তের জন্যে রানার মনে হলো, লোকটার না হার্টঅ্যাটাক হয়। তবে অনেক কষ্টে নিজেকে শেষ পর্যন্ত সামলে নিতে পারল সে। ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, বলল, 'না, না তো! কে হতে পারে মেয়েটা?'

'আমাকে জানতে হবে,' মুচকি হেসে বলল রানা।

'তোমার জায়গায় আমি হলে টলারসনের ব্যাপারটা ভুলে যেতাম। শোনো তাহলে...এইমাত্র তুমি মোটা একটা টাকা রোজগার করেছ–কিভাবে, জানতে চেয়ো না। কোথাও ছুটি কাটিয়ে এলে পারো। যে-ক'দিন বাইরে থাকবে, আমি তোমার কাছ থেকে ঘরভাড়াও নেব না। বাতাসে থাকা, রোদের মুখ দেখা স্বাস্থ্যের জন্যে ভাল।'

হাত দুটো ডেস্কের ওপর রেখে ম্যালকম বুটের দিকে ঝুঁকল রানা। 'বলো, বুট,' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করল। 'টলারসনের ভয় পাবার কারণ কি? তোমার সাথে দু'বছর আগেই আমার পরিচয়, পরস্পরকে আমরা চিনি—আমার সাথে চালাকি করা তোমার পোষাবে না।'

হতভম্ব দেখাল ম্যালকম বুটকে। 'আমি তো বললামই, টলারসনের কিছু হয়নি। তোমাকে আমি মিথ্যে বলব না, রানা।'

সিধে হলো রানা। 'বেশ,' বলল ও। 'তুমি আমাকে মিথ্যে বলবে না। কথাটা আমি তোমার এপিটাফে লিখিয়ে রাখব। দেখে শকুনরা পালাতে পথ পাবে না!' ঘুরে দাঁড়িয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল ও, সশব্দে দরজাটা বন্ধ করল পিছনে।

সিঁড়ির নিচে ড্যানি ওর সাথে দেখা করল। 'দু'ঢোক চলবে নাকি, রানা?'

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল রানা। সাড়ে ছ'টা বাজে। মাথা নেড়ে বলল, 'বাড়ি ফিরব। টলারসনের ওখানে রাতে দেখা হবে।'

প্রায় হাত কচলে, অনুনয়ের সুরে ড্যানি বলল, 'গোসল করার সময় কানের পিছনটা ভাল করে রগড়ে নিয়ো। তোমার খুব প্রশংসা করেছি ওর কাছে।'

'বলো তো নতুন একটা শার্টও পরতে পারি,' ড্যানির পেটে মৃদু ঘুসি মেরে বলল রানা। 'চাই কি, তুমি যদি বলো, একজোড়া গোঁফও লাগাতে পারি।' হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাল, বেরিয়ে এল বাইরে।

দিনশেষের সূর্য ধাঁধিয়ে দিল চোখ, ট্যাক্সির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকার সময় রানা ভাবল, বেনটোভিল ওর খুব বেশি সময় নষ্ট করবে বলে মনে হয় না। দশ দিন হলো ফেরত এসেছে ও, এরইমধ্যে কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, কিছু একটা ঘটার স্পষ্ট আলামত দেখতে পাচ্ছে ও। বেনটোভিলে পৌঁছেই ম্যালকম বুটের ঘাঁটিতে একটা কামরা ভাড়া করেছে ও। সারাটা দিন সেই ঘরের ভেতর নিজেকে আটকে রাখে। একজন পেশাদার জুয়াড়ীর ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছে ও। ওই ঘরে বসেই খেলার ফাঁকে গোটা বেনটোভিলের খবর রাখছে।

হাত তুলতেই ব্রেক কষল একটা ট্যাক্সি। শহরের এক প্রান্তের একটা ঠিকানা বলল রানা। পিছনের সীটে বসে হ্যাটটা খুলে হেলান দিল। বন্ধ করল চোখ দুটো।

ড্যানি ডানকানের কথা মনে পড়ল রানার। সুদর্শন, চটপটে, হাসিখুশি এই লোকটাকে ভারি পছন্দ করে ও। আর ড্যানি ডানকান মাসুদ রানা বলতে অজ্ঞান। রানার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে আছে সে।

দু'বছর আগের ঘটনা। বিশেষ এক পেশাগত প্রয়োজনে বেশ কিছুদিন বেনটোভিলে ছিল রানা, জুয়াড়ীর পরিচয়ে মাথা উঁচু করে অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই বেনটোভিলের কঠিন ও বিপজ্জনক পরিবেশে মারমুখো ষাঁড়ের ভূমিকা নিতে হয়েছিল রানাকে, তা না হলে প্রাণ নিয়ে ফিরতে হত না। তখনই ড্যানি ডানকানের সাথে পরিচয়। প্লে-বয় টাইপের লোক, মহা ফুর্তিবাজ। হাসিটা সংক্রামক। সরল চেহারায় শিশুসুলভ একটা দুষ্টুমির ভাব আছে, ভাল না লেগে উপায় নেই। দু'বছর আগেই দেখে গেছে রানা, কঠিন পরিশ্রমসাপেক্ষ কোন কাজের মধ্যে নেই ড্যানি। অত্যন্ত বুদ্ধিমান, তুমুল গোলযোগ আর জটিল

পরিস্থিতিতে কিভাবে নিজের গা বাঁচাতে হয় জানা আছে। বেনটোভিলের সবচেয়ে খরুচে লোক সে, কাপড়-চোপড়ের ব্যাপারে তার মত সৌখিন লোক শহরে আর একজনও নেই। দু'বছর আগে রানা দেখেছে, বিরোধে জড়িয়ে পড়া দু'দল লোকের মাঝখানে সমাধানকর্তা হিসেবে ভূমিকা রাখতে ড্যানির কোন জুড়ি নেই। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে দু'দলকেই সন্তুষ্ট করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ, কিন্তু কৌশলী ড্যানি ডানকানের কাছে ব্যাপারটা পানির মতই সহজ। দু'বছর আগে এটাই ছিল তার আয়ের প্রধান উৎস। সংশ্লিষ্ট পক্ষ সবাই খুশি হয়ে কমবেশি কিছু ধরিয়ে দিত তার হাতে। বেনটোভিলের মত অভিশপ্ত জায়গায় মক্কেল পেতে ড্যানির কোন অসুবিধে হত না। তার আয়ের আরেকটা উৎস ছিল জুয়া। এই জুয়া খেলতে গিয়েই রানার সাথে পরিচয়।

সেদিনের ঘটনাটা আজও পরিষ্কার মনে আছে রানার। ড্যানির সাথে পরিচয়টা তখনও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি ওর। এক ক্লাবে খেলা শেষ করে উঠে যাচ্ছে রানা, প্রতিদ্বন্দ্বীরা সবাই ফতুর হয়ে গেছে। জিতেছে রানা আর ড্যানি। রাত তখন মাত্র দশটা, ড্যানি প্রস্তাব দিল, এই সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না, চলো আর কোথাও গিয়ে খেলি। জুয়ার বা টাকার নেশা কোন কালেই ছিল না রানার, খেলাটা হঠাৎ শেষ হয়ে যাওয়ায় মনে মনে খুশিই হয়েছে ও, আর কোথাও গিয়ে মনের আশ মেটানোর কোন আগ্রহ ওর নেই। কিন্তু ড্যানি ওকে ছাড়বে না। প্রায় জোর করেই ট্যাক্সিতে তুলল ওকে। শেষ পর্যন্ত ড্যানির সাথে যেতে রাজি হলো রানা শুধু লোকটার প্রতি ওর কৌতূহল থাকার কারণে, কেন কে জানে তাকে দেখলেই ওর ভাল লাগে।

সান পাওলো নাইটক্লাবে রাত তিনটে পর্যন্ত চলল খেলা। এর আগে এই ক্লাবে খেলতে এসে কয়েক হাজার ডলার হেরে গেছে ড্যানি। তার অভিযোগ, খেলায় এখানে কারচুপি হয়। সতর্ক চোখকে ফাঁকি দিয়ে বাঁটা হয় নতুন তাস, হাত সাফাইয়ের আরও নানা কৌশল খাটানো হয়। রানাকে এখানে টেনে আনার কারণ, ইতোমধ্যে জুয়াড়ী হিসেবে ওর নাম ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বেনটোভিলে। সবাই জানে, রানার সাথে কারচুপি করে পার পাওয়া সম্ভব নয়। ঘুঁটি, তাস, চরকি, প্রতিটি খেলা সম্পর্কে রানা শুধু ওস্তাদ নয়, খেলার সরঞ্জাম সম্পর্কেও সম্ভাব্য সবকিছু জানা আছে ওর; আর চোখজোড়া ক্যামেরার চেয়েও বিশ্বস্ত।

সেদিন ওদের ভাগ্যটাই ভাল ছিল। কিংবা হয়তো রানার উপস্থিতিতে কোন রকম কারচুপি হচ্ছিল না বলেই একনাগাড়ে জিতছিল ওরা।

তিনটের দিকে রানা ভাবল, রাতের ঘুম হারাম করে এভাবে খেলাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। ড্যানিকে উঠতে বলল ও। কিন্তু ড্যানি তো আর রানার মত জুয়াড়ীর অভিনয় করছে না, জুয়া তার পেশা ও নেশা, সৌভাগ্যের প্রতীক টেবিলটা ছেড়ে উঠবে কেন সে। অগত্যা টাকাগুলো পকেটে ভরে একাই টেবিল ছাড়ল রানা।

কামরা থেকে বেরিয়ে এসেছে ও, খালি বার কাউন্টারে দাঁড়িয়ে একটা বিয়ার নিয়ে চুমুক দিচ্ছে, এই সময় একটা হৈ-চৈ শুনতে পেল। খেলার ঘর থেকেই আসছে আওয়াজটা। সেদিকে এগোতে যাবে রানা, বাধা দিল বারটেন্ডার। 'আমি

কখনও পরের ব্যাপারে নাক গলাই না,' ফিসফিস করে বলল সে। 'বিশেষ করে যদি জানি, ওখানে একজন লোককে আজ খুন করা হবে।'

'কি বললে?' রানার মনে হলো শুনতে ভুল করেছে ও। 'কার কথা বলছ?'

'স্যার,' গলা আরও খাদে নামিয়ে, রানার কানে কানে বলল বারটেন্ডার, 'আপনার কি! আপনি কেটে পড়ুন! ড্যানি ডানকান কবে আবার আসে তার অপেক্ষায় ছিল ওরা। প্ল্যানটা অনেক আগের। ভাগ্যগুণে আপনি উঠে এসেছেন, তা না হলে আপনাকেও শেষ করে দিত। কেউ কিছু বলবে না, কেটে পড়ুন।'

'ধন্যবাদ,' বলে শোরগোলের উৎস লক্ষ করে এগোল রানা।

হাঁ করে ওর পিঠের দিকে তাকিয়ে থাকল বারটেন্ডার। তার ওপর নির্দেশ আছে, ব্যাপারটা শুরু হলে দরজা বন্ধ করে দেয়ার। সে আর দেরি করল না।

ঘরটার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল রানা। ছ'টা টেবিল নিয়ে ঘরটা আকারে বেশ বড়, খেলা হচ্ছিল শুধু একটা টেবিলে, বাকি সব টেবিল খালি। বার থেকে খেলার ঘরে কাউকে ঢুকতে দেখেনি রানা, তবে এই মুহূর্তে ভেতরে লোক রয়েছে এগারো-বারো জন, ড্যানি সহ বাকি তিনজন জুয়াড়ী বাদে। ঘরের শেষ প্রান্তের একটা দরজা খোলা দেখল রানা। পিস্তল হাতে এক লোক দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়।

নবাগত প্রত্যেকটি লোক সশস্ত্র—কারও হাতে কুঠার, কারও হাতে ভোজালি, কেউ নির্লিপ্ত চেহারায় ছোরার ধার পরীক্ষা করছে, কয়েকজনের হাতে পিস্তল। টেবিলের সামনে একা শুধু ড্যানি দাঁড়িয়ে, কোণঠাসা ইঁদুরের মত লাগছে ওকে। ওদের খেলার সঙ্গীরা টেবিল ছেড়ে সরে এসেছে, যোগ দিয়েছে সশস্ত্র গুণ্ডাদের দলে।

খোলা দরজার মুখে দাঁড়িয়ে এক সেকেন্ড ইতস্তত করল রানা। ড্যানির কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য আশা করা বৃথা, তার চেহারাই বলে দিচ্ছে একটা আঙুল নাড়ার শক্তিও তার মধ্যে অবশিষ্ট নেই। মৃত্যু অবধারিত জেনে কাদার মত নরম হয়ে গেছে তার পেশী। রানার কাছে কোন অস্ত্র নেই। এই পরিস্থিতিতে সশস্ত্র এতগুলো পেশাদার খুনীর সাথে লাগতে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে না। ড্যানি ডানকানকে চেনে ও, তা-ও খুব ভাল করে নয়, কিন্তু তাকে বন্ধু বলা যায় না, সেরকম ঘনিষ্ঠতাও তার সাথে এখনও গড়ে ওঠেনি। ড্যানি ডানকান খুন হয়ে গেলে ওর কোন ক্ষতিও হয়ে যাবে না। কিন্তু মাত্র এক সেকেন্ড, তারপরই অকাট্য একটা যুক্তি রানাকে সামনে এগোবার প্রেরণা এনে দিল—বিপন্ন একজন মানুষ। নিরস্ত্র একটা মানুষকে একা পেয়ে মেরে ফেলতে যাচ্ছে ওরা, চোখে দেখে বাধা দিতে না যাওয়াটা কাপুরুষতা।

'এক্সকিউজ মি,' কথাটা বলে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানা, ঘরের ভেতর দ্রুতবেগে ঢুকে পড়ল। 'আমার রুমালটা ফেলে গেছি।' ভিড় ঠেলে এগোল ও, কেউ বাধা দেয়ার আগেই পৌঁছে গেল টেবিলের সামনে, লাল চেক শার্ট পরা ড্যানির পাশে। টেবিলের ওপর চোখ বুলিয়ে অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'এখানেও দেখছি নেই ওটা!' মুখ তুলে ড্যানির দিকে তাকাল, ঠোঁটে লেপ্টে আছে তির্যক হাসি। 'তোমাদের খেলা দেখছি শেষ হয়ে গেছে, তাহলে সঙ সেজে

দাঁড়িয়ে আছ কি মনে করে?' তারপর এই প্রথম, মাথা ঘুরিয়ে ওদেরকে ঘিরে দাঁড়ানো লোকগুলোর দিকে তাকাল। প্রচুর সময় নিল রানা, এই পরিস্থিতিতে দশ-বারোটা সেকেন্ডকে প্রচুরই বলতে হবে। এক-এক করে সশস্ত্র গুণ্ডাগুলোর চেহারা মাপল ও। মাথাপিছু এক সেকেন্ডেরও কম সময় পেল, তারই মধ্যে সেরে নিতে হলো চরিত্র বিশ্লেষণের জটিল কাজটা। কে বিনা নোটিসে ঝাঁপিয়ে পড়বে, কে রানার আকস্মিক উপস্থিতির দরুন ইতস্তত করবে, কার রিফ্লেক্স অসম্ভব ভাল, দলে স্যাডিস্ট কেউ আছে কিনা যে সরাসরি খুন করার জন্যে আঘাত না করে প্রথমে গুরুতরভাবে আহত করতে চাইবে–এ-সবই চেহারা দেখে আন্দাজ করে নিল রানা। 'আমি এখন ড্যানিকে সাথে নিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে যাব,' দশ সেকেন্ড পর বলল ও। 'আমি চাই না, কেউ বাধা দিক।'

ড্যানির হাত ধরে টান দিল রানা, আর ঠিক তখুনি ঢিল পড়ল যেন মৌমাছির চাকে।

'ওই শালাকে আগে মার!' কে যেন চিৎকার করল, চিৎকারটা থামার আগেই গুলির শব্দ শোনা গেল।

ডাইভ দিল রানা, কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটটা। ককিয়ে উঠল একজন লোক, রানা কোন বাধা না হওয়ায় ওর পিছনের লোকটার হার্ট ফুটো করে দিয়েছে। ড্যানি নড়তেও পারবে না, রানার এই ধারণাটা মিথ্যে প্রমাণিত হলো। খানিক পরই দেখতে পেল ও, টেবিলের তলায় গা ঢাকা দিয়েছে সে।

মারামারিটা কিভাবে শুরু হলো বা কিভাবে শেষ হলো, জিজ্ঞেস করলে হয়তো বলতে পারবে রানা। কিন্তু মাঝখানের সময়টা কিভাবে কেটেছে, কি ঘটেছিল, জিজ্ঞেস করলে বলতে চাইবে না, কারণ গোটা ব্যাপারটা নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য লাগে ওর। ঘটনাটা ঘটার পর বহু লোক প্রশ্ন করেছে ওকে। 'ভাগ্য, নহায়েত ভাগ্য,' জবাব দিয়েছে রানা। বিশ্বাসও করে তাই।

অতগুলো সশস্ত্র লোক অথচ একজনও রানার গায়ে মোক্ষম একটা আঘাত করতে পারল না। লাফ দিয়ে সরে গেছে রানা, পরমুহূর্তে টের পেয়েছে সরে না গেলে একটা ছোরা আমূল গেঁথে যেত ওর বুকে। হঠাৎ নিচু হয়েছে, চুল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। তবে ভাগ্যের সহায়তা এখানেই শেষ। বাকি কৃতিত্ব চর্চা, নৈপুণ্য আর দক্ষতার। প্রথম থেকেই রানার প্ল্যান ছিল, হাতে একটা অস্ত্র পেতে হবে, সেটা একটা পিস্তল হলে ভাল হয়। দোরগোড়ায় দাঁড়ানো লোকটা গুলি করবে না, কারণ দল থেকে সে-ই সবচেয়ে দূরে রয়েছে, গুলি করলে নিজেদের লোক আহত হতে পারে।

তখনও রানা শুধু মার ঠেকাচ্ছে, আক্রমণে যায়নি, যাবার প্রশ্নও ওঠে না। মার ঠেকাতে ঠেকাতেই পিছু হটে দেয়ালের কাছে চলে এল ও। একদিকে দেয়াল পেয়ে নিশ্চিত হলো, ওদিক থেকে বিপদের কোন ভয় নেই। এরপর আক্রমণে গেল ও। বাছাই করল একজন লোককে, কিন্তু সুযোগ পেয়েও মোক্ষম আঘাত করে তাকে ধরাশায়ী করল না। কখনও ক্ষিপ্ত বক্সারের মত লাফাচ্ছে রানা, কখনও কুংফু স্টাইলে সাঁৎ করে একপাশে সরে কিক্ মারছে, মাঝেমধ্যে কারাতের কোপ চালাচ্ছে, এ-সবই একজন বাদে বাকি লোকগুলোকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে।

সামনের লোকটার হাতে ছোরা। একবার কনুই, দ্বিতীয়বার কব্জি চেপে ধরে দুটো কোপ ঠেকিয়েছে রানা। ইচ্ছে করলেই হাতটা ভেঙে দিতে পারত, কিন্তু দেয়নি। একটু একটু করে তাকে পিছু হটতে বাধ্য করছে ও।

ছোরার তৃতীয় কোপটা মারার জন্যে তৈরি হলো লোকটা। রানা তাকে পিছু হটতে বাধ্য করায় অপমানবোধ করছে সে, জানে সঙ্গীদের চোখে ছোট হয়ে যাচ্ছে। আর এক ইঞ্চিও না হটার একটা জেদ নিয়ে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল সে, ছোরাটা উঁচু করে বাগিয়ে ধরল। ঘুসি মারার ভঙ্গি করল রানা, কিন্তু না মেরে ডাইভ দিল লোকটার দু'পায়ের ফাঁকে। মেঝেতে পড়ে পিছলে গেল খানিকদূর, দোরগোড়ায় দাঁড়ানো লোকটার পায়ে পৌঁছে গেল ওর লম্বা করা একটা হাত। গোড়ালি ধরে টান দিল রানা, পিস্তলধারী আছাড় খেলো. ইতোমধ্যে রানা ওর আকৃতি ও ভঙ্গি বদল করায় পিস্তলটা খসে পড়ল ওর কোলের ওপর। সূচনা থেকে এ-পর্যন্ত অনেক কিছুই ঘটেছে, তবে সময় লেগেছে মাত্র দশ কি এগারো সেকেন্ড। গুলি হয়েছে মাত্র একটা। বিপক্ষদলের লোক আহত হয়েছে তিনজন, তার মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর, সম্ভবত ঘাড় ভেঙে গেছে।

পিস্তল হাতে ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা, চোখের কোণ দিয়ে দেখল টেবিলের তলায় লাল শার্ট। ড্যানিকে তিনজন লোক টেনে-হিঁচড়ে বের করছে।

কামরার ভেতর গমগম করে উঠল কর্কশ একটা কণ্ঠ। 'ওটা ফেলে দাও, রানা। দুই পর্যন্ত গুনব। এ-ক।' দু'সেকেন্ড সময় পেল রানা। দেখল গুলির পথ থেকে এরইমধ্যে সরে গেছে লোকজন, তিনজনের হাত থেকে তিনটে পিস্তল ওর দিকে তাকিয়ে আছে লোলুপ দৃষ্টিতে।

পরাজয় স্বীকার করা ছাড়া কোন উপায় নেই। এই পরিস্থিতিতে, একটা ঘরের ভেতর, বন্দুকযুদ্ধে জেতার কথা পাগল ছাড়া কেউ ভাববে না। একজন হলে কথা ছিল, দু'জন হলেও মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে চেষ্টা করে দেখত রানা, কিন্তু তিনজনের হাতে পিস্তল রয়েছে। সবাই ধরে নিল, রানা আত্মসমর্পণ করবে। কিন্তু রানা জানে, ওদের হাতে ধরা দেয়া মানে আত্মহত্যা করা। ওরা তাকে ছাড়বে না।

'দুই!' ডাইভ দিল রানা, লোকটার চিৎকার তখনও ভেসে রয়েছে বাতাসে। মেঝেতে পড়ল রানা, কানের পর্দা ফাটার উপক্রম হলো তিনটে পিস্তলের অবিরাম বিস্ফোরণে। মাত্র এক কি দেড় সেকেন্ডের ব্যাপার, মেঝেতে পড়ে তিনবার জায়গা বদল করল রানা, গড়াতে থাকা শরীরটা বাঁক নিল একবার ডিগবাজি খেয়ে। তিনবার গড়ান দিল রানা, তিনটে গুলি বেরিয়ে গেল হাতের পিস্তল থেকে। ডিগবাজি খেয়ে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল ও, দেখল পিস্তলধারীরা তখনও নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, প্রত্যেকের বুকের বাম দিকে একটা করে লাল ফুটো।

হাঁ হয়ে গেছে সবাই। সামনের দিকে ঝুঁকে, আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে রানা, পিস্তল ধরা হাতটা লম্বা করা, একদিক থেকে আরেকদিকে ঘন ঘন নাড়ছে। তিনজন লোকের মুঠো থেকে নার্ভাস হাসি নিয়ে বেরিয়ে এল ড্যানি ডানকান, রানার পাশে দাঁড়াল প্রভুভক্ত কুকুরের মত। পিস্তল নেড়ে পথ ছাড়ার নির্দেশ দিল রানা। যন্ত্রচালিত পুতুলের মত ওদের পথ থেকে সরে দাঁড়াল লোকগুলো। ড্যানিকে সাথে নিয়ে দরজার কাছে পৌঁছে গেছে রানা, এই সময়

অকস্মাৎ বিদ্যুৎ বেগে আধপাক ঘুরল ও, গুলি করল। পরাজিত দলটা থেকে এক লোক পকেটে হাত ভরে পিস্তলটা বের করে ফেলেছিল, রানার বুলেট তার কব্জি গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

বার-এ বেরিয়ে এসে কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল রানা। ঠকঠক করে কাঁপছে বারটেন্ডার। 'আজ আমরা এখানে আসিনি,' লোকটাকে বলল রানা। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক কিনা?'

'ঠিক-ঠিক,' তোতলাতে শুরু করল বারটেন্ডার। 'আজ আপনারা এখানে আ-আসেননি।'

ফেরার পথে ট্যাক্সিতে কেউ কোন কথা বলেনি। ড্যানি শুধু একবার ব্যাকুলকণ্ঠে অনুরোধ করল, 'আমার ওখানে চলো।' উত্তরে শুধু মাথা নেড়েছে রানা, কিছু বলেনি।

এক বুড়ির বাড়িতে ভাড়া থাকে রানা, একমাত্র ছেলে খুন হয়ে যাওয়ায় নিঃসঙ্গ দিন কাটছে তাব। ট্যাক্সি থেকে নেমে ফ্ল্যাটের দরজা খুলল রানা, আলো জ্বালল, ড্যানিকে বসতে বলে আবার বেরোবার জন্যে ঘুরল দরজার দিকে। ওর পথরোধ করে দাঁড়াল ড্যানি। 'কেন, রানা? তুমি তো চলেই গিয়েছিলে, ফিরে এলে কেন? নিশ্চিত মৃত্যু জেনে কেন তুমি বাঁচাতে এলে আমাকে?'

'দেরাজে হুইস্কির একটা বোতল পাবে,' বলল রানা। 'আমি এখুনি আসছি।'

ভোর হতে তখন বেশি দেরি নেই। রানা জানে, সন্ধের দিকেই শুয়ে পড়ে বুড়ি। একবার ডাকতেই তার সাড়া পাওয়া গেল। রানাকে দোরগোড়ায় দেখে হাসল বুড়ি, জিজ্ঞেস করল, 'এই ছেলে, রাতে বুঝি বাড়ি ফেরোনি?'

মুখে অপরাধীর হাসি নিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকল রানা, জিজ্ঞেস করল, 'আপনি বলেছিলেন, একটা নাইটক্লাবে খুন হয়েছে আপনার ছেলে। গতবছরের ঘটনা, তাই না? ক্লাবটার নাম কি সান পাওলো?'

ম্লান হলো বুড়ির চেহারা। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল সে। 'সে-ও তোমার মত জুয়া খেলত, বাবা। পরে শুনেছি, সেদিন অনেক টাকা জিতেছিল টমাস। ওরা টাকাগুলো কেড়ে নেয়ার জন্যে…'

'ওরাই সম্ভবত আজ খুন হয়ে গেছে,' বলল রানা। 'চারজন।'

অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল বুড়ি।

রানা আবার বলল, 'আজ রাতে আমি আর আমার বন্ধু এখানেই ছিলাম, একবারও বেরোইনি, আপনি আমাদেরকে রাত তিনটের দিকে কফি বানিয়ে খাইয়েছেন।'

হাঁ করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল বুড়ি। তারপর ফুঁপিয়ে উঠে রানার কপালে চুমো খেলো সে।

কিন্তু খবরটা চাপা থাকল না। পরদিন সকালবেলা গোটা বেনটোভিল জানল, শহরের কুখ্যাত একটা গ্যাঙ-এর মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে মাসুদ রানা। কেউ বলল সাতজন লোক খুন হয়েছে, কেউ বলল এগারোজন। লাশগুলো না পাওয়ায় এ-ব্যাপারে কেউ নিশ্চিত হতে পারল না। সারাদিন ধরে ঘন ঘন বাজতে লাগল রানার ঘরে টেলিফোনটা, কিন্তু রিসিভার তোলা হলো না।

পুলিস এল পরদিন বিকেলে। তাদের সাথে রেস নিয়ে কথা বলল রানা। সান পাওলোয় কাল রাতে গিয়েছিল কিনা জানতে চাইলে রানা বলল, নামটাই এই প্রথম শুনল সে।

রানার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয়ার জন্যে পাওয়া গেল না কাউকে। অনেকেই অনেক কিছু জানে, কিন্তু কেউই মুখ খুলতে রাজি নয়। সেদিনের পর থেকে বেনটোভিলের মস্তান বনে গেল মাসুদ রানা। সবাই তাকে সমীহ করে চলে। আর ড্যানি ডানকান বলে বেড়াতে লাগল, মাসুদ রানা তার প্রাণের দোস্ত, ওর জন্যে জান দিয়ে দিতে পারে সে।

এই ঘটনার পর আরও কিছুদিন বেনটোভিলে ছিল রানা। ওকে ঘিরে আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে তখন। ওর সবচেয়ে বড় দোষ, জুয়ায় বসে হারে না। বেনটোভিলের নিরীহ, ভালমানুষরা জানল মাসুদ রানা একটা খুনী, জুয়া খেলা যার পেশা। আর গুণ্ডাপাণ্ডারা জানল, রানা একটা চিট, খেলায় নিশ্চয়ই চুরি করে ও। তবে রানাকে তারা অসমসাহসী, দক্ষ বন্দুকবাজ, ধুরন্ধর ও বুদ্ধিমান হিসেবেও চিনল।

তারপর একদিন, কাউকে কিছু না বলে, বেনটোভিল থেকে গায়েব হয়ে গেল রানা। ধূমকেতুর মত হঠাৎ তার আগমন, হঠাৎই তার প্রস্থান। দু'বছর কেটে যাবার পর কারও ধারণাতেও ছিল না যে রানা আবার ফিরে আসবে বেনটোভিলে। কিন্তু আবার ফিরে এসেছে রানা, একটা চিঠি ও শোকাবহ একটা ঘটনা ওকে ফিরে আসতে বাধ্য করেছে।

আজ থেকে বিশ দিন আগের কথা। ঢাকা. বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর হেডকোয়ার্টার। নিজের অফিসে বসে আছে বি.সি.আই-এর অন্যতম দুর্ধর্ষ এজেন্ট মাসুদ রানা। ওর প্রাইভেট সেক্রেটারি একটা চিঠি দিয়ে গেল টেবিলে, নিউ ইয়র্ক থেকে খানিক আগে এসেছে ফ্যাক্স-এর মাধ্যমে।

চিঠিটা পাঠানো হয়েছে বেনটোভিল থেকে, লিখেছে সুকি টেমপাসটা নামে এক মেয়ে। নিউ ইয়র্কের এমন একটা ক্লাবে চিঠিটা প্রথমে পৌঁছায়, যে-ক্লাবের বেশিরভাগ পৃষ্ঠপোষক হয় মাফিয়া অপরাধী চক্রের সদস্য, নয়তো অন্য কোন ক্রিমিনাল অর্গানাইজেশন-এর সাথে যুক্ত। বেনটোভিল থেকে সুকি টেমপাসটা কুখ্যাত জুয়াড়ী মাসুদ রানার কাছে লিখেছে চিঠিটা। নিউ ইয়র্কের ওই ক্লাবের সদস্য রানা, ক্লাব কর্তৃপক্ষ চিঠিটা সরাসরি ফ্যাক্স করে দিয়েছে ওর নামে, একটা ইমপোর্ট-এক্সপোর্ট ফার্মের ঠিকানায়।

চিঠিটা পড়ে মুচকি একটু হাসল রানা। উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না, তবে কি মনে করে রেখে দিল টেবিলের দেরাজে।

দু'দিন পর। রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক শাখা থেকে একটা রিপোর্ট পেল রানা। রিপোর্টটা একটা আঘাত হয়ে লাগল বুকে, বব চেকার খুন হয়েছে।

বব চেকার বেনটোভিলের কাছাকাছিই এক শহরে থাকত, প্রাইভেট ডিটেকটিভ। বব তার ব্যবসা ভালভাবে জমাতে পারেনি, তাই রানা এজেন্সিতে চাকরি করত পার্টটাইম। রানা যেমন ড্যানি ডানকানের প্রাণ বাঁচিয়েছিল, তেমনি

নিউ ইয়র্কের এক ঘটনায় বব চেকার বাঁচিয়েছিল রানার প্রাণ।

বব চেকার খুন হয়েছে বেনটোভিলে। রিপোর্টটা পড়ে সুকি টেমপাসটার চিঠিটার কথা মনে পড়ল রানার। দেরাজ খুলে বের করল সেটা, দ্বিতীয়বার পড়ল।

সুকি টেমপাসটা অনেক ঘটনার উল্লেখ করেছে, বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছে রানার প্রকৃতি ও চরিত্র, তারপর লিখেছে, 'আপনি চলে যাবার পর আপনাকে নিয়ে গবেষণা করতে বসি আমি। জানতে পারি, লোকে যে যাই বলুক, বেনটোভিলে যে-ক'দিন ছিলেন আপনি, আপনার দ্বারা একটি অন্যায় কাজও সংঘটিত হয়নি। আপনার উপস্থিতির শেষদিকে বেনটোভিল প্রায় অপরাধশূন্য হয়ে পড়ে, সেটাও এককভাবে আপনার কৃতিত্ব।' এরপর নির্দিষ্ট কয়েকটা মারামারির ঘটনার কথা স্মরণ করেছে মেয়েটা। 'এ-সব ঘটনা যখন ঘটে, সবাই ভেবে নেয়, আপনি অন্যায়ভাবে, গায়ের জোরে মানুষের ওপর জুলুম করছেন। কিন্তু একজন সাংবাদিক হিসেবে আমি পরে জানতে পারি, প্রতিটি ঘটনার পিছনে কোন না কোন ভাল উদ্দেশ্য ছিল আপনার। এক বিধবার টাকা মেরে দিয়েছিল এক লোক, আপনি তাকে প্রথমে মার লাগান, তারপর তার কানে কানে কিছু বলেন। পরদিন বিধবা তার টাকা ফেরত পায়। এ-ধরনের পনেরো বিশটা ঘটনার নেপথ্যকাহিনী জানতে পেরেছি আমি। তবে, স্বীকার করছি, আপনার জুয়া খেলার রহস্য আমি আবিষ্কার করতে পারিনি। আপনার মত একজন লোক জুয়াড়ী, এ আমি ভাবতেও পারি না। আপনাকে আমার এ-যুগের রবিনহুড বলে মনে হয়েছে।

'এই চিঠি লেখার উদ্দেশ্য শুধু আপনার গুণকীর্তন নয়। বিপদে পড়েছি আমরা, তাই আপনার সাহায্য চাইছি। আমরা মানে ফেয়ারভিউ ও বেনটোভিলের নিরীহ লোকজন। কিং-এর অত্যাচারে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। কেউ আমরা তাকে চিনি না, কিন্তু তার অস্তিত্ব সর্বত্র আতঙ্ক ছড়ায়। এই বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে পুলিসের সাহায্য আমরা এখন আর চাইছি না, কারণ অভিজ্ঞতা থেকে জানি তাতে কোন লাভ নেই। ফেয়ারভিউ আর বেনটোভিলের ভাল মানুষগুলোকে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্যে এই মুহূর্তে দরকার আপনার মত এককজন প্রচারবিমুখ দুঃসাহসী ত্রাণকর্তার, একজন আধুনিক রবিনহুডের। আপনাকে আসার জন্যে দিব্যি দেয়ার অধিকার আমার নেই, জানি; তবু বলছি, একবার আসুন। একবার এসে অন্তত দেখে যান, আপনার সেই পরিচিত বেনটোভিলের কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে। আপনি এলে, কথা দিচ্ছি, আপনার বন্ধুর কোন অভাব হবে না। শুভেচ্ছা নেবেন, সুকি টেমপাসটা।'

বব চেকারের খুন হওয়াটাই কারণ, সেই কারণটাকে জোরাল করে সুকি টেমপাসটার এই চিঠি, দু'দিন পর ঢাকা থেকে নিউ ইয়র্কের পথে রওনা হয়ে গেল রানা, নিউ ইয়র্কে জরুরী কিছু কাজ সেরে চলে এল বেনটোভিলে।

বেনটোভিলে আসার পর সুকি টেমপাসটার কোন খোঁজ করেনি রানা। মেয়েটা যে ওকে চিঠি লিখেছে, সেটা গোপন থাকাই ভাল, সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে ও। মেয়েটা যদি নিজে থেকে পরিচয় দেয় বা সামনে আসে, সেটা আলাদা ব্যাপার।

ড্যানি ডানকানকে নিয়ে ভাবছিল রানা। বেনটোভিলে ও ফিরে আসায় সবচেয়ে

বেশি খুশি হয়েছে সে-ই। আগের মতই আছে ড্যানি, তবে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকাটা বাদ দিয়েছে, ফলে রোজগার বোধহয় কমেছে আগের চেয়ে। আজও সে কর্মবিমুখ, জুয়া খেলে সময় কাটায়, ধার করে হলেও বিলাসিতার মধ্যে বেঁচে থাকা চাই। মাত্র দশ দিন হলো ফিরেছে রানা, এরইমধ্যে পাঁচশো ডলার ধার করেছে ওর কাছে। দুটো পেট্রোল পাম্প দেখাশোনা করে সে, বুঝে চললে ওগুলোর আয়েই তার চলে যাওয়ার কথা।

একটা মেয়ের প্রেমে পড়েছে ড্যানি, সব দিক ঠিক থাকলে মেয়েটাকে বিয়ে করার ইচ্ছে। রানা ভাবল, বিয়ে করলে হয়তো খানিকটা সুস্থির হবে ড্যানি। আরে, ভাবল ও, মেয়েটার নাম তো জিজ্ঞেস করা হয়নি!

টলারসন তার ব্যবসাতে ওকে পার্টনার হিসেবে চাইছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত। প্রচুর টাকা লোকটার, বড়সড় ব্যবসা, বিলাসবহুল জীবন-যাপন করে। বেনটোভিলের বেশিরভাগ সুন্দরী মেয়ে টলারসনের ওখানে ভিড় জমায়। এই লোকের প্রোটেকশনের দরকার, ভাবতেই কৌতুকবোধ করল রানা।

মাথাটা একটু কাত করে ভিউ-মিররে তাকাল ও। একটা গাড়ি অনেকক্ষণ ধরে পিছু নিয়েছে, ড্রাইভার ব্যাপারটা টের পেয়েছে কিনা বুঝতে চায় ও। তবে, ওর সন্দেহ ভুলও হতে পারে। ড্রাইভারও ভিউমিররে তাকাল দু'একবার।

ম্যালকম বুটের কথা ভাবল রানা। লোকটা কিছু না কিছু জানে। অন্তত যে মেয়েটা ওকে টেলিফোন করেছে তাকে চেনে। লোকটার ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল রানা।

পরমুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠল রানার চেহারা। আরেক লোক সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে ওকে। আর্থার কিং, কিং অভ স্পেড। তাকে গদিচ্যুত করার জন্যে বেনটোভিলে ওর পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। এখানে পৌঁছেই বব চেকারের মৃত্যু রহস্য তদন্ত করেছে রানা। কর্ক সিমনের লোকজনই খুন করেছে তাকে, সন্দেহ নেই।

বেনটোভিল থেকে দু'হাতে টাকা কামাচ্ছে আর্থার কিং, ভাবল রানা। রাস্তার মোড়ে মোড়ে তার হলুদ আর নীল রঙের পুল-রূম রয়েছে। বেনটোভিলে এমন কোন দোকান নেই যেখানে আর্থার কিং তার অটোমেটিক মেশিন বসায়নি। চুটিয়ে ব্যবসা করছে লোকটা। তার সাংগঠনিক প্রতিভার প্রশংসা করতে হয়, ভাবল রানা। নিজেকে সম্পূর্ণ আড়ালে রেখে, শুধু লোকজনের সাহায্য নিয়ে, কি বিশাল নিশ্ছিদ্র জাল পেতে রেখেছে সে। পুলিস তার হাতের মুঠোয়। যদি কখনও খুব বড় ধরনের কোন ঝামেলা বাধে, ধামা-চাপা দেয়ার বাইরে চলে যায়, আত্মবলি দেবে কর্ক সিমন। হতে পারে টলারসনকে ব্যবসা থেকে হটাতে চাইছে আর্থার কিং। তারমানে, গোটা বেনটোভিলকে একার দখলে আনতে চাইছে সে।

'স্যার,' রানার দিকে না তাকিয়েই বলল ড্রাইভার, 'পিছনে ফেউ লেগেছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে সাদা মার্সিডিজটা আবার দেখল রানা, প্রায় একশো গজ পিছনে। চোখ যাতে না ধাঁধায়, উজ্জ্বল আলো ঠেকাবার জন্যে নীলচে উইন্ডস্ক্রীন লাগানো হয়েছে, ড্রাইভারকে দেখতে পাওয়া গেল না।

'খসাতে বলবেন না, প্লীজ, বস্,' ট্যাক্সি ড্রাইভার বলল, 'আমার দ্বারা সম্ভব

নয়।'

'মেইন রোড ছেড়ে গলির ভেতর ঢোকো,' বলল রানা। 'এক গলি থেকে আরেক গলিতে।'

সামনের বাঁকটা ঘুরে একটা গলির ভেতর ঢুকল ট্যাক্সি, শহর থেকে বেরিয়ে যাবার পথ এটা। বাঁক ঘুরে মার্সিডিজও পিছু নিল। ঠাণ্ডা একটা ভাব ফুটে উঠল রানার চেহারায়। কোটের ভেতর হাত গলিয়ে ঢিল করল হোলস্টার। 'সামনে বাঁক দেখলেই ঢুকে পড়বে। হাল ছাড়ার আরও দুটো সুযোগ দেব ওটাকে আমি।'

ঘামতে শুরু করেছে ড্রাইভার। 'বস্, স্যার, গোলাগুলি হবে না তো? মাত্র ক'দিন আগে রঙ করিয়েছি...'

'খুব বেশি সিনেমা দেখো, না?' ধমক দিল রানা।

কথা না বলে আবার মোড় নিল ড্রাইভর। খানিক পর পিছনে দেখা গেল মার্সিডিজকে।

পকেট থেকে এক ডলারের তিনটে নোট বের করে ড্রাইভারকে দিল রানা। 'পরের বাঁকে। স্পীড বাড়াবে। বাঁক ঘোরার পর ব্রেক করবে। আমি লাফ দেব।'

'সিনেমা আপনিও দেখেন, বস্!' আপদ বিদায় হবে শুনে হঠাৎ খুশি হয়ে উঠেছে লোকটা।

কোন অসুবিধে হলো না, বাঁক ঘোরার পর ব্রেক কষতেই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল রানা। একটা দরজার আড়ালে গা ঢাকা দিচ্ছে, এই সময় গলিটার মুখে দেখা গেল মার্সিডিজকে। রানার সামনে দিয়ে সবেগে বেরিয়ে গেল সেটা। ড্রাইভারকে এবারও দেখতে পায়নি ও, তবে লাইসেন্স নাম্বার দেখতে পেয়েছে।

হন হন করে হেঁটে মেইন রোডে ফিরে এল রানা। একটা বুদে ঢুকে ডায়াল করল পুলিস রেকর্ড অফিসে। 'আমি মাসুদ রানা,' বলল ও। 'তুমি কি নেইল হপার?'

'কি কপাল! তোমাকেই তো আমি মনে মনে খুঁজছিলাম, রানা। যীশুর কিরে, মনের কথাটা বলবে—ডেস্ট্রয়ার সত্যি কোন প্লেস পাবে? সবাই বলছে...'

হ্যাটটা মাথার পিছনে ঠেলে দিল রানা। 'ওটার কথা ভুলে যাও,' বলল ও। 'পৌঁছুতে ওই ঘোড়া এত দেরি করবে যে টর্চ ব্যবহার না করে উপায় থাকবে না জকির। বাজি ধরো ইথারের ওপর।'

রানাকে ধন্যবাদ জানাল নেইল হপার।

'শোনো,' বলল রানা। 'কিছুক্ষণ রেস-এর কথা ভুলে যাও। একটা গাড়ি ট্রেস করতে চাই আমি।' গাড়ির নম্বরটা জানাল। 'তাড়াতাড়ি।'

'কত তাড়াতাড়ি?' সতর্কতার সাথে জিজ্ঞেস করল নেইল হপার।

'যতক্ষণ না তুমি জানাও আমি অপেক্ষা করব,' বলল রানা, তারপর শুনতে পেল গুঙিয়ে উঠল হপার। 'হাসছ, না কাঁদছ হে? ভেবে দেখো—রেস খেলায় যদি থাকো, আমার টিপস তোমার দরকার হবে।'

'লাইনে থাকো, দেখি কি করতে পারি,' ফিসফিস করে, প্রায় কাঁপা গলায় বলল হপার। 'শুধু তোমার জন্যে, তা না হলে, যীশুর কিরে...শোনো, এ-ধরনের অনুরোধ দ্বিতীয়বার করবে না তো?'

'বক বক না করে এবার একটু কাজ দেখাও, গাধার নাক!'

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো রানাকে, তারপর লাইনে ফিরে এল হপার। 'ওটা আর্থার কিং-এর একটা গাড়ি। ঘটনাটা কি?'

হপার আর্থার কিং নামটা উচ্চারণ করার সাথে সাথে শিস দেয়ার ভঙ্গিতে রানার ঠোঁট জোড়া গোল আকৃতি পেল। 'ঘটনাটা কিছুই না,' হপারকে বলল ও। 'গাড়িটা চালাচ্ছিল এক সুন্দরী, আমার চোখে লেগে গেল।'

'কি!' রাগে গর্জে উঠল হপার। 'তুমি বলতে চাইছ স্রেফ একটা মেয়েমানুষের জন্যে আমাকে এভাবে নাচালে তুমি?'

'তাকে দেখলে শুধু একটা মেয়েমানুষ বলতে পারতে না!' হেসে উঠল রানা, রিসিভারটা তাড়াতাড়ি রেখে দিল।

চার

টাইটা বাঁধা শেষ করেছে ড্যানি ডানকান, এই সময় পুরানো ফোর্ড এঞ্জিনটার গর্জন ঢুকল তার কানে। তারপর হঠাৎ আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল, ইগনিশন-এর সুইচ অফ করে দিয়েছে সুকি টেমপাসটা।

ছোঁ দিয়ে কোটটা নিল ড্যানি, চুলে দ্রুত ব্রাশ চালাল, ছুটল দরজার দিকে। ল্যান্ডিঙে পৌঁছে ফোর্ডের দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ পেল সে, একটু পরই প্যাসেজে শোনা গেল হাইহিল-এর খট্-খট্ শব্দ। রেইলিঙের ওপর ঝুঁকে নিচে তাকাল ড্যানি, চেহারায় অধীর আগ্রহ, মেয়েটাকে এক পলক দেখার জন্যে ব্যাকুল।

ড্যানির জীবনে সুকি টেমপাসটা অভূতপূর্ব একটা আনন্দময় অভিজ্ঞতা। সুকির রূপ-সৌন্দর্য বা যৌবন তাকে পাগল করেনি। জীবনে অনেক সুন্দরী মেয়ের সান্নিধ্য লাভ করেছে সে, বেনটোভিলে তাদের কোন অভাবও নেই। মেয়েগুলোকে এখন তার একঘেয়ে লাগে, ক্লান্ত বোধ করে ড্যানি। তার বিশ্বাস, সুকি টেমপাসটার রুচি আর দক্ষতার প্রেমে পড়েছে সে। ফেয়ারভিউ বা বেনটোভিলে তার মত মেয়ে আর একটাও নেই।

ড্যানির একটা ফিলিং স্টেশনে ছোট্ট একটা মেরামতের কাজ করাতে এসেছিল সুকি, সেই ওদের প্রথম দেখা ও পরিচয়। হিসাবের খাতা পরীক্ষা করছিল ড্যানি, জানালা দিয়ে দেখল একটা ফোর্ডের ব্রেক পরখ করছে মেকানিক, গাড়ির মালিক কংক্রিটের ওপর পায়চারি করছে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে ড্যানি।

সুকি অত্যন্ত মিষ্টি ব্যবহার করে তার সাথে, ড্যানি সাথে সাথে বুঝতে পারে তাকে দেখামাত্র মেয়েটার পছন্দ হয়েছে। ড্যানি হাবা নয়, মেয়েটা বিদায় নেয়ার আগে তার টেলিফোন নম্বর জেনে নিতে ভুল করেনি।

প্রথমে শুধু টেলিফোনে কথা হত। তারপর দেখা করার তাগাদা এল, দুই তরফ থেকেই। ড্যানি জানে, মেয়েটা নিঃসঙ্গ। জানে, সুকির একটা অনুভূতি

হলো, ফেয়ারভিউয়ে জ্যান্ত কবর হয়েছে তার। তার মন থেকে বিষণ্ন ভাবটুকু দূর করার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু বিপুল আগ্রহের সাথে করে গেছে ড্যানি। বেনটোভিলের নামকরা হোটেল-রেস্তোরাঁয় ডিনার খাইয়েছে সুকিকে, বেড়াতে নিয়ে গেছে দূর-দূরান্তে, অনেক ভেবেচিন্তে দুর্লভ কিছু মেয়েলি জিনিস প্রেজেন্ট করেছে। ধীরে ধীরে এগিয়েছে সে, তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে সুকিকে ভয় পাইয়ে দেয়ার ঝুঁকি নেয়নি। সত্যি কথা বলতে কি, সুকির মন জয় করার জন্যে দেবতার বর-ও চাইতে হয়নি ড্যানিকে, ধ্যানেও বসতে হয়নি, বলতে গেলে বিনা সাধনায় আনন্দের উৎসটা পেয়ে গেছে সে। হতে পারে তার সুদর্শন চেহারাই সেজন্যে দায়ী।

ইদানীং প্রায়ই সন্ধের সময় কাজ সেরে তার কাছে চলে আসে সুকি। কোন দিন তারা সিনেমা দেখে, কোন দিন একটা রেস্তোরাঁয় বসে গল্প করে সময় কাটায়।

রেইলিঙের ওপর ঝুঁকে সুকির কালো মখমলের মত মাথাটা এক পলকের জন্যে দেখতে পেল ড্যানি, সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠে আসছে সে।

মৃদু শব্দে শিস দিল ড্যানি, মুখ তুলে তাকাল সুকি। ড্যানিকে দেখে গাঢ় রঙের বড়বড় চোখ জোড়া নেচে উঠল, হাসল সে, ছুটল। 'আমার দেরি হয়ে যায়নি তো?' জিজ্ঞেস করল সুকি, ড্যানির সামনে পৌঁছে হঠাৎ ব্রেক কষল।

সুকির মুখের নার্ভাস হাসিটুকু উপভোগ করল ড্যানি। 'আটটা বাজছে,' বলে সুকির কনুইটা ধরল সে, নিজের দিকে আরেকটু টানল তাকে। 'আরেকটু দেরি করে এলে আমার মুখে ঘাম দেখতে পেতে তুমি। তোমার সব ভাল তো?'

মুখটা উঁচু করল সুকি, চুমো খেলো ওরা। 'একটু বোধহয় ক্লান্ত, বাকি সব ঠিক আছে।' ড্যানির টাইটা ঠিক করে দিল সে। 'আর তুমি? তোমার সব ভাল তো?'

'দেখে বুঝতে পারছ না, আনন্দে আত্মহারা হয়ে আছি?' সুকিকে নিয়ে ঘরের দিকে এগোল ড্যানি। 'এক মিনিট ভেতরে এসো। আমার হয়ে এসেছে।'

অগোছাল বড় কামরাটার চারদিকে চোখ বোলাল সুকি, তারপর ড্যানির কাঁধে মাথা রাখল। 'তোমার এই আস্তানাটা আমার দারুণ পছন্দ,' ফিসফিস করে বলল সে। 'ঘরটা যেন ঠিক তোমার মত, ড্যানি।' মুখ তুলে ড্যানির চোখে তাকাল সে, হাসল, আলতোভাবে গা থেকে সরিয়ে দিল ড্যানির হাতটা। ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে বড় আর্মচেয়ারটায় পা তুলে বসল সে। 'আজ কি হয়েছে জানো? আমাদের সম্পাদক সাহেব তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছিলেন,' বলল সুকি। 'তোমার ব্যাপারটা তিনি জেনে ফেলেছেন।'

এটা-সেটা নানা জিনিস পকেটে ভরে নিচ্ছে ড্যানি। 'তাই নাকি?' ঘাড় ফিরিয়ে সুকির দিকে তাকাল সে। 'তুমি মাইন্ড করেছ?'

'কেন মাইন্ড করব! আমি খুশি। সিলার সাহেব আমার সাথে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেন, ড্যানি। তিনি না থাকলে কি যে করতাম আমি...'

'এখন তুমি আমাকে পেয়েছ।'

'জানি। একা থাকা কি যে যন্ত্রণা...বিশেষ করে একটা মেয়ের পক্ষে। আমি

আর নিঃসঙ্গ হতে চাই না।'

'শুধু যদি একটু বুদ্ধি খাটিয়ে আমাকে বিয়ে করো, তোমার এই ভয়টা চিরকালের জন্যে দূর হয়ে যাবে।' আয়নার দিকে তাকাল ড্যানি, নিজের চেহারা দেখে সন্তুষ্টবোধ করল, তারপর হেঁটে এল সুকির চেয়ারের হাতলে বসার জন্যে।

'না,' সরু, লম্বা একটা আঙুল খাড়া করে বলল সুকি। 'আজ রাতে এ-সব কথা তুলো না। কাল আমরা এক দফা ঝগড়া করেছি, মনে আছে? তোমাকে তো বলেইছি, আমি এখনও শিওর নই। একা একা অনেকগুলো বছর পার করতে হয়েছে আমাকে। একটা অভ্যেসে পরিণত হয়েছে ব্যাপারটা। হুট করে...ড্যানি, আমাকে আরও সময় দিতে হবে তোমার।'

সুকির চুলে হালকাভাবে আঙুল বোলাল ড্যানি। 'ঠিক আছে। আমি এইটুকু জেনেই খুশি যে তোমার জীবনে আর কেউ নেই। তুমি জানো, ডার্লিং, তোমার ব্যাপারে আমি খুব ঈর্ষাকাতর।'

মাথা নাড়ল সুকি। 'আর কেউ কখনও থাকবে না,' বলল সে। 'এভাবে কথা বোলো না, ড্যানি। আমার ব্যাপারে তোমাকে নিশ্চিত হতে হবে। যারা নিজের সম্পর্কে নিশ্চিত, তাদের আমি পছন্দ করি। আমার একটা সুন্দর শরীর আছে, আমার চোখ দুটো বড় বড়, ভাল কাপড় পরি, এ-সব কথা ভেবে কেউ যদি হীনম্মন্যতায় ভোগে...'

নিঃশব্দে হাসল ড্যানি। 'জানতে পারি, কে বলল তোমার একটা সুন্দর শরীর আছে?'

'তোমার তা মনে হয় না?'

'আমি মোটর ব্যবসায়ী। দেখা হয়নি এমন কোন জিনিস সম্পর্কে কখনও মতামত দিই না।'

'মি. ড্যানি-ডানকান, আপনি চতুর হবার চেষ্টা করছেন।'

'আমি পুরুষ মানুষ, এটা তুমি অস্বীকার করো কিভাবে?' হাসতে লাগল ড্যানি। 'পুরুষ মানুষ অপজিট সেক্সের প্রতি আকৃষ্ট হবে না?'

'আমার বোধহয় জানালার কাছে বসা উচিত, সাহায্য দরকার হলে চিৎকার দিতে পারব।'

'খুশি হলাম এই জন্যে যে দরকার হলে শব্দ দুটো যোগ করেছ,' বলল ড্যানি। 'তবে, সুকি, আমি সিরিয়াস–আমি চাই তুমি আমাকে বিয়ে করো।'

'তবে, ড্যানি, আমিও সিরিয়াস–আমি চাই এখুনি এ-ব্যাপারে তুমি আমাকে চাপ না দাও।' ড্যানির হাতটা নিজের মুঠোয় ভরল সুকি।

মুহূর্তের জন্যে হতাশার ম্লান ছায়া পড়ল ড্যানির চেহারায়, তারপর মৃদু হাসল সে। 'দুঃখিত, সুকি। বলো, আজ সারাটা দিন তোমার কেমন কাটল।'

'দিনটা আজ খুব ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। ফেয়ারভিউয়ের নোংরা এলাকাগুলোর ওপর লেখার জন্যে কিছু তথ্য পেতে চেয়েছিলাম, দৌড়াদৌড়িই সার হলো। ড্যানি, পিন্ডার'স এন্ড চেনো তুমি?'

'নামটা শুনেছি, বোধহয় গেছিও ওদিকে। ফেয়ারভিউয়ের ঠিক বাইরে না জায়গাটা? ভাঙাচোরা কয়েকটা বাংলো আছে, মানুষগুলো যেন খেতে পায় না...'

'ঠিক ধরেছ। শহরটার কলঙ্ক বলতে পারো জায়গাটাকে। ওদের জন্যে কি যে মায়া হয় আমার! টাউন সার্ভেয়ার গত এক বছর ধরে ওদেরকে হুমকি দিয়ে আসছে, সবাইকে তুলে দিয়ে জায়গাটা সমান করা হবে। গত মিউনিসিপ্যাল মীটিঙে সিদ্ধান্তও হয়ে গেছে। কিন্তু এখন বলা হচ্ছে প্ল্যানটা স্থগিত রাখা হয়েছে।'

'ওখানে যারা বাস করে তাদের জন্যে বোধহয় ভালই হলো।'

'ওদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও প্ল্যানের ভেতর ছিল,' বলল সুকি। 'বেশ ভাল টাকা দান হিসেবে পাওয়া গেছে, আমরা গুড হোপ থেকেও কিছু দিয়েছি। কিন্তু কি কারণে কে জানে, স্কীমটা বাতিল হয়ে গেছে।'

'কর্তৃপক্ষ আর গাফিলতি, হাত ধরাধরি করে চলে।' সিগারেট কেস বের করে সুকিকে অফার করল ড্যানি।

'ব্যাপারটা নিয়ে গুড-হোপে লিখতে চেয়েছিলাম আমি, কিন্তু সিলার সাহেব কানেই তুললেন না আমার কথা,' বলে চলল সুকি, লাইটার জ্বেলে তার দিকে আগুনের শিখাটা বাড়িয়ে ধরল ড্যানি। 'ওঁনাকে আমার অতিরিক্ত সাবধান বলে মনে হয়। সেই যে কবে একবার কর্ক সিমন তাঁকে হুমকি দিয়েছে, সেই থেকে উনি কোন রাজনৈতিক লেখা ছাপছেন না। বেনটোভিল সম্পর্কে লিখতেই নিষেধ করে দিয়েছেন।'

'ঘটনাটা আমার মনে আছে। কর্ক সিমন গুড হোপের অফিসে আগুন ধরিয়ে দেবে, এ-ধরনের কিছু, তাই না?'

কাঁধ ঝাঁকাল সুকি। 'যেন সত্যি দেবে!'

'আমার ধারণা, সুকি, এখানে তোমার ভুল হচ্ছে। বেনটোভিলে কর্ক সিমন অত্যন্ত ক্ষমতাবান। তার দল কোন বাধা মানে না।'

'গোটা ব্যাপারটা অসহ্য, অসম্মানজনক। পুলিস তাকে ঘাড় ধরে বের করে দেয় না কেন?'

'কারণটা আমরা সবাই জানি, সুকি। কর্ক সিমনের কাছ থেকে মাখন খায় রাজনৈতিক নেতারা। তারা কোনদিনই চাইবে না পুলিস তার পেছনে লাগুক।'

'তোমার কি মনে হয়, সত্যি কিং বলে কারও অস্তিত্ব আছে?' এক সেকেন্ড থেমে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল সুকি।

'কিং? মানে অপরাধীচক্রের হোতাটার কথা বলছ? আমার মনে হয়, আছে। আমি আসলে শহরটার এই ব্যাপারগুলো নিয়ে মাথা ঘামাই না।'

'কিন্তু ঘামানো উচিত, ড্যানি। আমরা সবাই যদি এক হয়ে হৈ-চৈ শুরু করি ইলেকশনের সময়, গ্যাংটাকে শহর থেকে তাড়ানো কোন ব্যাপারই না।'

'আর নয়তো মার খেয়ে ছাতু হয়ে যাব,' গম্ভীর হলো ড্যানি। 'এই লোকগুলোকে তুমি আসলে চেনো না, সুকি। বেনটোভিলকে ওরা মুঠোয় ভরে রেখেছে। বিনা যুদ্ধে ওরা পালিয়ে যাবে, এটা হতে পারে না।'

'ওহ্, ড্যানি! ভুলেই গিয়েছিলাম! তোমাকে জিজ্ঞেস করে দেখা যাক। আচ্ছা, রিড কোয়েল নামে কাউকে তুমি চেনো?'

মাথা নাড়ল ড্যানি। 'না। কেন বলো তো?'

'লোকটা আজ ফেয়ারভিউয়ে গিয়েছিল। সম্পাদক সাহেবের কাছে শুনলাম,

সে বেনটোভিলের লোক। ফেয়ারভিউয়ে জায়গা-জমি কিনতে চায়।'

'ধ্যাত, তা কি করে হয়!' হেসে উঠল ড্যানি। 'পাগল নাকি যে ফেয়ারভিউয়ে জায়গা কিনতে যাবে! তোমার বুঝি ধারণা, পিন্ডার'স এন্ড কিনতে চায় লোকটা?'

'অথচ লোকটা বোকা নয়,' অন্যমনস্ক সুকি, যেন ড্যানির কথা শুনতে পায়নি, যদিও তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকেই। 'কি বললে...!' হঠাৎ যেন চমকে উঠল সে। '...সেজন্যেই কি...!' বিস্ময়ে ভাষা হারিয়ে ফেলল সুকি, হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ড্যানির দিকে।

'কি হলো তোমার?' ব্যস্ত হয়ে পড়ল ড্যানি।

আর্মচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সুকি। 'ফোনটা ব্যবহার করলে তুমি কিছু মনে করবে?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ফোনের দিকে এগোল সে।

সকৌতুক বিস্ময়ের সাথে ড্যানি জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ছোট্ট মাথাটায় মনে হচ্ছে নতুন কোন পোকা ঢুকেছে?'

ফোনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সুকি, ফিরল ড্যানির দিকে। 'ব্যাপারটা কাকতালীয় মনে হচ্ছে না? ঠিক যখন জায়গা কেনার জন্যে ফেয়ারভিউয়ে এল রিড কোয়েল, তখনই পিন্ডার'স এন্ড-এর ক্লিয়ার‍্যান্স স্কীম স্থগিত ঘোষণা করা হলো?' রিসিভার তুলে ডায়াল করল সে।

'কাকে ফোন করছ?'

'টাউন সার্ভেয়ার গ্রাহামকে।' সংযোগ পেতে সুকি জিজ্ঞেস করল, 'আপনি মি. গ্রাহাম? গুড হোপের সুকি টেমপাসটা বলছি। জানতে পারলাম, মি. গ্রাহাম, পিন্ডার'স এন্ড নাকি বিক্রি হয়ে গেছে। কথাটা কি সত্যি?'

অপরপ্রান্ত থেকে বিস্ময়সূচক একটা ধ্বনি ভেসে এল। 'বিক্রি হয়ে গেছে?' ধাক্কাটা সামলে নিয়ে সার্ভেয়ার আমতা আমতা শুরু করল। 'কোত্থেকে...মানে কে...কার কাছে শুনলেন?'

'আমাদের কাছে খবর এসেছে,' প্রশ্ন এড়াবার পেশাদারী কৌশলটা ব্যবহার করল সুকি। 'আমার কনফারমেশন দরকার।'

'প্রেসকে আমার বলার কিছু নেই,' ঝাঁঝের সাথে বলল গ্রাহাম।

'তারমানে কথাটা আপনি অস্বীকার করছেন না?' সাথে সাথে জিজ্ঞেস করল সুকি।

'আপনাকে তো বললামই, আমার কিছু বলার নেই,' রাগে গজগজ করতে করতে যোগাযোগ কেটে দিল টাউন সার্ভেয়ার।

ধীরে ধীরে ক্রেডলে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল সুকি, ড্যানির দিকে তাকাল। 'মুখ খুলতে রাজি নয়। মনে হচ্ছে রিড কোয়েল পিন্ডার'স এন্ড কিনে ফেলেছে।'

'আমার কাছে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য লাগছে,' ড্যানি বলল। 'আবর্জনার একটা স্তূপ কিনে কার কি লাভ?' কুঁচকে আছে তার ভুরু।

মাথা নাড়ল সুকি। 'লাভ নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে,' বলে রিসিভারটা আবার তুলল। এবার ডায়াল করল সম্পাদক জুলিয়াস সিলারের নম্বরে। শুনলেন তিনি, কিন্তু বিশ্বাস করলেন না। সুকিকে বললেন, 'পিন্ডার'স এন্ড তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও। মনটাকে শান্ত করো, নষ্ট না করে উপভোগ করো সময়টা। তুমি

আমাকে ডিনারে বসতে বাধা দিচ্ছ।' রিসিভার রেখে দিলেন তিনি।

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সুকি বলল, 'আজ রাতে আমার আর কিছু করার নেই।' মুখ তুলে ড্যানির দিকে তাকাল সে। 'আমাকে নিয়ে তোমার প্ল্যানটা কি?' চোখ দুটোয় হীরের দ্যুতি নিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

তর্জনী খাড়া করল ড্যানি। 'প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, ডার্লিং। আজ আমরা সানফ্লায়ারে যাচ্ছি, তোমার সাথে পরিচয় হবে সেই কুখ্যাত চরিত্র মাসুদ রানার। ওকে আজ আমি আমাদের সাথে ডিনার খেতে ডেকেছি।'

কথাটা শুনে হীরের দ্যুতি বেশ খানিকটা ম্লান হলো সুকির চোখে। 'সময়টা আমি তোমার সাথে একা কাটাতে চেয়েছিলাম,' প্রতিবাদ করল সে। 'তোমার বন্ধুদের খুশি করার মানসিক প্রস্তুতি আজ আমার নেই।'

'রানাকে তোমার খুশি করতে হবে না,' বলল ড্যানি। 'করলে আমি বরং তোমার ওপর রেগে যাব।'

'অনেস্টলি, ড্যানি, আজ তাকে এড়িয়ে থাকা যায় না? আরেকজনের উপস্থিতি আমার ভাল লাগবে না।'

চট্ করে সুকির মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে ড্যানি বুঝল, সে সিরিয়াস। 'কিন্তু, সত্যি আমি দুঃখিত, সুকি। এড়িয়ে যেতে পারি না তা নয়, কিন্তু তোমার সাথে দেখা করার জন্যে রোজই তাগাদা দিচ্ছে সে। রানা আমার একমাত্র বন্ধু, ওর কাছে আমি চিরঋণী···তাছাড়া, আমিই ওকে ডিনার খেতে ডেকেছি···' চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ড্যানি, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে।

ধীরে ধীরে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সুকি। 'তোমার নয়, দুঃখ প্রকাশ করা উচিত আমার,' বলল সে। 'তুমি কি আর আগে থেকে জানতে আমার মনের অবস্থা কি হবে।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে আবার বলল, 'মাসুদ রানা সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছি আমি। সত্যি কথা বলতে কি, তার সাথে আমার দেখা হোক, এ আমি চাই না। যাই বলো না কেন, লোকটা বেনটৌভিলের একজন জুয়াড়ী, তাই না?'

চেহারা আড়ষ্ট হয়ে গেল ড্যানির, বেসুরো গলায় হাসল সে। 'সব কথায় কান দিয়ো না। রানা অত্যন্ত চমৎকার মানুষ। ওকে আমি অনেক দিন থেকে চিনি, আমার প্রতি তার বিশেষ দুর্বলতা আছে। হ্যাঁ, কোথাও শিকড় গাড়ে না, নিজের খুশি মত চলে, কিন্তু এ-সব একটা মানুষের খারাপ গুণ নয়।'

'তুমি তাকে আড়াল করছ!' অভিযোগের সুরে বলল সুকি। 'তোমার রানা জুয়াড়ী, বন্দুকবাজ এবং যত অসৎ পুলিসের সাথে তার ওঠা-বসা।'

'রানা সম্পর্কে তুমি দেখছি কিছুই জানো না,' বলল ড্যানি, একটু কঠিন সুরে। 'রানা জুয়া খেলে, কিন্তু খেলতে বসে চুরি করে না। জুয়া তো হাজার হাজার মানুষ খেলে, তাই না? রানা বন্দুকবাজ, সত্যি বটে, কিন্তু ওর হাতের বন্দুক সুবিচার নিশ্চিত করে। তোমাকে আমি বলেছি, আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছিল ও। আর নিজের কোন ফায়দা আদায়ের জন্যে নয়, পুলিসের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখে ঝুট-ঝামেলা এড়িয়ে থাকার জন্যে—ও যে শান্তি-প্রিয়, এটা বরং তার একটা প্রমাণ।'

'এখানে আমি আমার একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখতে পাচ্ছি,' ম্লান সুরে বলল সুকি। 'বন্ধুকে তুমি এতই ভালবাস যে তার খারাপ দিকগুলো দেখতেই পাচ্ছ না। বিয়ের পর, যদি বিয়েটা হয়, তোমার ওপর আর কেউ ভাগ বসাতে চাইলে আমার তা সহ্য হবে না।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল ড্যানি। তারপর শান্ত কণ্ঠে বলল, 'ঠিক আছে। ওকে আমি সানফ্লাওয়ারে যেতে বারণ করে দিচ্ছি।'

ঝট্ করে জানালার দিকে পিছন ফিরল সুকি। 'আমি দুঃখিত, ড্যানি। ভুল হয়েছে আমার, তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি। শিক্ষাটা তোমার কাছ থেকেই নিলাম–যাকে কখনও দেখিনি তার সম্পর্কে মতামত দেয়া উচিত নয়।'

অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে সুকির মুখটা খুঁটিয়ে দেখল ড্যানি। 'সত্যি তাই ভাবছ?'

মাথা ঝাঁকাল সুকি। 'এখন বুঝতে পারছি, তুমি যাকে বন্ধু বলে মনে করো তার সাথে অবশ্যই আমার পরিচয় হওয়া দরকার। দেখার পর তাকে যদি আমার পছন্দ না হয়, যদি বুঝি লোকটা খারাপ, তোমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট করার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করব আমি।' হাসল সুকি, তার গাঢ় চোখে উদ্বেগ ফুটে আছে।

ড্যানি বুঝল, সন্ধেটা আজ ওকে ভোগাবে। 'এসো, সুকি,' বলল সে, হাত বাড়াল হ্যাটের দিকে। 'আমরা শুধু কথা বলে সময় নষ্ট করি। কথা বলি, বিচার করি আর উদ্বিগ্ন হই। জীবন মোটেও নিরেট কোন বস্তু নয় যে এত অত্যাচার সহ্য করতে পারে। আমাদের উচিত মেনে নেয়া, তা না হলে কোথাও পৌঁছুনো হবে না।'

'আমি এটার নাম দেব, এড়িয়ে যাওয়ার দর্শন,' জবাব দিল সুকি, সিঁড়িতে ড্যানির আগে থাকল সে। 'তবে চিন্তা কোরো না। আর কোন কথা নয়, নয় কোন উদ্বেগ। তাহলেই সম্ভবত তোমার মি. ব্যাড মাসুদ রানার সাথে সন্ধেটা চমৎকার কাটবে।'

গাড়ির দরজা খুলল ড্যানি। 'তুমি আবার ঠাণ্ডা হয়ে থেকে রানাকে নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করবে না তো?'

'নির্লিপ্ত হতে আমাকে কখনও দেখেছ?' ড্রাইভিং সীটে বসে ইগনিশন-এর দিকে হাত বাড়াল সুকি।

হেসে উঠল ড্যানি। 'তাহলে আমার কোন গতি হচ্ছে না কেন?'

ড্যানি কৌশলে বিয়ের প্রসঙ্গটা তুললেও, এড়িয়ে গেল সুকি, বলল, 'সেক্ষেত্রে তোমার বেচারি মাসুদ রানার সাথে চিন্তা করে কথা বলতে হবে আমার, তিনি যাতে আহত বোধ না করেন।'

'আশ্বাস পেয়েছি, আর আমার কোন চিন্তা নেই। তবে, তোমাকেও বোধহয় ওর ব্যাপারে সাবধান করা উচিত আমার। রানা কিন্তু নিজেই নির্লিপ্ত টাইপের মানুষ। তুমি আবার কিছু মনে কোরো না।'

গাড়ি ছেড়ে দিল সুকি। 'তুমি দেখছি লোকটা সম্পর্কে আমার আগ্রহ বাড়িয়ে তুলছ,' বলল সে। 'শেষ পর্যন্ত আবার না তার দিকেই ঝুঁকে পড়ি আমি।'

'এভাবে কথা বললে তোমাকে আমি বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাব, সুকি টেমপাসটা। তোমাকে একটা ঝাঁকি দেয়া দরকার।'

'ঝাঁকিটা হয়তো আমাকে মি. রানাই দেবেন।'
'কিন্তু আমি নিজে সেটা দিতে চাই তোমাকে।'
'অন সেকেন্ড থট, সেটাও মন্দ হয় না।' খিলখিল করে হেসে উঠল সুকি। হাসি থামিয়ে বলল, 'তোমার হাতে ঝাঁকি খেতে আমার ভালই লাগবে।'
পরাজিত ভঙ্গিতে হাত নাড়ল ড্যানি ডানকান, চেহারায় কৃত্রিম হতাশা।

পাঁচ

বার-এর এক কোণ থেকে ওদেরকে দেখতে পেল রানা। চোখে কৌতূহল নিয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল ও, তারপর ধীরে ধীরে হাতের গ্লাসটা চকচকে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে সে, তার ঠিক পিছনেই রয়েছে ড্যানি। বার-এর চারদিকে ঘুরে রানার ওপর পড়ল মেয়েটার চোখ, এক সেকেন্ডের জন্যে স্থির হলো দৃষ্টি, আর এই এক সেকেন্ডের মধ্যে তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে গেল রানার চোখে। চোখ ফেরাতে পারল না, অনুভব করল গলার ভেতর ভারী কি যেন একটা আটকে গেছে।

ওকে দেখে এগিয়ে আসছে দু'জন, প্রচণ্ড ইচ্ছে হওয়া সত্ত্বেও মেয়েটার দিকে তাকাল না রানা। দৃষ্টি স্থির রাখল ড্যানির ওপর, একেবারে কাছে চলে না আসা পর্যন্ত অগ্রাহ্য করল মেয়েটাকে, তারপর তাকাল। গাঢ়, গভীর চোখ ওর চোখের সাথে মিলিত হলো, পরমুহূর্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল যোগাযোগ।

'দেখতেই পাচ্ছ, আমরা পৌঁছে গেছি,' বলল ড্যানি, দুই লেজ বিশিষ্ট কুকুরের মত লাগল তাকে। 'রানা, এই হলো সুকি—সুকি টেমপাসটা। আমি চাই পরস্পরকে পছন্দ করো তোমরা।'

ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের মত, নামটাও একটা ধাক্কা দিল রানাকে।

ধাক্কা খেয়েছে সুকিও। তার কল্পনাতেও ছিল না মাসুদ রানা লোকটার চেহারা এরকম কিছু হতে পারে। ড্যানি যে কেন ওর এত ভক্ত, সাথে সাথে উপলব্ধি করতে পারল সে। এমন মায়াভরা চোখের আকর্ষণ এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করল সুকি, ভাবল, না জানি এই লোক কত মেয়ের সর্বনাশ করেছে। তার ধারণার সাথে না মেলায়, পেশাদার জুয়াড়ীদের সাথে চেহারার এত পার্থক্য দেখে, অপ্রস্তুত হয়ে গেছে সে, অস্বস্তিবোধ করছে। ব্যাকব্রাশ করা চকচকে কালো চুল, নিখুঁতভাবে কামানো গাল, রোদে পোড়া চামড়া, চওড়া কাঁধ, সবই যেন মুনশিয়ানার সাথে ফুটিয়ে তোলা বিখ্যাত কোন অ্যাডভেঞ্চার কাহিনীর নায়কের বর্ণনার সাথে মিলে যায়। এমন গাঢ় কালো চোখ কোন মানুষের হতে পারে, ভাবতে পারে না সুকি। আর দৃষ্টি যেন কোমল ছুরি, তার অন্তরের ভেতরটা অনায়াসে যেন পড়ে নিতে পারছে। নিজের ভুল বুঝতে পারার আগেই হাতটা বাড়িয়ে দিল সে। সেটা ধরার সময় রানার আগ্রহ লক্ষ করে অদ্ভুত এক পুলক খেলে তার সারা শরীরে।

‘হ্যালো,’ বলল রানা, ‘তোমার সাথে দেখা করার জন্যে অনেক দিন থেকে অপেক্ষা করছি আমি।’

জীবনে এই প্রথম লজ্জা পেল সুকি, আড়ষ্ট হয়ে উঠল শরীর। নিজের ওপর রাগ হলো তার, অভিমান হলো ড্যানির ওপর, যদিও জানে ড্যানির কোন দোষ নেই।

তার ওপর ড্যানির সকৌতুক দৃষ্টি অনুভব করে আরও আড়ষ্ট হয়ে গেল সুকি। কিছু একটা বলতে হবে তাকে। এভাবে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থেকে নিজেকে হাসির খোরাক করে তুলছে সে। ‘ড্যানি আপনার কথা অনেক বলেছে আমাকে,’ বলল সে, ভাব দেখে মনে হলো বলার মত শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না। ‘কিন্তু…আমি…আমি ঠিক এরকম আশা করিনি আপনাকে…মানে,’ ভাষা হারিয়ে অসহায় চোখে ড্যানির দিকে তাকাল সে।

‘তোমাকে দেখে, বোঝাই যাচ্ছে, বেশ কিছুটা মুগ্ধ হয়েছে সুকি,’ নিঃশব্দ হাসির সাথে বলল ড্যানি।

‘তা নয়,’ তাড়াতাড়ি বলল সুকি। ‘তবে…মানে, আপনার সম্পর্কে এমন সব কথা শুনেছি, আশা করেছিলাম দেখা হবে একজন…গুণ্ডার সাথে।’

সামান্য একটু বিস্মিত দেখাল রানাকে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে, এ মেয়ে ওর সম্পর্কে কিছুই জানে না। তাহলে চিঠিটা লিখল কে? মৃদু হাসল ও, বলল, ‘আশা করি আমাকে দেখে হতাশ হওনি তুমি,’ বলল ও। ‘বুঝতে পারি এতদিন কেন ড্যানি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়নি।’ ড্যানির দিকে তাকাল। ‘এই অসাধ্যসাধন কি করে সম্ভব হলো তোমার দ্বারা? ওর মন জয় করার গোপন মন্ত্রটি কি?’

আঙুল বাঁকা করে বারম্যানকে ডাকল ড্যানি। ‘সুকি? ও একটা সরল মেয়ে। ওকে পটানো পানির মত সহজ।’

‘ড্রিঙ্ক আমার তরফ থেকে,’ বারম্যান কাছে আসতে বলল রানা। ‘কি নেবে তোমরা?’

বারম্যান ড্রিঙ্ক পরিবেশন করে চলে যাবার পর ড্যানি বলল, ‘জায়গাটা তো দেখছি বেশ। আগে কখনও এখানে আসিনি আমি।’

‘টলারসনের এখানে কখনও হাঙ্গামা বাধে না,’ বলল রানা। ‘ওপরে গ্যাম্বলিং রূম আছে।’ সুকির দিকে তাকাল ও। ‘তোমার কোন আগ্রহ আছে?’

‘না।’ লালচে পানীয় ভরা গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে তুলল সুকি, গ্লাসের কিনারা দিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। ‘আমি জুয়া খেলি না।’

‘জুয়া সবাই খেলে,’ বলল রানা, সুকির ওপর নিবদ্ধ ওর দৃষ্টি আরও যেন তীক্ষ্ণ হলো। ওর মনে হলো, অসম্ভব অস্থির আর দিশেহারা বোধ করছে মেয়েটা। ‘সব সময় হয়তো টাকার জন্যে নয়, তবে জুয়া খেলে সবাই।’

মুখ ঘুরিয়ে নিল সুকি। ‘তাই কি?’ সামান্য ম্লান শোনাল তার গলা।

‘অবশ্যই। মানুষ সুখের জন্যে জুয়া খেলে, পজিশন-এর জন্যে খেলে—বাড়ি, চাকরি, ব্যবসা, সম্মান, প্রেম, অধিকার, সমস্ত কিছুর জন্যে সবাইকে জুয়া খেলতে হয়। কেন, তুমি কথাটা মানো না?’

ড্যানি বলল, 'রানার একটা দর্শন আছে, তবে সেটাকে তোমার সিরিয়াসলি না নিলেও চলবে।'

সুকি বলল, 'আপনি যাদের কথা বলছেন, তাদের ভেতর জুয়া খেলার প্রবণতা আছে। কারও কারও ওপর জুয়া চাপিয়ে দেয়া হয়। ওপরে যারা খেলছে, ওদের সাথে তাদের কোন তুলনা চলে না। ওপরের যারা খেলছে তারা জেনেশুনে ঝুঁকি নিচ্ছে টাকার ওপর।'

'জুয়া তুমি অনুমোদন করো না?' একটু কঠিন শোনাল রানার গলা।

মাথা নাড়ল সুকি। 'না।'

'ভুলো না, সুকি একজন আপসহীন যোদ্ধা। সাপ্তাহিক গুড হোপে ওর কলাম তুমি পড়োনি?' জিজ্ঞেস করল ড্যানি, ইঙ্গিতে বারম্যানকে আরেক প্রস্থ ড্রিঙ্ক দিতে বলল।

মাথা নাড়ল রানা। 'না। গুড হোপের ব্যাপারটা কি?' সুকির দিকে তাকাল ও।

একটা কাঁধ উঁচু করল সুকি। 'গুড হোপ আর ফেয়ারভিউ একই জিনিস। ক্লান্ত, হতাশ, লড়তে ভয় পায়।'

'জ্যান্ত একটা পত্রিকা শহরটার জন্যে অনেক কিছু করতে পারে,' বলল রানা। 'এরকম একটা পত্রিকা হাতে থাকলে আমি হয়তো কিছু একটা করতাম।'

হঠাৎ রাগ হলো সুকির। 'পত্রিকাটিকে অনেক আগে থেকেই আপনার একজন জুয়াড়ী বন্ধু নিয়ন্ত্রণ করছে,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল সে। 'সে-জন্যেই তো আমরা কিছু লিখতে পারি না!'

হেসে উঠল রানা। 'আমাকে ভুল বুঝছ,' বলল ও। 'বেনটোভিল অপরাধমুক্ত হোক, তোমার মত আমিও তা চাই। ড্যানিকে জিজ্ঞেস করো, ও জানে।'

নিজের গ্লাসটা খালি করল ড্যানি। 'সত্যি তাই,' বলল সে। 'রানা আসলে একজন ন্যাচারাল গ্যাম্বলার, জুয়াটাকে সবার জন্যে ফাঁদ পাতার বিশাল আয়োজন করে তোলার ঘোর বিরোধী ও। দু'বছর আগে আমার তো ভয়ই হত, কবে না যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে। ফিরে আসার পর এখনও যদি সে-ধরনের কিছু করে বসে, আমি একটুও আশ্চর্য হব না।'

'সত্যি?' হতভম্ব দেখাল সুকিকে। 'আপনি চান বেনটোভিল অপরাধমুক্ত হোক? তাহলে ওদের বিরুদ্ধে লাগছেন না কেন?'

চকচকে টেবিলের ওপর গ্লাসটা আস্তে করে নামিয়ে রাখল রানা। 'ব্যাপারটা অত সহজ নয়,' বলল ও। 'কিছু একটা শুরু করতে হলে অজুহাত দরকার হয়। অর্গানাইজেশনটা কি রকম শক্তিশালী তুমি জানো। কোমর বেঁধে, [illegible]জল খেয়ে লাগতে হবে। তাছাড়া, একার কারও পক্ষে এ-কাজ সম্ভব নয়। আমার সাথে আর কে নেবে মৃত্যুর ঝুঁকি?'

'আমি নেব!' ব্যাকুলকণ্ঠে বলল সুকি, পরমুহূর্তে চট করে ড্যানির দিকে তাকাল, যেন কি একটা অপরাধ করে ফেলেছে।

হেসে উঠে ড্যানি বলল, 'তোমার আর চিন্তা নেই, রানা। একজন জোয়ান অভ আর্ক পেয়ে গেছ।'

'দেরি হয়ে যাচ্ছে, এবার অর্ডার দিলে হয় না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

রেস্তোরাঁয় ঢুকে টেবিল দখল করল ওরা, বসার পর সুকি জানতে চাইল, 'মি. রানা, আপনি রিড কোয়েল নামে কাউকে চেনেন?'

মাঝখান থেকে কথা বলে উঠল ড্যানি, 'আরে, ওকে আপনি আপনি করছ কেন? রানা আমার একমাত্র বন্ধু, মিস্টার বলছ কেন?'

'ফোড়ন কেটো না তো,' বলল রানা, সুকির আড়ষ্ট ভাবটুকু অনুভব করতে পারছে। 'ওর যা ইচ্ছে হয় বলুক।'

গুঙিয়ে উঠল ড্যানি। 'লে বাবা! আমার ধারণা ছিল, পরস্পরকে তোমরা ঘৃণা করো!' কৃত্রিম হতাশায় সিলিঙের দিকে চোখ তুলল সে।

'না, তা আমরা করি না,' জবাব দিল রানা। 'কি, সুকি, তুমি আমাকে ঘৃণা করো?' সুকির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার অনুভব করল, গলার কাছে ভারী কি যেন আটকে আছে।

মাথা নাড়ল সুকি, রানার অনুসন্ধানী চোখ দুটোকে এড়িয়ে গেল তার চোখ।

'তুমি আমাকে রিড কোয়েলের কথা জিজ্ঞেস করছিলে,' প্রসঙ্গে ফিরে এল রানা। 'সে টলারসনের ম্যানেজার। কেন? তাকে তুমি চেনো?'

'আচ্ছা!' রানার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ড্যানির দিকে ফিরল সুকি। 'তারমানে সে পিন্ডার'স এন্ড কিনলে ওটার মালিক হবে টলারসন?'

'কিন্তু এখনও তুমি জানো না ওরা ওটা কিনেছে কিনা,' সুকির ভুল ধরার চেষ্টা করল ড্যানি।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল রানা, কিছু বলতে গিয়ে সামলে নিল নিজেকে, দেখল ওয়েটার এগিয়ে আসছে। অর্ডার নিয়ে লোকটা চলে যাবার পর জিজ্ঞেস করল, 'পিন্ডার'স এন্ডের ব্যাপারটা কি?'

সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল সুকি।

আধবোজা হয়ে এল রানার চোখ। 'ভারি ইন্টারেস্টিং তো!' কয়েক সেকেন্ড পর জানতে চাইল, 'ফেয়ারভিউয়ের মাটি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা আছে তোমার? মানে, ওখানে কোন খনি থাকার সম্ভাবনা আছে কিনা?'

প্রায় চমকে উঠল সুকি। এই সম্ভাবনার কথাটা তার মনে আসেনি। 'ঠিক জানি না, তবে খোঁজ নিলে অবশ্যই জানতে পারব।'

'তোমরা দু'জন এমন ভাব করছ, এর মধ্যে যেন বিরাট কোন রহস্য লুকিয়ে আছে। কোয়েল পিন্ডার'স এন্ড কিনেছে কিনা তাই আমরা এখনও জানি না,' আবার বলল ড্যানি।

তার কথায় কান দিল না রানা। 'আমার একটা উপকার করবে, সুকি, প্লীজ?' টেবিলের ওপর দিয়ে সুকির দিকে ঝুঁকে বলল ও। 'তুমি তো ওখানে আছ। কিছু যদি কানে আসে, আমাকে একটা রিঙ করবে? এ-ব্যাপারে আমি আগ্রহী।'

'ঠিক আছে, বেশ তো,' বলল সুকি। 'ওখানে ঠিক কি ঘটছে বলুন তো?'

'কি জানি, আমার ধারণা ভুলও হতে পারে,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল রানা, পকেট থেকে কাগজ-কলম বের করে খস খস করে নিজের ফোন নম্বরটা লিখল। 'এই নম্বরে যে-কোন সময় আমাকে পাবে তুমি।' কাগজটা সুকির দিকে বাড়িয়ে দিল

ও।

ড্যানির দিকে তাকাবার ইচ্ছেটাকে দমন করে হাত বাড়াল সুকি, রানার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে চোখ বুলাল, তারপর রেখে দিল হাতব্যাগে। 'আমি ভুলব না।'

গোটা ব্যাপারটা মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল ড্যানির মনে। কিছু না ভেবেই সে বলে বসল, 'অত্যন্ত সুকৌশলে সারা হলো কাজটা। আমার চোখের সামনেই তোমাকে নিজের টেলিফোন নম্বর দিল ও। আসলে কি করতে চাইছ, রানা? মেয়েটাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে?'

টকটকে লাল হয়ে উঠল সুকির মুখ।

সুকির দিকে তাকাল রানা, তারপর ড্যানির দিকে। ওর দৃষ্টিতে অদ্ভুত ঠাণ্ডা একটা ভাব ফুটে উঠল। 'নোংরা কৌতুকের মত শোনাল, ড্যানি,' বলল ও, শান্ত সুরে।

আকস্মিক ঈর্ষার একটা অদম্য ঢেউ ধাক্কা দিল ড্যানিকে। 'ধ্যাত, তুমি কী!' রাগের সাথে বলল সে। 'আমি ঠাট্টা করছিলাম। তবে, তোমাদের দু'জনের এরকম অপরাধী অপরাধী ভাব না করলেও চলে।' সুকির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল সে। 'তোমার চেহারা অমন লাল হয়ে উঠল কিজন্যে?'

চেয়ারটা পিছন দিকে ঠেলে দাঁড়িয়ে পড়ল সুকি। 'দেরি করব না,' বলে ওদেরকে ছেড়ে গেল সে, রেস্তোরাঁর শেষ মাথায় পৌঁছে ঢুকে পড়ল লেডিস রুমে।

সেদিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ড্যানি।

'তোমার আরও সাবধান হওয়া উচিত,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা, গ্লাসটা একহাতে নাড়াচাড়া করছে।

মাথার চুলে আঙুল চালাল ড্যানি। 'মেয়েটার হলো কি? এর আগে কোন দিন কখনও এমন করেনি ও!' রানার দিকে তাকাল সে, চোখে রাগ। 'আমার এখন মনে হচ্ছে, তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বোধহয় ভুলই কর…'

'শাট আপ!' ধমক দিল রানা। 'বেচারি ক্লান্ত, চোখে দেখো না? একটু নার্ভাস প্রকৃতির, তোমার সস্তাদরের ভাঁড়ামি সহ্য করতে পারেনি। সাবধান হও, ড্যানি, ওর পছন্দ-অপছন্দের দিকে খেয়াল রাখো। তুমি একটা অমূল্য রত্ন পেয়েছ।'

'এসব তথ্য কোথায় পেলে তুমি?' চাপা গলায় প্রায় গর্জে উঠল ড্যানি। ব্যাপারটা নিয়ে যতই ভাবছে, বেড়ে যাচ্ছে তার রাগ। 'ওকে আমি তোমার চেয়ে অনেক অনেক আগে থেকে চিনি। তুমি নাক গলাবার আগে পর্যন্ত আমাদের মধ্যে কোন গোলমাল বাধেনি।'

'ব্যাপারটা সহজভাবে নাও,' বলল রানা, ক্ষীণ একটু কঠিন হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। 'তুমি ভাল করেই জানো, আমি নাক গলাইনি। ফিরে এলে ওকে বোলো, ফোন পেয়ে চলে গেছি আমি।'

ঝট্ করে দাঁড়িয়ে পড়ল ড্যানি। 'প্লীজ, রানা, শোনো, ভাই…বোকার মত কি বলেছি না বলেছি, সত্যিই আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমার মাথার ঠিক ছিল না। বসো, ভুলে যাও…'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমাকে যেতে হবে। ভুলেই গিয়েছিলাম, টলারসনের

সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। কাল দেখা হবে, ড্যানি। সুকিকে বুঝতে চেষ্টা করো, কেমন?'

ড্যানি ওকে বাধা দেয়ার আগেই রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে লাউঞ্জে চলে গেল রানা। চওড়া সিঁড়ির নিচে দাঁড়ানো শক্ত-সমর্থ এক লোককে বেছে নিল ও। জানা আছে, সিঁড়ির ওপর রুলেৎ খেলার আসর বসে। এগিয়ে এসে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'টলারসন কোথায়?'

লোকটা ওকে ঠাণ্ডা চোখে খুঁটিয়ে দেখল। 'কে তার খোঁজ করে?'

'তার বাপ, গিয়ে বলো,' জবাব দিল রানা।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল লোকটা, তার পিছু নিল রানা। করিডরের শেষ মাথায় একটা দরজার সামনে থামল লোকটা। 'তামাশা কোরো না,' বলল সে। 'কি নাম বলব তোমার?'

খপ্ করে দু'হাতে লোকটার বুকের কাছে কোট মুচড়ে ধরল রানা, ঠেলে দেয়ালের গায়ে নিয়ে গেল, বলল, 'যাও, ভাগো এখান থেকে।'

প্রকাণ্ড একটা ডেস্কের পিছনে বসে আছে উইলিয়াম টলারসন। তার সামনে অনেক কাগজ-পত্র ছড়িয়ে রয়েছে। একটা কাগজে খস খস করে কি যেন লিখছে সে। ভেতরে ঢুকে পায়ের ধাক্কায় দরজাটা বন্ধ করল রানা। চেহারায় বিরক্তি নিয়ে মুখ তুলল টলারসন, রানাকে চিনতে পেরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'ওয়েল, ওয়েল,' করমর্দনের জন্যে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ঠিক যাকে খুঁজছিলাম।'

বাড়ানো হাতটা দেখেও না দেখার ভান করল রানা। ভিলেনী কায়দায় পা বাধিয়ে নিজের দিকে একটা চেয়ার টেনে বসল।

নিজের বাড়ানো হাতটার দিকে একবার তাকাল টলারসন, সকৌতুক হাসি ফুটে উঠল তার মুখে, একটা ভুরু সামান্য একটু উঁচু করে বসে পড়ল আবার। লোকটা রানার মত লম্বা না হলেও, রানার চেয়ে চওড়া সে, গায়ে ওর চেয়ে বেশি শক্তি রাখে। চুল কালো, দু'ভাগ হয়েছে মাঝখান থেকে, কপাল থেকে পিছন দিকে ইংরেজি ভি অক্ষরের ধাঁচে ব্রাশ করা। বয়সে রানার চেয়ে পাঁচ-সাত বছরের বড় হবে, এক অর্থে তাকে সুদর্শনই বলা যায়।

'ক'দিন থেকেই তোমার কথা ভাবছি, রানা,' বলল সে, লম্বা একটা পেপার নাইফ তুলে নিয়ে একটুকরো স্পঞ্জ খোঁচাতে শুরু করল। 'তুমি আর আমি এক হলে কেমন হয়?'

ক্যাপটা মাথার পিছন দিকে ঠেলে দিল রানা। ভাঁজ করা মুঠো দিয়ে নিজের চোয়ালে ঘুসি মারল আস্তে করে, চিন্তিত। 'কেমন হয়?' পাল্টা প্রশ্ন করল ও। 'কি জানি! তোমার ব্যবসার হালচাল দেখে তো মনে হয় দিব্যি আছ। আমার ব্যাপারে এসব চিন্তা কেন?'

একটা বোতামে চাপ দিল টলারসন। 'আগে গলাটা ভিজিয়ে নেয়া যাক। তোমার সাথে আমি সরাসরি কিছু কথা বলতে চাই।'

শক্ত-সমর্থ লোকটা সাঁৎ করে ভেতরে ঢুকল। তার বাম হাতটা পকেটে, বুঝতে অসুবিধে হয় না একটা পিস্তল ধরে আছে।

'স্কচ আনো,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল টলারসন। লোকটা বেরিয়ে গেল। 'গ্যাম্বলার হিসেবে তোমার খুব সুনাম আছে, রানা। জুয়ার রাজ্যে, এই এলাকায়, তোমার নাম সবাই শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারণ করে। সবাই জানে, তুমি হাতসাফাইয়ের মধ্যে নেই, ভাগ্য তোমাকে ফেভার করে। যদি কখনও হারো, কদাচ, পাই-পয়সাটি মিটিয়ে দিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে যাও। এখানে যারা খেলতে আসে, তারা সবাই একটা নিশ্চয়তা চায়, খেলার মধ্যে কারচুপি করা হবে না। তাদেরকে আমি এমন একটা জিনিস দিতে চাই, যেটা পেলে তারা ভাববে, এই সুযোগ অন্য কোথাও তারা পাবে না। সেই জিনিসটা হলো—তুমি।'

'বলে যাও,' পকেটে হাত ভরে সিগারেট বের করল রানা।

ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল লোকটা। ট্রে নামিয়ে রেখে তাকে বেরিয়ে যেতে বলল টলারসন। আবার ওরা একা হতে নিজের হাতে বোতল থেকে হুইস্কি ঢালল সে, একটা গ্লাস বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। 'তোমাকে দেখলে সবাই বিশ্বাস করবে যে খেলায় এখানে চুরি করা হয় না। আমি লাভের অংশ ভাগ করতে রাজি আছি। তুমি কি বলো?'

'আজ নিক আমার সাথে কথা বলেছে। হপ্তায় নাকি তিন হাজার ডলার পাব, লাভের অংশ ছাড়াও। উত্তরে আমি হেসেছি।'

লালচে হয়ে উঠল টলারসনের চেহারা। 'গর্দভটাকে আমি বলেছিলাম, রানা কি শর্ত দেয় সেটা শুনে আসবে। শোনো, রানা, তোমাকে আমার দরকার। আমি দর কষাকষি করব না। প্রথমেই আমাকে যেটা জানতে হবে, তুমি রাজি কিনা?'

মাথা নাড়ল রানা। 'মনে হয় না।'

'ঠিক আছে, রেস্তোরাঁর আয় থেকেও শতকরা পঁচিশ ভাগ লাভ দেয়া হবে তোমাকে। জুয়া থেকে এখন হপ্তায় বিশ হাজার ডলার আসছে, তুমি এলে ত্রিশ হাজার ডলারে উঠে যাবে বলে মনে করি। অর্ধেক তুমি নিয়ে যেয়ো। আর রেস্তোরাঁ থেকে…হপ্তায় কম করেও পাঁচ হাজার ডলার পাবে তুমি। ঠিক আছে?'

গ্লাসে দীর্ঘ একটা চুমুক দিল রানা, টলারসনের মুখে কি যেন খুঁজল। 'বলো কি! এত টাকা!' ভারি অবাক হয়েছে ও।

গ্লাস খালি করেই তাড়াতাড়ি আবার সেটা ভরে নিল টলারসন। 'তোমার যা দাম তাই তোমাকে দেয়া হবে,' বলল সে, তার হাত দুটো একটু একটু কাঁপছে। 'তোমাকে আমি কম দিতে পারব না। এখন বলো, তুমি রাজি?'

সিলিঙের দিকে মুখ করে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল রানা। 'কিং ব্যাপারটা পছন্দ করবে না,' বলল ও, মৃদুকণ্ঠে।

টলারসনের হাত থেকে পেপার নাইফটা পড়ে গেল। তার মুখ জ্যান্ত এক গাদা পোকার সমষ্টি হয়ে উঠল। 'কিং?' বলে সামনের দিকে ঝুঁকল সে। 'কিং মানে, কি বলতে চাও তুমি?'

'ব্যবসা পাবে বলে আমাকে তোমার দরকার, কথাটা ঠিক নয়। পিস্তলে আমার হাত ভাল, সেটাই কারণ। আর্থার কিংকে তুমি ভয় পাচ্ছ কেন, টলারসন?'

চেয়ারটা পিছন দিকে ঠেলে ঝট করে উঠে দাঁড়াল টলারসন। 'তুমি একটা উন্মাদ!' বলল সে। 'কি বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার কাউকে ভয় পাবার

প্রশ্নই ওঠে না। তোমাকে একটা প্রস্তাব দেয়া হয়েছে, তুমি রাজি নাকি রাজি না?'

না বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছে রানা, এই সময় নিঃশব্দে দরজাটা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল কালো সুট পরা ছোট্ট এক লোক। পলকের জন্যে ভোঁতা নাক একটা অটোমেটিক দেখতে পেল রানা তার হাতে। ঘটনাটা এতই দ্রুত ঘটে গেল যে শেষ না হওয়া পর্যন্ত টলারসন বুঝতেই পারল না ব্যাপারটা কি নিয়ে।

ছোট্ট লোকটা গুলি করল, গ্লাসের হুইস্কিটুকু তার মুখ লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়েছে রানা। তরল পানীয় লোকটার চোখে গিয়ে লাগল।

টলারসনের মসৃণ ডেস্কের ওপর গভীর গর্ত তৈরি করল দুটো বুলেট, আরেকটা তার মাথার ওপর দিকের দেয়াল থেকে প্লাস্টার খসাল। দরজা বন্ধ হবার শব্দ হলো, চলে গেছে লোকটা।

হোলস্টারে নিজের পিস্তলটা ঢুকিয়ে রাখল রানা। 'খুব তাড়ার মধ্যে ছিল ব্যাটা, কি বলো?' শান্তসুরে জিজ্ঞেস করল, বোতল থেকে হুইস্কি ভরল খালি গ্লাসে। 'ও কি তোমার বন্ধু বা ভাইবেরাদার কেউ?'

চেহারা দেখে মনে হলো জ্ঞান হারাবে টলারসন। চেয়ারের ওপর নেতিয়ে পড়ল সে, সাদা হয়ে ওঠা মুখে ঘাম চকচক করছে। 'না...আগে কখনও দেখিনি ওকে,' বিড়বিড় করে বলল সে।

'তোমার কি মনে হলো জানি না,' হাসল রানা, 'কিন্তু আমার যেন মনে হলো, লোকটা তোমাকে পরপারে পাঠাতে চেয়েছিল।' টলারসনের আতঙ্ক উপভোগ করছে ও। 'তুমি আমার সাথে একমত?'

ভেতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল নিক। রানার মনে হলো, টলারসন বেঁচে আছে দেখে বিস্মিত হয়েছে সে।

'দেখেছ তাকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়ল নিক। 'কে লোকটা?'

ঢক ঢক করে, লোভীর মত, হুইস্কি গিলছে টলারসন। 'নিশ্চয়ই কোন পাগল,' বলল সে, আরেকটু হলে বিষম খেতে যাচ্ছিল।

'বোধহয় খেলায় হেরে মাথাখারাপ হয়ে গেছে।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে নিকের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, নাক ঝেড়ে সে বলল, 'আমি তার গাড়ির নম্বর টুকে নিয়েছি।' ডেস্কের ওপর ঝুঁকে একটা কাগজে নম্বরটা লিখল সে। লেখাটার দিকে তাকাল রানা। যা ভেবেছিল তাই। এই গাড়িটাই পিছু নিয়েছিল ওর।

'ওটা আর্থার কিং-এর গাড়ি,' বলল রানা।

নিকের দিকে তাকাল টলারসন। 'কিং?' সাদা নয়, এখন তার চেহারায় সবুজাভ একটা রঙ ফুটে উঠেছে। 'কিং?' আবার বোকার মত উচ্চারণ করল সে। 'কিন্তু কিং এ-ধরনের কাজ কেন করতে যাবে!'

অস্থির পায়ে বারবার এক দিক থেকে আরেক দিকে সরে যাচ্ছে নিক। 'আমাকে কি করতে হবে বলুন।'

'খোঁজ নাও, এখানে সে ঢুকল কিভাবে!' খেঁকিয়ে উঠল টলারসন, লালচে রঙ ফিরে পেতে শুরু করেছে সে। 'সবাই যদি সব সময় ঘুমোয় তাহলে এত টাকা

দিয়ে এতগুলো গুণ্ডাপাণ্ডা পোষার দরকার কি আমার?'

'ঠিক আছে,' বলে দরজার দিকে এগোল নিক। কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে একবার তাকাল। 'তুমি থাকছ, রানা?'

'থাকাটা নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না,' হেসে উঠল রানা।

বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল নিক। নিজের গ্লাসে আরও হুইস্কি ঢালল টলারসন। 'তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ,' শান্তভাবে বলল সে। 'তুমি উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় না দিলে এখানে আমার লাশ পড়ে থাকত। লোকটা তোমাকে নার্ভাস করতে পারেনি!'

'কেন, আমাকে নার্ভাস করবে কেন? সে মারতে এসেছিল তোমাকে।' হুইস্কি শেষ করে চেয়ার ছাড়ল রানা। 'ভুলব না, তোমাকে কবর দেয়ার সময় হাজির থাকব আমি,' হালকা সুরে বলল। 'তোমার প্রস্তাব…আমার কোন আগ্রহ নেই। আমি একা, শান্তিতে থাকতে চাই।'

টলারসন বলল, 'দাঁড়াও, রানা, বুঝতে পারছ না কি হারাচ্ছ…'

হাসল রানা। আর কিছু না বলে বেরিয়ে এল করিডরে।

নিচের হলে নিকের সাথে দেখা হলো ওর। 'লোকটা খুন হলে আমাকে জানিয়ো।'

নিঃশব্দে হাসল নিক। 'তারমানে তোমাকে রাজি করতে পারেনি।' রানার মনে হলো, খুশি হয়েছে নিক।

মাথা নাড়ল ও। 'টলারসন মুখ খুলবে না। আমাকে জানতে হবে না কোথায় আছি?'

'আমারও সেই কথা,' বলল নিক, দৃষ্টি বিনিময় করল দু'জন।

'কিং, কোন সন্দেহ নেই,' বলল রানা। 'কিন্তু কেন?'

স্থির হয়ে গেল নিকের শরীর। 'কেন?' ফিসফিস করল সে। 'কেন জানি না। তবে টলারসনের পেছনে লেগেছে সে। হতে পারে তাকে সে পছন্দ করে না।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এই কথাটা তো ভাবিনি। হতে পারে, হ্যাঁ, হতেই পারে…কিং হয়তো সত্যি পছন্দ করে না টলারসনকে!' অন্ধকার রাস্তায় বেরিয়ে এল ও।

ছয়

মাথায় হ্যাট তুলছে ম্যালকম বুট, রিঙ শুনে ভুরু কুঁচকে প্রথমে হাতঘড়ি তারপর টেলিফোনের দিকে তাকাল। রিসিভার তুলে জিজ্ঞেস করল, 'কে?' এক সেকেন্ড পর তার চেহারায় আগ্রহ ফুটে উঠল। চেয়ারটায় আবার বসল সে। 'কখন? আজ রাতে? সে কি মারা গেছে?' কপালে চিন্তার রেখা নিয়ে সামনের দেয়ালের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল সে, তারপর হঠাৎ গর্জে উঠল, 'কে গুলি করল?' অপরপ্রান্তের লোকটা দ্রুত কথা বলতে শুরু করায় তাকে বাধা দিল সে। 'ঠিক

আছে, ঠিক আছে, পরে শোনা যাবে। আমার ওখানে চলে এসো, এখুনি।'

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ বসে চিন্তা করল ম্যালকম বুট। তারপর আলো নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল অফিস থেকে। নিচতলায় এখনও লোকজন ঘুঁটি আর তাস খেলছে। টেবিলগুলোকে পাশ কাটিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল সে। কালো একটা লম্বা গাড়ি নিঃশব্দে তার পাশে এসে দাঁড়াল, পিছনের সীটে উঠে বসল বুট। হুইল হাতে বসা ছেলেটা তার দিকে তাকাল না। পাথুরে মূর্তির একটা অনড় ভাব নিয়ে সোজা সামনের রাস্তায় তাকিয়ে আছে সে। অত্যন্ত রোগা, তবে কাঁধ দুটো শক্ত আর উঁচু, ক্যাপটা মুখের বেশিরভাগ অংশ ঢেকে রেখেছে।

'বাড়ি চলো, রিপার,' স্পিকিং টিউবে ফিসফিস করল বুট, সিগারের খোঁজে পকেট হাতড়াচ্ছে।

সিগারে ঘন ঘন টান দিয়ে গাড়ির ভেতরটা ধোঁয়ায় ভরে তুলল ম্যালকম বুট। একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুনোর চেষ্টা করছে সে। অনেক সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে তার মনে, বিবেচনা করার পর বাতিল করে দিচ্ছে একের পর এক। এক সময় হাল ছেড়ে দিল সে। ভাবল, জোনস-এর মুখ থেকে আগে সব কথা শোনা দরকার, তারপর সিদ্ধান্ত নেবে।

ছোট্ট বাড়িটার সামনে থামল গাড়ি। গাড়ি থেকে নামার আগেই বাগান থেকে ভেসে আসা ফুলের গন্ধ পেল বুট। তার বিশ্বাস, সব মানুষেরই এক-আধটা শখ থাকা দরকার। যে-কোন শখ জীবনের একঘেয়েমি দূর করার মহৌষধ হিসেবে কাজ করে। সারা জীবন ধরে সে একজন হরটিকালচারিস্ট, অর্কিড সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। বাড়ির পিছন দিকে, ছোট্ট একটা গ্লাসহাউসে, দুর্লভ অর্কিডের নমুনা সযত্নে লালন করে সে। অর্কিড ছাড়াও, তার বাগানে বিপুল ফুলের সমাহার প্রতিবেশীদের ঈর্ষার কারণ। গাড়ি থেকে নেমে লম্বা শ্বাস টানল বুট। 'কি সুন্দর গন্ধ, তাই না, রিপার?' অন্ধকার বাগানের দিকে ফিরল সে।

দুর্বোধ্য একটু আওয়াজ করল শুধু রিপার। বুটকে যতবার বাড়ি ফিরিয়ে আনবে সে, এই কথাটা শুনতে হবে তাকে। ফুল বা ফুলের গন্ধ সম্পর্কে রিপারের কোন আগ্রহ নেই। তার ধারণা, এ-সব বাজে খরচ।

'গাড়িটা এখানেই থাক, রিপার,' বলল বুট। 'আজ রাতে আবার আমার দরকার হতে পারে।' সামনের ছোট্ট পথটুকু হেঁটে পকেট থেকে চাবি বের করল। বড় সিটিং রুমটায় আলো জ্বলছে।

একটা ডিভানের ওপর আধশোয়া ভঙ্গিতে রয়েছে অলিভা, ফর্সা হাঁটুর ওপর আরও কয়েক ইঞ্চি অনাবৃত। শব্দ শুনে মুখ তুলল সে, বুটকে দেখে ঠোঁট গোল করে চুমো খাওয়ার ভঙ্গি করল, তারপর মিষ্টি করে হাসল।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল বুট।

আগের চেয়ে বেশ একটু মোটা হয়েছে অলিভা। আগের সেই একহারা, হালকা-পাতলা গড়ন আর নেই। খুব বেশি লম্বা নয় সে, আর অতিরিক্ত মেদ যা জমেছে সব নিতম্বে। মুখটা হরতন আকৃতির, একটু ভারী। রঙহীন চামড়ায় মাখনের মত কোমল একটা ভাব আছে, লাবণ্যের কোন ঘাটতি নেই, লাল ঠোঁট আর ঘন কালো ভুরু সহজেই দৃষ্টি কাড়ে। এখনও ছোট অলিভা। তার সঠিক বয়স

না জানলেও, বুটের ধারণা উনিশ বা বিশের বেশি হবে না। বিষণ্ন একটা ভাব নিয়ে সে ভাবল, ত্রিশ পেরোবার আগেই অলিভা তার আকর্ষণ হারাবে।

সারা মুখে হাসি নিয়ে অলিভা ভাবছে, এই বেঢপ কুমড়োটাকে আর কতদিন হজম করতে পারবে সে। 'ভেতরে ঢুকুন, প্রভু,' নগ্ন একটা বাহু বুটের দিকে লম্বা করে দিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল সে। 'আপনি মার্লোন ব্রান্ডো নন যে দরজায় দাঁড়িয়ে নাটকীয় প্রবেশের মহড়া দিতে হবে।'

'আমার মার্লোন ব্রান্ডো হবার দরকার নেই,' দরজা বন্ধ করে বলল বুট, অলিভার দিকে হেঁটে আসছে। 'আমার এখানে আরও অনেক মূল্যবান জিনিস আছে,' নিজের টাকমাথায় টোকা দিল সে। 'কিন্তু তুমি…,' হঠাৎ খপ্ করে অলিভার চুলের গোছা ধরে ফেলল। '…তোমার মাথায় গোবর ছাড়া আর কিছুই নেই, কাজেই বেঁচে থাকতে হলে তোমাকে আরও সুন্দর হতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে, হাত ঝাপটা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করল অলিভা। তার কালচে-নীল চোখে রাজ্যের প্রশ্ন। 'আপনার মেজাজ ভাল নেই। খারাপ কিছু ঘটেছে?'

কষে একটা চড় মারতে গিয়েও, নিজেকে সামলে নিল বুট। 'আরে না, কি ঘটবে!' ডিভানে অলিভার পাশে আরাম করে বসল বুট, আঙুল দিয়ে আলতো করে তার চিবুক স্পর্শ করল। মুখ তুলল অলিভা। পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। বুটের চোখে চাপা ক্রোধ দেখতে পেল অলিভা। শিউরে উঠে সরে যাবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু তার আগেই লোহার মত শক্ত মোটা আঙুলগুলো চিবুকটাকে থেঁতলে দিল। বুকের ওপর কনুইয়ের চাপ দিয়ে ডিভানের ওপর অলিভাকে শোয়াল বুট, ঘামে ভেজা গোঁফ আর ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরল তার ঠোঁট দুটো। শক্ত করে নিজের শরীর দিয়ে আটকে রেখেছে তাকে, দাঁত আর কঠিন চোয়ালের গুঁতো মেরে ব্যথা দিচ্ছে মেয়েটাকে।

বুটের পিছন থেকে শুকনো একটা আওয়াজ ভেসে এল, যেন একটা সরু ডাল ভেঙে গেল। ঝাঁকি খেয়ে সিধে হলো বুট, কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে।

ভেতরে ঢুকে কাশি দিয়েছে রিপার। পাথুরে চোখে শ্বাপদের দৃষ্টি, তাকিয়ে আছে বুটের দিকে।

খকখক করে একটু হাসল বুট। ধীর পায়ে কামরার মাঝখানে চলে এল সে। 'একটা বোতল দিয়ে যাও, রিপার। জোনস আসছে।'

'কে?' ঘৃণার সাথে উচ্চারণ করল রিপার। 'এখানে কি চায় সে?'

'যা বললাম, করো, রিপার। বেশি কথা বোলো না।'

ডিভানে শুয়ে আছে অলিভা, চোখে রাগ, চিবুকটা এক হাতে ডলছে। 'মনিব আজ খেপে আছেন। আমাকে মেরেছেন।' পরিষ্কার বোঝা গেল, কথাগুলো বলা হলো রিপারকে শোনাবার জন্যে। দরজার দিকে এগোবার পথে একবার মুহূর্তের জন্যে থামল রিপার তারপর বেরিয়ে গেল।

'বড় বড় প্রেমিকরা মাঝে-মধ্যেই ভালবাসার ধনকে মারধর করে,' বলল বুট। 'কোথায় যেন পড়েছি, তারমানে, সত্যি না হয়ে যায় না।' এগিয়ে গিয়ে একটা বিশাল ফুলদানির সামনে দাঁড়াল সে, গোলাপের একটা পাপড়ি আঙুল দিয়ে স্পর্শ

করল।

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে বুটের দিকে তাকিয়ে থাকল অলিভা। 'কিছু একটা হয়েছে আপনার। আপনি খুব রেগে আছেন।'

'জোনস আগে ফিরে যাক,' গোলাপটা হাতে নিয়ে অলিভার দিকে ঘুরল বুট।

কলিং বেল বেজে উঠল।

'জোনস এসে গেছে,' বলল বুট। 'যাও, ভেতরে আনো ওকে, সুন্দরী।'

বোতল হাতে ঘরে ঢুকল রিপার। 'আমি যাচ্ছি,' বলল সে। বোতল আর গ্লাস নামিয়ে রাখল টেবিলে।

'তুমি এখানেই থাকো,' বলে অলিভার দিকে তাকাল বুট। 'যাও।'

ডিভান ছেড়ে উঠে গেল অলিভা, সামনের দরজাটা খুলে দিল।

সানফ্লাওয়ারের বেঁটে, শক্ত সমর্থ লোকটা ভেতরে ঢুকল। মাথা থেকে হ্যাট নামাচ্ছে, এই সময় অলিভাকে দেখতে পেল সে, হাত থেকে প্রায় পড়ে যাবার উপক্রম হলো হ্যাটটা। 'হ্যালো,' আড়ষ্ট হাসির সাথে বলল সে, ক্ষুধার্ত চোখে তাকিয়ে আছে অলিভার বুকের দিকে। 'বুট আছে?'

একপাশে সরে দাঁড়াল অলিভা। 'ভেতরে ঢোকো। তার আগে জুতোর কাদা মোছো। আর, হাত দুটো নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে ভুলো না যেন।'

নিঃশব্দে হাসল জোনস। 'আমি ডিনামাইট নিয়ে খেলি না।' সতর্কতার সাথে অলিভাকে পাশ কাটাল সে। শেষ বার প্রেম নিবেদন করতে গিয়ে সরাসরি নাকে ঘুসি খেয়েছিল অলিভার, ভোলেনি সে। 'এখানে কাজ নিয়ে এসেছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সিটিং-রূমের দিকে ইঙ্গিত করল অলিভা। সিটিং-রূমের দরজায় পৌঁছে জোনস বলল, 'আমি এসেছি, বস্।' তাকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকল অলিভা, ডিভানে বসল। তার নগ্ন হাঁটুর ওপর চোখ বুলিয়ে জোনস ভাবল, মেয়েটা বুটকে সহ্য করে কিভাবে?

'গলা ভেজাবে, জোনস?' জিজ্ঞেস করল বুট, অলিভার ওপর লোকটার লোভ দেখে খুশি হলো সে। তার জানা আছে, অলিভার কাছে পাত্তা পাবে না জোনস। মনে মনে একটু গর্ববোধ করল সে।

টেবিলের কাছে এসে নিজেই একটা গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢালল জোনস। 'তোমরা নেবে না?' অলিভাকে জিজ্ঞেস করল সে।

ঘৃণাভরে মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিল অলিভা।

বুট বলল, 'টলারসনকে তাহলে টার্গেট করা হয়েছিল?'

'কাজটা কর্ক সিমনের,' বলল জোনস। 'টলারসন বেঁচে গেছে ভাগ্য গুণে।'

'সিমন?' জিজ্ঞেস করল বুট। 'তুমি ঠিক জানো?'

মাথা ঝাঁকাল জোনস। 'পেছন দিয়ে ঢুকে সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, টলারসনের সাথে মাসুদ রানা আছে কিনা। যেই আমি বললাম আছে...'

'রানা?' সামনের দিকে ঝুঁকল বুট। 'কি বলতে চাও? এর মধ্যে রানা কোত্থেকে এল?'

ভুরু কুঁচকে তাকাল জোনস। 'আমাকে বলতে দেবেন, না কি? রানা টলারসনের সাথে ছিল।'

'আগে কেন বলোনি কথাটা? ওখানে কি করছিল সে?'

কাঁধ ঝাঁকাল জোনস। 'তা জানি না। শোনার চেষ্টা করেছি, কিন্তু টলারসন আমাকে কোন সুযোগ দেয়নি।'

ওরা কথা বলছে, নিজের জায়গায় স্থির হয়ে বসে আছে অলিভা, তার চোখে কিসের যেন অস্থিরতা। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রিপার, মুহূর্তের জন্যেও জোনসের ওপর থেকে চোখ সরাচ্ছে না, চেহারায় বিরক্তির ভাব। জোনস ভেতরে ঢোকার পর নড়েনি সে, বা কথাও বলেনি।

'বলে যাও,' বেসুরো গলায় তাগাদা দিল বুট।

'টলারসনের সাথে রানা আছে শুনে সোজা ওপরে উঠে গেল কর্ক সিমন। তিনটে গুলির শব্দ শুনলাম আমি, ভেজা কোট নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে লাফাতে লাফাতে নামল কর্ক সিমন, চোখ থেকে পড়ে গেল চশমাটা। আমাকে পাশ কাটিয়ে গেল যেন একটা কামানের গোলা। গর্জে উঠে ছুটল তার গাড়ি।'

'টলারসন?'

'বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে,' মন খারাপ করে বলল জোনস। 'সিমনের এইম নষ্ট করে দেয় রানা। কাজটা কার জানে ওরা। সিমনের গাড়ির নম্বর রেখে দিয়েছে নিক।'

চোখ বুজে বুট বলল, 'আমাকে চিন্তা করতে দাও।'

কামরার ভেতর অনেকক্ষণ কোন শব্দ হলো না। এখনও দাঁড়িয়ে আছে জোনস, তিনজনের দিকে পালা করে তাকাচ্ছে। অলিভা আর রিপার জ্যান্ত নাকি মড়া বোঝার উপায় নেই, যেন নিঃশ্বাসও ফেলছে না।

বড় একটা শ্বাস ফেলে চোখ খুলল বুট। 'ঠিক আছে, জোনস।' পকেট হাতড়াল সে। 'চোখ-কান খোলা রেখো।' টাকার একটা বান্ডিল বের করে সবুজ কয়েকটা নোট আলাদা করল, বাড়িয়ে দিল জোনসের দিকে। নিঃশব্দ হাসির সাথে টাকাগুলো নিল জোনস।

'আপনার খেদমতেই তো আছি, বস্,' হ্যাটটা মাথায় পরে বলল জোনস। 'আমার আর কিছু করার আছে?'

হাত নেড়ে তাকে বিদায় হতে বলল বুট। 'না। তবে চোখ খোলা রাখো। কারও সাথে কথা বোলো না, কিছু ঘটলে আমাকে ফোন করবে।'

'ঠিক আছে, বস্। গুডনাইট।'

'দাঁড়াও!' রিপারের দিকে একটা আঙুল তুলে বলল বুট, 'ও তোমাকে পৌঁছে দেবে।'

'আমাকে?' অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল জোনস, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না।

ওপর নিচে মাথা দোলাল বুট। 'তোমার অনুপস্থিতিতে ওখানে কিছু ঘটে থাকতে পারে। খোঁজ নেবে, জানাবে রিপারকে।' আধবোজা চোখে রিপারের দিকে তাকাল সে। 'ওর সাথে যাও। ও কি বলে শুনে সরাসরি এখানে ফিরে আসবে।'

মুখ হাঁড়ি করে রিপার বলল, 'এত রাতে?'

'তোমার ফিরে আসতে আরও রাত হয়ে যাবে,' কঠিন সুরে বলল বুট।

ততক্ষণ জেগে থাকব আমি। যাও!'

জোনসের সাথে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রিপার।

কালো মখমলের মত চুলের প্রান্তগুলো আঙুলে বার বার জড়াচ্ছে অলিভা। 'কর্ক সিমন টলারসনকে গুলি করবে কেন?'

কথা বলল না বুট, মাথাটা একদিকে কাত করে গাড়ির শব্দ শোনার অপেক্ষায় রয়েছে। এঞ্জিন স্টার্ট নিল, ক্রমশ দূরে সরে গেল আওয়াজটা, তারপর আর শোনা গেল না। এতক্ষণে অলিভার দিকে ফিরে হাসল সে।

বুটকে কেমন যেন অচেনা লাগল অলিভার। আগে কখনও এমন উদ্ভট আচরণ করতে দেখেনি তাকে। ভয় ভয় করছে তার। ডিভান ছেড়ে দাঁড়াল সে, ভাঁজ করা হাত দুটো মাথার দু'পাশে তুলে আড়মোড়া ভাঙল। 'যাই, শুয়ে পড়ি,' বলল সে, হাই তোলার সময় মুখে চাপড় মারল বার কয়েক। 'আপনি, প্রভু? মনে হচ্ছে রাতটা এখানে বসেই কাটিয়ে দেবেন?'

'তাহলে মাসুদ রানা টলারসনের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল,' বলে গ্লাসটা তুলে নিয়ে দাঁড়াল বুট, জানালার দিকে এগোল।

তার ওপর চোখ রেখে চুপিচুপি, সাবধানে, দরজার দিকে পা বাড়াল অলিভা।

'তোমার ওপর আমি রেগে আছি, অলিভা,' কোমল সুরে বলল বুট, ঢকঢক করে হুইস্কি খেলো সে। 'কতটা রেগে আছি, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।'

'আমি আবার কি করলাম!' জিজ্ঞেস করল অলিভা, হাতটা দরজার হাতলে পৌঁছে গেছে।

জানালার দিকে পিছন ফিরল বুট। 'এদিকে এসো,' আদর করে ডাকল সে। 'তোমাকে চাই আমি।'

নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল না অলিভা। হাতের চাপে হাতলটা ঘোরাল সে, এক ইঞ্চি ফাঁক হলো কবাট। পালাবার জন্যে তৈরি সে।

হেসে উঠল বুট, হাসির আওয়াজটা পেটের গভীর থেকে উঠে আসা গুরুগুরু মেঘের ডাক যেন। 'ঠিক আছে। ওখানেই থাকো।' এগিয়ে এসে আর্মচেয়ারটায় বসল সে। 'তবে তোমার সাথে আমার কথা আছে।' গ্লাসে দীর্ঘ আরেকটা চুমুক দিল। 'রানাকে তুমি ফোন করেছিলে, তাই না?'

বিস্ফারিত হলো অলিভার চোখ। 'কি বলছেন! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'কিভাবে মিথ্যে কথা বলতে হয় তুমি জানো না,' সকৌতুকে বলল বুট, সে যেন তার খোশমেজাজ ফিরে পেয়েছে। 'বুঝতেই পারছ, রানা আমাকে বলে দিয়েছে।'

অলিভা জিজ্ঞেস কলল, 'কেন তাকে আমি ফোন করতে যাব, তার সাথে সম্পর্ক কি?'

'তুমি আমার জন্যে সমস্যা তৈরি করছ,' বলে যাচ্ছে বুট, যেন অলিভার কথা শুনতে পায়নি। 'রানাকে তুমি কৌতূহলী করে তুলেছ। এরচেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। যেখানে যাই ঘটুক, নিজেকে তার সাথে না জড়িয়ে থাকতে পারে না রানা। দু'বছর আগেই ওকে আমি চিনেছি।' শেষ চুমুক দিয়ে গ্লাসটা খালি

করল সে, শক্ত করে ধরে রাখল সেটা, অলিভার দিকে তাকিয়ে হাসছে। 'তুমি যদি রানার সুখ্যাতি বা কুখ্যাতি শুনে মজে গিয়ে থাকো, আমি একটুও আশ্চর্য হব না। এই যে আমি, অর্কিড ভালবাসি, মাঝেমধ্যে আমার নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য লাগে ব্যাপারটা। মানুষের মন কখন যে কি চায়! রানা যদি তোমার দিকে হাত বাড়ায়, তাতেও আমি অবাক হব না।'

'আপনি কি সব আজেবাজে কথা বলছেন!' বিস্মিত হবার ভান করল অলিভা।

'দোষটা অবশ্য আমারই,' বলে যাচ্ছে বুট। 'টলারসনের কথাটা তোমাকে বলেই ভুল করেছি। কি জানো, তোমাকে আমি বোকার মত বিশ্বাস করতাম।' হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকল সে। 'এই মাগী, কি ভেবে তুই রানাকে সাবধান করতে গেলি?' খেঁকিয়ে উঠল সে, হিংস্র নেকড়ের মত বিকৃত হয়ে উঠল চেহারা। 'আমি ওকে টলারসনের কথা ভুলিয়ে রাখতে পারতাম।'

'আপনি শুধু শুধু আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন!' কিশোরী মেয়ের মত অভিমানে ঠোঁট ফোলাল অলিভা। 'টলারসনের কথা কি বলেছেন আমার কিছুই মনে নেই।'

বুটের ইচ্ছে হলো ছুটে গিয়ে অলিভার মাথাটা ধরে দেয়ালের সাথে ঠুকে দেয়। কিন্তু তার আগে নিঃসন্দেহ হতে হবে তাকে। নিজেকে শান্ত করল সে, লুকোবার চেষ্টা করল চোখের রাগ। 'তারমানে আগের বদভ্যাসটা এখনও তোমার যায়নি? আমি কি বলি, মন দিয়ে শুনতে ইচ্ছে করে না?' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে, চেয়ারের কিনারায় সরিয়ে আনল শরীরটা।

একটা ঢোক গিলে বুটের দিকে তাকিয়ে থাকল অলিভা। 'আজ আপনার কি যেন হয়েছে। আমার ভাল ঠেকছে না। আমি শুতে গেলাম।' হ্যাঁচকা টানে দরজাটা খুলে ফেলল সে।

'ঠিক আছে,' বলল বুট, চেয়ারের আরও কিনারায় সরিয়ে আনল ভারী শরীরটা। 'কাল সকালে কথা হবে।' হঠাৎ তার শরীরে বিদ্যুৎ খেলে গেল, হাতের গ্লাসটা ছুঁড়ে মারল অলিভার দিকে।

অলিভা দেখল, আলো লেগে ঝিক্ করে উঠল গ্লাসটা। এড়াবার জন্যে মাথাটা নিচু করল সে, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। দু'চোখের মাঝখানে লাগল সেটা, হোঁচট খেয়ে টলতে লাগল সে, বিকট আতঙ্কটা তীক্ষ্ণ চিৎকার হয়ে বেরিয়ে এল গলা চিরে। পরমুহূর্তে অলিভা দেখল মেঝেতে হাঁটু আর কনুই ঠেকিয়ে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে রয়েছে সে, মাথার ভেতর বিস্ফোরিত হচ্ছে তীব্র আলো। ঝাঁকি দিয়ে মাথাটা পরিষ্কার করার আগেই তার কাছে পৌঁছে গেল বুট। ফুঁপিয়ে উঠল অলিভা, হঠাৎ উপলব্ধি করতে পেরেছে তার ভয়টা মিথ্যে নয়, ম্যালকম বুট আজ তাকে মেরেই ফেলবে।

অলিভার দিকে ঝুঁকে, তার গলা আর ঘাড় দু'হাতে চেপে ধরে, প্রচণ্ড ঝাঁকি দিল বুট। অলিভার দাঁতগুলো পরস্পরের সাথে বাড়ি খেলো। 'রানাকে ফোন করলে কেন?' জিজ্ঞেস করল বুট।

'আমি চেয়েছিলাম...,' আবার ফুঁপিয়ে উঠল অলিভা। '...আমি চাইনি এরমধ্যে জড়িয়ে পড়ুক সে।' নিজেকে ছাড়াবার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করল।

'লাগছে, আমাকে ছাড়ুন!'

'হারামজাদী বলে কি!' আবার ঝাঁকি দিল তাকে বুট। 'তুমি ভাল করেই জানতে তাকে আগ্রহী করে তোলার এটাই উপায়। তুমি চেয়েছিলে, এরমধ্যে রানা তার নাক গলাক, তাই না? তোমার উদ্দেশ্য ছিল আমাকে অসুবিধের মধ্যে ফেলা।'

'না, না!' চিৎকার জুড়ে দিল অলিভা। 'আপনি বলেছিলেন সে নাক গলাতে এলে তাকে আপনি খুন করবেন, তাই আমি ভাবলাম ফোন করে তাকে সাবধান করে দিই...'

রাগে অন্ধ হয়ে গেল ম্যালকম বুট। হাতের কিনারা দিয়ে অলিভার ঘাড়ে জোরাল একটা কোপ মারল সে। জ্ঞান হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল অলিভা। সিধে হলো বুট, অলিভাকে লাথি মেরে ছাতু বানাবার ইচ্ছেটা অতিকষ্টে দমন করল। পিছিয়ে এসে রুমাল দিয়ে মুখ মুছল সে।

অলিভা তার সাথে রয়েছে প্রায় ছ'মাস ধরে। যথেষ্ট আনন্দ-ফুর্তি দিয়েছে মেয়েটা, তার অভাব শূন্যতার সৃষ্টি করবে। কিন্তু বৈষয়িক স্বার্থের তুলনায় একটা নারী দেহের কিই-বা মূল্য! ম্যালকম বুট জানে, তাকে তার লক্ষ্যে পৌঁছুতে হলে এ-ধরনের আরও অনেক জিনিস বলি দিতে হবে। অলিভাকে দিয়ে মাত্র শুরু হলো।

সে ঠিক করল, রিপার ফিরে আসার আগেই কাজটা সেরে ফেলতে হবে। ছেলেটার ব্যাপারে নিশ্চিত নয় সে, জানে না অলিভা আর রিপার একসাথে শোয় কিনা। বয়স্ক আর মোটা হবার এটা একটা খারাপ দিক, সুযোগ পেলেই তোমার তরুণী প্রেমিকা কোন তরুণের দিকে ঝুঁকে পড়বে।

কিচেন থেকে ঘুরে এল বুট, হাতে এক টুকরো রশি। রশিটাকে লূপ বানাল সে। কাজটা করতে তার ভাল লাগছে না, কিন্তু আর কোন উপায়ও নেই। অলিভা বিপজ্জনক হয়ে উঠছে, এখুনি যদি সাবধান হওয়া না যায়, নিজেকে কঠিন বিপদের মধ্যে ফেলা হবে।

অলিভার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল বুট। দর দর করে ঘামছে সে, এত ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে যেন একটা হাঁপানির রোগী। নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করল সে। অলিভাকে সত্যিই পছন্দ করে, একে হয়তো ঠিক ভালবাসা বলে না, তবে মেয়েটার ওপর একটা মায়া জন্মে গেছে। তাকে কোনরকম সুযোগ না দিয়ে এভাবে কাজটা সারতে হচ্ছে বলে মন আরও খারাপ হয়ে গেল।

লূপটা অলিভার মাথা দিয়ে গলিয়ে গলার কাছে আনল বুট। টান দিল ধীরে ধীরে। অলিভার কাঁধে একটা হাঁটু রাখল সে, লূপটা তার গলার চারদিকে ভালভাবে সেঁটে আছে কিনা পরীক্ষা করল, তারপর রশির আলগা প্রান্ত দুটো দুই মুঠোর ভেতর নিল।

মাসুদ রানা, জানালার কার্নিসে বসে, খুক করে কেশে পরিষ্কার করে নিল গলাটা। 'আমি বলি কি, ম্যালকম,' সহাস্যে বলল ও, 'একটু সাবধান হওয়া উচিত তোমার। এতই যদি শখ, মেয়েটার গলার আকৃতি বদলাবে, একজন প্লাস্টিক সার্জেনকে ডাকো না কেন?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকল ম্যালকম বুট, চোখ দুটো থেকে আগুন ঝরছে।

সাত

লেডিস রুম থেকে বেরোতে বিশ মিনিটেরও বেশি সময় নিল সুকি।

মন খারাপ করে ড্যানি ভাবল, তাকে ফাঁকি দিয়ে মেয়েটা বাড়ি ফিরে গেল নাকি! চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওয়েটার। প্রথমে সুকিকে, তারপর রানাকে টেবিল ছেড়ে চলে যেতে দেখেছে সে। হাতছানি দিয়ে তাকে ডেকে একজনের ডিনার বাতিল করে দিল ড্যানি।

'ভদ্রমহিলা কি ফিরে আসছেন, স্যার?' সবিনয়ে জিজ্ঞেস করল ওয়েটার।

'হ্যাঁ। না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা কোরো, তবে তারপর আর দেরি কোরো না। হঠাৎ আমাদের চলে যেতে হতে পারে।'

কয়েক সেকেন্ড ড্যানির দিকে তাকিয়ে থাকল ওয়েটার, সিদ্ধান্তে পৌঁছুল, লোকটা পাগল নয়। চলে গেল সে। ঠিক তখুনি ড্যানি দেখল, টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে সুকি। অস্বস্তির সাথে লক্ষ করল, মনমরা হয়ে রয়েছে মেয়েটা। সে একা দেখে যেভাবে সুকি ঠোঁট দুটো পরস্পরের সাথে চেপে ধরল, ভাল লাগল না তার। সন্দেহ নেই, সন্ধেটা আজ মাঠে মারা গেল।

ফিরে এসে বসল সুকি।

'রানাকে চলে যেতে হলো হঠাৎ একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা মনে পড়ে গেছে। ও এই রকমই। সব সময় কিছু না কিছু ভুলে যায়,' বলার সময় ব্যাকুল একটা ভাব থাকল ড্যানির চেহারায়, যদিও হাসছে।

'ও,' ছোট্ট করে বলে ড্যানির মাথার ওপর দিয়ে স্টেজের দিকে তাকাল সুকি, ওখানে একটা ব্যান্ড পার্টি প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ওয়েটার এসে ট্রে রাখল টেবিলে, শুরু করল পরিবেশন।

'আমরা ড্রিঙ্ক নেব, সুকি?' জিজ্ঞেস করল ড্যানি, ওয়াইন লিস্টটা হাতে নিল সে।

ইতস্তত করল সুকি, তারপর বলল, 'না, কিছুই না। আমার একটু মাথা ধরেছে।'

মনে মনে গম্ভীর হলো ওয়েটার। মেয়েরা সব সময় একই রকম। হয় তারা এমন কোন ব্র্যান্ডের শ্যাম্পেন চাইবে যা তার কাছে নেই, নয়তো সাফ বলে দেবে, খাবে না।

'আরে নাও!' হালকা সুরে আবদার করল ড্যানি। 'মনে ফুর্তি আসবে। এসো, খানিকটা হোয়াইট ওয়াইন খাওয়া যাক। তাহলে তোমার মাথার ব্যথাটা থাকবে না।'

'আমি কয়েকটা ব্র্যান্ডের সুপারিশ করতে পারি,' পেন্সিল বাগিয়ে ধরে তৈরি হলো ওয়েটার।

মাথা নাড়ল সুকি। তার চোখে একটা জেদের ভাব ফুটে উঠল। 'না। আমার দরকার নেই। ধন্যবাদ।'

সুকির ক্লান্ত, ম্লান মুখের দিকে চট করে একবার তাকাল ড্যানি, তারপর হাত নেড়ে বিদায় করে দিল ওয়েটারকে। 'ঠিক আছে, সুইটহার্ট,' বলল সে। 'এসো, হাত লাগাই। তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারি।'

'পারো?' জিজ্ঞেস করল সুকি, তীক্ষ্ণকণ্ঠে। 'আমার তা মনে হয় না, ড্যানি।'

ছুরি ও কাঁটাচামচ নামিয়ে রেখে তার দিকে তাকিয়ে থাকল ড্যানি। 'কি ব্যাপার, সুকি?' জিজ্ঞেস করল সে। 'আমি কি তোমাকে আঘাত দিয়েছি?'

'না···দুঃখিত, ড্যানি···আমি এত ক্লান্ত যে এ-সব একদম ভাল লাগছে না। এমন হবে জানলে আজ আমি তোমার সাথে আসতামই না···,' দেখে মনে হলো কেঁদে ফেলবে সে।

'কিন্তু, সুকি···,' শুরু করল ড্যানি।

হঠাৎ সুকির গোটা মুখ মোচড় খেলো, তারপর হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, হন হন করে বেরিয়ে গেল রেস্তোরাঁ থেকে।

এতই বিস্মিত হয়েছে ড্যানি, তার গমনপথের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল শুধু, খেয়াল নেই যে চারপাশ থেকে কৌতূহলী লোকজন তার দিকে তাকিয়ে আছে। সংবিৎ ফিরল ওয়েটারের কথায়, তার কনুইয়ের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, 'স্যার, ডিনারে কোন সমস্যা?'

পকেট থেকে কয়েকটা নোট বের করে ওয়েটারের হাতে গুঁজে দিল ড্যানি। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল বাইরে। রাস্তার দু'দিকে তাকিয়ে কোথাও দেখতে পেল না সুকিকে। হতভম্ব চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে, কাছে এসে পোর্টার বলল, 'আপনার গাড়ি ওদিকে, স্যার। আপনার সঙ্গিনী ভদ্রমহিলা এইমাত্র গেলেন।'

পোর্টারের হাতে একটা ডলার গুঁজে দিয়ে রাস্তা পেরোল ড্যানি, দেখল গাড়ির এক কোণে বসে রয়েছে সুকি, কাঁদছে। ইতস্তত করল ড্যানি, ইচ্ছে হলো দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেয় সুকিকে, কিন্তু ভয় হলো, আরও না উল্টোদিকে গড়ায় ব্যাপারটা। একটা সিগারেট ধরিয়ে গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে থাকল সে, বিষণ্ন মনে।

'ভেতরে আসতে পারো তুমি, ড্যানি,' বলল সুকি, চেষ্টা করল গলাটা যাতে বুজে না আসে।

'কি হয়েছে তোমার, ডার্লিং?' গাড়ির দরজা খুলে সুকির পাশে বসল ড্যানি।

'মনটা আমার এত খারাপ লাগছে যে কি করব জানি না।'

'তুমি ক্লান্ত। তোমাকে আমি বাড়িতে পৌঁছে দেব। তোমার আসলে ভাল একটা ঘুম দরকার।' সুকিকে বাহুর ভেতর নিয়ে আদর করতে চাইল ড্যানি, কিন্তু এখনও সে নিশ্চিত নয়।

রুমালটা চোখে চেপে ধরে মাথা নাড়ল সুকি। 'চলো অন্য কোথাও যাই, ড্যানি,' বলল সে। 'গরম লাগছে, জানালার কাঁচটা নামিয়ে দেবে, প্লীজ?'

কাঁচ নামিয়ে দিয়ে স্টার্ট দিল ড্যানি। 'কোথায় যাব আমরা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কোথা···কিছু এসে যায় না, যেখানে খুশি।'

সুকি এমন করছে কেন বুঝতে পারছে না ড্যানি, তবে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ফেয়ারভিউয়ের দিকে চালাল সে। অনেকক্ষণ কোন কথা বলল না সুকি। তার কান্না থেমেছে, তবে বসে আছে ড্যানির কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে, জানালার কার্নিসে চিবুক ঠেকিয়ে গরম বাতাস নিচ্ছে মুখে, তাকিয়ে আছে বাইরের অন্ধকারে।

আগে কখনও সুকির এই ভাব দেখেনি ড্যানি। বেশ খানিকটা ঘাবড়ে গেছে সে। সুকিকে সে আত্মবিশ্বাসী, শক্ত মনের মেয়ে হিসেবেই চেনে।

'আজ যা ঘটল, সেজন্যে আমি দুঃখিত, ড্যানি,' বলল সুকি, হঠাৎ করে। 'কেন জানি না সারাটা দিনই নার্ভাস ছিলাম আমি, আর এই গরম। তুমি কি খুব কষ্ট পেয়েছ?'

'ও কিছু না,' বলল ড্যানি। হুইল থেকে একটা হাত নামিয়ে সুকির কব্জি ধরে মৃদু চাপ দিল। সাড়া মিলল না। 'মাঝে-মধ্যে আমারও এরকম হয়, কিচ্ছু ভাল লাগে না। তবে, মনে হলো, এ যেন ঠিক তুমি নও।'

'কিন্তু আমি আসলে এই রকমই,' বলল সুকি। 'শুধু এবারই প্রথম লোকজনের সামনে নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারিনি। সন্দেহ হচ্ছে, সেই অসুস্থতার পর এখনও আমি পুরোপুরি সেরে উঠিনি।'

'তুমি বড় বেশি কাজ করো।' গাড়িটা রাস্তার একপাশে থামাল ড্যানি, সুকির দিকে ঘুরে বসল। 'শোনো, সুকি, তোমার সমস্ত চিন্তা-ভাবনা আমার ঘাড়ে তুলে দাও। সমস্ত ছেড়েছুড়ে এসো আমরা ঘর বাঁধি।' দু'হাতে সুকিকে ধরল সে, চুমো খেলো, সুকি বাধা দিল না, তবে তার ঠোঁট দুটো ঠাণ্ডা, পাল্টা সাড়া দিল না। 'ডার্লিং, তোমাকে আমি ভালবাসি,' ফিসফিস করে বলল সে, সুকির মাথার চুলে হাত বুলাল। 'এখনও তুমি সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করবে? আমি তোমাকে সুখী করব, বিশ্বাস করো। তোমার জন্যে আমি কি করতে পারি জানো না।'

মৃদু চাপ দিয়ে ড্যানিকে সরিয়ে দিল সুকি। 'এরকম কোরো না, ড্যানি। আজ আমার মন ভাল নেই। তুমি শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছ। গাড়িটা ছাড়বে, প্লীজ?'

'কি বলতে চাও—মন ভাল নেই মানে?' ব্যাখ্যা চাইল ড্যানি, উথলে ওঠা রাগটা চেপে রাখার কোন চেষ্টাই করল না। 'আমি তোমার সাথে ফ্লার্ট করছি না, সুকি। আমি তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিচ্ছি। এরজন্যে তোমার মন ভাল থাকার দরকার করে না। হয় তুমি আমাকে ভালবাস, নয় বাসো না।'

অকস্মাৎ ড্যানির একটা বাহু ধরল সুকি, সজোরে খামচে ধরল তার পেশী। তার শক্ত আঙুলগুলো দেবে গেল মাংসের ভেতর, ব্যথা পেল ড্যানি। 'না, ড্যানি!' অদ্ভুত আবেদনের সুরে বলল সে। 'প্লীজ, আমার সাথে ঝগড়া কোরো না! তুমি আসলে বুঝতে পারছ না। তুমি জানো না নিজেকে নিয়ে কতটুকু দ্বিধায় ভুগছি আমি।'

রাগটা তবু দূর হলো না ড্যানির, ঝাপটা দিয়ে সুকির হাতটা সরিয়ে দিল সে। 'এভাবে চলতে পারে না,' জেদের সুরে বলল সে। 'তুমি শুধু অপেক্ষা করতে বলছ আমাকে, কিন্তু আর কতদিন? হয় তুমি আমাকে ভালবাস, নয় বাসো না। যদি না বাসো, আমাদের আর দেখা হওয়া উচিত নয়।'

'তোমাকে আমার অসম্ভব ভাল লাগে, ড্যানি,' বলল সুকি। 'তুমি নরম, তোমার একটা উদার মন আছে। কিন্তু প্লীজ, দেখা হওয়া উচিত নয় এ-কথা বোলো না!'

'যদি ভালই বাসো, আমাদের বিয়ে করতে অসুবিধে কোথায়?' ভুরু কুঁচকে সুকির মুখে কি যেন খুঁজল ড্যানি।

'এভাবে তাকিয়ো না, ড্যানি। আর এক মিনিট পর পরস্পরকে আমরা চিনতে পারব না।' ড্যানির হাত দুটো সরিয়ে দিয়ে তার বুকের কাছে সরে এল সে, জড়িয়ে ধরল তাকে শক্ত করে। 'এতে কোন সন্দেহ নেই, ড্যানি–আমি সত্যিই তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু প্লীজ, তাগাদা দিয়ো না। আমার ওপর জোর খাটালে আমি আরও দিশেহারা হয়ে পড়ব। এ-সব কেন হচ্ছে, কেন আমি মন ঠিক করতে পারছি না, কোথায় যাচ্ছি আমি, কেন এত দ্বিধা, সত্যি আমার জানা নেই। ভুলেও তোমাকে কখনও আঘাত দিতে চাইনি আমি, কখনও চাইব না। বুঝতে পারছ না? আমার ইতস্তত বোধ করার এটাই কারণ, তোমাকে আমি আঘাত দিতে চাই না।'

পরস্পরকে আঁকড়ে অনেকক্ষণ বসে থাকল ওরা। দূরের বাড়িগুলো একে একে অন্ধকার হয়ে গেল, লোকজন ঘুমোতে যাচ্ছে। অবশেষে ড্যানি বলল, 'বেশ, তাই হোক, আরও কটা দিন এ-ব্যাপারে আমরা কথা বলব না। দেখো, মনটাকে ঠিক করতে পারো কিনা। আমার ইচ্ছে হয়, দুটো সুটকেস গুছিয়ে দূরে কোথাও চলে যাই আমরা এক মাসের জন্যে। তোমার জন্যে ওষুধের কাজ করত...'

সীটের ওপর নড়েচড়ে বসল সুকি, তার মাথা আর কাঁধ ঠেকে থাকল ড্যানির বুকে। 'একদিন হয়তো সত্যি যাব,' ফিসফিস করে বলল সে। 'কি মজাই না হবে, তাই না?' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, তারপর হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল, 'মাসুদ রানা সম্পর্কে বলো আমাকে। তাকে তুমি কতদিন ধরে চেনো?'

চিন্তাটা আগেই ঢুকেছে ড্যানির মাথায়, সুকির মনে অদ্ভুত একটা প্রভাব ফেলেছে রানা। প্রথম দর্শনে কেমন স্থির, অনড় হয়ে গিয়েছিল সুকি। সে যখন ফোন নম্বর দেয়া নিয়ে ঠাট্টা করল, সুকিকে আড়ষ্ট হয়ে উঠতে দেখেছে। ফিরে আসার পর রানাকে না দেখে সুকির চেহারায় ফুটে উঠেছিল রাজ্যের হতাশা। রানার জাদুকরী ব্যক্তিত্ব আর ওর প্রতি মেয়েদের দুর্বলতার কথা জানে ড্যানি। হঠাৎ সুকিকে হারানোর একটা তীব্র ভয়ে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল তার। মৃদু কণ্ঠে সে জানতে চাইল, 'রানাকে তোমার পছন্দ হয়েছে, তাই না?'

'কি জানি,' সতর্কতার সাথে বলল সুকি। 'তার সাথে কটা কথাই বা হলো।'

'তার সাথে পরিচয় হওয়ায় তুমি খুশি?'

ইতস্তত করে সুকি বলল, 'মানে, কেমন অদ্ভুত এক লোক, তাই না? আমার ধারণা, অনেক মেয়ের সাথেই বন্ধুত্ব আছে ওর।'

সিগারেট ধরাল ড্যানি, ম্লান চেহারা। 'রানা কাউকে ভালবাসে না,' বলল সে। 'মেয়েরা তাকে পছন্দ করে, রানাও তাদের সবার সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলে, কিন্তু...'

'থামলে কেন, বলো!' তাগাদা দিল সুকি।

'মানে. রানার চরিত্রের এটা একটা অদ্ভুত দিক,' বলল ড্যানি। 'মেয়েদের

পেছনে তাকে কখনও আমি ঘুর ঘুর করতে বা সময় নষ্ট করতে দেখিনি। ঠিক এড়িয়ে চলে, তা-ও নয়। কোন মেয়ে তাকে ভালবাসলে, আমার ধারণা, তার কপালে খারাবি আছে।'

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধতার ভেতর কাটল। তারপর ড্যানির হাতে মৃদু চাপড় দিল সুকি। 'তুমি ভাবছ, আমি বোধহয় রানার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছি, তাই না?'

'কেন, তা কেন ভাবতে যাব!' প্রায় চিৎকার করে উঠল ড্যানি, অনুভব করল সমস্ত রক্ত তার মুখে উঠে এসেছে। 'কি বলতে চাও তুমি?'

শান্ত গলায় হাসল সুকি। 'নিজেকে তুমি যতটা চেনো, তারচেয়ে বেশি চিনি আমি তোমাকে,' জবাব দিল সে। 'তবে, তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। কি জানো, এ-ধরনের লোক আরও অনেক দেখেছি আমি। ওদের কঠিন চরিত্র আমাকে অসুস্থ করে তোলে। ওদের টাকার লোভ, জিততে চাওয়ার জেদ, বেপরোয়া স্বভাব, আমার একদম পছন্দ নয়। একটা সময় ছিল, যখন মাসুদ রানার প্রেমে পড়া খুবই সম্ভব ছিল আমার পক্ষে, কিন্তু সে-সময় আমি পার হয়ে এসেছি। আমি ফেয়ারভিউয়ের মত। অল্প যেটুকু আনন্দ আছে সেটুকু নিয়েই একা থাকতে ভাল লাগবে আমার।'

সুকিকে নিজের দিকে টানল ড্যানি। 'কিন্তু রানার প্রতি তুমি অবিচার করছ,' বলল সে। 'ওকে তুমি ঠিক চিনতে পারছ না। তোমার সাথে অত্যন্ত চমৎকার ব্যবহার করবে সে, যেমন আমার সাথে করে। হ্যাঁ, একটু উদ্ভটই বলা যায় তাকে, অনেকটা হুলো বেড়ালের মত, আজ আছে তো কাল গায়েব, মাঝে-মধ্যে এত বেশি নির্লিপ্ত যেন নির্দয় পাষাণ–কিন্তু যদি কাউকে ভাল লেগে যায়, তার জন্যে প্রয়োজনে প্রাণ দিতেও এক পায়ে খাড়া।'

'তোমার ভয় হয়, তোমার কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নেবে সে?' মুখ তুলে হাসল সুকি, কিন্তু তার চোখে উদ্বেগ।

'ঠিক জানি না, তবে জেনে নিতে পারব,' বলল ড্যানি। 'রানা তোমার প্রতি আগ্রহী হলে আমার কাছে গোপন থাকবে না।'

শিউরে মত উঠল সুকি। 'চলো, বাড়ি ফিরি। তার আগে বলো, আজ সন্ধেটা তোমার মাটি করায় তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ?'

'কিছুই তুমি মাটি করোনি,' বলে এঞ্জিন স্টার্ট দিল ড্যানি। 'আজ প্রথম আমি স্বস্তিবোধ করছি। আমার খুশি লাগছে। তুমি বলোনি, ভালবাস আমাকে?'

'আমার কথা অবিশ্বাস করোনি তুমি, তাই না?'

'কেন করব! তোমাকে তো আমি চিনি। তবে এ-ও জানি যে তুমি আমার একটা সমস্যা।'

'আমার ওপর তোমার রাগ হচ্ছে?'

'না। মানুষের সমস্ত চাওয়া যদি অনায়াসে পূরণ হয়ে যেত, জীবন হত সাঙ্ঘাতিক একঘেয়ে একটা ব্যাপার। তবে, তোমাকে আমার দরকার, ডার্লিং। তোমার অস্থিরতা একটু দূর হোক, আবার আমি কোমর বেঁধে লাগব। এখন যখন জানি তুমি আমাকে ভালবাস, বিয়ে না করা পর্যন্ত তোমাকে আমি শান্তিতে থাকতে দিচ্ছি না।'

সুকির ছোট্ট বাংলোটার সামনে গাড়ি থামিয়ে এঞ্জিন বন্ধ করল ড্যানি, তাকাল সুকির দিকে। 'কিভাবে যে এত তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলাম! কি করব বলে দাও–হেঁটে বাড়ি ফিরব, নাকি কাল রাতে গাড়ি সহ দেখা করব তোমার সাথে?'

'তারচেয়ে বরং ভেতরে চলো, ড্যানি,' বলল সুকি, তার বলার সুরে এমন একটা কিছু আছে, ড্যানির রক্ত নেচে উঠল।

'অনেক রাত হয়েছে,' বলল ড্যানি। 'কাল সারাটা দিন কাজের মধ্যে থাকতে হবে আমাকে। আমি বরং ফিরে যাই, সুকি।'

'আমি বলছিলাম, আজ রাতে আর তোমার ফেরার দরকার নেই।' গলা খাদে নামিয়ে বিড়বিড় করল সুকি।

সুকির হাতে হাত রাখল ড্যানি। 'সত্যি তুমি তাই চাইছ, সুকি?' অনুভব করল তার হৃৎপিণ্ডটা ঘন ঘন বাড়ি মারছে পাঁজরের গায়ে।

'অবশ্যই,' দু'হাত বাড়িয়ে ড্যানির গলাটা পেঁচাল সুকি। 'তোমাকে বেশি কিছু আমি দিতে পারব না, ড্যানি। আমি জানি, তুমি ধৈর্য ধরতে জানো।'

কয়েক মুহূর্তের জন্যে ব্যাপারটা ছিল স্বর্গীয় প্রতিশ্রুতিতে ভরপুর, তারপর ধৈর্যশীল বলে প্রশংসা করে সুকি সব একেবারে বরবাদ করে দিল। মাথা নাড়ল ড্যানি। 'না, সুকি,' বলল সে। 'তুমি যাও, সমস্ত চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চমৎকার একটা ঘুম দাও। তুমি আমার সাধনা, তোমাকে আমি ভালবাসি–কাজেই অপেক্ষা করব।'

তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়ল সুকি। 'গুড-নাইট, ড্যানি,' বলল সে। 'সম্পর্কটা আরও জটিল করতে চাই না। তোমার বুদ্ধিটাই ঠিক।' হন হন করে বাংলোর ছায়ার ভেতর ঢুকে পড়ল সে, একটু পর তাকে আর দেখা গেল না। দরজা খোলার শব্দ পেল ড্যানি, তারপর সজোরে বন্ধ হলো সেটা।

আট

ম্যালকম বুটের ওপর কড়া নজর রেখে জানালার কার্নিস থেকে ঘরের মেঝেতে নামল রানা, পিছনে হাত নিয়ে বন্ধ করল কবাট, তারপর পর্দাটা টেনে দিল।

বুট যেন পঙ্গু হয়ে গেছে। এখনও সেই আগের ভঙ্গিতেই রয়েছে সে, একটা হাঁটু অলিভার কাঁধের ওপর, দুই হাতে ধরা রশির আলগা দুটো প্রান্ত।

কোটের বোতাম খুলল রানা, বুট যাতে ওর লেদার গান হোলস্টারটা দেখতে পায়। 'অসময়ে বিরক্ত করলাম তো?' দেয়ালে হেলান দিয়ে জিজ্ঞেস করল। 'আমি ছাড়া আর সবাই ভাববে, মেয়েটাকে তুমি বুঝি খুন করতে যাচ্ছিলে।'

কথা না বলে তাকিয়ে থাকল বুট, চোখে খুনের নেশা।

নরম সুরে বলল রানা, 'ওর কাছ থেকে সরে যাও, বুট।'

দাঁতের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ হিস হিস করে বাতাস ছাড়ল বুট। রশির প্রান্ত দুটো ছেড়ে দিল সে। ধীরে ধীরে দাঁড়াল, ঘামে ভেজা মুখটা হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে

মুছল। 'হ্যালো, রানা,' অবরুদ্ধ গলায় বলল সে। 'একেবারে চমকে দিয়েছ আমাকে।'

'সেজন্যে দুঃখিত,' বলল রানা, একদৃষ্টে লক্ষ করছে বুটের প্রতিটি নড়াচড়া। 'পরের বার ফোন করে জানাব, আমি আসছি।'

এলোমেলো পায়ে টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল বুট, নিজের গ্লাসটা আবার ভরল। লোভীর মত ঢকঢক করে হুইস্কি খেলো সে, আবার মুখটা মুছল, তারপর ধপ করে বসে পড়ল আর্মচেয়ারে। রানার দিকে তাকিয়ে আছে, পিরিচ আকৃতির চোখ দুটো মিটমিট করছে ঘন ঘন, গ্লাস ধরা হাতটা কাঁপছে।

'পিস্তলে আমার হাত কেমন, জানো তো? কাজেই বোকার মত কিছু করে বোসো না। আত্মরক্ষার জন্যে তোমাকে খুন করতে আমার খারাপ লাগবে না।'

ঠোঁট বাঁকা করে সামান্য হাসল বুট। 'জীবনের প্রতি এখনও আমার মায়া আছে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

'এইমাত্র একটা বোকামি করতে যাচ্ছিলে, তাই বললাম আর কি।' অলিভার দিকে তাকাল রানা। 'তোমার লেজের ঠিক কোন্খানটায় পা দিয়েছিল ও?'

চোখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল বুট, কথা বলল না।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল অলিভা, আড়ষ্টভঙ্গিতে একটু নড়ে উঠল শরীরটা।

'ওর ঘুম ভাঙার আগেই বোধহয় গলা থেকে নেকটাইটা খুলে নেয়া দরকার,' বলে মেয়েটার দিকে ঝুঁকল রানা। 'বেচারি যদি দেখে তার গলায় ফাঁস লাগানো হচ্ছিল, ভয়ে হার্টফেল করতে পারে।'

'খুন করা নয়,' তাড়াতাড়ি বলল বুট, 'আমার উদ্দেশ্য ছিল ওকে একটু ভয় দেখানো।'

লুপটা ঢিল করল রানা, তারপর মাথা থেকে বের করে আনল ফাঁসটা। কাজটা বাম হাতে সারল ও, ডান হাতটা হাঁটুর ওপর স্থির থাকল। রশিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল ও, সাবধানে ঠেলা দিয়ে চিৎ করল অলিভাকে। রানা মেয়েটাকে নিয়ে ব্যস্ত, হঠাৎ বুটের একটা হাত তার পিছন দিকে ঝাঁকি খেলো। ভারী অটোমেটিকটা হিপ-পকেট থেকে মাত্র বেরিয়ে এসেছে, এই সময় তার দু'চোখের মাঝখানে একটা পয়েন্ট থারটি-এইট তাকিয়ে রয়েছে দেখে স্থির হয়ে গেল হাতটা। রানার হাতে ওটা কখন কিভাবে এল, বুঝতেই পারেনি সে।

'আরও প্র্যাকটিস করা উচিত তোমার, বুট,' শান্তসুরে বলল রানা। 'হাতটা পিছন থেকে সামনে আনো, আস্তে-ধীরে, যন্ত্রটা ফেলে দাও মেঝেতে।'

রানার উদ্দেশে দাঁতে দাঁত চাপল বুট, তবে অটোমেটিকটা ফেলে দিতে দেরি করল না।

'পায়ের ধাক্কায় এদিকে পাঠিয়ে দাও ওটা,' নির্দেশ দিল রানা। এক সেকেন্ড পর ঝুঁকল ও, পায়ের কাছ থেকে তুলে নিল অটোমেটিকটা, পকেটে ভরল।

হঠাৎ কাঁধ ঝাঁকিয়ে পেশী ঢিল করে দিল বুট। 'ব্যাপারটায় তুমি নাক গলিয়ে নিজের সর্বনাশ করলে, রানা,' বলল সে। 'প্রথম রাউন্ডে তুমি জিতেছ। কিন্তু আরও অনেক রাউন্ড বাকি আছে।'

চোখে কৌতূহল নিয়ে অলিভার দিকে তাকিয়ে আছে রানা। 'ভাল কথা, মেয়েটাকে আগে কোথায় দেখেছি বলো তো, বুট? চেহারাটা দারুণ, তাই না? শরীরটা আরও ভাল। এমন একটা খাসা জিনিস, তোমার অরুচি ধরল কেন?'

গুঙিয়ে উঠল অলিভা, একটা হাত দিয়ে ঘাড়টা ডলছে। চোখ মেলে রানাকে দেখতে পেল সে। কনুইয়ে ভর দিয়ে উঁচু করল মাথাটা, অবাক চোখে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'শান্ত থাকো, ভয় পাওয়ার কিছু নেই,' বলল রানা।

টলতে টলতে দাঁড়াল অলিভা, একটা হাত দিয়ে অনুভব করছে কপালের আঘাতটা। এরপর শুরু হলো তার বুটের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করা। কানে আঙুল দিল রানা।

অলিভা দম ফেলার জন্যে থামতে তাড়াতাড়ি বলল রানা, 'বুটের উদ্দেশ্য ছিল তোমাকে খানিকটা ভয় দেখানো। অন্তত আমাকে তো তাই বলল।'

'আমার হাতে পিস্তল থাকলে, মোটকুটার ভুঁড়ি ফুটো করে দিতাম!' চিৎকার করল অলিভা। 'শালা আমাকে গ্লাস ছুঁড়ে মেরেছে!' ছুটে গিয়ে বুটের সামনে দাঁড়াল সে। 'এর জন্যে তোকে মূল্য দিতে হবে। তোর সব কথা আমি যদি ফাঁস করে না দিই তো আমার নাম অলিভা নয়। তুই একটা বেজন্মা কুকুর, শিয়ালের পচা নাড়িভুঁড়ি খাস, গায়ে গোবর মাখিস, নর্দমার পানিতে মুখ ধুস...'

রানাকে আহত দেখাল। 'বুট, এসব নিশ্চয়ই তুমি ওকে শেখাওনি? আমি অস্বস্তিবোধ করছি।'

অকস্মাৎ এক পা এগিয়ে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে অলিভার গালে আঘাত করল বুট। ছিটকে গেল অলিভা, পড়ে যেতে যেতে কোনরকমে নিজেকে সামলে নিল দেয়াল ধরে। একনাগাড়ে গালিগালাজ করে চলেছে সে। দড়াম করে খুলে গেল দরজা, ভেতরে ঢুকল রিপার। ভেতরে ঢুকেই রানাকে দেখতে পেল সে, আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে ঝট করে মাথার ওপর তুলে দিল হাত দুটো। চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার।

'ঘাবড়াবার কিছু নেই, রিপার,' বলল রানা, মৃদু হাসি লেগে রয়েছে ওর ঠোঁটে। 'এখানে একটা বিচিত্রানুষ্ঠান হচ্ছে–তুমি একজন দর্শক, তা মনে কোরো না। ইচ্ছে করলে যে-কোন একটা ভূমিকায় তুমিও নেমে পড়তে পারো।'

ধীরে ধীরে হাত নামিয়ে বুটের দিকে তাকাল রিপার, মস্ত একটা কোলাব্যাঙের মত জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে সে আর্মচেয়ারে। ছোট্ট, তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার হলো, সবার চোখ গিয়ে পড়ল অলিভার ওপর। ফায়ার প্লেস থেকে একটা পোকার তুলে নিয়ে বুটের দিকে ছুটে আসছে সে।

রানাকে পাশ কাটাচ্ছে অলিভা, একটা পা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে তাকে ফেলে দিল রানা। তার পতনের শব্দে গোটা কামরা যেন কেঁপে উঠল। ইঙ্গিতে পোকারটা রিপারকে দেখাল রানা, তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিল সে। উঠে বসল অলিভা, ফোঁপাচ্ছে।

'অনুষ্ঠানটা শেষ করা দরকার,' বলল রানা। 'তা না হলে যে-কেউ আহত হতে পারে।' হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বুটের দিকে ছুটল অলিভা, তার কনুইটা ধরে

ফেলল রানা, হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিজের গায়ের ওপর ফেলল তাকে, একহাতের ভাঁজে আটকাল। 'অ্যাই মেয়ে, শান্ত হও! তা না হলে তোমাকে এখানে রেখে চলে যাব আমি। জানো, তারপর কি ঘটবে?' আরও কয়েক সেকেন্ড ধস্তাধস্তি করে শান্ত হলো অলিভা। বুটের দিকে তাকাল রানা। 'বুঝতেই পারছ, বুট, তোমার নিরাপত্তার কথা ভেবেই মেয়েটাকে সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি আমি।'

অকস্মাৎ অস্থির একটা ভাব ফুটে উঠল বুটের চেহারায়। 'দাঁড়াও,' বলে চেয়ারের কিনারায় সরে এল সে। 'কে বলল অলিভা তোমার সাথে যেতে চায়?' দর দর করে ঘামছে সে। 'অলিভা, তোমার সাথে আমার কথা আছে, একটু এদিকে আসবে?' অলিভা কিছু বলার আগেই রানার দিকে ফিরল সে। 'সামান্য ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার, তা থেকে তোমার ফায়দা তোলার চেষ্টা করা একদম উচিত হচ্ছে না, রানা। অলিভা ছেলেমানুষ। ওকে আমার সাথে একা একটু কথা বলতে দাও।'

'ওকে তোমার কাছে যেতে দিই, আর তুমি আবার ওর গলায় নেকটাই পরাবার চেষ্টা করো!' মাথা নাড়ল রানা। তাকাল অলিভার দিকে। 'তুমি কি বলো?'

ঘৃণার সাথে বুটের দিকে খানিকটা থু-থু ছুঁড়ল অলিভা। 'ওই মিনসের সাথে আমার সম্পর্ক শেষ! ওর বাপকে আমি ইয়ে করি!'

চিন্তিত দেখাল রানাকে। 'তুমি কি আমার সাথে আসবে, নাকি গা ঢাকা দেয়ার নিজের কোন জায়গা আছে?'

রানার দিকে ফিরল অলিভা, নিচের ঠোঁটটা চুষছে, চোখ দুটো এখনও বিস্ফারিত হয়ে আছে রাগে। ইতস্তত না করে স্পষ্টকণ্ঠে বলল, 'আপনার সাথে যাব।'

চেয়ারের হাতল আঁকড়ে ধরল বুট। 'বোকামি কোরো না, অলিভা। সেধে বিপদ ডেকে এনো না। থেকে যাও এখানে, কথা দিচ্ছি তোমার সাথে ভাল ব্যবহার করা হবে। এর মানে তুমি জানো।'

কুৎসিত ভঙ্গিতে বুটকে ভেঙচে দিল অলিভা। 'যাও, ঝাঁপ দাও গিয়ে আগুনে।' রানার দিকে ফিরল সে। 'আমরা দেরি করছি কেন?'

অলিভার হাত ছেড়ে দিয়ে ঘুরপথে দরজার দিকে এগোল রানা, বুট আর রিপারের দিকে চোখ।

হঠাৎ নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল বুট, চেয়ারের কিনারা থেকে প্রায় ঝুলে পড়ল তার নিতম্ব, চোখ দুটো থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে অদৃশ্য আগুন, রাগে বীভৎস চেহারা। 'কোন কথা যদি ফাঁস হয়, তোমাকে আমি গোক্ষুরের ছোবল খাওয়াব! রানা তোমাকে নিয়েই যাচ্ছে কথা বলাবার জন্যে...'

'ব্লাড প্রেশারের দিকে খেয়াল রেখো, বুট,' পরামর্শ দিল রানা। 'মেয়েটাকে আমি স্রেফ তোমার নাগাল থেকে সরিয়ে নিচ্ছি, এর মধ্যে আর কিছু নেই। কাল সকালে তোমার সাথে আমার দেখা হবে, তখন ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করব। অনুমতি দিলে আমরা যেতে পারি, বুট।'

রানার দিকে খেয়াল নেই বুটের, অলিভার দিকে আঙুল তুলে নাড়ছে সে।

'খবরদার, অলিভা, একটা কথাও যদি ওকে তুমি বলো…'

খিল খিল করে হেসে উঠল অলিভা। 'আর তোমাকে আমি ভয় করি না, মোটা গাধা। আমার প্রোটেকশন-এর দিকে তাকাও,' বলে রানার কোমর জড়িয়ে ধরল সে, নাচের ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

রাস্তায় বেরিয়ে এসেই ঝেড়ে দৌড় দিল রানা। 'জলদি! বুট গুলি করবে!'

পিছিয়ে পড়ল অলিভা। 'কি ব্যাপার, দাঁড়ান!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল সে। 'বুটকে আপনি ভয় পান, এ-ও আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?'

গতি কমিয়ে অলিভার একটা হাত ধরল রানা, তারপর আবার ছুটল। ঠিক এই সময় বাতাসে শিস কেটে ওদের মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল অলিভা, বিদ্যুৎগতি হরিণীর মত রানার আগে আগে ছুটল। পিছন থেকে না হেসে পারল না রানা।

অলিভার পাশে চলে এসেছে রানা, আবার গুলি হলো। মেয়েটার একটা হাত ধরে দিক বদল করল ও। 'এদিকে!' দশ গজ সামনে গাড়িটা দেখে আবার নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চোখের পলকে দূরত্বটুকু পেরিয়ে গেল অলিভা। দ্বিতীয় বুলেটটাও ওদের মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেছে। 'বুটের হাতের টিপ এত ভাল, জানতাম না!' গাড়ির দরজা খুলে এক ধাক্কায় অলিভাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিল রানা।

স্টার্ট নিল গাড়ি, পিছনের বনেটে লাগল একটা বুলেট, আরেকটা উইন্ডস্ক্রীনের গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে রাস্তার দু'পাশের বাড়ি-ঘরগুলো আবছা ফিতের মত লাগল, আকৃতিহীন। স্পীড়মিটারের কাঁটা ষাট-এর ঘরে।

ড্যাশবোর্ডের আলোয় পায়ের মোজা পরীক্ষা করছে অলিভা। কয়েক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে দেখে রাগে বিড়বিড় করল সে। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর বলল, 'তাহলে আপনিই মাসুদ রানা?'

জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'তোমাকে আগে কোথায় দেখেছি বলো তো?'

'ভালমন্দ সব জায়গায় আসা-যাওয়া আছে আমার—মানে, মাস ছয়েক আগে ছিল আর কি,' বলল অলিভা। 'আমার নাম অলিভা। শুধু অলিভা। অলিভা মন্টগোমারি বা অলিভা রিচার্ড নয়, শুধু অলিভা।'

'আচ্ছা।'

'কারণটা জানতে চাইলেন না যে?'

'আবার কারণও আছে?'

'কারণ হলো, অন্যতম কারণটা হলো, আমার কোন পিতা-মাতা ছিল না।'

'ভারি ইন্টারেস্টিং,' বলল রানা।

'এমনও হতে পারে, ঠিক জানি না, আমি হয়তো একটা ডিম ভেঙে বেরিয়ে এসেছি।'

অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাইল রানা। 'তোমার খিদে পেয়েছে?' নষ্ট মেয়ে মানেই অসহায়, তার একটা বেদনাদায়ক শৈশব আর কৈশোর আছে, সে কাহিনী শুনতে

চেয়ে তিক্ত স্মৃতিকে জ্যান্ত করতে চায় না ও।

'সত্যি পেয়েছে, কিন্তু এত রাতে আপনি কোথায় আমাকে খাওয়াবেন? কোন রেস্তোরাঁয় যাওয়াটা কি উচিত হবে?'

'কেন, উচিত হবে না কেন?'

'শুনেছি আপনি মেয়েদেরকে এড়িয়ে চলেন,' বলল অলিভা। 'আপনার সাথে আমাকে দেখে লোকে কিছু ভাববে না? আপনার সুনাম নষ্ট হবে না?'

একটা রেস্তোরাঁর সামনে গাড়ি থামাল রানা। 'মেয়েদের এড়িয়ে চলি, এটার সাথে সুনামের কোন সম্পর্ক নেই। তাছাড়া, নিজেকে তুমি এত ছোট ভাবছ কেন?'

রেস্তোরাঁর ভেতর শুধু একজন ওয়েটারকে দেখা গেল, কাউন্টার খালি, টেবিলগুলোও খালি। অর্ডার নিয়ে ভেতরে চলে গেল লোকটা। মোজাটা পরীক্ষা করে আবার বিড়বিড় করে উঠল অলিভা। 'এটা পরে কি করে আমি চলি?'

'দোকান খোলা পেলে কিনে দেয়া যাবে,' খেতে শুরু করে বলল রানা। ওয়েটার দূরে সরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসল, ঝিমুচ্ছে। 'ভাল কথা, আমরা চুপ করে আছি কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা নাড়ল অলিভা, চোখে সতর্ক দৃষ্টি। 'আমার সাথে কোন কৌশল খাটবে না, মাসুদ রানা। আজ আমি কোন কথাই বলব না। আজ রাতে আমি রহস্যময়ী হয়েই থাকতে চাই। কাল সকালে ভেবে দেখব, গুমর ফাঁস করা যায় কিনা।'

কফির কাপে চুমুক দিল রানা। 'কেউ তোমাকে জোর করছে না,' বলল ও। 'আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাইছি, বুঝতে পারছ তো? কাল সকালেই নাহয় বোলো, তবে সব কথা আমার শোনা দরকার।'

'আগে সকাল হোক তো,' বলল অলিভা, স্যান্ডউইচ শেষ করে চুমুক দিল কফিতে। 'ভাবছি, সকালটা কোথায় হবে? ঘুমোবার জন্যে আমার একটা জায়গা দরকার।'

'তোমার সাথে টাকা নেই, কাপড়-চোপড় নেই, কোথাও যাবার জায়গাও নেই–সমস্যাই বটে।'

'আপনি কানা নাকি? সমস্ত অভাব পূরণ করার জন্যে আমার রয়েছে লোভনীয় একটা শরীর, দেখতে পাচ্ছেন না?'

একটু কঠিন হলো রানার চেহারা, চোখ তুলে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকাল ও। দুটো বেজে পাঁচ মিনিট। ঘড়ির ওপর চোখ রেখেই প্রশ্ন করল ও, 'তুমি আমাকে টেলিফোন করেছিলে কেন?'

'করেছিলাম নাকি?' হঠাৎ করে অলিভার বড় বড় চোখ দুটো নির্লিপ্ত হয়ে উঠল। 'করতেও পারি। ফোন তো আমি কত লোককেই করি।'

'টলারসন সম্পর্কে আমার আগ্রহ আছে,' বলল রানা। 'তাকে আমি পছন্দ করি, তা নয়। অন্য কারণে আগ্রহ আছে। তুমি সম্ভবত তার অনেক কথা জানো।'

'আমি আরও অনেকের অনেক কথা জানি।'

'যেমন?'

এড়িয়ে গেল অলিভা, পাল্টা প্রশ্ন করল সে, 'আপনার কি হৃদয় বলে কিছু

নেই? আমার ঘাড়ে ব্যথা, মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে। আমার ঘুম পেয়েছে।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না কি করব তোমাকে নিয়ে,' বলল রানা। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে ও, অলিভাকে নিয়ে নিজের ঘরে উঠবে না কিছুতেই। 'তোমাকে একা ছেড়ে দিতে পারি না, কারণ রাতেই হয়তো বুটের হাতে ধরা পড়ে যাবে।'

'আপনি আমাকে আপনার ঘরে নিয়ে তুলতে পারেন,' প্রস্তাব দিল অলিভা। 'আমি অকৃতজ্ঞ নই, কিভাবে ঋণ শোধ করতে হয় জানা আছে।'

'ওখানেই তো প্রথম হানা দেবে বুট,' বলল রানা, জানে, অতটা সাহস বুটের হবে না। 'ভাবছি আমার এক বন্ধুর ওখানে তোমাকে নিয়ে গেলে কেমন হয়।'

ভয়ে ভয়ে ঘাড়ে হাত বুলাল অলিভা। 'কে সে?'

'ড্যানি ডানকান।'

'উফ!' গুঙিয়ে উঠল অলিভা। 'বেজন্মা কুত্তাটা ঘাড়ের চামড়া কিছু রাখেনি!'

বিল মিটিয়ে দিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে গাড়িতে ফিরে এল ওরা। ড্যানি ডানকানের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে গেল পাঁচ মিনিটের মধ্যে। ওরা তাকে কাপড়-চোপড় পরা অবস্থায় পেল। চোখে ঘুম বা নেশা, দুটোর একটা হবে। অলিভার সাথে ড্যানির পরিচয় করিয়ে দিল রানা। চোখ মিটমিট করল ড্যানি। বেশ খানিকটা অবাক হয়েছে সে। কিছু না বলে অলিভার দিকে ফিরে মৃদু হাসল।

'তাহলে সে-ব্যবস্থাই হোক,' বলল রানা, কিসের ব্যবস্থা তা এখনও বলেনি ও। 'তোমার বিছানায় অলিভা, আমি আর তুমি ড্রইংরুমের সোফায়, কেমন?'

'এই ভদ্রলোকের বিছানা আমার দরকার নেই,' বলল অলিভা। 'মেঝেতে ঘুমানো অভ্যেস আছে আমার।'

মেয়েটার হাত ধরে ড্যানির বেডরূমের দিকে তাকে ঠেলে দিল রানা। 'যাও, শুয়ে পড়ো। কাল সকালে কথা হবে।' বাইরে থেকে বেডরূমের দরজাটা বন্ধ করে দিল ও।

অসহায় ভঙ্গিতে একটা আর্মচেয়ারে বসে পড়ল ড্যানি ডানকান। 'আশা করি, কি করছ তুমি জানো, রানা। তুমি জানলেই আমার জন্যে যথেষ্ট।'

সোফায় বসে কাত হলো রানা, মুখের সামনে হাত তুলে হাই তুলল। 'কাল সকালে শুনো সব। এখন ঘুম।'

'কিন্তু মেয়েটা কে, রানা? কোত্থেকে আনলে ওকে? তুমি তো এরকম নও!'

'কে, তা আমিও ঠিক জানি না। বললাম তো, কাল শুনো।' চোখ বুজল রানা।

কয়েক সেকেন্ড পর ড্যানি জিজ্ঞেস করল, 'সুকিকে তোমার কেমন লাগল?'

'ভাল কথা মনে করেছ,' বলল রানা। 'চমৎকার, ভারি চমৎকার মেয়ে সুকি টেমপাসটা। তোমার মত গবেটের সাথে একটু বোধহয় বেমানান। তুমি সাবধান না হলে, ওকে আমি চুরি করব।'

ড্যানির ঠোঁট দুটো শক্ত হলো। 'সত্যি আমি খুবই সাবধান হব, রানা,' তার গলায় এমন কিছু রয়েছে, সাথে সাথে চোখ মেলে তাকাল রানা।

'মনে হলো, তোমাকে আমি কাঁপিয়ে দিয়েছি?' সোফার ওপর সিধে হয়ে বসে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল রানা। 'ঠাট্টাও বোঝো না?'

'বুঝি,' বলল ড্যানি। 'তবু আমি সাবধান থাকব।'

একদৃষ্টে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'এ দেখছি বদ্ধ উন্মাদ একটা!' শুয়ে পড়ল ও, চোখ বুজল, ঘুমিয়ে পড়ল একটু পরই।

প্রথমদিনের কাহিনী এভাবেই শেষ।

নয়

ক্লান্ত শরীর, বিষণ্ণ মন নিয়ে পরদিন সকালে অফিসে এল সুকি টেমপাসটা। কাজ নিয়ে টেবিলে বসল সে, কিন্তু দশ মিনিট পরই সমস্ত কাগজ-পত্র ঠেলে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিল, খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকল বাইরে। সূর্য এরইমধ্যে আগুন ছড়াতে শুরু করেছে, ধুলো উড়ছে রাস্তায়। ফেয়ারভিউয়ে তুমুল একটা বৃষ্টি হওয়া দরকার।

রানার কথা মনে পড়ল সুকির। প্রায় সারাটা রাত ওর কথাই ভেবেছে সে। মাসুদ রানা আর ড্যানি। ড্যানি আর মাসুদ রানা। সাক্ষাতের প্রতিটি মুহূর্ত বিশদভাবে মনে পড়েছে তার, ছটফট করেছে বিছানায়। কাল রাতের মত এখনও, এই মুহূর্তেও, রানাকে যেন নিজের সামনে জ্যান্ত দেখতে পাচ্ছে সে, ইচ্ছে করলেই ছুঁতে পারে ওকে। মায়াভরা দুটো চোখ, নিখুঁতভাবে কামানো গাল। রানার প্রভাব যেন নিজের গোটা অস্তিত্বে অনুভব করতে পারছে সে।

সুকি জানে, সাক্ষাতের প্রথম মুহূর্তেই দু'জনের ভেতর কিছু একটা ঘটে গেছে। এক মুহূর্ত আগে সম্পূর্ণ অচেনা ছিল পরস্পরের কাছে, যে-ই না রানা ওর হাতটা নিজের হাতের ভেতর নিল, ওর প্রভাব আর জাদুকরী ক্ষমতা বিদ্যুতের মত অনুপ্রবেশ করল সুকির শরীরে, শিরায় শিরায়। মনে হলো, ওরা যেন জন্ম জন্মান্তর ধরে পরস্পরকে চেনে।

আগে কখনও এরকম অনুভূতি হয়নি সুকির। প্রেমে সে বেশ কয়েকবারই পড়েছে। প্রতিবার প্রচণ্ড ভালবেসেছে সে, এবং ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েছে দূরে। রানা তার হাত ধরার আগে ধারণা ছিল, ড্যানিকে সে ভালবাসে। সুকি জানে, মাসুদ রানার প্রেমে পড়েনি সে, কিন্তু সেই সাথে এ-ও জানে যে অন্য কোন পুরুষ তার জীবনে এই মুহূর্তে আর কোন গুরুত্ব বহন করে না, আর কারও ওপর তার মন বসবে না।

কাজেই ব্যাপারটা অত্যন্ত জটিল আর ভীতিকর। ড্যানি ডানকান মাটির মত নরম একজন মানুষ। ভালবাসার ব্যাপারে বাচ্চা ছেলের মত ব্যাকুল আর অস্থির সে, যেন প্রিয় বন্ধুকে সে তার শেষ চকলেটটা সাধছে। ড্যানিকে আঘাত দেয়ার কথা ভাবতে পারে না সুকি, কিন্তু জানে মাসুদ রানা যদি তাকে চায়, কিছুই তার করার থাকবে না, এক ফেয়ারভিউ ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া। শেষ পর্যন্ত হয়তো তাই করবে সুকি। তাতে অনেক দুঃখজনক ঘটনা এড়ানো সম্ভব হবে। কিন্তু যাব

বললেই কি যাওয়া যায়? ফেয়ারভিউ ছাড়ার কথা ভাবতে গিয়ে সুকি আবিষ্কার করল, নতুন জায়গায় গিয়ে আবার বন্ধু, চাকরি, বাড়ি ইত্যাদি যোগাড় করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। নতুন করে শুরু করতে হলে পঁচিশ বড় বেশি বয়স, বিশেষ করে নিঃসঙ্গ একটা মেয়ের জন্যে।

একটা বেল বেজে উঠল। সম্পাদক জুলিয়াস সিলার তাকে ডাকছেন। চেয়ার ছেড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সুকি। সম্পাদকের কামরায় ঢুকে দেখল, রিভলভিং চেয়ারে আধশোয়া হয়ে রয়েছেন তিনি। 'গুড মর্নিং, মি. সিলার।' জানালার চওড়া কার্নিসে বসল সুকি, আলোটা যাতে তার পিছনে থাকে।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন জুলিয়াস সিলার। সুকির ওখানে বসাটা তাঁর চোখ এড়ায়নি। 'শরীরের দেখছি বারোটা বাজিয়েছ,' বললেন তিনি। 'রাতে ঘুম হয় না, বোঝা যাচ্ছে। তুমি ছুটি নাও না কেন?'

'কি? না, আমি ঠিক আছি,' বলল সুকি, মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল। 'কিছু বলবেন?'

'তোমার কথাই ঠিক,' বললেন জুলিয়াস সিলার। 'রিড কোয়েল সত্যি পিন্ডার'স এন্ড কিনেছে। কাল রাতে গ্রাহামের সাথে কথা হয়েছে আমার। অনেক কষ্টে মুখ খোলাতে পেরেছি।'

'রিড কোয়েল?' অবাক হলো সুকি। 'সে নিজে, নাকি আর কারও পক্ষে?'

'হ্যাঁ, ঠিক, একটা সিন্ডিকেটের হয়ে–বেনটোভিল ল্যান্ড অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানী, বা এ-ধরনের একটা নাম। নেপথ্যে আছে টলারসন, খোঁজ নিয়ে জানতে পেরেছি আমি। খুব ভাল দাম দিয়েছে ওরা। একেবারে হুট করে কিনে ফেলল, তাই না? ফেয়ারভিউয়ে কোয়েল এসেছেই মাত্র দুই কি তিনদিন আগে।'

'কিনল তো, এখন ওটা নিয়ে কি করবে ওরা?'

'কি জানি।' দেরাজ খুলে ভেতরের কাগজ-পত্র এলোমেলো করলেন সিলার, একটা ব্লু-প্রিন্ট বের করে ডেস্কের ওপর মেললেন। 'এই হলো তোমার পিন্ডার'স এন্ড।' ফেয়ারভিউয়ের পশ্চিম দিকে জায়গাটা, শহরের মাঝখান থেকে দু'মাইল আর ফ্যাক্টরিগুলো থেকে চার মাইল দূরে। গোটা এলাকা প্রায় খালিই পড়ে আছে, ছোট আকারের আট-দশটা বাংলো, আগামী ঝড়ে ধসে পড়ার শতকরা নব্বুই ভাগ আশঙ্কা। বাংলোগুলোয় থাকে নিঃস্ব লোকজন। পিন্ডার'স এন্ডে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও ইলেকট্রিসিটি নেই। 'ভাল দাম দিয়েছে মানে এই নয় যে সস্তায় কেনেনি। আমি হলে পিন্ডার'স এন্ড দান হিসেবেও নিতাম না।'

'তাহলে? ওরা কেন কিনল?'

পাইপ পরিষ্কারে মন দিলেন প্রৌঢ় সম্পাদক। 'তুমি একটা গল্পের গন্ধ পাচ্ছ, তাই না?'

'অবশ্যই পাচ্ছি!'

হাত দুটো স্থির হয়ে গেল জুলিয়াস সিলারের। 'পরিস্থিতি এমনিতেই ভাল নয়। যেচে পড়ে বিপদ ডেকে এনো না।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' কামরা থেকে বেরিয়ে আসছে সুকি। 'এক কথা কতবার বলবেন?'

করিডরে জর্জ পিটের সাথে দেখা হয়ে গেল সুকির। 'শুনেছ? পিন্ডার'স এন্ড

বিক্রি হয়ে গেছে!' রাগে ছটফট করছে পিট। 'বেঈমান কোয়েলটার সাথে আমার একবার দেখা হোক! আমাকে টেরই পেতে দেয়নি!'

'তুমি যাচ্ছ কোথায়?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল সুকি।

'জায়গাটা দেখে আসি। তুমিও চলো না।'

মাথা নাড়ল সুকি। 'আমাকে একটা জরুরী ফোন করতে হবে। যাচ্ছ যখন, চারদিকটা ভাল করে দেখে এসো। জায়গাটার মাটি কেমন কে জানে। লক্ষ করবে, ইদানীং কোথাও খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছে কিনা।'

'তারমানে?' হতভম্ব দেখাল পিটকে।

'ওখানে, আমার ধারণা, নিশ্চয়ই কোন খনি-টনি আছে,' বলল সুকি। 'তা নাহলে কিনল কেন?'

'ধ্যাত, তোমার স্বপ্ন দেখার অভ্যেসটা গেল না! ওদিকের সমস্ত জায়গা বহু বছর আগেই খুঁড়ে দেখা হয়েছে–সোনা, রুপো, তামা, কিছুরই কোন সম্ভাবনা দেখা যায়নি।'

'তাহলে ওরা জায়গাটা কিনবে কেন?' সুকির সেই একই প্রশ্ন।

মাথা চুলকাল পিট। 'তা তো জানি না। হতে পারে জায়গাটা ওরা কিনেছে নিজেদের কবর তৈরি করার জন্যে।'

পিটকে মৃদু ধাক্কা দিল সুকি। 'যাও, ফিরে এসে সব আমাকে জানাবে। লোকজনকে জিজ্ঞেস করবে, খালি করার নোটিস পেয়েছে কিনা।' ব্যস্ততার সাথে চলে গেল পিট। নিজের অফিসে ঢুকল সুকি।

হাতব্যাগ খুলে রানার লেখা ফোন নম্বরটা বের করল সে। তার হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল। সাক্ষাতের পর এত তাড়াতাড়ি ফোন করার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় অদ্ভুত একটা আনন্দ বোধ করল সে। সেই সাথে রানার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করল, বুদ্ধি করে ফোন নম্বরটা দেয়ায়। কানে রিসিভার ঠেকিয়ে চেয়ারে বসল সে। মনে মনে ভাবল, ফোনের বেলটা বাজছে যেখানে মাসুদ রানা বসে। কল্পনার চোখে কামরাটা দেখার চেষ্টা করল সুকি। কিন্তু স্টীল, লেদার আর গ্লাস-এর তৈরি ফার্নিচার ছাড়া আর কিছু তার কল্পনায় ধরা পড়ল না।

বেশ কয়েক সেকেন্ড পর হঠাৎ করে তোলা হলো অপরপ্রান্তের রিসিভার। 'ইয়েস?' দ্রুত, প্রায়-কর্কশ সুরে প্রশ্ন করল কেউ।

'আমি মি. মাসুদ রানাকে চাইছিলাম...'

'সে এখনও আসেনি,' বলে রিসিভার রেখে দিল লোকটা।

টেলিফোনের দিকে তাকিয়ে বসে রইল সুকি, রীতিমত অসুস্থ লাগছে নিজেকে। এতক্ষণে সে উপলব্ধি করল, মাসুদ রানার গলা শুনতে পাবার কি ভয়ানক আগ্রহ ছিল তার মনে।

চোখ মেলে সিটিংরুমের চারদিকে মিটমিট করে তাকাল ড্যানি ডানকান। অনুভব করল, পেশীগুলো আড়ষ্ট হয়ে আছে, দপ দপ করছে মাথার ভেতরটা। চেয়ারে ভাল করে বসতে গিয়ে গুঙিয়ে উঠল সে। নড়ে উঠল রানা, চোখ খুলে তার দিকে তাকাল। সোফায় বসল ও, চোখ রগড়াল। 'খুব কষ্ট হয়েছে, না? সত্যি, দুঃখিত।

মেয়েটাকে মেঝেতে শুতে দিলেই বোধহয় ভাল হত!'

কোট আর ভেস্ট খুলতে শুরু করে ড্যানি বলল, 'তোমার বোধহয় মনে নেই, সে নিজেই কথাটা বলেছিল।'

পকেট থেকে খুচরো পয়সা বের করে ড্যানি বলল, 'এসো টস করি, কে আগে বাথরুমে যাবে।'

হেরে গিয়ে রানা বলল, 'মেয়েটাকে ডাকি, দেখি ব্রেকফাস্ট খাওয়াতে পারে কিনা।' এগিয়ে গিয়ে দরজাটা খুলল ও, অন্ধকার ঘরের ভেতর মাথা গলিয়ে হাঁক ছাড়ল, 'অ্যাই মেয়ে, ঘুমাচ্ছ নাকি?'

কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

'মড়ার মত ঘুমোয় মনে হচ্ছে!' কাঁধের ওপর দিয়ে ড্যানির দিকে তাকাল রানা।

কাপড়-চোপড় খুলে ফেলেছে ড্যানি, পরনে শুধু আন্ডারওয়্যার।

বেডরুমে সাবধানে ঢুকল রানা, দেয়াল হাতড়ে সুইচবোর্ডটা পেল। আলো জ্বালার সময় ডাক দিল আবার, 'ওঠো, ওঠো, বেলা হচ্ছে। পেট চোঁ চোঁ করছে, কিছু খাওয়াতে পারো কিনা...,' হঠাৎ একটা ঝাঁকি খেলো রানা, নিজের অজান্তেই পিছিয়ে এল এক পা।

বিছানার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে রিড কোয়েল, মাথাটা পিছন দিকে মোচড়ানো, হাত দুটো শক্ত মুঠো। উজ্জ্বল আলোয় তার গলায় বড়সড় একটা ক্ষত দেখল রানা। বিছানার চাদর জমাট রক্তে কালচে হয়ে আছে। দেয়াল, বিছানার মাথার দিক আর কার্পেটেও রক্তের দাগ লেগে রয়েছে।

অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এগোল রানা, বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে রিড কোয়েলের হাত স্পর্শ করল। ঠাণ্ডা। বেশ অনেকক্ষণ হলো মারা গেছে লোকটা।

সাবধানে ঘরের প্রতিটি জিনিস লক্ষ করল রানা। বেমানান বা খাপছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না। বেডরুমে অলিভার চিহ্নমাত্র নেই। যদিও তার অনুপস্থিতি রানাকে তেমন বিস্মিত করল না। রিড কোয়েল কামরায় থাকায়, গোটা বাড়িটা রানার কাছে অচেনা লাগল।

যত্নের সাথে খোঁজার পরও কোন অস্ত্র দেখতে না পেয়ে চিন্তিত হলো রানা। লাশ আবিষ্কারের চেয়ে বড় ধাক্কা হয়ে দেখা দিল ব্যাপারটা। এরমানে হলো, খুন। আর খুন মানে হলো পুলিস।

ধীরে ধীরে পিছিয়ে এল রানা, দোরগোড়ায় থেমে কাপড়-চোপড় আর জুতো জোড়া ভাল করে পরীক্ষা করল। কোথাও কোন রক্তের দাগ লাগেনি। আলোটা নেভাল ও, সিটিংরুমে বেরিয়ে এসে কবাট দুটো এমন সতর্কতার সাথে বন্ধ করল ওগুলো যেন ডিমের খোসা দিয়ে তৈরি।

'কি হলো, রানা?' বাথরুমের খোলা দরজা দিয়ে ড্যানির চিৎকার ভেসে এল। 'মেয়েটাকে ভয় পেলে নাকি? ওঠাও, কিছু খেতে হবে না?'

হুইস্কির একটা বোতল খুঁজে বের করল রানা, ধীরে ধীরে কয়েক চুমুক খেয়ে বলল, 'আমি আসছি।' বাথরুমের দিকে এগোল ও।

শাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে ছেলেমানুষের মত পানি নিয়ে খেলছে ড্যানি। 'কি

আরাম! এসো না!'

বাথরুমের দরজায় দাঁড়িয়ে কাপড়-চোপড় খুলল রানা। শাওয়ারের নিচ থেকে সরে এসে বড় একটা তোয়ালে টেনে নিল ড্যানি, সজোরে গা মুছছে। 'আমার হলো কি!' বলল সে। 'গন্ধটা মিছিমিছি পাচ্ছি, নাকি তুমি এই সাত-সকালে হুইস্কি গিলেছ?'

'আমিও ভাবছিলাম, কে হতে পারে,' বলল রানা, শার্টটা মাথার ওপর দিয়ে নামাল। 'গন্ধটা আমিও পাচ্ছি।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ড্যানি। 'কি ব্যাপার? তুমি অসুস্থ নাকি হে?'

শাওয়ারের নিচে এসে দাঁড়াল রানা। 'বলছি,' ঠাণ্ডা পানির নবটা ঘোরাল ও। শরীরটা ভাল করে ভেজার পর মাথা খানিকটা পরিষ্কার হলো। শাওয়ার বন্ধ করে সরে এল ও, তোয়ালে দিয়ে গা মুছছে, দেখল দাড়ি কামাতে শুরু করেছে ড্যানি। 'একটা লাশ জুটেছে, ড্যানি,' গম্ভীরমুখে বলল ও। 'গলায় বিরাট ক্ষত নিয়ে ওটা সত্যি একটা লাশ।'

আরেকটু হলে নিজের গলাই কেটে ফেলেছিল ড্যানি। হাতের রেজারটা তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখল সে। 'ঠিক শুনতে পেলাম না,' বলল সে, চোখে হতভম্ব ভাব নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। 'জানো, আমার যেন মনে হলো, তুমি বললে—একটা লাশ জুটেছে, ড্যানি।'

'অদ্ভুত ব্যাপার তো,' বলল রানা, মুখে ক্রীম লাগাচ্ছে, 'আমি ঠিক তাই বলেছি।'

বেসুরো গলায় হেসে উঠল ড্যানি। 'ও, আচ্ছা...তাতে কি, বন্ধুত্বের মাঝখানে একটা লাশ কোন সমস্যা নয়।' রেজারটা তুলে নিল সে, তারপর সন্দেহের চোখে রানার দিকে তাকাল। 'তবে, এই ভোরবেলা তুমি ঠাট্টা না করলেই খুশি হতাম।'

'ঠাট্টা নয়,' বলে সাবধানে গালে রেজার চালাল রানা।

স্থির হয়ে গেল ড্যানি। 'রানা? কি বলছ তুমি?'

তার দিকে ফিরল রানা। 'দুঃখিত, ড্যানি। ব্যাপারটা সত্যি। রিড কোয়েলকে মনে আছে তোমার? কাটা গলা নিয়ে ওখানে, তোমার বিছানায় পড়ে রয়েছে সে।'

'রিড কোয়েল...কাটা গলা?' ছোঁ দিয়ে ড্রেসিংগাউনটা তুলে নিল ড্যানি। 'তুমি কি পাগল পেয়েছ আমাকে? নাকি নিজে পাগল হয়ে গেলে? কাল রাতে তোমার বান্ধবীকে ওখানে থাকতে দিয়েছি আমরা, কোয়েলকে নয়।'

'ওদিকে যেয়ো না,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'দেখতে ভাল লাগবে না তোমার। এখন কি করব বলো তো?'

রানার কথায় কান না দিয়ে প্রায় এক ছুটে বেডরুমের দরজার কাছে পৌঁছে গেল ড্যানি, দরজা খুলে আলো জ্বালল সে, উঁকি দিল ভেতরে, তারপর ছিটকে বেরিয়ে এল আবার, চেহারা ধবধবে সাদা হয়ে গেছে।

'আগেই তোমাকে সাবধান করেছি,' বলল রানা। 'দু'ঢোক হুইস্কি খাও।' দাড়ি কামানো শেষ করেছে ও, কাপড় পরছে।

'আমার বমি বমি লাগছে,' বিড়বিড় করে বলল ড্যানি। 'কাজটা কি তুমি...'

ধমক লাগাল রানা। 'বোকার মত কথা বোলো না। শান্ত হও।'

ধীরে ধীরে চেয়ারে বসল ড্যানি, হাত বাড়াল বোতলটার দিকে। 'কে করেছে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'মেয়েটাই বা কোথায়?'

'সেটাই জানতে চাইবে পুলিস।' একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'কফি বানাবে, ড্যানি?' অনুরোধের সুরে বলল ও। 'মাথাটা পরিষ্কার না হলে চিন্তা করতে পারছি না।'

'কফি?' যেন রানার কথা বুঝতে পারেনি ড্যানি। 'কফি খেলে আমার বমি হয়ে যাবে।'

'তোমাকে খেতে বলছি না, শুধু তৈরি করতে বলছি!' বিরক্তি প্রকাশ করল রানা। 'যাও, এক কাপ কফি বানাও, একটা কাজ পেলে নিজেকে শান্ত করতে সুবিধে হবে তোমার।'

হুইস্কি শেষ করার পর শরীরে বল-শক্তি ফিরে পেল ড্যানি। কিচেনে ঢুকে কফি বানাচ্ছে। খুটখাট আওয়াজ হচ্ছে, সেদিকে মন না দিয়ে চেয়ারে হেলান দিল রানা, জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। মাথার ভেতর বিদ্যুৎগতিতে ছুটছে চিন্তা।

কফি পট নিয়ে সিটিংরুমে ফিরল ড্যানি, চেয়ারে সিধে হয়ে বসে তার হাত থেকে কাপটা নিল রানা। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুলিসকে ডাকতে হবে,' বলল ও। 'তবে তার আগে আমাদের একটা গল্প বানাতে হবে।'

'তুমি কি আমাদের দু'জন সম্পর্কে বলছ, নাকি ওটা সম্পাদকীয় বহুবচন?' জিজ্ঞেস করল ড্যানি।

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'দুঃখিত, ড্যানি—কিন্তু এরসাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়েছ তুমিও।'

'সে ভয় আগেই করেছি আমি। তোমার এই বদান্যতার জন্যে ধন্যবাদ। তবে, সব কথা খুলে বললে খুঁতখুঁতে ভাবটা মন থেকে দূর হত।'

'বলতে পারলে ভালই হত। সমস্যা হলো, আমি মাত্র আংশিক জানি।' কাপটা শেষ করল রানা, তৃপ্তির একটা ভাব নিয়ে কাপটা আবার ভরল। 'হুইস্কির সাথে কফি কিন্তু মন্দ নয়, কি বলো?'

'ব্যাপারটা সিরিয়াস, রানা!' চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে গম্ভীর হলো ড্যানি। 'উদ্ধার কিসে, তাই ভাবো।'

'আরে, অস্থির হয়ো না,' অভয় দিল রানা। 'সব সামাল দেয়া যাবে। প্রথম থেকে শোনো, তোমার চোখে নতুন কিছু ধরা পড়লেও পড়তে পারে। নিক আমার সাথে দেখা করতে এল, এখান থেকে শুরু।'

নিক একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল। মোটা টাকার লোভ দেখায় সে। টলারসন তার ব্যবসার পার্টনার হিসেবে রানাকে পেতে চায়। জুয়াড়ী হিসেবে রানার সুখ্যাতি নাকি তার ব্যবসার জন্যে সুফল বয়ে আনবে। কিন্তু রানার মনে হলো, টলারসনকে কেউ ভয় দেখিয়েছে, তাই বিপদ সামাল দেয়ার জন্যে রানাকে তার দরকার। নিককে না করে দেয় ও। এরপর একটা মেয়ে ওকে টেলিফোন করল, বলল, টলারসনের ব্যাপারে রানা যেন নাক না গলায়। ওর লাশ দেখতে তার নাকি ভাল লাগবে না। এরপর টলারসনের সাথে কথা বলার আগে ম্যালকম বুটের সাথে দেখা করে রানা। বেশ বড়সড় একটা জুয়ার আড্ডা চালায় বুট, ভাল-মন্দ সব

ধরনের লোকের সাথে যোগাযোগ রাখে, বেনটোভিলের সমস্ত খবর তার জানা। নতুন শহরটায় প্রথম যারা এসেছিল, তাদের মধ্যে সে-ও একজন। তার সাথে দেখা করার সময় রানা জানত না যে অলিভা ওকে ফোন করেছে। জানলে ফোনটার কথা বুটকে বলত না ও। বুটের কাছ থেকে তেমন কোন কথা বের করতে পারেনি ও, শুধু জানতে পারে টলারসনের ভয় পাবার কারণ আর্থার কিং হতে পারে। 'অদ্ভুত এক ব্যাপার, ড্যানি,' বলল ও। 'বেনটোভিলের সমস্ত ঘটনা গড়াতে গড়াতে আর্থার কিং পর্যন্ত না গিয়ে থামে না। এই লোকটার পরিচয় আমাকে উদ্ধার করতে হবে।' বুটের সাথে কথা বলার পর রানার মনে হলো, লোকটা অনেক কিছু জানে, কিন্তু স্বীকার করছে না।

এরপর রানা টলারসনের সাথে দেখা করল। কথা বলছে ওরা, এই সময় ছোট্ট এক লোক ঘরে ঢুকে তিনটে গুলি ছুঁড়ল, টলারসনকে লক্ষ্য করে। হুইস্কি ছুঁড়ে তার লক্ষ্য ব্যর্থ করে দেয় রানা। টলারসনও মুখ খোলেনি, তাই ওখান থেকে বেরিয়ে এসে রানা ভাবল, বুটের সাথে আরেকবার কথা বললে মন্দ হয় না। বুটের বাড়িতে গিয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে ও. জানালা দিয়ে দেখতে পেল, অলিভার গলায় ফাঁস পরাচ্ছে বুট। মেয়েটাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে রানা, রাতটুকু কাটাবার জন্যে ড্যানির এখানে ওঠে। মেয়েটা সম্ভবত অনেক কথা জানে, কারণ বুট তাকে হুমকি দিয়ে বলেছে সে যদি মুখ খোলে তাহলে গোক্ষুরের ছোবল খাওয়াবে। সবশেষে রানা বলল, 'এই হলো গল্পটা–আমি যতটুকু জানি।'

চোখ কোঁচকাল ড্যানি। 'রিড কোয়েল কোত্থেকে ইন করল?' জানতে চাইল সে। 'তার কথা তো বললে না?'

'আমি তার কথা শুনি তোমার গার্লফ্রেন্ডের মুখে, কাল রাতে,' বলল রানা। 'সুকি বলার পর মনে পড়ে আমার। এক সময় সানফ্লাওয়ারের ম্যানেজার ছিল সে। তোমার বেডরুমে সে কি করতে এসেছিল, আমার কোন ধারণা নেই।'

'এমন হতে পারে,' চেহারায় উদ্বেগ নিয়ে বলল ড্যানি, 'অলিভা মেয়েটাই হয়তো তাকে খুন করেছে। তোমার কি মনে হয়–কোয়েল তাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিল, অলিভা তাকে খুন করে পালিয়ে গেছে, সম্ভব?'

'কোয়েল কেন আসবে? তার সাথে বুটের কোন সম্পর্ক নেই। ওখানে যদি রিপার খুন হয়ে পড়ে থাকত তাহলে মিলে যেত।'

'রিপার? রিপার কে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল ড্যানি।

'বুটের ড্রাইভার, বাচ্চা একটা ছেলে।'

'মাথায় হাত দিয়ে বসে থেকে কোন লাভ নেই,' বলল ড্যানি। 'পুলিসকে জানানো দরকার।'

'রাইট। কিন্তু কতটুকু কি বলা হবে? আমরা কি বুট আর অলিভাকে টানব?'

'না টানলে জিজ্ঞেস করবে, আমি নিজের বিছানায় শুইনি কেন।'

টেলিফোনের দিকে এগোল রানা। 'বুটের সাথে কথা বলে দেখি, কিছু পরিষ্কার হতে পারে।' ডায়াল করল ও।

সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করছে ড্যানি।

'বুট?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমি মাসুদ রানা।'

দু'সেকেন্ড পর জিজ্ঞেস করল বুট, 'কি চাও তুমি?' কর্কশ কণ্ঠ।

'তুমি জানো, অলিভা কোথায়?'

'তার খবরে তোমার কি দরকার?'

'বোকার মত কথা বোলো না। ব্যাপারটা সিরিয়াস। কাল রাতে আমি তাকে ড্যানি ডানকানের এখানে নিয়ে আসি, সকালে তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কি সব প্রলাপ বকছ!' বুটের শ্রুতিকটু হাসি শুনতে পেল রানা। 'কাল রাতে তুমি মদ খেয়ে বেহেড মাতাল হয়ে ছিলে।'

কঠিন হলো রানার চেহারা। 'হয়তো ছিলাম, কিন্তু তুমি জানলে কিভাবে?'

'হয় তুমি মাতাল, নয়তো পাগল,' বলে চলেছে বুট। 'কাল সারাটা সন্ধে বা সারাটা রাত এক মুহূর্তের জন্যেও আমার কাছছাড়া হয়নি অলিভা। এই মুহূর্তেও সে আমার পাশে রয়েছে। তোমার যদি বিশ্বাস না হয়, রিপারকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।'

'এক মিনিট,' বলল রানা, ভয় হলো বুট যোগাযোগ কেটে দেবে। 'রিপারের সাথে নয়, আমি অলিভার সাথে কথা বলতে চাই।'

'সে তোমার সাথে কথা বলতে রাজি হবে বলে মনে হয় না, তবে জিজ্ঞেস করে দেখি, দাঁড়াও,' হেসে উঠে বলল বুট। রানা তাকে বলতে শুনল, 'মাসুদ রানা, তোমার সাথে কথা বলতে চায়।'

কয়েক সেকেন্ড পর অলিভার গলা পেল রানা, 'ইয়েস?' ঠাণ্ডা, নির্লিপ্ত কণ্ঠ।

'ব্যাপারটা কি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'বুট বলছে, কাল রাতে তুমি নাকি তার সাথে ছিলে? সে কি করেছে তুমি জানো, তারপরও তাকে আড়াল করার চেষ্টা করবে?'

'কেন নয়! আপনার কি ধারণা, এখানে নয়তো আর কোথায় ছিলাম আমি?'

'তোমার মাথায় শুধুই গোবর, সিস্টার,' বলল রানা, হঠাৎ রেগে উঠল। 'এরইমধ্যে ভুলে গেছ, তোমার গলায় ফাঁস পরাচ্ছিল লোকটা? আমি বাধা না দিলে এতক্ষণে পচে দুর্গন্ধ ছড়াত তোমার লাশ। আবার ওর কাছে ফিরে গিয়ে নিজের পায়ে কুড়ুল মারছ তুমি। কাল রাতে...'

রানা শুনতে পেল, অলিভা বুটকে বলছে, 'আপনি কথা বলুন, প্রভু। লোকটা পাগল!' বুট লাইনে ফিরে আসার আগেই রিসিভার নামিয়ে রাখল ও।

'কি ঘটল?' ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ড্যানি।

ঠাণ্ডা, কঠিন চোখে তাকাল রানা। পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করল দ্রুত। 'রিপার ওদের সাক্ষী, ড্যানি। টিকবে। আমাদের কাজ হলো তাড়াতাড়ি একটা গল্প তৈরি করা, তা না হলে হাতকড়া পরতে হবে।'

মুখের রঙ খানিকটা ফ্যাকাসে হলো ড্যানির। 'আশ্চর্য! কি বলছ! মিথ্যে কথা বলে ওরা পার পেয়ে যাবে?'

আড়মোড়া ভাঙল রানা। 'যাবে,' বলল ও। 'রিড কোয়েলের ব্যাপারটা যদি ব্যাখ্যা করতে না পারি, আমাদের কপালে খারাবি আছে। পুলিসের সাথে আমার যতই খাতির থাক, আমার কাছ থেকে তারা কখনও পয়সা আদায় করতে পারেনি, এই সুযোগ তারা ছাড়বে না।'

'আমরা তাহলে এখন করবটা কি?' জিজ্ঞেস করল ড্যানি, মাথার চুলে আঙুল চালাচ্ছে।

'এক সেকেন্ড,' বলে বেডরুমে ঢুকল রানা। কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে এল ও। 'কেসটা আত্মহত্যা বলে চালাতে হবে, ড্যানি। মঞ্চ সাজানোই আছে, দরকার শুধু ওখানে একটা ক্ষুর রেখে দেয়া।'

'নো, গড!' আঁতকে উঠল ড্যানি। 'কোন ভাবে যদি জানতে পারে, বাঁচার কোন আশা থাকবে না।'

'জানতে সময় লাগবে ওদের,' বলল রানা। 'তার আগে কোয়েলের খুনীকে ধরে ফেলব আমি।' বাথরুমে ঢুকে একটা ক্ষুর হাতে বেরিয়ে এল ও। 'যাব আর আসব,' বলে বেডরুমে ঢুকল ও।

গ্লাসে আরও খানিকটা হুইস্কি ঢালল ড্যানি।

সিটিংরুমে বেরিয়ে এসে দরজাটা বন্ধ করল রানা, চেহারায় গাম্ভীর্য নিয়ে সোফার ওপর বসল। 'মন দিয়ে শোনো, ড্যানি। গল্পটা হচ্ছে এরকম।'

কাল রাতে ড্যানি, সুকি আর রানা মিলিত হয়েছিল। সুকিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে রানার ফ্ল্যাটে চলে আসে ড্যানি। দু'জন ওরা মদ খায়, তারপর তাজা বাতাসের জন্যে বেরিয়ে আসে বাইরে। রাস্তায় ওদের সাথে রিড কোয়েলের দেখা হয়, নেশায় একেবারে চুর হয়ে ছিল সে। তার সাথে একটা বোতলও ছিল তখন। ওরা তিনজন মিলে বোতলটা শেষ করে। কোয়েল জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তাকে নিয়ে এখানে চলে আসে ওরা। বেডরুমে শুইয়ে দেয়া হয় কোয়েলকে, ওরা দু'জন সিটিংরুমে ঘুমায়। সকালে ড্যানি দেখে তার ক্ষুরটা পাওয়া যাচ্ছে না। বেডরুমে উঁকি দিতে ওরা কোয়েলকে দেখতে পায়। সবশেষে রানা বলল, 'কোয়েল কেন আত্মহত্যা করল, পুলিস সেটা আবিষ্কার করুক।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ড্যানি। 'কি বলছ নিজেও জানো না! কোয়েল সন্ধে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত কি করেছে, কার সাথে ছিল, কোথায় গেছে, এর কিছুই আমরা জানি না!'

'জানার দরকার নেই,' বলল রানা। 'আমাদের সাথে অনেক রাতে দেখা হয়েছিল তার, এ-কথা বললেই হবে। এখানে তাকে আমরা এনেছি রাত তিনটে থেকে চারটের মধ্যে। মাথাটা যদি ঠাণ্ডা রাখতে পারো, পুলিসকে আমরা গল্পটা ঠিকই গেলাতে পারব। আমি আর কোন বিকল্প দেখছি না।'

'তুমি একটা কুফা, রানা,' ম্লানকণ্ঠে বলল ড্যানি। 'যখনই তোমার সাথে থাকব আমি, বিপদ একটা ঘটবেই।'

কিছু বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল রানা, ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল ফোনটা। এগিয়ে রিসিভার তুলল ড্যানি।

'ওহ্, ড্যানি!' অস্থিরকণ্ঠে বলল সুকি। 'বলতে পারো, মাসুদ রানাকে কোথায় পাব আমি?'

রিসিভারের দিকে তাকিয়ে থাকল ড্যানি, ঈর্ষার আকস্মিক একটা জ্বালা অনুভব করল সারা শরীরে। 'তাকে কি দরকার তোমার?' জানতে চাইল সে, তিক্ত ভাবটুকু গোপন রাখার চেষ্টা করল।

'রাগ কোরো না, ড্যানি,' আবেদনের সুরে বলল সুকি। 'ব্যাপারটা রিড কোয়েলকে নিয়ে।'

'কোয়েল? তাকে নিয়ে কি?'

'কিছু ঘটলে মাসুদ রানা আমাকে ফোন করতে বলেছিল, তোমার মনে আছে? পিন্ডার'স এন্ড, ড্যানি, কোয়েল পিন্ডার'স এন্ড কিনে ফেলেছে।'

ড্যানি বলল, 'এক সেকেন্ড, সুকি।' রানার দিকে তাকাল সে। 'শুনছ, কোয়েল পিন্ডার'স এন্ড কিনেছে!'

গাল ফুলিয়ে বাতাস ছাড়ল রানা। 'এর যে কি মানে, বুঝতে পারছি না। সুকির সাথে কথা বলতে পারি?'

রানার হাতে রিসিভারটা ধরিয়ে দিল ড্যানি। 'অবশ্যই। এ-দেশে আমরা সবরকম স্বাধীনতা ভোগ করছি, তাই না?'

'প্রথমদর্শনে তাই মনে হয় বটে,' শুকনো গলায় জবাব দিল রানা। 'আমি মাসুদ রানা,' রিসিভারে বলল ও, শুনতে পেল হঠাৎ সশব্দে নিঃশ্বাস বন্ধ করল সুকি, সেই সাথে আবার অকস্মাৎ অনুভব করল ওর গলায় কি যেন আটকে গেছে।

'মি. রানা,' হাঁপিয়ে উঠে বলল সুকি। 'আপনাকে আমি কোথায় না খোঁজ করেছি!'

'কোয়েল সত্যি তাহলে পিন্ডার'স এন্ড কিনেছে?'

'হ্যাঁ, দলিলে সই হয়েছে কাল। বেনটোভিল ল্যান্ড অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন কোম্পানীর নামে। নামটা এই প্রথম শুনছে সবাই।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'খোঁজ-খবর করতে সুবিধে হবে আমার। তবে কোয়েলের তাতে কিছু এসে যাবে না। কাল রাতে তার সাথে আমাদের দেখা হয়েছিল, তিনজনই আমরা একটু মাতাল হয়ে পড়ি। ড্যানির বেডরুমে তাকে শুতে দেয়া হয়। আজ সকালে তাকে আমরা মরা পেয়েছি। নিজের গলায় ক্ষুর চালিয়েছে।'

হাত মুঠো করে সারা শরীর ঝাঁকি দিল ড্যানি। 'সুকি যদি একটা কথাও বিশ্বাস করে!'

হাত নেড়ে তাকে চুপ করতে বলল রানা।

'কি বললেন? মারা গেছে?' জিজ্ঞেস করল সুকি। 'আত্মহত্যা?'

'হ্যাঁ। কাল রাতে তাকে কেমন যেন মনমরা লেগেছিল, কিন্তু আমরা কোন গুরুত্ব দিইনি। লাশটা এইমাত্র দেখলাম আমরা। পুলিসকে খবর দিতে যাচ্ছিলাম, এই সময় তোমার ফোন এল।'

'আমি আসছি,' তাড়াতাড়ি বলল সুকি, তার গলার স্বর কেঁপে গেল। 'বোধহয়...বোধহয় ড্যানিও জড়িয়ে পড়েছে?'

তিক্ত একটু হাসি ফুটল রানার মুখে। 'হ্যাঁ, আমরা দু'জনেই জড়িয়ে পড়েছি। চিন্তার কিছু নেই, খানিকটা পাবলিসিটি হবে, এই যা। ড্যানির তাতে কোন ক্ষতি হবে না।'

'না...আমি রওনা হয়ে গেলাম,' বলে রিসিভার রেখে দিল সুকি।

ড্যানির দিকে মুখ তুলে রানা বলল, 'তোমার বিপদ দেখে নার্ভাস হয়ে

পড়েছে সুকি।'

রানার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল ড্যানি। 'জড়িয়ে যখন পড়েছি, পড়েছি। ফেস করা ছাড়া আর তো কোন উপায় নেই।' ফোনের দিকে তাকাল সে। 'আমার অফিসে একটা ফোন করা দরকার।'

রিসিভার তুলল রানা। 'তার আগে পুলিসের সাথে কথা বলে নিই আমি। শোনো, কোন অবস্থাতেই বেফাঁস কিছু বলে বোসো না। মনে রেখো, ওরা তোমাকে ফাঁদে ফেলে কথা আদায়ের চেষ্টা করবে।'

'জানি,' বিড়বিড় করে বলল ড্যানি। 'চিন্তা কোরো না।' পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, ডায়াল করল রানা।

দশ

কয়েক ঘণ্টা পর, সাপ্তাহিক গুড হোপ-এর অফিসে বৈঠকে মিলিত হয়েছে ওরা। সম্পাদক জুলিয়াস সিলার শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি, তাছাড়া বয়সেও তিনি সবার বড়, তাই সভাপতির আসনটা সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকেই দেয়া হয়েছে। খানিকটা হতচকিত দেখাচ্ছে ভদ্রলোককে। তাঁর পাশে বসে অনবরত সিগারেট টানছে সুকি, জানালার কার্নিসে বসা ড্যানির দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ঘন ঘন। জুলিয়াস সিলারের ডেস্কের পাশে শান্তভাবে পায়চারি করছে রানা।

'ফেয়ারভিউ জাগছে,' বলল ও। 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, মি. সিলার, খুব শিগগিরই আপনাদের একটা দৈনিক পত্রিকা দরকার হবে।'

'কিন্তু ঘটলটা কি?' শিরদাঁড়া খাড়া করে জানতে চাইল সুকি, কার্পেটের ওপর ছাই ঝাড়ল সে। 'কি বলল পুলিস?'

'কি আর বলবে।' ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে ড্যানির দিকে একবার তাকাল রানা। 'সেট-আপটা তাদের পছন্দ হয়নি, এটুকু বোঝা গেছে। তবে আইডিয়াটা গিলেছে বলেই মনে হয়।'

'আপনি বলতে চাইছেন, পুলিস মেনে নিয়েছে এটা একটা আত্মহত্যার কেস?'

'সুকি, প্লীজ, শুধু শুধু জটিলতার সৃষ্টি কোরো না,' তাড়াতাড়ি বলল ড্যানি।

রানা, তারপর ড্যানি, সবশেষে আবার রানার দিকে তাকাল সুকি। 'কোয়েল আত্মহত্যা করেছে এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

'ক্ষুর দিয়ে সে তার গলা কেটেছে। তবে দুর্ঘটনাও হতে পারে। অসতর্ক অবস্থায় ক্ষুর দিয়ে গলা কেটে গেছে, আগে কখনও শোনোনি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথাভর্তি কাঁচাপাকা চুলে হাত দুটো ঢুকিয়ে দিয়ে আঙুলগুলো ঝাঁকালেন জুলিয়াস সিলার। 'তাহলে এত হৈ-চৈ কিসের? কোয়েল যদি ফেয়ারভিউয়ের লোক হত, বুঝতাম। সে এমনকি ফেয়ারভিউয়ে মারাও যায়নি। তাহলে কেসটার

সাথে আমাদের সম্পর্ক কি?'

শান্ত সুরে সুকি বলল, 'লোকটা ড্যানির বিছানায় মারা গেছে, তাই না?'

গলা উঁচু করে ড্যানির দিকে তাকালেন সম্পাদক। 'তুমিই তাহলে সেই লোক? সুকিকে নিয়ে রোজ সন্ধেবেলা বেড়াতে বেরোচ্ছ?'

'প্লীজ, মি. সিলার,' তাড়াতাড়ি বলল সুকি। 'সেটা বর্তমান প্রসঙ্গ নয়...'

'ঠিক আছে, সুকি,' স্মিত হাসি নিয়ে বলল ড্যানি। 'উনি জানতে চাইলে দোষ কি? তোমার মুখেই তো শুনেছি, উনি তোমার ভাল চান।' সম্পাদকের দিকে ফিরল সে। 'ওকে আমি বিয়ে করতে চাই, মি. সিলার। কিন্তু সুকি এখনও তার মন ঠিক করতে পারছে না।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ড্যানিকে নিরীক্ষণ করলেন জুলিয়াস সিলার, তারপর পাইপের খোঁজে ডেস্কের ওপরটা হাতড়ালেন। 'সুকি যদি সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করে, করুক—তোমার তাগাদা দেয়া উচিত হবে না। সাধনা না করে, ধৈর্য না ধরে সুকির মত মেয়েকে পাওয়ার আশা করে থাকলে ভুলে যাও।'

চোখে সকৌতুক হাসি নিয়ে সুকির দিকে তাকিয়ে আছে রানা। অপ্রস্তুত আর আড়ষ্ট দেখাচ্ছে সুকিকে। সে বলল, 'আপনি থামবেন, মি. সিলার?'

'দেখলে তোমরা?' অভিযোগের সুরে বললেন জুলিয়াস সিলার। 'যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।'

'বিবেচ্য বিষয় হলো,' প্রসঙ্গে ফিরে এল রানা, 'কোয়েল পিন্ডার'স এন্ড কিনল কেন?'

'আমাদের একজন স্টাফ আজ সকালে ওখান থেকে ঘুরে এসেছে,' বলল সুকি। 'ভাঙাচোরা কয়েকটা বাংলো ছাড়া আর কিছু দেখেনি সে। ভাড়াটেদের নোটিস দেয়া হয়েছে, হপ্তা শেষ হবার আগেই সবাইকে উঠে যেতে হবে।'

হঠাৎ করে ড্যানি বলে উঠল, 'এভাবে হবে না, রানা। ওদেরকে সব কথা জানানো দরকার।'

মুহূর্তের জন্যে আড়ষ্ট হয়ে গেল রানার পেশী, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল ও। 'তুমি যা ভাল মনে করো।' খালি একটা চেয়ারে বসল ও, হ্যাটটা চোখের ওপর নামিয়ে আনল।

বাকি দু'জনের দিকে তাকাল ড্যানি। কথা বলল জুলিয়াস সিলারের চোখে চোখ রেখে। 'আসল ঘটনা আপনাদের জানা না থাকলে, আলোচনা করে কোন লাভ নেই। রিড কোয়েল খুন হয়েছে। আমরা ব্যাপারটাকে আত্মহত্যা বলে চালাচ্ছি।'

আঁতকে উঠল সুকি, রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'ওহ্, ড্যানি! আমি জানতাম, এর মধ্যে কিছু একটা ঘাপলা আছে। কিন্তু তুমি কেন মি. রানার সাথে...!' থেমে গেল সে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াল, রাগে কাঁপছে।

'থামলে কেন?' শান্ত চোখে সুকির দিকে তাকাল রানা। 'মি. রানার সাথে...কি?'

'রানা, থামো তো তুমি,' ব্যস্ত হয়ে উঠল ড্যানি, অনুযোগের সুরে বলল।

'যা বলতে চাই, সেটা সত্যি নয়, মি. রানা?' লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল সুকি,

তীব্রদৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে। 'ড্যানিকে আমি কতবার বলেছি, আপনার সাথে যেন মেলামেশা না করে। আপনার কি, আপনি তো এ-সবের ভেতরই বসবাস করেন—জুয়া, খুন-খারাবি, মারপিট! ড্যানিকে কেন আপনি এর ভেতর টেনে আনতে গেলেন?'

হ্যাটটা ঠেলে চোখ থেকে ওপরে তুলল রানা, সুকির দিকে তাকাল। 'কে বলল, ড্যানিকে আমি এর ভেতর টেনে এনেছি?' ওর চেহারা বা সুরে এতটুকু উত্তেজনা নেই। 'কেউ ডাকেনি, কোয়েল নিজেই ড্যানির কামরায় এসেছিল। বুঝতে পারছ না? আমি বা ড্যানি, দু'জনের কেউ আমরা জড়িত নই।'

চোখ ঘুরিয়ে নিল সুকি। ড্যানির দিকে ফিরে ব্যাকুলতার সাথে বলল, 'পুলিসকে তুমি মিথ্যে কথা বলতে গেলে কেন? কেন সত্যি কথা বললে না?'

'ঘটনাটা বিশ্বাস করার মত নয়। তাছাড়া, রানা বলল...' থেমে গেল ড্যানি।

'হ্যাঁ, অবশ্যই, উনি তো বলবেনই!' ঝট্ করে রানার দিকে ফিরল সুকি। 'অথচ এমন ভাব করছেন, আপনি এর সাথে জড়িত নন! ড্যানি না আপনার বন্ধু, তাকে এই বিপদে জড়াতে আপনার একটুও বাধল না?'

ঠাণ্ডা একজোড়া চোখ তুলল রানা। 'কি বলতে চাও?' ব্যাখ্যা চাওয়ার সুরে প্রশ্ন করল ও। 'তুমি বোঝাতে চাইছ, নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয় ড্যানি জানে না?'

জানালার কার্নিস থেকে নেমে ডেস্কের দিকে এগিয়ে এল ড্যানি। ডেস্ক ঘুরে সুকির পাশে দাঁড়াল সে, সুকির কাঁধে একটা হাত রাখল। 'তুমি কিন্তু সাহায্য করছ না, সুইটহার্ট। যা ঘটার ঘটে গেছে। বিপদে পড়েছি, এটাই সত্যি কথা। এই বিপদ থেকে মুক্তি পেতে হলে মাথা গরম করলে চলবে না।'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে সুকি বলল, 'মাথা ঠাণ্ডা রেখেই বা কি লাভ? এখন আর কার কি করার আছে?'

'মি. রানা,' জুলিয়াস সিলার বললেন, 'আপনি কি ভাবছেন বলুন তো শুনি।'

'খুনটা কে করেছে আমরা জানি না।' একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'কোন অস্ত্র পাওয়া যায়নি, কাজেই এটা আত্মহত্যা নয়। সন্দেহের তালিকায় প্রথমে রয়েছে অলিভা।' অলিভার পরিচয়, কিভাবে তাকে উদ্ধার করে আনে রানা, লাশটা আবিষ্কারের পর ফোনে তার ও বুটের সাথে কি কথা হলো, সংক্ষেপে সব ব্যাখ্যা করল ও। 'এরপর বিবেচনা করতে হবে, ব্যাপারটার সাথে টলারসন কিভাবে জড়িত। কোয়েল তার ম্যানেজার ছিল।

'আমার ধারণা, টলারসনের নির্দেশেই পিন্ডার'স এন্ড কেনে কোয়েল। টলারসন চায়নি তার পিন্ডার'স এন্ড কেনার ব্যাপারটা আর্থার কিং জানতে পারুক। সে ধরে নেয়, জায়গাটা কেনার পিছনে তার উদ্দেশ্য জানতে পারলে কিং তাকে খুন করবে। এমন হতে পারে কোয়েলকে হয়তো কিং-ই খুন করেছে। কাজেই সন্দেহের তালিকায় তাকে দু'নম্বরে রাখা যেতে পারে।

'পরের প্রশ্ন, ড্যানির সাথে কোয়েল দেখা করতে এল কেন? কিভাবে ড্যানির কামরায় ঢুকল সে? অলিভারই বা কি ঘটল? সে কি খুনটা ঘটতে দেখেছে, নাকি কোয়েল পৌঁছুবার আগেই জানালা গলে বেরিয়ে যায়? ড্যানির বেডরূমের জানালা

আমি পরীক্ষা করেছি, ওটা খুলে বেরিয়ে যাওয়া বা ঢোকা পানির মত সহজ। সব মিলিয়ে আমি যতটুকু বুঝি, অনেকগুলো সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে হবে আমাদের। তবেই এই রহস্যের কিনারা করা সম্ভব।'

'আপনি বোধহয় একটা পয়েন্ট মিস করছেন,' মৃদু হাসির সাথে বললেন জুলিয়াস সিলার। 'বলেন তো, আমি সেটা ধরিয়ে দিতে পারি।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে সবিনয়ে বলল রানা। 'গোয়েন্দার ভূমিকায় সম্পাদক, মন্দ কি! পেশা দুটোয় মিল আছে প্রচুর।'

'পিন্ডার'স এন্ডের দলিলটা কোথায়?' প্রশ্ন করলেন জুলিয়াস সিলার।

'মাই গড!' বিস্মিত রানা প্রায় চিৎকার করে উঠল। 'ওটার কথা একবারও আমার মনে পড়েনি! কোয়েল খুন হবার ওটাই তো মোটিভ! দলিলটা নিশ্চয়ই কোয়েলের কাছে ছিল, কিন্তু পুলিস তাকে সার্চ করে পায়নি কিছু। তারমানে দলিলটা এখন রয়েছে খুনীর হাতে।'

'খুনীর হাতে থাকলে আর লাভ হলো কি! খুনী কে তাই তো আমরা জানি না!' হতাশকণ্ঠে বলল ড্যানি।

'কেন, টলারসনকে ফোন করে জিজ্ঞেস করলেই তো হয়,' পরামর্শ দিলেন জুলিয়াস সিলার।

'না,' বলল রানা। 'সেটা ঠিক হবে না। এমন হতে পারে, টলারসন হয়তো জানে না যে দলিলটা খোয়া গেছে। অনেকেই হয়তো ভাববে, সেটা পুলিসের কাছে আছে। খবরটা না ছড়ালেই ভাল।'

'পেশাদার জুয়াড়ী আর গোয়েন্দা, দু'জনের মধ্যে মিল খুঁজতে যাওয়াও বোকামি–তাহলে আপনি এত ভাল করছেন কিভাবে?' জুলিয়াস সিলারের সকৌতুক প্রশ্ন।

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'আমি প্রচুর মাছ খাই।'

'তাহলে কিভাবে এগোনো হবে?' জানতে চাইলেন সম্পাদক সাহেব।

'আমরা আশা করছি,' বলল রানা, 'আপনিই একটা পথ বাতলাবেন।'

সিল্কের রুমাল দিয়ে নাকটা সজোরে ঘষলেন জুলিয়াস সিলার। সম্মান দেখিয়ে রানা তাঁকে দায়িত্বটা দেয়ায় গর্ব বোধ করছেন তিনি, আবার একটু লজ্জাও পাচ্ছেন। 'ঠিক আছে, আমার বুদ্ধি যদি কোন কাজে আসে...।' অপ্রতিভ হাসির সাথে শুরু করলেন তিনি। প্রথমেই বললেন, 'প্রয়োজন না হলে কাউকে ভয় পাওয়ানো বা সতর্ক করা উচিত হবে না। প্রথমে জানতে হবে কোম্পানীটার পেছনে কর্তাব্যক্তিটি কে; খোঁজ নিতে হবে দলিলটা তার কাছে আছে কিনা, যদি না থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে সেটা খুনীর কাছে আছে। অলিভা এবং টলারসন সম্পর্কে আরও তদন্ত হওয়া দরকার। যেখান থেকে যে তথ্যই যোগাড় হোক, সবাই যেন গুড হোপ অফিসে এসে জানিয়ে যায়, প্রয়োজনে সবাই একসাথে বসে কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা যাবে।' সবশেষে সম্পাদক সাহেব বললেন, 'আমি প্রস্তাব রাখছি, মি. মাসুদ রানাকে গুড হোপের তরফ থেকে প্রধান রিপোর্টার কাম ইনভেস্টিগেটর হিসেবে দায়িত্ব দেয়া হোক।'

সবার আগে হাত তুলল ড্যানি, কিন্তু হাত না তুলে অনেক দেরিতে ছোট্ট করে

মাথা ঝাঁকাল সুকি।

'ধন্যবাদ,' হাসি চেপে বলল রানা, তাকাল ড্যানির দিকে। 'তোমাকে কাজের মধ্যে থাকতে হয়, ড্যানি। আমি চাই না তুমি নিজের কাজের ক্ষতি করে এটার পেছনে সময় নষ্ট করো। আমি একাই সামলাতে পারব।'

ড্যানির চেহারায় অস্বস্তি। 'আমিও তোমার সাথে আছি, রানা,' বলল সে। 'তুমিও তা জানো। তবে, সন্ধের আগে সময় বের করা সত্যি কঠিন। কাজ শেষ হলে আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

অনুসন্ধানী চোখে তার দিকে তাকাল রানা। একটা মেয়ে একজন লোককে কতটুকু বদলে দিতে পারে, মনে মনে ভাবল ও। দু'বছর আগে এ-ধরনের বিপদে সমস্ত কাজ জলাঞ্জলি দিয়ে রানার সাথে আঠার মত সেঁটে থাকত ড্যানি। আজ সে নিরাপদ দূরত্বে সরে থাকার জন্যে কাজের অজুহাত দেখাচ্ছে। ড্যানিকে দোষ দিল না রানা, তবু খানিকটা হতাশ বোধ করল। 'বেশ তো, যদি সময় করতে পারো। আমার কোন সাহায্য দরকার হবে বলে মনে হয় না। আমি একাই পারব।'

চট করে একবার ড্যানি, তারপর রানার দিকে তাকালেন জুলিয়াস সিলার। তাঁর চোখের দৃষ্টি কোমল হয়ে এল। কঠিন পুরুষমানুষ, আত্মবিশ্বাসী, সাহস করতে জানে, কোন মেয়েমানুষের কোমল আলিঙ্গন তাকে বেঁধে রাখতে পারে না। তিনি যদি বিয়ে করতেন, আর তাঁর যদি একটা ছেলে থাকত, চেষ্টা করতেন তাকে রানার মত করে গড়ে তুলতে। এমন ছেলেকে নিয়েই তো গর্ব করে বাপেরা। ওদেরকে তিনি হাত তুলে দরজাটা দেখিয়ে দিলেন। 'বাকি ঝগড়া-ঝাঁটি সব বাইরে হোক,' বললেন তিনি। 'আমাকে একটা পত্রিকা ছাপতে হবে।'

ওরা বেরিয়ে যাচ্ছে কামরা থেকে, পিছন থেকে তিনি হাঁক ছেড়ে বললেন, 'কি ঘটল না ঘটল সব আমাকে জানাবেন, মি. মাসুদ রানা। মনে আছে তো, সমস্ত কৃতিত্বের ভাগ পেতে চাই আমি।'

বাইরে বেরিয়ে এসে নিচু গলায় রানা বলল, 'ভদ্রলোক অদ্ভুত! যেন একটা যুদ্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছেন।'

অল্প কয়েক সেকেন্ডের জন্যে আড়ষ্ট হয়ে থাকল পরিবেশটা, তার পর ড্যানি বলল, 'এবার তো যেতে হয় আমাকে। রানা, তোমাকে একটা লিফট দিই?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমি পিনডার'স এন্ডে যাব। জায়গাটা একবার দেখা দরকার।'

'ঠিক আছে,' বলল ড্যানি। 'তোমার সাথে দেখা করব আমি।' সুকির একটা হাত ধরল সে। 'চিন্তা কোরো না, ডার্লিং। সব ঠিক হয়ে যাবে। আজ রাতে আসব আমি, কোথাও বেড়ানো যাবে।' রানার দিকে তাকাল সে, লক্ষ করল নড়ছে না ও। খানিক ইতস্তত করে সুকিকে একপাশে টেনে নিয়ে গেল। 'গুডবাই, ডার্লিং। প্লীজ, মনটাকে শান্ত করো।' তার চিবুক ধরে মুখটা উঁচু করল সে, চুমো খেলো।

সুকি বলল, 'সাবধানে থেকো, ড্যানি।' ড্যানি সিঁড়ি বেয়ে নেমে যাচ্ছে তরতর করে, সেদিকে উদ্বেগ ভরা চোখে তাকিয়ে থাকল সে।

'তুমি আমার ওপর রেগে আছ, সেজন্যে খারাপ লাগছে আমার,' বলল রানা। 'আমি ভেবেছিলাম আমরা বন্ধু হতে পারব।'

রেইলিং আঁকড়ে ধরে পাথর হয়ে থাকল সুকি, রানার দিকে তাকাল না। নিজেকে দুর্বল লাগছে তার, পাঁজরে বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। 'এ বিষয়ে আমি কোন কথা বলতে চাই না,' জেদের সুরে বলল সে।

কি যেন আটকে থাকার অনুভূতিটা আবার রানার গলায় ফিরে এল। 'তুমি আমাকে ভুল বুঝছ, সুকি। ড্যানির জন্যে অনেক কিছু করতে পারি আমি। ওকে আমি বন্ধু বলে গ্রহণ করেছি।'

ঝট করে আধপাক ঘুরল সুকি। 'তাহলে ওকে আপনি একা থাকতে দিচ্ছেন না কেন?' তিক্তকণ্ঠে প্রশ্ন করল সে। 'আপনি কি ভাবছেন জানি আমি। কিন্তু ড্যানি কাপুরুষও নয়, সে একটা মেয়ের পিছনে গা ঢাকাও দিচ্ছে না। আপনার মত বেকার নয়, তাকে কাজ করে খেতে হয়।'

সিগারেটটা ফেলে দিল রানা। 'ড্যানি কাপুরুষ নয়,' শান্তসুরে বলল ও। 'আমি তাকে কাপুরুষ বলব, এটা তোমার ভুল ধারণা। তুমি যদি ভাবো সে দুর্বল, নিজেকে রক্ষা করতে জানে না তাহলেও ভুল করবে। আমি ওকে অনেক আগে থেকে চিনি, সুকি। ড্যানির ওপর টেক্কা দেয়া সম্ভব নয়। আর, তুমি যে ভাব দেখাচ্ছ, এতে শুধু ক্ষতিই হবে, এরমধ্যে কারও কোন মঙ্গল নেই।'

'অত কথা বুঝি না, আপনি তাকে একা থাকতে দেবেন কিনা বলুন!' রাগে দিশেহারা বোধ করল সুকি। 'বোঝাই যাচ্ছে, ড্যানিকে আপনি আরও বিপদের ভেতর টেনে নিয়ে যাবেন! দয়া করে একটা কথা বুঝতে চেষ্টা করুন, প্লীজ–ড্যানি আপনার জগতের লোক নয়। আমরা কেউ আপনার জগতে বাস করি না। আপনার না আছে দায়িত্ববোধ, না আছে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার আগ্রহ। আপনি ড্যানিকে বিপদে ফেলেছেন, সেজন্যে আপনাকে আমি ঘৃণা করি!'

'তুমি এতটা বোকা?' সুকির একটা হাত ধরে ঝাঁকি দিল রানা, কঠিন সুরে বলল, 'যা ঘটেছে তার সাথে আমার কোন সম্পর্কে নেই, এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি তোমার নেই? রিড কোয়েল দেখা করতে এসেছিল ড্যানির সাথে। আমার সাথে নয়। তুমি বুঝতে চাইছ না...'

ঝাড়া দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল সুকি। 'আমার সাথে আপনি কথা বলবেন না!' ঘুরে গেল সে, নিজের কামরার দিকে ছুটল। তার পিছনে দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

এগারো

শহরের বাইরে, পরিত্যক্ত একটা এলাকা বলে মনে হলো পিন্ডার'স এন্ডকে। কংক্রিট হাইওয়ে থেকে বাঁক নিয়ে মেটো পথে নেমে এল রানার গাড়ি। রাস্তার দু'পাশে অযত্নলালিত ঘাসের চাপড়া চোখে পড়ল, রোদে শুকিয়ে হলুদ হয়ে গেছে। গাড়ির পিছনে ময়দার মত ধুলোর মেঘ উঠল, আড়ালে পড়ে গেল হাইওয়ে। মেটো পথটা ধীরে ধীরে উঁচু হয়েছে, খানা-খন্দে পড়ে ঝাঁকি খাচ্ছে

গাড়ি। পাহাড়ের মাথায় উঠে এসে ব্রেক করল রানা, নিচে নেমে গাড়ির মাথায় উঠে দাঁড়াল। ওর ডান দিকে, অনেক দূরে, উপত্যকায় লম্বা হয়ে রয়েছে ফেয়ারভিউ। শহরের প্রধান রাস্তা, ফ্যাক্টরিগুলোর চিমনি, সার সার বিল্ডিং, সবই পরিষ্কার ছবির মত দেখতে পেল রানা। চৌকো, শ্রীহীন, 'গুড হোপ' অফিসটাও চিনতে পারল ও। ওই বিল্ডিঙের একটা কামরায় কাজ করছে সুকি টেমপাসটা নামে এক যুবতী। রানা ভাবল, এখনও কি সুকি তার কথা ভাবছে, নাকি মন থেকে এরইমধ্যে বের করে দিয়েছে তাকে?

ওর সামনে, রাস্তার ওপারে, কাঁটাতারের একটা বেড়া। ভেতরে বিশাল, খাঁ-খাঁ মাঠ, মাঠের দূর প্রান্তে এক জায়গায় পাশাপাশি কয়েকটা বাড়ি। গাড়ির মাথা থেকে নেমে বেড়াটা টপকাল রানা, মাঠের মাঝখান দিয়ে হাঁটা ধরল।

মাথার ওপর আগুন ছড়াচ্ছে সূর্য। আস্তে-ধীরে হাঁটলেও, ঘেমে গোসল হয়ে গেল রানা। বাড়ি-ঘরগুলোর কাছাকাছি চলে আসার পর দেখল, সবগুলোই কাঠের তৈরি। পাঁচটা বাংলো, বাকি দুটো দোতলা। রোদ আর বৃষ্টিতে সাদাটে হয়ে গেছে কাঠের রঙ, প্রতিটি বাড়ি হয় কাত হয়ে আছে একদিকে, নয়তো দেবে গেছে নিচের দিকে। সরাসরি না তাকিয়েও টের পেল রানা, দোরগোড়া থেকে লোকজন লক্ষ করছে ওকে। কেমন যেন অস্বস্তিকর একটা পরিবেশ। কয়েকজনের সাথে চোখাচোখি হলো, তাদের সবার চোখে বৈরী দৃষ্টি দেখে বিস্মিত হলো রানা। বেশিরভাগ দোরগোড়ায় মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে, পেছন থেকে সভয়ে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে বাচ্চারা, খামচে ধরে আছে মায়েদের স্কার্ট।

বাংলোগুলোর গেটে দাঁড়িয়ে আছে পুরুষগুলো, যেন পাহারা দিচ্ছে। প্রত্যেকটি পুরুষ নোংরা, কঠোর চেহারা, সন্দেহপ্রবণ।

একজন লোক একবারও রানার দিকে তাকাল না। দোতলা একটা বাড়ির নিচের বারান্দায় বসে আছে সে। পরনে গাঢ় রঙের শার্ট আর ছেঁড়া একটা ওভারঅল। তোবড়ানো হ্যাটটা ফেলে দেয়ার মত। লোকটার বয়স আন্দাজ করা কঠিন। চল্লিশ হতে পারে, আবার ষাট হওয়াও বিচিত্র নয়। তবে লম্বা-চওড়া, বুকের ছাতি বিশাল, মুখে লালচে দাড়ি। একটা বেঞ্চে বসে লম্বা এক ছুরি দিয়ে একটা কাঠের টুকরো চোখা করছে সে।

লোকটা এলাকার মাতবর গোছের কেউ হতে পারে, ভাবল রানা। ভাঙা গেট খুলে ভেতরে ঢুকল ও। কাদা মাড়িয়ে এগোল বারান্দার দিকে, অনুভব করল চারপাশ থেকে লোকজন ওর দিকে তাকিয়ে আছে। লালচে দাড়িওয়ালা মুখ তুলে তাকাল না। সামান্য অস্বস্তিবোধ করল রানা। 'গুড মর্নিং,' বলল ও। 'তুমি কি এখানকার হেডম্যান?'

'ধরুন তাই, তো কি হলো?' কর্কশ স্বরে পাল্টা প্রশ্ন করল লোকটা। 'আপনি প্রশ্ন করার কে?'

'আমি মাসুদ রানা,' বলল ও। বারান্দার ওপর একটা পা তুলল। 'তোমার সাথে আমার ব্যবসা হতে পারে বলে ধারণা করি।'

ঝট্ করে মুখ তুলল প্রকাণ্ডদেহী। 'নরম কথায় চিঁড়ে ভিজবে না, মিস্টার। গত দু'হপ্তায় দশজন লোকের সাথে ব্যবসা নিয়ে কথা হয়েছে আমার। কিন্তু

পিন্ডার'স এন্ড আপনাদের হাতে তুলে দিয়ে এতগুলো লোককে আমি রাস্তায় বসাতে পারি না। দরকার হলে মারামারি করব, জান দেব, কিন্তু পিন্ডার'স এন্ড ছেড়ে কোথাও আমরা যাব না!'

বারান্দায় উঠে মেঝেতে বসল রানা, হেলান দিল কাঠের থামে। 'পিন্ডার'স এন্ড সম্পর্কে আমার আগ্রহ আছে, তবে আর সব লোকের মত তোমাদেরকে এখান থেকে ভাগাবার কথা ভাবছি না। শুনলাম জায়গাটা নাকি বিক্রি হয়ে গেছে, খালি করার নোটিস পেয়েছ তোমরা।'

'হ্যাঁ,' বলল লোকটা। 'কিন্তু আপনার তাতে কি?'

'তোমরা তাহলে সরছ না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা চুলকাল লোকটা। 'যেতে তো চাই না। তবে…যদি বিকল্প বাসস্থান দেয়া হয়…'

'কাল রাতে ক্ষুর দিয়ে নিজের গলা কেটেছে লোকটা,' বলে একটা সিগারেট ধরাল রানা।

'কে?' হাঁ করে তাকিয়ে থাকল লোকটা রানার দিকে।

'যে লোকটা পিন্ডার'স এন্ড কিনেছে। দলিলটার কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। যতদিন না পাওয়া যায়, তোমরা এখানে নির্বিঘ্নে থাকতে পারো।'

চোখে আগ্রহ নিয়ে লোকটা বলল, 'আপনার কি স্বার্থ?'

'তার নাম রিড কোয়েল। আমি তার খুনীকে ধরতে চাই। তোমরা যদি পিন্ডার'স এন্ড ছাড়তে রাজি না হও, ওরা আইনের আশ্রয় নিতে চাইবে, আর তখনই দরকার হবে দলিলটার। সেটা যার কাছ থেকে বেরোবে সে-ই খুনী।'

বেঞ্চ ছেড়ে দাঁড়াল লোকটা। 'আমার সাথে ভেতরে আসুন আপনি।'

তার পিছু পিছু অন্ধকার বাড়িটার ভেতর ঢুকল রানা। দেয়াল থেকে ঝুলে পড়েছে ওয়ালপেপার, ভাপসা একটা গন্ধ ঢুকল নাকে। কাঠের মেঝে পায়ের তলায় প্রতিবাদ জানাল। জানালাগুলো কাঠের তক্তা দিয়ে, পেরেক মেরে বন্ধ করা। বারান্দার রোদ থেকে অন্ধকারে ঢুকে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না রানা, লোকটাকে অনুসরণ করছে শব্দ শুনে।

'আমার নাম ট্যানার,' বলল লোকটা, বাড়ির পিছনে একটা ঘরে এসে ঢুকেছে তারা। ফার্নিচারগুলো মান্ধাতা আমলের, তবে ঘরটা পরিষ্কার। হাত তুলে রানাকে একটা রকিং চেয়ার দেখিয়ে দিল ট্যানার, কাবার্ড খুলে মাটির একটা বড় জগ আর দুটো মগ বের করল সে। 'চোলাই মদ চলবে?'

লোকটার মন জয় করতে হবে, ভাবল রানা। 'হ্যাঁ, চলবে,' বলল ও। 'তোমরা খুব কষ্টে আছ, তাই না?'

কাঁধ ঝাঁকাল ট্যানার। 'একসময় বেশ ভালই চলছিল সব। কিন্তু ফেয়ারভিউয়ের আলো নিভে আসার সাথে সাথে আমরাও অন্ধকারে পড়ে গেছি। জায়গাটা ছেড়ে চলে যাওয়াটাই বোধহয় আমাদের জন্যে ভাল হবে। সমস্যা হলো, যাব কোথায়? তাছাড়া, মেয়েরা আর বাচ্চারা পরিবর্তন পছন্দ করে না।'

চোলাই করা মদ অত্যন্ত কড়া লাগল রানার। ইচ্ছে শক্তির জোরে কাশিটা আটকে রাখল গলায়। ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করল ও। ওরা পিন্ডার'স এন্ডে থেকে

যাক, এটাই চায় ও। ভাল একজন উকিল ঠিক করবে ও, ওদের হয়ে কোর্টে লড়বে সে। ট্যানার কারণ জানতে চাওয়ার আগেই বলল, 'কেউ একজন পিন্ডার'স এন্ড দখল করতে চায়। পার্টি এখানে দুটো। দ্বিতীয় পার্টি পিন্ডার'স এন্ড দখল করার জন্যে খুন করতেও দ্বিধা করেনি। আমি জানতে চাই, কারণটা কি? তোমার কোন ধারণা আছে, ট্যানার?'

'ঘুরে ফিরে দেখুন, কি আছে এখানে? এমনকি আমাদের মত নিঃস্ব লোকও অন্য কোথাও চলে যেতে পারলে খুশি হই।'

'মাটি বা বিল্ডিং সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না আমি,' বলল রানা। 'এদিকে কোন খনি-টনি থাকতে পারে?'

হেসে উঠল ট্যানার। 'দূর!'

মদ শেষ করে মগটা নামিয়ে রাখল রানা। 'তবে জায়গাটা দখল করতে চাওয়ার পেছনে কারণ একটা না থেকেই পারে না। যা বললাম তোমরা রাজি তো?'

'কিন্তু নোটিস দেয়া হয়েছে, তার কি হবে?'

'কাগজটা আমাকে দাও,' বলল রানা। 'উকিলকে দেখাই ওটা। যাই ঘটুক না কেন, পিন্ডার'স এন্ড আঁকড়ে পড়ে থাকো তোমরা, ঝামেলা বাকি সব আমি সামলাব। কি বলছি বুঝতে পারছ? তোমাদের যুদ্ধটা আমি লড়তে চাইছি।'

চিন্তিতভাবে মাথা ঝাঁকাল ট্যানার। 'ঠিক আছে, কাগজটা আমি নিয়ে আসি। যাব আর আসব,' বলে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে, দরজাটা খোলাই থাকল।

রকিং চেয়ারে বসে দোল খেতে লাগল রানা, তারপর একটা সিগারেট ধরাল। মাথার ভেতর চিন্তা-ভাবনা চলছে। হারম্যান উকিল হিসেবে নাম করেছে, ওর সাথে তার সম্পর্কও ভাল, পিন্ডার'স এন্ডের আইনগত দিকটা ভালই সামলাতে পারবে সে। গরীব, দুঃস্থ মানুষদের জন্যে নরম একটা মন আছে হারম্যানের, কেসটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নেবে সে।

হারম্যানকে কাজে নামিয়ে দিয়ে টলারসনের সাথে দেখা করবে রানা। ওর কোন সন্দেহ নেই, সে-ই ব্যাপারটার সূচনা করেছে। তারপর আছে কিং, কিং অভ স্পেড, রহস্যময় একটা চরিত্র। সিগারেটের আগুনের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর হলো রানা।

ট্যানার লোকটাকে দেখে মনে হলো কাজে আসবে। একজন অন্ধও বুঝতে পারবে লোকটা সংগ্রামী, লড়তে ইচ্ছুক। ট্যানার যদি তার লোকজনকে পিন্ডার'স এন্ডে থেকে যেতে রাজি করাতে পারে, তাহলে কিছু একটা করা ওর দ্বারা সম্ভব বলে উপলব্ধি করল রানা। অন্তত টলারসন বা কিং বা বুট যা করতে চাইছে, পিন্ডার'স এন্ড থেকে লোকগুলো না সরলে তা তাদের পক্ষে করা সম্ভব হবে না।

পিন্ডার'স এন্ড কেন তাদের দরকার? এটা জানা গেলে সবই জানতে পারবে রানা। এই ভাঙাচোরা ছোট্ট লোকবসতিতে কি এমন আছে যে সবাই এমন পাগল হয়ে উঠল এটা দখল করার জন্যে? যাই থাক, জিনিসটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু না হয়েই যায় না। খনি যদি না হয়, আর কি হতে পারে?

অন্ধকার কামরায় বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ করে অস্বস্তিবোধ করল রানা।

কেন তা বলতে পারবে না। সারাটা দিন বেনটোভিলে ওর সময় কাটে উজ্জ্বল আলো আর তুমুল হৈ-চৈ-এর মধ্যে, সেটা একটা কারণ হতে পারে। এখানে শুধু পুরানো নড়বড়ে কাঠের গায়ে বাতাস লাগার আওয়াজ পাওয়া যায়।

বসে বসে শব্দগুলো শুনছে রানা। তারপর, অকস্মাৎ, অনুভব করল ওর ঘাড়ের চুল খাড়া হয়ে যাচ্ছে। ওর ঠিক ওপরে, দোতলায়, কাশল কেউ। চাপা একটা শব্দ, যেন মুখে হাত রেখে কাউকে শুনতে না দেয়ার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে।

চেয়ারের কিনারায় সরে এল রানা, কান দুটো সজাগ, চোখ সতর্ক। বাতাস আর দেয়াল থেকে কাঠের ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না। ভাবল, সে কি আবোলতাবোল কল্পনা করছে? এই সময় সজাগ কানে নরম পা ফেলার আওয়াজ ঢুকল। ওর মাথার ওপর প্রায় নিঃশব্দে হাঁটছে কেউ।

দাঁড়াল রানা, পা টিপে কামরাটা পেরোল। দরজার সামনে থেমে কান পেতে থাকল। পরিষ্কার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে দোতলায় হাঁটাহাঁটি করছে একজন লোক। কানের পিছনে ঘামের নেমে আসা অনুভব করল ও। করিডরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভাঙা জানালা কাঠের তক্তা দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে, একবিন্দু আলো ঢোকার পথ নেই। বাড়ির ভেতরটা অসহ্য গরম আর নিস্তব্ধ। বাড়ির বাইরে থেকে ভেসে এল বাচ্চাদের অস্পষ্ট হৈ-চৈ, আরও অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল পায়ের আওয়াজটা। হোলস্টারে হাত বুলিয়ে আগ্নেয়াস্ত্রটার স্পর্শ নিল রানা।

দরজাটা খোলা, তবে পুরোপুরি নয়। বেরোতে হলে কবাটের সাথে ধাক্কা লাগবে। কবাটে হাত রেখে আস্তে করে চাপ দিল রানা। তীব্র প্রতিবাদের সুরে দাঁত কিড়মিড় করল পুরানো কব্জাগুলো। শব্দটা যেন গোটা বাড়ির চারদিক থেকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকল। থমকে গিয়ে স্থির হলো রানা, মাথাটা একদিকে কাত করে শোনার চেষ্টা করল।

হঠাৎ করে আবার নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে বাড়ির ভেতর। দাঁড়িয়ে আছে রানা, শুনছে, কিন্তু আর কোন শব্দ নেই বা কিছু নড়ছেও না। ওপরে যে বা যা-ই থাকুক, সে-ও কান পেতে শুনছে। ওপরতলায় হয়তো ট্যানারের স্ত্রী হাঁটাহাঁটি করছিল, ভাবল রানা। দোতলাটা ট্যানার ভাড়াও দিয়ে থাকতে পারে। এ-ধরনের কিছু হলে, হাসির খোরাক হতে হবে ওকে। তবু, ঝুঁকি নিতে রাজি নয় ও। ব্যাপারটা কি জানতে হবে ওকে। কি থেকে জানে না, ওর বিশ্বাস ট্যানারের সাথে ব্যাপারটার কোন সম্পর্ক নেই। পায়ের আওয়াজটা এমনকি আর্থার কিং-এরও হতে পারে। কঠিন একটুকরো হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। লোকটা যদি কিং হয়, বিস্ময়ের বিষম একটা ধাক্কা রয়েছে তার কপালে।

দ্রুত দু'বার পা ফেলে করিডরে বেরিয়ে এল রানা। ওর ভারে শুকনো, পোকায় কাটা তক্তা কর্কশ শব্দ করে নড়ে উঠল। চারদিকে খবর না ছড়িয়ে এগোনো সম্ভব নয়, মনে মনে বাড়িটাকে অভিশাপ দিল ও। অন্ধকার করিডরে দাঁড়িয়ে স্মরণ করার চেষ্টা করল, সিঁড়িটা কোনদিকে। ভেতরে ঢোকার সময় সামনের দরজাটা খোলা ছিল, তার আলোয় সিঁড়িটা অস্পষ্টভাবে দেখেছে ও।

ওপরের লোকটাকে আগাম কোন নোটিস না দিয়ে ধাপ বেয়ে ওঠা যাবে কিনা ভাবল রানা। উঁহুঁ, সম্ভব বলে মনে হয় না। লোকটার যে প্রকৃতি আন্দাজ করতে পারছে ও, সিঁড়িতে ওর উপস্থিতি টের পাওয়া মাত্র গুলি ছুঁড়তে শুরু করবে।

সিঁড়ির ওপর কোণঠাসা বা সহজ টার্গেট হবার কোন ইচ্ছে রানার নেই, তবু ওপরে ওকে উঠতে হবে, শত ঝুঁকি থাকলেও। হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করে আরও এক পা সামনে বাড়ল, সতর্কতার সাথে। তক্তাগুলো ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠতে গিয়েও উঠল না। পকেটে হাত ভরে দিয়াশলাইটা বের করতে যাচ্ছে রানা, কি ভেবে খালি হাত বের করে আনল। আগুন ভাল করে জ্বলে ওঠার আগেই বুলেটের ধাক্কা খেতে হবে।

ধাপগুলো সোজা উঠে গেছে কিনা জানে না রানা। ওগুলো খুব খাড়া কিনা তা-ও জানা নেই। ওপরের লোকটা সম্ভবত বাড়িটার সমস্ত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানে, কাজেই রানার চেয়ে সুবিধেজনক অবস্থায় রয়েছে সে।

রানার পা যেন একটা সাপ, কাঠের মেঝে থেকে মাথা তুলে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোবার চেষ্টা করছে। সিঁড়ির প্রথম ধাপটা আঙুলে ঠেকল। একটু একটু করে ধাপটার ওপর ভর দিল রানা। কোন শব্দ হলো না, ধাপটাকে নিরেট বলেই মনে হলো। অপর পা-টাও তুলল ও। আলতোভাবে প্রথম পা তুলে দ্বিতীয় ধাপে ফেলল। অন্ধকার হাতড়াচ্ছে রানা, গরমে ঘামছে দরদর করে। দেয়ালে ঠেকল একটা হাত, বাঁকা হয়ে ঝুলে থাকা ওয়ালপেপারে আঙুল লাগতেই কর্কশ খসখস শব্দ হলো, ঝট্ করে হাতটা সরিয়ে আনল রানা, যেন ইলেকট্রিক শক খেয়েছে।

অপর হাত দিয়ে হাতড়ে রেইলিং পেল রানা। ভাল করে মুঠোর ভেতর নিতে যাবে, অনুভব করল গোটা রেইলিংটা দুলছে, চাপ দিলে পড়ে যাবে। এবারও হাতটা সরিয়ে নিতে হলো।

ঝুঁকে সিঁড়ির ধাপে হাত রাখল রানা। হাত আর হাঁটু ব্যবহার করে উঠতে হবে ওকে।

শেষ ধাপটার স্পর্শ পেল হাতে। স্থির হয়ে গেল শরীরটা, কোন শব্দ হয় কিনা শুনতে চেষ্টা করল। 'ক্রিস্টি-ই-ই!' করে চিৎকার দিল এক ছেলে, প্রলম্বিত স্বর, অসহিষ্ণু কণ্ঠ। ক্রিস্টিকে পাও, ভাবল রানা, তারপর চুপ থাকো! আরও দু'বার ডাকল ছেলেটা। অবশেষে রানার দলে ভিড়ল সে, ডাকাডাকি বন্ধ করল। আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল বাড়ির ভেতর।

তবু নড়ল না রানা। সিঁড়ির মাথায় ওত পেতে বসে থাকার ভঙ্গি নিয়েছে ও, বাম হাত কাঠের মেঝেতে ঠেকিয়ে স্থির রাখছে শরীরটাকে, ডান হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। অন্ধকারে তীক্ষ্ণ হলো রানার দৃষ্টি, আশা, ক্ষীণ একটু আলোর আভাস পেলেও হয়। কিন্তু ঘন আলকাতরার মত কালো ওর চারদিকটা। দোতলার সবগুলো জানালাই সম্ভবত নিশ্ছিদ্রভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

ভাপসা গন্ধটা নাক বেয়ে উঠে গিয়ে মাথায় আঘাত করছে। বাতাসের ফিসফিসানি শুনতে পাচ্ছে রানা। ওর বেশ কাছাকাছি কাঠের একটা তক্তা মৃদু প্রতিবাদ জানাল। অন্ধকারে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সংশয় দেখা দিল রানার

মনে, চোখ দুটো কি ওকে নিয়ে খেলছে? তা না হলে দেয়ালের একটা অংশকে অপর অংশের চেয়ে বেশি কালো মনে হচ্ছে কেন? কেন মনে হচ্ছে ওর কাছ থেকে পাঁচ ফুট দূরে কেউ একজন দাঁড়িয়ে রয়েছে?

ট্যানারের বন্ধু হওয়া বিচিত্র নয়, কাজেই গুলি করতে পারবে না রানা। কথা বলার উপায় নেই, কারণ লোকটা শত্রু হলে সাথে সাথে গুলি করবে। অগত্যা ওত পেতে বসে থাকতে হলো ওকে, ভিজতে হলো ঘামে, তাকিয়ে থাকতে হলো অন্ধকারে।

অতিরিক্ত কালো অংশটার দিকে স্থির হয়ে আছে রানার দৃষ্টি। কান দুটো খাড়া। প্রথমে কিছুই শুনতে পেল না। তারপর অত্যন্ত নরম একটা শব্দ ভেসে এল। কয়েক সেকেন্ড গভীর মনোযোগের সাথে শোনার পর শব্দটা ধরা পড়ল ওর কানে। ওর কাছ থেকে বেশি দূরে নয়, কেউ একজন নিঃশ্বাস ফেলছে।

বিপদের এত কাছে রয়েছে উপলব্ধি করে ঘাড়ের চুল আবার খাড়া হয়ে গেল। সিঁড়ির মাথা থেকে আরও নিচের দিকে নামিয়ে আনল রানা নিজেকে, প্রতিবার এক ইঞ্চি করে, নিঃশব্দে। তারপর পিস্তল ধরা হাতটা লম্বা করল গাঢ় কালো পোঁচ লক্ষ্য করে। কঠিন, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'নড়বে না। মাথায় গুলি করব।'

দ্রুত নড়ে উঠল কেউ, দুটো ভারী শব্দ হলো, যেন সামনে পা ফেলল সে, অকস্মাৎ দম আটকানোর শব্দ পেল রানা। শব্দটা এল ডান দিক থেকে, রানার সামনে থেকে নয়। ফলে হিসাবে গোলমাল হয়ে গেল ওর। বিদ্যুৎগতিতে ঘুরল বটে রানা, ট্রিগারে চেপে বসছে আঙুল, বাতাসে শব্দ তুলে ছুটে আসা বুটটা সরাসরি ওর মাথার পাশে আঘাত করল।

রানা অনুভব করল, আঙুলে কোন শক্তি নেই, মুঠো থেকে খসে যাচ্ছে অস্ত্রটা। পিছলে নিচে নামতে যাচ্ছে শরীরটা। আরেকটা লাথি লাগল মাথার মাঝখানে। চোখের সামনে বিস্ফোরিত হলো অজস্র আলো।

বারো

প্রকাণ্ড মুখে চকচকে হাসি নিয়ে ড্রেসিং রুম থেকে বেরিয়ে এল ম্যালকম বুট। আয়নার সামনে দাঁড়াল সে, নেক-টাই ঠিক করল, দেখল তার পিছনে বিছানায় শুয়ে রয়েছে অলিভা। সিগারেট ফুঁকছে সে, হাঁটুর কাছে ব্রেকফাস্ট ট্রে।

'ময়না,' আদর করে বলল সে, ঘুরে না দাঁড়িয়েই, 'এটা তোমার একটা বাজে অভ্যেস। একই সাথে নাস্তা আর সিগারেট খাওয়া ঠিক নয়। সব কিছুরই একটা স্থান আর কাল আছে।'

'ধ্যেত!' বিরক্তি প্রকাশ করল অলিভা।

ব্রাশ দিয়ে চুল ঠিক করল বুট, তারপর ঘুরল। 'বুদ্ধি করে ফিরে আসায় তোমার ওপর আমি খুশি, ময়না আমার,' কথাটা এমন হঠাৎ আর দ্রুত বলল যে

বেসুরো শোনাল অলিভার কানে। 'ভারি খুশি।'

রুটিতে মাখন লাগাল অলিভা, মুখ তুলে তাকাল না। 'নির্ঘাত আমি একটা হাবা,' বলল সে। 'আপনার চেয়ে অনেক ভাল ব্যবহার পেতাম আমি তার কাছে।'

'ভাবছি তুমি ফিরে এলে কি মনে করে।' অলিভার সামনে এসে সামান্য ঝুঁকল বুট, হাসিটা থাকল শুধু মুখে, চোখ দুটো যেন কঠিন পাথরের তৈরি প্রশ্নচিহ্ন।

কাঁধ ঝাঁকাল অলিভার, হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করছে রুটির টুকরোটা, জানালা দিয়ে বাইরে চলে গেছে দৃষ্টি। 'আপনি আমার একটা অভ্যেস হয়ে গেছেন, যতটুকু বুঝতে পারছি।' মুখ ফিরিয়ে তাকাল সে। 'কোথায় যাচ্ছেন?'

'তাকে তুমি কিছু বলোনি, ঠিক তো?'

'কোন কথা হয়নি,' সংক্ষেপে জবাব দিল অলিভা। 'আপনি আমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলেন, আপনাকে ঠাণ্ডা হবার সুযোগ দেয়ার জন্যে চলে গিয়েছিলাম। কোথাও বা কারও কাছে থেকে যাবার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না।'

বিশ্বাস করতে না পারলেও, এই মুহূর্তে নষ্ট করার মত সময় বুটের হাতে নেই। অনেক কাজ পড়ে রয়েছে তার। 'দু'একদিন বাইরে তোমার না বেরোনোই ভাল, বুঝলে—অন্তত রানার সাথে আগে আমার দেখা হোক। সে গোলমাল করতে পারে। রিপার আশপাশেই থাকছে।'

কাপে কফি ঢালতে ঢালতে অলিভা বলল, 'কোথাও যাব না, যাবার জায়গা থাকলে তো!'

অলিভার দিকে তাকিয়ে হাসল বুট, কিন্তু চোখ দুটো অত্যন্ত সতর্ক। 'আমি চাই না রিপার বাড়িতে তোমার সাথে থাকুক। ছোকরার বয়স কম। তার মাথায় কুবুদ্ধি গজাক তা আমরা চাই না, কি বলো?'

'আবার সেই কথা! আপনাকে না আমি বলেছি, আমার সাথে রিপারকে জড়িয়ে কিছু বলবেন না? কি ভাবেন আপনি আমাকে? নাক টিপলে এখনও দুধ বেরোবে, অতটুকু ছেলে আমার কোন কাজে আসবে না।'

'কি জানি,' বলে নিচের ঠোঁট দু'আঙুলে ধরে চিন্তামগ্ন হবার ভান করল বুট। 'কে কখন কার কাজে লাগে বলা কি এতই সহজ?'

'আপনি কি ভাববেন না ভাববেন সেটা আপনার ব্যাপার। তবে আমি যেটা বুঝি, রিপার শুধু ছেলেমানুষ নয়, তার পকেটও খালি।'

'তোমার কথা শুনে মনটাকে আমার শান্ত রাখা উচিত। কিন্তু কি জানো, একবারও ভুলতে পারি না যে রিপার দু'দু'জন লোককে খুন করেছে। জানো না বোধহয়?'

চোখ বিস্ফারিত হলো অলিভার। এটা তার কাছে একটা নতুন খবর। 'খুন করেছে? দু'জনকে? বাহ্, চমৎকার! একজন খুনীকে আপনি রেখে যাচ্ছেন আমার পাহারায়।'

'বোকার মত কথা বোলো না। রিপার প্রোটেকশন হিসেবে অত্যন্ত ভাল।' জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল বুট। 'এবার আমাকে যেতে হয়। বাগানটা কি সুন্দর লাগছে, তাই না? চেষ্টা করব যাতে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারি। ঘণ্টাখানেক বাগানে

কাটাতে পারলে মনটা তাজা হয়ে যায়।' অলিভার দিকে এগোল সে। তাড়াতাড়ি একটা বই তুলে নিয়ে শুয়ে পড়ল অলিভা।

বলল, 'না। ও-সব ভুলে যান। আপনার মোটা ঠোঁটের চুমো অনেক খাওয়া হয়েছে আমার।'

হঠাৎ বুটের চোখ আধবোজা হয়ে গেল। 'আর কেউ যদি সুযোগ না পায়, তাহলে আমার আফসোস করার কি আছে!'

'আমার যৌন জীবন সম্পর্কে আপনার মাথা না ঘামালেও চলবে।'

'রাতে ফয়সালা হবে,' বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোল বুট, অনেক কষ্টে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখল সে।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে বুট, পিছন থেকে অলিভা ডাকল, 'শুনুন।'

তাড়াতাড়ি পিছন দিকে তাকাল বুট। 'বলো!'

'মাসুদ রানা বলল, সে নাকি দেখেছে, আপনি আমার গলায় ফাঁস পরাচ্ছিলেন...'

গলা ছেড়ে হেসে উঠল বুট। ঘন ঘন মাথা দোলাল, চাপড় মারল উরুতে। 'ওটা একটা ঈর্ষাকাতর কুকুর। তাই বলল বুঝি তোমাকে?' আবার হাসল সে। 'তার কৌশলটা বুঝতে পারছ না? আমাদের দু'জনের মাঝখানে একটা পাঁচিল তুলতে চায় হারামিটা।'

নির্লিপ্ত চেহারা অলিভার। 'তাহলে মিথ্যে কথা বলেছে সে?'

'রানা কৌতুকের রাজা। এইজন্যেই তো ওকে আমার ভাল লাগে। উড়ে এসে জুড়ে বসা স্বভাব, যেখানে সেখানে নাক গলায়, এরজন্যে তাকে খেসারত দিতে হবে, তবে কৌতুকের একটা ভাণ্ডার এ-কথা মানতেই হবে। বিশেষ করে তার বানানো গল্পগুলো তো রীতিমত এককেটা হাসির অ্যাটম বোমা।' বুটের কঠিন দৃষ্টি চঞ্চল হয়ে উঠল, অলিভার সারা মুখে কি যেন খুঁজছে।

'আপনি আমাকে মারধর করেন, আমার তা সহ্য হবে,' বলল অলিভা। 'গ্লাস ছুঁড়ে মারুন, তাও সহ্য করব। কিন্তু খুন-খারাবি আমি পছন্দ করি না...বিশেষ করে নিজের ব্যাপারে। যদি বুঝি সে-চেষ্টা করেছেন, আপনার আণ্ডা দুটো কেটে নেব আমি।'

অলিভার শীতল হিংস্র ভাব দেখে শিউরে উঠল বুট, ঝুলে পড়ল মুখটা। 'আশ্চর্য, এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? রানার কথা তোমার বিশ্বাস করা উচিত নয়। তাছাড়া,' ক্ষীণ একটু হাসল সে, 'তোমাকে আমি অবশ্যই রশি দিয়ে খুন করব না।' অলিভার দিকে ফিরে আসছে সে, সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল হাসিটা। 'যদি কখনও করি, বিষ খাওয়াব তোমাকে। বিশেষ করে লক্ষ রাখব মরতে যাতে তুমি প্র-চু-র সময় নাও।'

বিছানার ওপর উঠে বসল অলিভা। 'গেট আউট! আপনার হাসি আর কথায় আমার ঘেন্না ধরে গেছে। বেরিয়ে যান!'

'আমিও কৌতুক খুব পছন্দ করি,' বলল বুট। 'কাজেই বীভৎস মৃত্যু সম্পর্কে রানা বা আমি কি বলি না বলি গুরুত্ব দিয়ো না।' বিশাল হাতটা নেড়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

বালিশে নেতিয়ে পড়ল অলিভা, অসুস্থ বোধ করছে। বিষ…হ্যাঁ, বুটের মত লোক বিষই পছন্দ করবে। যখন খুশি তার খাবারের সাথে মিশিয়ে দিতে পারে সে। গলায় একটা হাত বুলাল অলিভা। সত্যিই কি বুট তার গলায় ফাঁস পরিয়েছিল? মনে হয় না। যদি মারে, অজ্ঞান করে মারার লোক বুট নয়। শেষ আনন্দটা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবে না সে।

গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ ভেসে এল। বিছানা ছেড়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল অলিভা। বড় কালো গাড়িটাকে চলে যেতে দেখল সে।

দিনটা আজও খুব গরম যাবে। বাইরে গাছের পাতা নড়ছে দেখে মন খারাপ হয়ে গেল তার, ঘর ছেড়ে বেরোতে পারবে না সে। ক্লান্ত পায়ে বিছানায় ফিরে এল, বিষ খাওয়ানোর হুমকিটা ভুলতে পারছে না। বিছানায় বেশিক্ষণ বসতে পারল না, পায়ে স্যান্ডেল গলিয়ে আবার জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। মনটা ছটফট করছে, ভাবছে কিছু একটা ঘটুক। একটা সিগারেট ধরিয়ে দেয়ালে হেলান দিল সে, সার সার গাড়িগুলোর ছুটে যাওয়া দেখছে। জানে, বেনটোভিলে যাচ্ছে ওগুলো।

দরজা খুলে নিঃশব্দে ভেতরে ঢুকল রিপার। অলিভার মতই, রিপারেরও অন্য কোন নাম নেই। খুঁজে খুঁজে এতিম, বন্ধনহীন কাজের লোক যোগাড় করে বুট, যারা হারিয়ে গেলে মাথা ঘামাবার কেউ থাকবে না।

বয়স কম রিপারের, তবে অভিজ্ঞতা কম নয়। যতদূর মনে করতে পারে সে, আঠারো পেরিয়ে সম্ভবত উনিশে পা দিয়েছে। জন্মদিন, জন্মস্থান, মা-বাবা, বাড়ি-ঘর, এ-সব কি বা কোথায় জানা নেই তার, জানার কোন আগ্রহও নেই। মনে পড়ে, একটা সরকারী আশ্রয়কেন্দ্রে তাকে মানুষ করার মহড়া চলছিল। পনেরো কি ষোলো বছর বয়স তখন রিপারের, এরইমধ্যে নিজেকে নিজের ভেতর গুটিয়ে নিয়েছে সে। যখন বুঝল নিজের দায়িত্ব নিতে পারবে, পালিয়ে এল।

বুটের কাছে প্রায় দু'বছর হলো আছে রিপার। নানাভাবে বুটের ঋণ শোধ করেছে সে, তবু তার সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত হতে পারে না বুট, বুঝতে পারে না ছেলেটাকে বিশ্বাস করা উচিত কিনা। বাড়িতে পাহারাদার একজন থাকা দরকার, আর রিপারকে দায়িত্বটা দিয়ে নিশ্চিন্তবোধ করে সে। তবে অলিভা বাড়িতে আসার পর রিপারকে নিয়ে তার অস্বস্তি বেড়ে গেছে।

রিপার রোগা আর ছোটখাট। নোংরা ট্রাউজার পরে থাকে সে, জ্যাকেটের চেইন সব সময় খোলা রাখে। কালো আর সাদা একটা স্কার্ফ জড়ায় গলায়, মাথার কালো চুলে ঢাকা থাকে কপালটা। নিজের হাতে চুল কাটে সে, কাটে ছোট বড় করে, যাতে উষ্কখুষ্ক দেখায়। হাড্ডিসার মুখটা সব সময় ম্লান। চেহারার মধ্যে দেখার মত শুধু চোখ দুটো—বড় আকৃতির, নীল।

ঘরে ঢুকে ঠাণ্ডা, নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে অলিভাকে দেখল সে, তারপর পিছনে হাত নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

কাঁধের ওপর দিয়ে তার দিকে একবার তাকাল অলিভা, তারপর জানালার দিকে মুখ করল আবার। এগিয়ে এসে ড্রেসিংটেবিলের সামনে দাঁড়াল রিপার, অলিভার কসমেটিকসগুলো নাড়াচাড়া করল। ছিপি খুলে ঘ্রাণ নিল ক্রীমের।

'কুমড়োটা আজ আবার তোমাকে আর আমাকে জড়িয়ে আজেবাজে কথা বলছিল।'

সেন্টের শিশিটা হাতে নিয়ে রিপার বলল, 'জানি।' ছিপি খুলে হাতের তালুতে কয়েক ফোঁটা সেন্ট ঢালল সে, তালুটা ঘাড়ের ওপর ঘষল।

ঘুরে দাঁড়াল অলিভা, বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। 'লোকটাকে আমার ভয়ই লাগছে,' বলল সে।

হেসে উঠল রিপার। ছোট্ট, বেসুরো হাসি, রসকষহীন। 'ভয়? ওকে?' জিজ্ঞেস করল, হেসে উঠল আবার।

'মাসুদ রানা আমাকে বলল, মোটকু নাকি আমার গলায় ফাঁস পরাচ্ছিল। শালা আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করবে, তোমার বিশ্বাস হয়?'

অলিভার ছোট্ট কাঁচিটা তুলে নিয়ে চুলের প্রান্ত কাটতে শুরু করল রিপার। 'তোমার কি মনে হয়?'

'বুট বলছে রানা একটা মিথ্যুক।'

'ভাবছি তোমার লাশটা নিয়ে কি করত সে।' হঠাৎ বলে উঠল রিপার।

'রিপার!' শিউরে উঠল অলিভা।

চট করে অলিভাকে একবার দেখে নিল রিপার। তার চোখে চকচকে ভাবের সাথে কৌতুক লক্ষ করে ঢিল পড়ল অলিভার পেশীতে। 'আর কি বলল তোমার মনিব?'

'বুট তোমারও মনিব, রিপার, ভুলে যেয়ো না!'

'আমি কারও কেনা গোলাম নই,' হিস হিস করে উঠল রিপার, যেন ফণা তোলা সাপ। 'আর কি বলল?'

বিছানায় কাত হলো অলিভা, পা দুটো মেঝেতে রেখে ঘন ঘন দোলাতে শুরু করল। লাল সিল্ক রিপারের দৃষ্টি কেড়ে নিল। 'বলল, আমাকে বিষ খাওয়াবে।'

আবার হাসল রিপার। 'স্রেফ ভয় দেখিয়েছে। বিষ সম্পর্কে কি জানে ও!'

'বলল, তুমি নাকি দু'জন লোককে খুন করেছ। তা-ও কি আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে বলা?'

'তুমি কি ভয় পেয়েছ?' পাল্টা প্রশ্ন করল রিপার।

'না।' রিপারকে এমন নির্লিপ্ত থাকতে দেখে রাগ হচ্ছে অলিভার। 'তবে, কথাটা তুমি আমাকে কখনও বলোনি। কে তারা? কেন?'

'কিছু এসে যায়?' প্রসঙ্গটা একঘেয়ে লাগছে রিপারের। 'বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। এ-সব বাদ দিলে হয় না? আমরা শুধু শুধু সময় নষ্ট করছি কেন?'

অলিভা বুঝল, রিপার মুখ খুলবে না। 'সারাটা দিনই তো পড়ে আছে,' বলল সে। 'বুট শালা রাতের আগে ফিরছে না।'

'বলে গেছে? তাহলে হয়তো এখুনি ফিরে আসবে।'

'তুমিও তাকে ভয় করো, এ-কথা যেন শুনিয়ো না।'

হেসে উঠল রিপার।

তার চেহারা আর হাসি অলিভার মনে খানিকটা নিরাপত্তাবোধ এনে দিল। আর যাই হোক, রিপারের মধ্যে বিন্দুমাত্র দুর্বলতার লক্ষণ নেই।

‘কি ঘটেছে বলো আমাকে,’ আয়নার ভেতর দিয়ে কঠিন, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রিপার অলিভার দিকে। ‘শোনার জন্যেই এলাম।’

‘আর কোন কারণ নেই?’ তির্যক দৃষ্টি হানল অলিভা, মিটিমিটি হাসছে।

‘পরে, সম্ভবত। আগে আমার সব কথা শোনা চাই। রানার সাথে তুমি গেলে কেন?’

‘বুট আমাকে প্রচণ্ড ভয় পাইয়ে দেয়। কি করব বুঝতে পারছিলাম না। তোমাকে এর ভেতর টেনে আনা সম্ভব ছিল না। সে তুমিও জানো। রানা সাথে যাবার সুযোগ দিতে খপ করে ধরে ফেললাম সেটা।’

অলিভার মুখে কি যেন খুঁজল রিপার। ‘কেন তুমি মিথ্যে কথা বলছ জানি না,’ বলল সে, সেন্টের শিশিটা আবার খুলল। ‘রানার দিকে তুমি কিভাবে তাকিয়ে ছিলে আমি লক্ষ করেছি। টলারসনের ব্যাপারে তাকে তুমি ফোনও করেছিলে। তাহলে মিথ্যে কথা বলছ কেন?’

‘দূর হও তুমি, রিপার!’ একটা গড়ান দিয়ে চিৎ হলো অলিভা।

‘তার সাথে তুমি থেকে গেলে না কেন? থাকতে তো পারতে।’

‘নিজে যা, সবাইকে তাই ভাবো, তাই না? থাকিনি, কারণটা তুমি নও। থেকেই যেতাম। রানা সত্যিকার একজন পুরুষ, তার ভেতর ভদ্রতা আছে। তুমিও তা জানো।’

‘জানি,’ বলে হাতের উল্টোপিঠে লিপস্টিক ঘষল রিপার। ‘আমি ভাবলাম, তোমাকে আর দেখতে পাব না। ফিরে এলে কেন বলো তো?’ তার গলায় কোন ক্ষোভ বা রাগ নেই।

‘তুমি অদ্ভুত এক ছেলে।’ ভাঁজ করা হাঁটু দুটো এক করল অলিভা, দু'হাতে টেনে নামিয়ে আনল চিবুকের কাছে। ‘আমি না ফিরলে তোমার খারাপ লাগত না?’

‘কয়েক দিন বোধহয় লাগত।’ ব্যাপারটা যেন গ্রাহ্য করে না রিপার। ‘তারপর অভ্যেস হয়ে যেত। তুমি থেকে গেলে না কেন?’

‘ভয়ে। এমন একটা ঘটনা ঘটল।’

অলিভার দিকে তাকাল রিপার। ‘তোমার ব্যাপারটা কি বলো তো?’

‘রানা আমাকে ওর অ্যাপার্টমেন্টে নিল না। আমাকে নিয়ে উঠল এক বন্ধুর ওখানে। আমাকে বেডরুমটা ছেড়ে দিয়ে সিটিংরুমে শুলো দু'জন।’ বুকে ভাঁজ করা হাঁটু নিয়ে দোল খেতে শুরু করল অলিভা বিছানায়, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সিলিঙের দিকে। ‘কামরাটার ভেতর যতক্ষণ ছিলাম, আমার শুধু মনে হতে লাগল আমি একা নই। তোমার কখনও এ-ধরনের অনুভূতি হয়েছে?’

‘আমার?’ মাথা নাড়ল রিপার। ‘পাগল নাকি!’

‘এক সময় সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়ে গেলাম আমি। ঘরের ভেতর বড় একটা কাবার্ড ছিল, ওটার ভেতর কেউ লুকিয়ে আছে বলে মনে হলো আমার। সাহস থাকলে খুলে দেখতাম, কিন্তু…কিন্তু আমি তো একটা মেয়ে, তাই না? জানালা খুলে রাস্তায় নেমে আসি আমি। তারপর সোজা এখানে।’

আয়নার কাছ থেকে সরে এল রিপার। বিছানায় অলিভার পাশে বসল। ‘আজকের কাগজে খবরটা আছে,’ বলল সে, শান্ত গলায়। ‘ড্যানি ডানকানের

কামরায় রিড কোয়েলকে গলা কাটা অবস্থায় পাওয়া গেছে।'

হাঁটু থেকে হাত সরিয়ে উঠে বসল অলিভা। রিপারের একটা বাহু দু'হাতে আঁকড়ে ধরল সে। 'কোথায়, কাগজটা কোথায়? তারমানে আমি জড়িয়ে গেছি? ঠিক করে বলো?'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রিপার। 'উত্তেজিত হয়ো না,' বলল সে। 'এমন হতে পারে কাবার্ডের ভেতরই ছিল কোয়েল, ফুটোয় চোখ রেখে তোমাকে দেখছিল আর নিজের গলা কাটছিল। ওরা বলছে, সে আত্মহত্যা করেছে।'

রিপারের হাতটা নিজের হাতে তুলে নিল অলিভা। 'আমার ভয় করছে, রিপার,' বলল সে। 'চলো আমরা কোথাও পালিয়ে যাই। এসব একদম ভাল ঠেকছে না আমার। বুট আমার মনে আতঙ্ক ঢুকিয়ে দিয়েছে।'

ঠেলে অলিভাকে বিছানায় শুইয়ে দিল রিপার। মাথা নিচু করে দেখল তাকে। কপালের পাশে একটা রগ বার কয়েক লাফাল। 'ওটাকে আমার ওপর ছেড়ে দাও,' নরম সুরে বলল সে। আঙুল দিয়ে আলতোভাবে অলিভার গলা ছুঁলো। শিউরে উঠল অলিভা, বিস্ফারিত চোখে রিপারের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'আমার গলায়…কি করছ তুমি?' আতঙ্কে বিকৃত শোনাল অলিভার গলা।

'ভাবছি। ওই শালা তোমার গলায় ফাঁস পরিয়েছিল, না?' রিপারের সরু, শক্ত আঙুলগুলো অলিভার গলাটাকে আদর করছে। 'এরজন্যে তাকে মূল্য দিতে হবে।'

রিপারের চোখের দৃষ্টি শিরশিরে একটা ভাব এনে দিল অলিভার শরীরে। নিজেকে সে তার গায়ের ওপর সরিয়ে আনল, মুখ লুকাল নরম জ্যাকেটে।

সারা মুখে হাসি নিয়ে উল্টোদিকের দেয়ালে তাকিয়ে আছে রিপার, আঙুলগুলো কিলবিল করছে অলিভার শরীরে।

তেরো

রানা শুনতে পেল, গলাটা অচেনা, 'বেনটোভিলের নামকরা জুয়াড়ী, ওকে আমি চিনি। মাথায় এক বালতি পানি ঢাললে হুঁশ ফিরে আসবে।'

চোখ মেলে দেখল, ওর মুখের ওপর ঝুঁকে রয়েছে উদ্বিগ্ন ট্যানার, অপর লোকটা তার পিছন থেকে উঁকি দিচ্ছে। দরজাটা খোলা, চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল রোদ ঢুকেছে করিডরে। সিঁড়ির নিচে, কাঠের মেঝেতে পড়ে রয়েছে ও। 'পানি লাগবে না,' বলে মাথায় হাত তুলল রানা। মাঝখানটা আর একটা পাশ ফুলে আছে, চটচটে রক্ত ঠেকল আঙুলে, ব্যথায় ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল গোটা মাথা। ধীরে ধীরে উঠে বসল ও। চারদিকে চোখ বুলিয়ে অস্ত্রটা দেখল না কোথাও। তাড়াতাড়ি ওর হাতে মদের বড়সড় পাত্রটা ধরিয়ে দিল ট্যানার।

দ্বিতীয় লোকটা সারাক্ষণ কি যেন চিবাচ্ছে। অসম্ভব লম্বা সে, গড়নটা একহারা।

'ও রিক, পাশের বাড়িতে থাকে। কি হয়েছিল বলুন তো?' জিজ্ঞেস করল

ট্যানার। 'ফিরে এসে দেখি আপনি সিঁড়ির গোড়ায় পড়ে আছেন। মরে গেছেন ভেবে হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাচ্ছিল। ঘটনাটা কি?'

কি ঘটেছে সংক্ষেপে বর্ণনা করল রানা, কড়া স্পিরিট পেটে পড়ায় মাথাটা এখন আর তেমন ব্যথা করছে না। 'কে হতে পারে লোকটা, কোন আত্মীয় বা বন্ধু?'

ট্যানার বিস্মিত। 'এখানে আমি একা বাস করি, মিস্টার।'

'চলো তাহলে, ওপরটা একবার দেখে আসা যাক,' বলে দাঁড়াতে চেষ্টা করল রানা, ট্যানার সাহায্য করতে চাইলে মাথা নেড়ে সরিয়ে দিল তাকে। দাঁড়াবার পর এক সেকেন্ড টলমল করল ও, তারপর স্থির হলো। হাঁটতে কোন অসুবিধে হলো না। সিঁড়িতে উঠল ওরা, রানার পিছনে বাকি দু'জন।

সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে ঝুঁকল রানা, কুড়িয়ে নিয়ে হোলস্টারে ভরল অস্ত্রটা। জিজ্ঞেস করল, 'এখান থেকে কোন্ দিকে যাব?'

রানাকে ছাড়িয়ে দোতলার করিডরে উঠল ট্যানার, একটা দরজা খুলল। 'এখানে কিছু নেই,' বলল সে। 'আমি শুধু একতলাটা ব্যবহার করি।'

উঁকি দিয়ে ছোট্ট কামরাটার ভেতর তাকাল রানা। দেখার কিছু নেই, খালি। জানালাগুলো কাঠ দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে, তবে একতলার আলোকিত করিডর থেকে উঠে আসা আভায় দেখতে পেল ভেতরে কোন আসবাব-পত্র নেই।

মাথা নেড়ে পিছিয়ে এল রানা। করিডর ধরে আরও খানিক এগিয়ে আরেকটা দরজা খুলল ট্যানার। 'এটাই শেষ কামরা।'

ভেতরে অন্ধকার দেখে রানা বলল, 'আলোর ব্যবস্থা করা যায় না?'

একটা জানালার সামনে দাঁড়াল ট্যানার, টানাটানি করে একটা তক্তা খসাল। জানালাটা খোলা হতেই রোদ ঢুকল ঘরে। ভাঙাচোরা ফার্নিচার ছাড়াও পরিত্যক্ত জিনিস-পত্রে ঠাসা কামরাটা। ঘুরে ফিরে দেখল রানা। কাঠের মেঝেতে ধুলো জমেছে, ধুলোর ওপর পায়ের চিহ্ন। এখানে যে কেউ ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'কে হতে পারে, আন্দাজ করতে পারো?' ট্যানারকে জিজ্ঞেস করল রানা। হঠাৎ অদৃশ্য শত্রুর ওপর প্রচণ্ড রাগ হলো ওর। উপলব্ধি করল, পিন্ডার'স্ এন্ডের রহস্য ওকে ভেদ করতে হবে।

মাথা নাড়ল ট্যানার। 'এখানে কোন্ দুঃখে আসবে মানুষ?'

মেঝে, সিলিং আর দেয়ালগুলো পরীক্ষা করল রানা। কিছুই পেল না। 'কতদিন ধরে আছ তুমি এখানে?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল ট্যানার। 'ছ'বছরের বেশি হবে তো কম নয়,' বলল সে। 'আমার স্ত্রী বেঁচে থাকতে গোটা বাড়িটাই আমরা ব্যবহার করতাম। সে মারা যাবার পর শুধু একতলাটা...'

আবার ঘরের চারদিকে ঘুরছে রানা। অবাক চোখে ওকে লক্ষ করছে ট্যানার আর রিক। 'এখানে কিছু নেই,' বলল ট্যানার, যেন রানা কি চিন্তা করছে বুঝতে পেরেছে। 'যা আছে কারও কোন কাজে আসবে না।'

'আছে, কিছু একটা না থেকেই পারে না,' বলল রানা। ফায়ারপ্লেসের ওপরের

তাক-এ হাত রেখে ধুলো সরাল খানিকটা। 'এটা কি?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল ও।

তাক-এর গায়ে, কাঠের ওপর দুটো অক্ষর খোদাই করা হয়েছে। ডি আর জে।

'ও, ওটা!' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ট্যানার। 'আমরা আসার পর থেকেই দেখছি। কারও নামের আদ্যাক্ষর হবে।'

আরও খানিকটা ধুলো সরাল রানা। খোদাইয়ের কাজটা বহুকাল আগে করা হয়েছে। অক্ষরগুলোর ওপর আঙুল বুলাল ও। 'ডি.জে.। নামটা কি হতে পারে?'

'বাড়িটা একশো বছরের পুরানো,' বলল ট্যানার। 'কত লোক বাস করেছে কে জানে।'

'একশো বছরের পুরানো বাড়ি?' রানা অন্যমনস্ক। তারপর পকেট থেকে ছোট্ট ছুরিটা বের করে বলল, 'আমি যদি আমার নামের প্রথম অক্ষর দুটো এখানে খোদাই করি, তুমি কিছু মনে করবে?'

ট্যানার আর রিক দৃষ্টি বিনিময় করল। 'মনে করার কি আছে?' বলল ট্যানার।

কয়েক মিনিট কাজ করল রানা, ডি.জে-র পাশে লিখল এম.আর.। তারপর বলল, 'না, এখানে কিছু নেই।' জুঁতোর ডগা দিয়ে ঘরের মেঝে পরীক্ষা করল ও। যথেষ্ট নিরেট বলেই মনে হলো। 'তলায় কি আছে দেখেছ কখনও?' হঠাৎ জানতে চাইল ও।

মাথা নাড়ল ট্যানার। 'কি থাকবে, কিছুই নেই।'

জানালার কাছাকাছি এক কোণে মেঝের একটা তক্তা উঁচু হয়ে রয়েছে, সেদিকে আঙুল তুলে রিক বলল, 'কেউ একজন কিছু খুঁজে গেছে।'

এগিয়ে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। তক্তাটা তোলা হয়েছে, সম্ভবত আজই। দুটো তক্তার মাঝখানের ফাঁকটায় ধুলো নেই। সরু, ধারাল কিছু একটা ঢোকানো হয়েছিল দুই তক্তার মাঝখানে, কাঠের কোণ ভাঙার দাগ রয়েছে। একটু চেষ্টা করতেই একটা তক্তা সরানো সম্ভব হলো, ভেতরে হাত গলিয়ে নিচের কামরার সিলিং ছুঁলো ও, প্লাস্টার করা। দিয়াশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বেলে গর্তের ভেতর হাতটা নামাল আবার। মাকড়সা, ধুলো আর কিছু আবর্জনা ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। তক্তাটা জায়গামত বসিয়ে দিয়ে সিধে হলো ও।

বাকি দু'জন আগ্রহের সাথে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। 'আপনি ঠিক কি খুঁজছেন, মি. মাসুদ রানা?' জিজ্ঞেস করল রিক।

মৃদু হাসল রানা। 'এখনও জানি না। অচেনা পুরানো বাড়িতে ঢুকলে কিছু একটা খুঁজে পেতে ইচ্ছে করে আমার।' হঠাৎ পকেট থেকে অস্ত্রটা বের করল ও। 'কিভাবে চালাতে হয় জানো?' ট্যানারকে প্রশ্ন করল।

পিস্তলটা রানার হাত থেকে নিল ট্যানার। 'অবশ্যই। এক সময় আমার নিজেরও একটা ছিল।'

'এটা এখন তোমার,' বলল রানা, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করছে ট্যানারকে। 'তোমার কাজটা কি বুঝিয়ে বলার দরকার আছে কি? বাড়িটায় কাউকে ঢুকতে দেবে না। কোন সন্দেহ নেই, অত্যন্ত দরকারী বা মূল্যবান কিছু একটা আছে এখানে। তোমার কাজ, কেউ যেন সেটা চুরি করতে না পারে।' পকেটে হাত ভরে

একতাড়া নোট বের করল ও।

চকচক করে উঠল রিকের চোখ জোড়া।

'আমি চাই তোমরা আমার সাথে একটা চুক্তিতে আসো। এখানে একশো ডলার আছে। এই টাকার বিনিময়ে তোমরা বাড়িটা পাহারা দেবে।'

থমথম করছে ট্যানারের চেহারা। 'দেখুন, মিস্টার,' কর্কশ সুরে বলল সে, 'এটা আমার বাড়ি। নিজের বাড়ি পাহারা দেয়ার জন্যে কারও কাছ থেকে আমি টাকা নিতে পারি না।'

মনে মনে একটা ধাক্কা খেলো রানা। গরীব হলেও মানুষ নির্লোভ হতে পারে, লোকটা যেন ওর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। 'এক্সকিউজ মি,' ক্ষমা চাইল রানা। 'কথাটা আমি কিছু ভেবে বলিনি।'

'ট্যানার!' আকাশ থেকে পড়ল রিক। 'ভদ্রলোক দিচ্ছেন যখন, তোমার ফিরিয়ে দেয়া ঠিক নয়। ওনাকে অপমান করছ তুমি!'

চোখ রাঙাল ট্যানার। 'তুমি চুপ করো!'

রানা বলল, 'আমাকে তাহলে নোটিসের কাগজটা দাও, উকিলের সাথে কথা বলি। কাল এসে আলাপ করব আবার।'

একতাড়া কাগজ বের করল ট্যানার। সেগুলো নিয়ে পকেটে ভরল রানা। 'চিন্তার কিছু নেই। তোমরা শুধু গ্যাঁট হয়ে বসে থাকো এখানে, বাকি যা করার সব আমি করব।'

রানার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল ট্যানার। 'আপনি এসে ভালই করেছেন, স্যার। এই বিপদ থেকে দয়া করে আমাদের উদ্ধার করুন।'

'সব ঠিক হয়ে যাবে,' আশ্বাস দিল রানা। সূর্য দিগন্তরেখায় ঢলে পড়েছে, সন্ধে হতে আর বেশি দেরি নেই। রিক বলল, 'চলুন, মি. রানা, গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিই আপনাকে।'

'রিক!' চাপা গলায় গর্জে উঠল ট্যানার। 'যদি টাকা চাও, আমি তোমার হাত ভেঙে দেব।'

এক পা পিছিয়ে গেল রিক। 'কিন্তু ভদ্রলোক জুয়া খেলে প্রচুর রোজগার করেন। কে চাইছে, উনি নিজেই তো দিচ্ছেন! ভেবে দেখেছ, একশো ডলার পেলে কতটুকু উপকার হবে আমাদের? আজ ছ'হপ্তা বুড়িটা মাংসের মুখ দেখেনি...'

'সুখে থাকার ইচ্ছে হলে যাও, বেনটোভিলে যাও, এখানে পড়ে আছ কেন?' খেঁকিয়ে উঠল ট্যানার।

'তোমার যত পাগলামি!' বলে পিছন ফিরল রিক, জানে ট্যানারের সাথে পারবে না সে।

অবাক হয়ে ওদের কথা শুনছিল রানা। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'হেডম্যান, তাই না?' হঠাৎ হাসল ও। 'আচ্ছা, দান না হয় নেবে না, বুঝলাম। কিন্তু সার্ভিসের পয়সা নেবে না কেন? আমাকে যে মদ খাওয়ালে, শুশ্রূষা করলে, তোমাদের কিছু পাওনা হয়নি? আমি যদি মদের পাত্রটা সাথে করে নিয়ে যাই? সব মিলিয়ে একশো ডলার পাওনা হয় না তোমাদের?'

সাদা, শক্ত দাঁত বের করে হাসল ট্যানার। 'তা বোধহয় হয়। কিন্তু সত্যি আপনার মাটির পাত্রটা পছন্দ হয়েছে?'

'মদটাও খুব কড়া, মাঝে-মধ্যে খেতে হতে পারে।'

পিস্তলটা পকেটে ভরে হাত পাতল ট্যানার। 'দিন তাহলে।'

টাকাগুলো দিয়ে নিজের পথ ধরল রানা। মাঠের ওপর দিয়ে গাড়ির কাছে ফিরছে ও।

চোদ্দ

মাথায় হ্যাট তুলছে সুকি, এই সময় তার কামরায় সম্পাদক সাহেবের আগমন ঘটল। 'বাড়ি ফিরছ নাকি?' জিজ্ঞেস করলেন জুলিয়াস সিলার, দেয়ালে ঠেস দিয়ে পকেট হাতড়াচ্ছেন দিয়াশলাইয়ের খোঁজে।

'যাচ্ছিলাম, তারপর মন বদলে একজনের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করলাম, তার সাথে ডিনার খেতে যাচ্ছি।'

পাইপটা ধরালেন সিলার। লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে বড় করে শ্বাস টানলেন তিনি। 'একজনটা কি ড্যানি ডানকান, সুকি? তুমি কি তার ব্যাপারে সিরিয়াস?'

'মি. সিলার,' থেমে থেমে উচ্চারণ করল সুকি, 'আমি কার ব্যাপারে সিরিয়াস বা সিরিয়াস নই, সেটা আপনার কোন বিষয় নয়।' হাসছে সে। 'কাজেই আপনার নাক না গলালেও চলবে।'

'সুকি,' সিলার বললেন, গম্ভীর হয়ে গেছেন, 'তোমার ওপর আমার একটা দাবি আছে। অবশ্য তুমি সেটা অস্বীকার করতে পারো। কিন্তু আমি যে তোমার ভাল চাই এটা তুমি অস্বীকার করতে পারো না। আমি চাই তুমি সুখী হও। আমি আরও চাই, মারাত্মক কোন ভুল করে সারাজীবন যেন তোমাকে পস্তাতে না হয়। তোমার একজন অভিভাবক দরকার, আমি নিজেকে বুড়ো বলে মনে না করলেও, আমার পরামর্শ তোমার কাজে আসতে পারে।'

এগিয়ে এসে জুলিয়াস সিলারের বাহুতে মৃদু চাপড় দিল সুকি। 'বিশ্বাস করুন, আমি সুখী হব,' আশ্বাস দিল সে। 'আপনি শুধু শুধু ঘাবড়াবেন না।'

'আশা করি কি করছ তুমি জানো। ড্যানি ডানকান ছেলেটা দেখতে ভাল। তোমাকে যখন আকৃষ্ট করতে পেরেছে, তার স্বভাবচরিত্রও নিশ্চয়ই ভাল হবে। সে কি কাজ-টাজ কিছু করে?'

'মি. সিলার!' তার রাগ হওয়া উচিত কিনা ঠিক বুঝতে পারল না সুকি। 'আপনি সত্যি ইমপসিবল। ড্যানি সম্পর্কে আপনি আসলে কিছুই জানেন না। আপনার জ্ঞাতার্থে বলছি, বেশ ভাল আয় করে সে। শুধু তাই নয়, তার আশা, শিগ্গিরই নিজেও ব্যবসা শুরু করবে।'

'শুরু করবে? আশা? বেশ ভাল। তবে কথা হলো, সে কি খাটতে জানে? পরিশ্রমী?'

'যথেষ্ট হয়েছে!' মুখ ভার করল সুকি। 'আবার বয়ফ্রেন্ডদের সমালোচনা করা ছাড়া আর যদি কোন কাজ না থাকে আপনার, আমার মনে হয় বাড়ি ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নিলেই ভাল করবেন।'

'আমি শুধু নিশ্চিত হতে চাই, জীবনসঙ্গী হিসেবে ঠিক মানুষটিকে বেছে নিচ্ছ তুমি,' তাড়াতাড়ি বললেন সিলার। 'ভেবো না ছেলেটার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ আছে।' পাইপটার গোড়া দিয়ে থুতনি চুলকালেন তিনি। 'মাসুদ রানার কথা ধরো…তার গায়ে কখনও কোন মাছি বসতে পারে না, এমন চরকির মত ব্যস্ত থাকে সে…'

ডেস্কের কাছে ফিরে এসে কাগজ-পত্র দেরাজে ভরতে শুরু করল সুকি। তার মুখ সামান্য লালচে হয়ে উঠেছে। 'কথা হচ্ছিল ড্যানিকে নিয়ে। আপনি রানার নাম উচ্চারণ করলেন। কেন তা আপনিই বলতে পারেন।' তার গলা ঠাণ্ডা।

'তার কথা মনে পড়ল, তাই,' সিলার বললেন, সুকির আড়ষ্ট ভাবটুকু উপভোগ করছেন। 'এই ছেলেটার ব্যাপারে বলতে পারি, এ অনেক দূর যাবে।'

'যদি না তার আগে মারাত্মক কোন বিপদে জড়িয়ে পড়ে,' জবাব দিল সুকি। 'ড্যানি তাকে এত ভাল বলে রায় না দিলে খুশি হতাম আমি। রানার প্রতি তার ভক্তি দেখে ভয় লাগে আমার।'

'কেন?' ভুরু কুঁচকে উঠল জুলিয়াস সিলারের।

'মাসুদ রানা বেপরোয়া এক লোক। কি ঘটল না ঘটল সে-সব সে গ্রাহ্য করে না। আমার ভয় হয়, ড্যানিকে সে কঠিন কোন বিপদে ফেলবে। কোয়েলের ব্যাপারটা চিন্তা করুন। রানা দেখাবার চেষ্টা করছে, কোয়েল আত্মহত্যা করেছে। সত্যি কথা বলার সাহসটুকুও তার নেই।'

জুলিয়াস সিলার দেখলেন তার পাইপ নিভে গেছে। দিয়াশলাই জ্বাললেন তিনি। 'তোমার মাথায় বোধহয় এই চিন্তাটা খেলেনি যে ড্যানিকে রক্ষা করার চেষ্টা করছে রানা?'

ঝট্ করে মুখ তুলল সুকি। 'রক্ষা করছে তাকে? কি বলতে চাইছেন?'

'কোয়েল নিশ্চয়ই ড্যানির সাথে দেখা করতে এসেছিল, তাই না? তা না হলে ড্যানির কামরায় তাকে পাওয়া যাবে কেন? সত্যি কথা বলতে কি, সমস্ত দায়-দায়িত্ব ড্যানির ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়া উচিত ছিল রানার। কিন্তু বন্ধুর বিপদে তা সে করেনি।'

'আপনি কি আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে কোয়েলের খুন হবার সাথে ড্যানির কোন সম্পর্ক থাকতে পারে?' সুকির চেহারা থমথমে হয়ে উঠল।

'না, বোকার মত তা কেন আমি বলতে যাব,' পাইপে ঘন ঘন টান দিয়ে বললেন জুলিয়াস সিলার। 'আমি শুধু এই কথাটা বলতে চাইছি যে ব্যাপারটার সাথে কমবেশি ওরা দু'জনেই জড়িত, কিন্তু কাজ যা করার সব একা রানা করছে।'

'আপনি চাইলে কি হবে, আমি আপনার সাথে ঝগড়া করব না। তবে ড্যানির ওপর আপনি অন্যায় করছেন। ড্যানিকে একটা চাকরি করতে হয়। রানার মত বেকার নয় সে, জুয়া খেলেও আয় করে না। তাছাড়া, এ-ধরনের কাজ করতে রানা ভালও বাসে।'

'আচ্ছা, ড্যানির কথা বাদ দাও, রানাকে সাহায্য করার মত সময় নেই তার। কিন্তু আমরা তো কিছু করতে পারি?'

মাথা ঝাঁকাল সুকি। 'হ্যাঁ, পারি, কেন পারি না। কিন্তু কি করব?'

সুকির ওয়েস্টপেপার বাস্কেটের কিনারায় পাইপ ঠুকে ছাই ঝাড়লেন জুলিয়াস সিলার। 'ব্যাপারটার সাথে তো টলারসনও জড়িত, তাই না? তার সাথে দেখা করতে পারি আমরা। কোয়েল সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করতে পারি। আমরা সাংবাদিক, ভুলে যেয়ো না।'

হাতব্যাগটা ডেস্ক থেকে তুলে নিল সুকি। 'এখনই তার সাথে দেখা করব আমি,' বলল সে। 'বলব গুড হোপ থেকে তার সাক্ষাৎকার নিতে এসেছি। দেখি কি বলে সে।'

'ব্যস্ত হওয়া উচিত হবে না, সুকি,' জুলিয়াস সিলার বললেন। 'রানার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করা দরকার। তার হয়তো অন্য কোন আইডিয়া আছে।'

'আমি কারও জন্যে অপেক্ষা করতে রাজি নই,' একটু জেদের সুরে বলল সুকি। 'ড্যানির সাথে আমার কথা হয়ে আছে আটটার সময় বেনটোভিলে দেখা করব। হাতে যে সময় আছে তাতে শুধু টলারসনের সাথে দেখা করা যাবে, কারও জন্যে অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। টলারসনকে কিছুই আমি জানাব না, বরং তার মুখ থেকে কিছু বেরিয়ে আসতে পারে।'

'ঠিক আছে,' সিলার বললেন। 'তাহলে কাল হয়তো আমরা আবার একসাথে বসে আলোচনা করতে পারব। ভালই হয় তাহলে, যাও তুমি।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন সিলার, পিছন থেকে সুকি বলল, 'ড্যানি কোন সাহায্যে আসবে না, এটা আপনার ভুল ধারণা। আমি জানি, রানাকে সাহায্য করার জন্যে অস্থির হয়ে আছে ও।'

হাসিমুখে সিলার বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ড্যানির সাথে তুমি কথা বলো। আমি এখানে আরও কিছুক্ষণ থাকব, রানা একবার এলেও আসতে পারে।'

নিজের অফিসে ফিরে এসে কাজে বসলেন তিনি। কাজের ভেতর এতই ডুবে গেলেন যে সময় জ্ঞান থাকল না। হঠাৎ চোখ তুলে যখন তাকালেন, দেয়াল ঘড়িতে তখন আটটার ওপর বাজে। চেয়ার ছেড়ে কাগজ-পত্র গোছাতে শুরু করলেন তিনি। এই সময় আওয়াজ হলো বাইরের অফিসে। দরজার কাছে এসে উঁকি দিতেই দেখতে পেলেন, দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছে রানা। 'আসুন, আসুন—আপনার জন্যেই তো এখনও অপেক্ষা করছি আমি।'

তার পিছু পিছু অফিসে ঢুকল রানা। 'সবাই বাড়ি চলে গেছে?' জিজ্ঞেস করে ডেস্কে বসল ও, একটা সিগারেট ধরাল।

ওর মুখ আর মাথার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন জুলিয়াস সিলার। 'কি হয়েছে?'

'মাথাটা চৌচির করার চেষ্টা হয়েছিল, পিন্ডার'স এন্ডে। জায়গা বটে একটা!'

'কি ব্যাপার? এ-সব কি ঘটছে?'

রানা বলল, 'ওখানে কিছু একটা আছে। যা কিছু বেনটোভিলে ঘটছে, তার গোড়াটা সম্ভবত পিন্ডার'স এন্ডে। ট্যানার নামে কাউকে চেনেন আপনি?'

'পিন্ডার'স এন্ডে একজনই ট্যানার আছে, কেন চিনব না। ভাল লোক। খামারের মালিক ছিল এককালে। কলোনিটার সে-ই তো হেডম্যান। কেন, কি হয়েছে?'

'তার কাছ থেকে খানিকটা মদ কিনেছি আমি, একটু চেখে দেখবেন?'

চেহারা উজ্জ্বল হলো সম্পাদক সাহেবের। 'সাথে আছে?'

'গাড়িতে,' বলে ডেস্ক থেকে নামল রানা।

মদের জার নিয়ে ফিরে এসে দেখল ও, ডেস্কের ওপর দুটো গ্লাস রাখছেন জুলিয়াস সিলার। রানার হাত থেকে জারটা নিয়ে ছিপি খুলে শ্বাস টানলেন। 'আগে অনেক খেয়েছি,' বলে গ্লাস দুটোয় অল্প করে ঢাললেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'কাজ কেমন এগোচ্ছে, মি. রানা?'

'পিন্ডার'স এন্ড খালি করার নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করার জন্যে হ্যারম্যানকে দায়িত্ব দিচ্ছি,' বলল রানা। 'ট্যানারকে বলেছি, তারা যেন না নড়ে। এক বা একাধিক লোক জায়গাটা খালি করতে চাইছে। লোকজন যতক্ষণ আছে, বাইরের কেউ ওদিকে ঘেঁষতে পারবে না।'

'এরপর কি করতে যাচ্ছেন আপনি?' গ্লাসে চুমুক দিয়ে মুখ বাঁকালেন জুলিয়াস সিলার।

মাথা চুলকাল রানা। 'কাল,' বলল ও, 'ট্যানারের বাড়িটা ভাল করে তল্লাশী চালাব। ওখানে কিছু একটা লুকানো আছে। আপনাদের এদিকে খবর কি? কিছু জানতে পারলেন?'

'আর্থার কিং সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছি,' বললেন সিলার। 'ইন্টারেস্টিং একটা চরিত্র। সবাই তার কথা শুনেছে। বেনটোভিলে অনেক বিল্ডিং আছে তার। পিন টেবিল অর্গানাইজেশন পরিচালনা করে সে, পুলিস স্পোর্টস ফান্ডে নিয়মিত মোটা চাঁদা দেয়। মানেটা বুঝতেই পারছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ তাকে দেখেনি।'

দু'আঙুলে নাকের ডগা টানল রানা। 'দু'বছর আগেই তার নাম শুনেছি, ফিরে আসার পরও শুনছি, কিন্তু লোকটা যে কে জানি না। তবে এবার তাকে আমি টেনে বের করে আনব বাইরে।'

'সমস্ত কাজ করে যাচ্ছে কর্ক সিমন, কিন্তু নাম হচ্ছে আর্থার কিং-এর। অদ্ভুত, তাই না?'

'সিমনের সাথে আমার দেখা হওয়া দরকার,' বলল রানা। 'তবে তার আগে কথা বলব টলারসনের সাথে।'

'ছোট্ট একটা কৈফিয়ত দেয়ার আছে,' জুলিয়াস সিলার হাসিমুখে বললেন। 'ধরে নিতে পারি, চিঠিটা পেয়েই আপনি বেনটোভিলে ফিরে এসেছেন, মি. রানা?'

'চিঠির কথা আপনি জানলেন কিভাবে?' অবাক হলো রানা।

'কৈফিয়তটা সেজন্যেই,' বললেন সিলার। 'সুকি নয়, সুকির নামে ওটা আপনাকে আমিই লিখেছিলাম।'

'কিন্তু কেন? সুকির নামে কেন?' আরও অবাক হবার পালা রানার।

'সত্যি কথা বলতে কি, কেন তা আমি নিজেও জানি না। তবে আমার মনে হয়েছিল, সুকির কথা আমি যেমন ফেলতে পারি না, আপনিও পারবেন না।

আমার আরও মনে হয়েছিল, ব্যাপারটা যদিও অপ্রাসঙ্গিক আর একটু হয়তো উদ্ভট, তবু বলি—আপনার আর সুকির সাথে কোথায় যেন অদ্ভুত একটা মিল আছে। না, ব্যাপারটা আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না। ব্যাপারটা হয়তো মিল-ও নয়, হয়তো আপনারা দু'জন পাশাপাশি দাঁড়ালে ভাল মানাবে, এই চিন্তা থেকেই ধারণাটা আসে আমার মাথায়...'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, বলল, 'থাক, ব্যাখ্যা করার দরকার নেই, তাতে বরং আরও দুর্বোধ্য লাগবে আমার। হ্যাঁ, চিঠিটা পেয়েই আমি এসেছি, তবে আরও একটা কারণও আছে। সেটা আপাতত গোপনই থাক।' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল। 'আমি তাহলে উঠি এখন।'

'দাঁড়ান!' তাড়াতাড়ি বললেন সিলার। 'কোথায় যেন যাবেন বলছিলেন? টলারসনের কাছে? বলতে ভুলে গেছি, ওখানে আপনার না গেলেও চলবে—আজ রাতে সুকি দেখা করছে তার সাথে।'

ভদ্রলোকের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল রানা। 'মানে?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ও।

'না-না, চিন্তার কিছু নেই,' রানার দৃষ্টি লক্ষ করে হাসলেন তিনি। 'গুড হোপের তরফ থেকে সুকি শুধু তার ইন্টারভিউ নেবে। দু'একটা তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে।'

পায়ের এক ধাক্কায় চেয়ারটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'ব্যাপারটা আমার ভাল ঠেকছে না। টলারসনকে কি ভাবেন আপনি? সুকির মত মেয়ে তার কাছ থেকে কি কথা আদায় করবে? সে টেরও পাবে না, টলারসনই বরং সব আদায় করে নেবে তার কাছ থেকে। কখন দেখা হচ্ছে ওদের?'

'ঘণ্টাখানেক আগে রওনা হয়েছে সুকি,' সিলার বললেন। 'ড্যানি ডানকানের সাথে তার ডিনার খাওয়ার কথা আটটায়, তারমানে টলারসনের ইন্টারভিউ নেয়া হয়ে গেছে তার।'

হ্যাটটা সজোরে মাথায় চাপাল রানা। 'তবু আমি ওখানে যাব,' বলল ও। 'আপনি নিশ্চয়ই জানেন না ড্যানির সাথে কোথায় দেখা হচ্ছে সুকির?'

মাথা নাড়লেন সিলার। 'সুকি আমাকে বলেনি।'

'আমি তাহলে যাই,' বলে দরজার দিকে এগোল রানা, এই সময় ঝন ঝন শব্দে ডেস্কের ওপর টেলিফোনটা বেজে উঠল।

রিসিভার তুললেন সিলার। 'হ্যালো?'

'আমি ড্যানি,' অপরপ্রান্ত থেকে ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন কণ্ঠ ভেসে এল। 'আপনি কি মি. সিলার?'

'হ্যাঁ,' বললেন তিনি। 'তোমার ভাগ্য ভাল যে আমাকে পেয়েছ।'

'শুনুন, মি. সিলার, সুকি এত দেরি করছে কেন? তার জন্যে কখন থেকে অপেক্ষা করছি আমি। সে কি বেরিয়ে গেছে?'

জুলিয়াস সিলারের চোখ বড়বড় হয়ে উঠল। 'কি বলছ! সে তো দেড় ঘণ্টা আগে রওনা হয়ে গেছে!'

ডেস্কের ওপর ঝুঁকে তার হাত থেকে রিসিভারটা কেড়ে নিল রানা। 'রানা

বলছি। কোথায় তুমি, ড্যানি?'

'আমার অ্যাপার্টমেন্টে। কিছু ঘটেছে, রানা?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে এখুনি আমি বেরিয়ে যাচ্ছি। ওখানেই থাকো তুমি, ড্যানি। আমি আসছি।' ঝনাৎ করে রিসিভার নামিয়ে রেখে মারমুখো ভঙ্গিতে জুলিয়াস সিলারের দিকে তাকাল ও। 'সুকির যদি কিছু হয়, আপনাকে দায়ী করব আমি, বুঝলেন?' হতচকিত ভদ্রলোক কিছু বলার আগেই ঝড়ের বেগে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রানা। ওর মন বলছে, সুকির কোন বিপদ হয়েছে। আর বিপদটা যদি টলারসন ঘটিয়ে থাকে···আর ভাবতে পারল না রানা, শিউরে উঠল।

***

জুয়াড়ী-২

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯০

এক

ঘণ্টায় আশি মাইল গতিতে ছুটল গাড়ি, পঁচিশ মিনিটে বেনটোভিলে পৌঁছে গেল রানা। রাস্তাটা সরল, প্রায় ফাঁকাই বলা যায়, ভাগ্য ভাল যে টহলপুলিসের সামনেও পড়তে হয়নি। ড্যানির অ্যাপার্টমেন্টে গেল না, সরাসরি টলারসনের নাইটক্লাব সানফ্লাওয়ারে চলে এল রানা।

খানিক দূরে গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে এগোল ও। ক্লাবের নিওন সাইন দেখতে পেয়ে সরু একটা গলির ভেতর ঢুকে চলে এল বিল্ডিংটার পিছন দিকে।

সানফ্লাওয়ারের ঠিক পিছনেই উঁচু একটা পাঁচিল। ওর মাথার ওপর, তারাজ্বলা আকাশের গায়ে, বিল্ডিংটাকে ঝুলে থাকতে দেখল রানা। কয়েক পা পিছিয়ে এসে ছুটল, লাফ দিল, ধরে ফেলল পাঁচিলের মাথা। তিন সেকেন্ড স্থির থাকার পর উঠে পড়ল মাথায়, না থেমে ছোট্ট লাফে নামল নরম ঘাসের ওপর, নিঃশব্দে। ঠাণ্ডা মাটিতে হাঁটু আর কনুই রেখে অপেক্ষা করল, চোখে অন্ধকার সয়ে আসার পর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখে নিল চারদিকটা। নিচু কয়েকটা ঘর নাক বরাবর সামনে, কাছেই একটা ফায়ার এস্কেপ, সিঁড়িটা উপর দিকে উঠে গেছে। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে কান পাতল। রাস্তা থেকে মাঝেমধ্যে যানবাহনের শব্দ ভেসে আসছে, ড্যান্সহল থেকে ভেসে আসা ড্রামের আওয়াজ শুনতে পেল। হোলস্টার থেকে আগ্নেয়াস্ত্রটা বের করে হাতে নিল ও।

সিঁড়ি বেয়ে উঠল রানা। প্রথম প্ল্যাটফর্ম একটা জানালার উল্টোদিকে। কাঁচের গায়ে কান ঠেকিয়ে অপেক্ষা করল কয়েক সেকেন্ড। কোন শব্দ পেল না। পকেট থেকে ছুরি বের করে জানালার কার্নিস আর কবাটের মাঝখানে, সরু ফাটলের ভেতর ঢুকিয়ে দিল ফলার মাথাটা, ধীরে ধীরে চাপ দিতেই উঁচু হতে শুরু করল কবাট। কোন শব্দ না করেই খুলে যাচ্ছে জানালা। ভারী একটা পর্দা থাকায় ভেতরটা দেখতে পেল না ও। পর্দা সরাবার পরও অন্ধকারে দেখতে পেল না কিছু। কার্নিস টপকে জানালা গলে ভেতরে ঢুকল, বন্ধ করে দিল কবাট। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালল একটা।

চেহারা-সুরৎ দেখে মনে হলো, ঘরটায় ওয়েটাররা বিশ্রাম নেয়। টেবিলের ওপর এলোমেলোভাবে পড়ে রয়েছে কোট আর হ্যাট, দেয়ালের সাথে গাঁথা হুক থেকে ঝুলছে অনেকগুলো অ্যাপ্রন।

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল রানা। খালি হাত দিয়ে খুলল সেটা। বাইরের প্যাসেজে কোন আলো নেই। নিচতলার কোলাহল অস্পষ্ট গুঞ্জনের মত লাগল কানে। স্থির দাঁড়িয়ে থেকে স্মরণ করার চেষ্টা করল রানা, টলারসনের কামরাটা

কোন দিকে হতে পারে। বিল্ডিঙের সামনের অংশে পৌঁছুতে পারলে সেটাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। প্যাসেজ ধরে সাবধানে এগোল ও। শেষ মাথার কাছাকাছি এসে সামনে একটা বাঁক দেখল, বাঁকের মুখে আলোর আভাস। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে উঁকি দিল। সিলিং থেকে আলোটা আসছে, কেউ নেই প্যাসেজে। এগোল রানা, থামল গ্যাম্বলিং হল-এর জোড়া দরজার কাছাকাছি। বুঝতে পারল, টলারসনের কামরা সামনে কোথাও হবে।

দরজা খুলে প্রথমে একটা মেয়ে বেরিয়ে এল, পিছু পিছু বেরোল এক যুবক, রানার উল্টোদিকে এগোল তারা, কি নিয়ে যেন হাসাহাসি করছে। পিছন দিকে না তাকিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল দু'জন।

গ্যাম্বলিং হলের সামনে দিয়ে এগোল রানা। থামল পালিশ করা একটা দরজার সামনে। এটাই টলারসনের অফিস। হাতলটা ধরতে যাবে, এই সময় সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল এক লোক। রানার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল সে, নিঃশব্দে পাশ কাটাল ওকে, দরজা খুলে ঢুকে পড়ল গ্যাম্বলিং হলে।

হাতলটা ধরে ঘোরাল রানা। ভেতরে অন্ধকার। মনে মনে একটু থমকে গেল ও। ভেবেছিল আলোকিত কামরার ভেতর ডেস্কেই পাবে টলারসনকে। লোকটা কি বাড়ি চলে গেছে, নাকি নিচেরতলা থেকে ফিরে আসবে এখুনি?

দরজা বন্ধ করে আলোর সুইচটা খুঁজল রানা। দরজার দু'দিকের দেয়াল হাতড়েও পাওয়া গেল না সেটা। পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করে জ্বালতে যাবে, হঠাৎ মনে হলো কামরায় আর কে যেন আছে।

স্থির হয়ে গেল রানা। কান দুটো সজাগ। কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না।

কামরাটার কোথায় কি আছে মনে করার চেষ্টা করল ও। বাঁ দিকে বড় একটা আর্মচেয়ার থাকার কথা। সরাসরি সামনে টলারসনের ডেস্ক। কামরার বাকি অংশে তেমন কোন বাধা নেই। এমন কিছুর কথা মনে পড়ল না যেটার সাথে পায়ের ধাক্কা লাগতে পারে। নিঃশব্দে কয়েক পা এগোল ও, কান পাতার জন্যে থামল। কোন শব্দ হচ্ছে না। আবার সামনে এগোল, অত্যন্ত সতর্ক, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। এগোবার সময় আগ্নেয়াস্ত্রের সেফটি ক্যাচ অফ করল ও। অস্ত্রটায় সাইলেন্সার থাকলে ভাল হত, ভাবল একবার। ওর বাম হাতটা, লম্বা করা, টলারসনের ডেস্ক স্পর্শ করল। স্থির হয়ে থাকল। কিছুই ঘটল না। অথচ অনুভব করছে, কামরার ভেতর কেউ একজন আছে। সে-ই লোকটা নয়তো, ট্যানারের দোতলায় যার লাথি খেয়েছে ও? টলারসন নিজে? মনে হয় না। টলারসনের নার্ভ এত শক্ত নয় যে অন্ধকার ঘরের ভেতর লুকোচুরি খেলবে।

ডানদিকে একটু সরল রানা। মনস্থির করার চেষ্টা করছে দিয়াশলাই জ্বালবে কিনা। তারপরই অস্পষ্ট শব্দটা শুনতে পেল, ওর একেবারে কাছাকাছি। নিজের অজান্তেই হাঁটু জোড়া ভাঁজ হয়ে গেল। কি যেন একটা বেরিয়ে গেল, মাথার চুল ঘেঁষে। ঠাণ্ডা বাতাস লাগল মুখে।

অস্ত্রটা হিপ পকেটে ভরে শব্দ লক্ষ্য করে ডাইভ দিল রানা। ওর কাঁধ নরম কিসের সাথে ধাক্কা খেলো। মোটা কার্পেটের ওপর ভারী বস্তার মত পড়ল দু'জন।

হাতড়াচ্ছে রানা। সিল্ক আর নারীদেহের স্পর্শ পেল। অন্ধকারে কথা বলে

উঠল, 'চুপ থাকার ফল!' জবাবে প্রচণ্ড একটা ঘুসি খেলো রানা চোয়ালে, দাঁতগুলো পরস্পরের সাথে ঘষা খেলো। পরমুহূর্তে তলপেটে গুঁতো, বাঁকা হয়ে গেল শিরদাঁড়া। রানা অনুভব করল, ওর হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে গেল নারীদেহ।

ব্যস্ত হয়ে হাত বাড়াল রানা। স্কার্টটা মুঠোয় চলে এল। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে মেয়েটা, ভীষণ ভয় পেয়েছে। অন্ধকারে ছুটে এল ছুঁচাল জুতোর ডগা, রানার পাঁজরে লাগল। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলেও, স্কার্টটা ছাড়ল না। হ্যাঁচকা টান দিয়ে মেয়েটাকে নিজের ওপর ফেলল। গড়িয়ে কার্পেটের ওপর নেমে গেল মেয়েটা, তারপর আর কোন সাড়া নেই।

মেয়েটাকে এক হাতে ধরে রেখে পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করল রানা। কাঠির কাঁপা কাঁপা আগুন স্থির হলো, চোখে আগ্রহ নিয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল ও।

চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে অলিভা, তার বড়বড় চোখ দুটো রানার ওপর স্থির, হাঁ করা মুখ থেকে সশব্দ নিঃশ্বাস বেরোচ্ছে।

'যেখানেই যাই, তুমি,' বলল রানা, সিধে হয়ে দাঁড়াল। 'এখানে কেউ তোমার গলায় ফাঁস পরাতে চেষ্টা করেনি তো?' দরজার কাছে ফিরে এসে আলোর সুইচটা অন করল ও।

চোখ মিটমিট করে রানাকে দেখছে অলিভা, উঠে বসতে গিয়ে মুখটা একটু বাঁকাল, যেন ব্যথা পেয়েছে। 'লোকটা যে আপনি হবেন, আগেই আমার বুঝতে পারা উচিত ছিল। আমার পিছু নেয়া ছাড়া আপনার কি আর কোন কাজ নেই?'

দরজা খুলে কান পাতল রানা। ওদের ধস্তাধস্তির শব্দ কেউ শুনতে পেয়েছে বলে মনে হয় না। প্যাসেজটা ফাঁকা। দরজা বন্ধ করে অলিভার কাছে ফিরে এল ও। 'এখানে কি করছিলে তুমি?' হাঁটু গেড়ে তার পাশে নিচু হলো।

'আমারও তো সেই একই প্রশ্ন, আপনি এখানে কেন?' পা দুটো ভাঁজ করে শরীরের নিচে ঢোকাল সে। 'উফ, মাগো! আপনি আমার শিরদাঁড়া মচকে দিয়েছেন।'

অলিভার একটা কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল রানা। 'মুখ না খুললে এরপর যা ঘটবে, কেঁদে কূল পাবে না তুমি। বলো, এখানে কি করছিলে তুমি?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল অলিভা। পারল না, রানার হাত লোহার মত শক্ত হয়ে উঠল। ব্যথা পেয়ে ককিয়ে উঠল অলিভা। 'ছাড়ুন আমাকে! লাগছে! ছাড়ুন!' ডান হাত দিয়ে রানার মুখ খামচানোর চেষ্টা করল সে।

তার কব্জিটা খপ্ করে ধরে ফেলল রানা। 'জবাব দাও,' কড়া ধমকের সুরে বলল। 'টলারসনের সাথে তোমার সম্পর্ক কি?'

সম্ভবত অভিশাপ বা গাল দেয়ার জন্যেই মুখ খুলল অলিভা, এই সময় রানাকে ছাড়িয়ে ওর পিছন দিকে চলে গেল তার দৃষ্টি, সেই সাথে সমস্ত রক্ত নেমে গেল মুখ থেকে। অলিভার মুখ বড় একটা ইংরেজির 'ও' আকৃতি পেল, তবে চিৎকারটা বেরিয়ে আসার আগেই তার মুখে হাতচাপা দিল রানা। তারপর ঝট্ করে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল, অলিভার দষ্টি অনুসরণ করে।

টলারসনের বিশাল ডেস্কের পিছন থেকে সাদা একটা হাত বেরিয়ে রয়েছে। সশব্দে বাতাস টানল রানা, রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল, 'কে?' ফিসফিস করে।

দ্রুত, ঘন ঘন মাথা নাড়ল অলিভা। তার মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে নিল রানা, বলল, 'চেঁচাবে না!'

'আমি জানি না!' রানার গায়ের সাথে সেঁটে রয়েছে অলিভা, কাঁপছে থরথর করে। 'চলুন, পালিয়ে যাই এখান থেকে।'

'নড়বে না।' অলিভাকে ছেড়ে ডেস্কের দিকে এগোল রানা।

ডেস্কের পিছনে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে টলারসন। রানার দিকে ফেরানো তার মুখ আতঙ্কের একটা মুখোশ। শার্টের সামনের অংশটা লাল হয়ে আছে, বুক থেকে বেরিয়ে রয়েছে পেপার-নাইফের কালো হাতলটা। মারা গেছে টলারসন।

পড়িমরি করে উঠে দাঁড়াল অলিভা, রানার দিকে চোখ, মুঠো পাকানো হাত দুটো মুখের সামনে।.

'টলারসন,' ফিসফিস করল রানা। 'ছুরি খেয়েছে।'

'আমি পালাই,' কাঁপতে কাঁপতে বলল অলিভা।

এগিয়ে এসে তার কব্জি চেপে ধরল রানা। 'আমি না বললে কোথাও তুমি যাবে না।' ধাক্কা দিয়ে আর্মচেয়ারটায় বসিয়ে দিল তাকে। ফিরে এসে লাশটা ওল্টাল ও, চিৎ হয়ে গেল টলারসন। লাশের নিচে ছোট্ট একটা সিগারেট কেস চাপা পড়ে রয়েছে।

না ধরেই জিনিসটা পরীক্ষা করল রানা। আগে কোথাও দেখেছে ওটা, কিন্তু কাকে ব্যবহার করতে দেখেছে মনে করতে পারল না। রুমাল দিয়ে ধরে কেসটা খুলল ও। এবার মনে পড়ল। কেসটার ভেতর খোদাই করা রয়েছে একটা লাইন–'সুকিকে, বুকভরা ভালবাসা সহ–ড্যানি'।

অলিভাকে দেখতে না দিয়ে রুমালে জড়িয়ে সিগারেট কেসটা পকেটে ভরল রানা। সিধে হয়ে কামরার চারদিকে তাকাল। ডেস্কের একটা পায়ার কাছে কি যেন চকচক করছে।

ঝুঁকে ভাল করে তাকাল রানা। তারপর সোনার ওপর ছোট্ট মুক্তো বসানো একটা কানের দুল তুলে নিল। ওর মনে আছে, গত রাতে এটা সুকির কানে দেখেছে ও।

অনুভব করল, দরদর করে ঘামছে। অলিভার দিকে ফিরে দেখল, চোখ ভরা অস্বস্তি নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সে।

চোখাচোখি হতে চাপা গলায় অলিভা বলল, 'আপনি একটা গাধা নাকি! এখন যদি কেউ এসে পড়ে, আমাদের কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে দরজার কাছে চলে এল রানা, তালায় লাগানো চাবিটা ঘোরাল। ডেস্কের কাছে ফিরে এসে আশপাশটা সার্চ করল সতর্কতার সাথে। নতুন কিছু পাওয়া গেল না। 'জানি কি বলবে, খুনটা তুমি করোনি–তাই না?' অলিভার চোখে স্থির হলো রানার দৃষ্টি।

একটা ঝাঁকি খেলো অলিভা। 'কি সব বাজে কথা বলছেন!' তীব্র প্রতিবাদের সুরে বলল সে। 'আমি তো ঢুকলামই এইমাত্র।'

'আমি ঢুকে দেখি তুমি এখানে রয়েছ। অন্ধকারে, একা। কি করে বুঝব কাজটা তোমার নয়? কাজ সেরে পালিয়ে যাচ্ছিলে, এই সময় আমি এসে পড়ি।'

'কি!' সাদা হয়ে গেল অলিভা। 'আপনি আমাকে ফাঁসাতে চান নাকি?'

'তা আমি পারি,' বলল রানা। 'তুমি মুখ না খুললে তাই আমাকে করতেও হবে। কিভাবে পারি, শুনবে? নামটা শুনেছ–নিক? টলারসনের সহকারী। তার সাথে আমার সম্পর্কটা এরকম,' আঙুল দিয়ে বন্ধুত্বের চিহ্ন তৈরি করল রানা। 'পুলিসকে সে বলবে, টলারসন আমার জন্যে অপেক্ষা করছিল। আমি ঘরে ঢুকে দেখি টলারসনকে ছুরি মেরে তুমি পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলে। কেমন লাগছে তোমার?'

'না, কেন, অসম্ভব!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অলিভা। 'অসহায়, নিরপরাধ একটা মেয়েকে…'

'মনে আছে, তোমার ওপর আমি রেগে আছি? প্রতিশোধ নেয়ার এই সুযোগ কেন আমি ছাড়ব? তবে, হ্যাঁ, সব কথা যদি আমাকে বলো…' কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

এক সেকেন্ড চিন্তা করল অলিভা। তারপর বলল, 'টলারসন খুন হওয়ায় বেনটোভিল এখন নরক হয়ে উঠবে, কথা বলে আর লাভ কি!'

ডেস্কের গায়ে নিতম্ব ঠেকিয়ে একটা সিগারেট ধরাল রানা। 'ব্যাপারটা পিন্ডার'স এন্ড নিয়ে, তাই না?'

খানিক ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল অলিভা, 'হ্যাঁ।'

'তুমি জড়ালে কিভাবে?'

'আমি জড়াইনি,' বলল অলিভা। 'তবে জড়াবার চেষ্টা করছি। বুটের একটা কথা আড়াল থেকে শুনে ফেলি আমি…'

'তারমানে বুট সবই জানে, তাই না?'

'মনে হয়। বুট আর কিং।'

আবার কিং, ভাবল রানা। 'কে এই কিং?'

মাথা নাড়ল অলিভা। 'আমি শুধু জানি বুট কিং-এর লোক, তার হয়ে কাজ করে।'

নতুন তথ্য। বুট তাহলে কিং-এর লোক। রানার মনে হলো, ধীরে ধীরে রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে। 'পিন্ডার'স এন্ডের ব্যাপারটা কি?'

'তা আমি জানি না।'

'অযথা দেরি করলে তুমি ফেঁসে যাবে, আমি নই।'

'বিশ্বাস করুন, আমি জানি না! আমি শুধু বুটকে বলতে শুনেছি পিন্ডার'স এন্ডে অনেক টাকা আছে। ফোনে কিং-এর সাথে কথা বলছিল সে, জানালার বাইরে থেকে শুনে ফেলি আমি। সব কথা শুনতে পাইনি, তবে সে বলল যে বাড়িটায় অনেক টাকা আছে আর নকশাটা আছে টলারসনের কাছে।'

'আর কি বলল?'

'টলারসন পিন্ডার'স এন্ড কিনেছে। আরও বলল, দলিলটা হাত করার চেষ্টা করছে সে।'

'তারপর?'

'হঠাৎ কথা বন্ধ করে দিল বুট। হতে পারে আমি বোধহয় কোন শব্দ করেছিলাম। তাড়াতাড়ি জানালার কাছ থেকে সরে যাই।'

'রিড কোয়েলকে তুমি খুন করলে কেন?'

আবার ছোট্ট একটা ঝাঁকি খেলো অলিভা। 'রিড কোয়েল সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না!' প্রায় দিশেহারা দেখাল তাকে। 'আপনি, আমাকে একা বেডরুমে ঢুকিয়ে দিলেন, বুঝলাম আমার প্রতি আপনার কোন আকর্ষণ নেই। তাই ভাবলাম, আমার জন্যে বুটই ভাল। আপনারা ঘুমিয়ে যাবার পর জানালা গলে বেরিয়ে যাই আমি।'

আঙুলের ডগা দিয়ে নাকের পাশটা চুলকাল রানা। 'আর তারপর রিড কোয়েল মারা গেল, জানালা দিয়ে ভেতরে ঢুকল, শুয়ে পড়ল ড্যানি ডানকানের বিছানায়। চমৎকার!'

'প্লীজ, আমাকে অবিশ্বাস করবেন না! যীশুর কিরে, ওকে আমি খুন করিনি...'

'কিং সম্পর্কে আর কি জানো তুমি?'

'তার সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না। সবাই যেমন শুধু তার নামটা জানে, আমিও তাই জানি। বুট বাদে।'

'বুট আর কর্ক সিমন বাদে,' বলল রানা।

'কর্ক সিমন, হ্যাঁ...সম্ভবত।' দরজার দিকে তাকাল অলিভা। 'আমাকে ছেড়ে দিন।'

'অস্থির হয়ো না। নকশার কথা কি যেন বলছিলে?'

'যদি ভেবে থাকেন ওটা আমি পেয়েছি, ভুল করবেন। জানা কথা, খুনীই সেটা নিয়ে গেছে।'

সম্ভবত তাই, ভাবল রানা, তবে অলিভাকে মনের কথা জানতে দিল না। 'তুমি যদি ওকে খুন না করে থাকো,' মনে করিয়ে দিল ও।

'এক কথা বার বার বলবেন না!' ঝাঁজের সাথে বলল অলিভা। 'আমি যা জানি সব আপনাকে বলেছি, এবার আমাকে যেতে দিন।'

কামরার চারদিকে চোখ বুলাল রানা, উপলব্ধি করল, আরও ভালভাবে সার্চ করতে হলে বিপজ্জনক ঝুঁকি নিতে হবে। যতই সাবধান হোক, হাতের ছাপ রেখে যাবার ভয় থাকবেই। 'ঠিক আছে, চলো বেরিয়ে পড়ি। তোমার সাথে আরও কিছু কথা হওয়া দরকার আমার।'

'আমার আর কিছু বলার নেই,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল অলিভা। 'বুট যদি জানে আমি আপনাকে...!' থেমে গেল সে, মনে পড়ে গেল বুট কি রকম রাগী লোক। লোকটা তাকে বিষ খাওয়াবার হুমকি দিয়েছে।

'বুটের সাথে বেঈমানী করছ তুমি, ভাবতে মজা লাগছে আমার,' বলল রানা। 'টলারসন তো বাদ পড়ল, এরপর পিন্ডার'স এন্ডের টাকার দিকে কে হাত বাড়াবে বলে তোমার ধারণা? তুমি বাদে?'

ইতস্তত করল অলিভা। তারপর বলল, 'অনেকেই হাত বাড়াবে। কিং, বুট...সম্ভবত আপনি।'

'বাহ্, বেশ বুদ্ধি রাখো দেখছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাকাটা কে পাবে বলে

তোমার ধারণা?'

বড় বড় চোখে রানার মুখে কি যেন খুঁজল অলিভা। 'এমন ভাব দেখাচ্ছেন, উত্তরটা যেন আপনার জানা নেই। এই এলাকায় যখনই কোন কিছু নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়েছে, কে জিতেছে, আপনিই বলুন? যে যাই বলুক, কিং অভ স্পেডের কাছে বাকি সবাই ছেলেমানুষ। লোকটা যে-ই হোক, চালাক।'

'চালাক তো তুমিও।'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল অলিভা।

'আমি কি বলতে চাইছি, বুঝতে পারছ? তোমার বুদ্ধিশুদ্ধিও কারও চেয়ে কম নয়। একটাই অসুবিধে, তুমি মেয়ে। সেটা তুমি কাটিয়ে উঠতে পারো সাহসী একজন পুরুষকে সঙ্গী হিসেবে নিয়ে। আমি একজন প্রার্থী হতে পারি। তবে, আমাকে আধাআধি বখরা দিতে হবে।'

প্রস্তাবটা সাঙ্ঘাতিক লোভনীয় বলে মনে হলেও, রিপারের কথা ভাবল অলিভা। সে কি রানাকে পার্টনার হিসেবে মেনে নেবে? মনে হয় না। 'ঠিক আছে, প্রস্তাবটা আমি ভেবে দেখব,' শান্তভাবে জবাব দিল সে।

সদর দরজা দিয়ে ক্লাব থেকে বেরিয়ে এল ওরা। লাউঞ্জ পেরোচ্ছে, হঠাৎ কোত্থেকে যেন উদয় হলো নিক। হাঁ করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। রানা হাত নাড়ল।

'কি হে, খবর কি? কেমন আছে টলারসন?'

'ভাল,' বলল নিক, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অলিভার দিকে তাকাল। 'তুমি তার সাথে দেখা করতে চাও?'

মাথা নাড়ল রানা। 'ভেবেছিলাম তোমাদের টেবিল থেকে কিছু আয় করব, কিন্তু আমার সঙ্গিনী জুয়া ছাড়া আর সব কিছুতে রাজি আছে।'

অলিভার দিকে আবার তাকাল নিক।

'পরস্পরকে তোমরা চেনো না?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমি ভেবেছিলাম চেনো। নিকোলাস হামফ্রে,' অলিভার দিকে ফিরে বলল ও, নামটা শুনেই এক পা পিছিয়ে গেল অলিভা। 'আর ও হলো অলিভা। শুধুই অলিভা। একটা ডিম থেকে বেরিয়ে এসেছে।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' বলল নিক, পকেট থেকে সরু একটা কাঠি বের করে দাঁত খোঁচাতে শুরু করল।

'নিক কিছুই মনে রাখতে পারে না,' অলিভাকে বলল রানা। 'দাঁতের ফাঁক থেকে কিছু বেরোলে বুঝতে পারে খাওয়াটা হয়েছে। কি হে, ভাল কোন খবর আছে নাকি?'

মুখটা হাঁড়িপনা করে নিক বলল, 'তোমার সঙ্গিনীকে কোথাও বসতে বলতে পারি? তোমার সাথে আমার কিছু কথা ছিল।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আজ রাতে ওর সাথে কাজ আছে আমার, অত্যন্ত জরুরী, ভয়ানক চাপ। তোমার সাথে কাল দেখা করব আমি।'

'তোমার সাথে আমি কথা বলতে চাই,' আবার বলল নিক।

তার কানে কানে ফিসফিস করল রানা, চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল নিকের।

‘ওহ্, গড!’

‘বুঝতেই পারছ, নিক, নষ্ট করার মত সময় আমাদের হাতে নেই।’

‘আর বলতে হবে না!’ বলে পিছিয়ে গেল নিক, তারপর এমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল যে অলিভা অনুভব করল তার মুখ গরম হয়ে উঠেছে।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে অলিভা জানতে চাইল, ‘নির্লজ্জ লোকটার কানে কানে কি বললেন আপনি?’

মুচকি হাসল রানা। ‘সামান্য ঠাট্টা, শুধু পুরুষদের জন্যে। এবার তুমি নিজের পথ ধরো। তবে আমার প্রস্তাবটার কথা ভুলো না। শিগ্‌গির ব্যস্ত হয়ে উঠব আমি, তখন কিন্তু আর আমার দলে ভেড়ার সুযোগ পাবে না। আর, হ্যাঁ, গলাটার দিকে খেয়াল রেখো, বুটকে ফাঁস পরাবার সুযোগ দিয়ো না।’

অলিভা কিছু বলার আগেই দীর্ঘ পদক্ষেপে নিজের গাড়ির দিকে এগোল রানা।

দুই

ডেস্কে বসে রেস-এর খবর পড়ছে সার্জেন্ট নেইল। কোন্ ঘোড়াটা জিতবে আন্দাজ করার চেষ্টা করছে সে। ডেস্কের কাছাকাছি নিচু একটা বেঞ্চে বসে ফিসফাস করছে দু'জন টহল পুলিস, গল আর টিম।

কাগজটা ভাঁজ করে রাখল সার্জেন্ট। ‘সানরাইজ মন্দ নয়,’ বলল সে। ‘অন্তত দ্বিতীয় স্থানটা বোধহয় দখল করতে পারবে।’

‘আজ বিকেলে আপনি কি…,’ প্রশ্নটা শেষ করতে পারল না টিম।

সার্জেন্ট নেইল বলল, ‘আমি বাজি ধরেছিলাম ইথার-এর ওপর। রানা বলে দিয়েছিল। দু'হাজার ডলার জিতেছি।’

‘আচ্ছা, অদ্ভুত একটা ব্যাপার, তাই না? এই লোকটার কথা প্রতিবার কিভাবে ফলে যায়?’ জিজ্ঞেস করল গল। ‘ভদ্রলোক নিশ্চয়ই প্রতি মাসে লাখ লাখ ডলার রোজগার করছেন।’

মাথা নাড়ল সার্জেন্ট। ‘নিজে আর তেমন খেলে কই। তবে আমি আশা করছি, চলতি মাসে ওর পরামর্শ নিয়ে হাজার পঁচিশেক ডলার আয় করব আমি। সাহস করতে পারলে, এক লাখ ডলার কামাতে পারতাম।’

‘ভদ্রলোক জাদু জানেন,’ বলল টিম।

‘রিড কোয়েল সম্পর্কে নতুন কোন খবর আছে, সার্জেন্ট?’ প্রশ্ন করল গল।

মাথা নাড়ল সার্জেন্ট। ‘কেসটা নিজের হাতে রেখেছেন ক্যাপটেন। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো, আমি বলব, ওটা একটা মিথ্যে সেট-আপ।’

গল আর টিম দৃষ্টি বিনিময় করল। ‘তারমানে?’ প্রশ্ন করল টিম।

‘ড্যানি ডানকান অবিশ্বাস্য একটা গল্প শুনিয়েছে, তাই না? বলার সময় তাকে আমার শান্ত স্বাভাবিক বলেও মনে হয়নি।’

'আপনি তাহলে বিশ্বাস করেন না, কোয়েল আত্মহত্যা করেছে?' অবাক হলো গল।

'ক্যাপটেনকে প্রশ্ন করো। তিনি বলতে পারবেন।'

পুলিস স্টেশনের সামনে সশব্দে ব্রেক কষে একটা গাড়ি থামল। কয়েক সেকেন্ড পর গট গট করে ভেতরে ঢুকল কর্ক সিমন। লোকটা ছোটখাট, পরনে কালো সুট, সাদা শার্ট আর হলুদ টাই। তার মুখটা ইঁদুরের মত সরু, রূপালি একজোড়া চশমা ঝুলে আছে হাড়সর্বস্ব নাকের ডগায়।

হাসি হাসি মুখ করে সার্জেন্ট নেইল বলল, 'গুড ইভনিং, মি. সিমন, স্যার। আপনার জন্যে কি করতে পারি?'

'হাসিটা মুখ থেকে মোছো,' বলল কর্ক সিমন। 'অপারম্যান কোথায়?'

'উনি ওঁর অফিসে, স্যার।' ডেস্কের পেছন থেকে ব্যস্ত ভঙ্গিতে বেরিয়ে এল সার্জেন্ট। 'আপনি কি তাঁর সাথে কথা বলতে চান?'

তাকে ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে গেল কর্ক সিমন, ঢুকে পড়ল ক্যাপটেনের অফিসে।

পুলিস দু'জনের দিকে তাকাল সার্জেন্ট। 'ওটা একটা বাঁদর, ওর একটা পা আমি ফাটা বাঁশে আটকাতে চাই।' তার লাল চেহারা রাগে ফুলে উঠল।

ডেস্কের পিছন থেকে কর্ক সিমনকে ভেতরে ঢুকতে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ক্যাপটেন অপারম্যান। 'আজ সন্ধ্যায় আপনাকে আমি আশা করিনি, মি. সিমন। আসুন, আসুন—বসুন। কিছু ঘটেছে নাকি?'

'এখনও ঘটেনি,' বলল কর্ক সিমন। 'তবে তার মানে এই নয় যে ঘটবে না।'

'বসুন, প্লীজ,' সবিনয়ে আবার বলল অপারম্যান। 'নিন, চুরুট নিন।' চুরুটের বাক্সটা বাড়িয়ে দিল সে।

'ওসব বাজে জিনিস আমি ছুঁই না। তোমার স্পেশাল জিনিস বের করো।'

আড়ষ্ট একটু হেসে ডেস্কের একটা দেরাজ খুলল অপারম্যান। 'পুলিস ডিপার্টমেন্টের নাড়ি-নক্ষত্র সব আপনি জানেন।'

একটা চুরুট নিয়ে গোড়াটা দাঁত দিয়ে কামড়ে মেঝেতে ফেলে দিল সিমন। লাইটার জ্বেলে আগুনটা বাড়িয়ে দিল অপারম্যান। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ক্যাপটেনের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল সিমন। এখনও সে দাঁড়িয়ে আছে, তাই ক্যাপটেনও বসতে পারছে না। 'তারপর, এদিকের খবর কি?'

'আপনি আগে আরাম করে বসুন।'

চেয়ারে একটা পা তুলে দিল সিমন। 'আমি জানতে চাইছি, এদিকের খবর কি?'

'মি. কিং-এর ফোন পাব বলে আশা করছিলাম আমি,' সতর্কতার সাথে, ধীরে ধীরে বলল অপারম্যান। 'আমাদের ডাক্তার বলছেন, কোয়েলকে খুন করা হয়েছে।'

'তাই?' ক্যাপটেনের মুখের ওপর ধোঁয়া ছাড়ল সিমন। 'কিভাবে নিশ্চিত হলো?'

'কোয়েলের মাথার পিছনে ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। মারা যাবার কয়েক ঘণ্টা পর কাটা হয়েছে গলাটা।' ক্যাপটেনকে উদ্বিগ্ন দেখাল।

পা নামিয়ে চেয়ারে বসল সিমন। 'ডাক্তার গোল্ডের রিপোর্ট তুমি সিরিয়াসলি নিচ্ছ না, আমি জানি।'

ক্যাপটেনের চোখে পলক পড়ল না। 'সিরিয়াসলি নিচ্ছি না? কেন নেব না? সে-ই তো এলাকার একমাত্র প্যাথোলজিস্ট।'

'কি জানি।' তাচ্ছিল্যভরা হাসি ফুটল সিমনের সরু ঠোঁটে। 'আমি শুধু এটুকু জানি যে কোয়েল আত্মহত্যা করেছে। অন্তত, মি. কিং তাই বলছেন।'

'কিন্তু দেখুন,' ধপ্ করে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল ক্যাপটেন, 'সরকারী ডাক্তারের রিপোর্ট আমি নর্দমায় ফেলে দিতে পারি না। এই যে, রিপোর্টটা এখানেই রয়েছে। গোল্ড বলছে...'

'দেখি, আমাকে পড়তে দাও,' হাত বাড়াল সিমন।

ডেস্কের আরেক দেরাজ খুলে একটা ফাইল বের করল ক্যাপটেন। রিপোর্টটা পড়তে দশ মিনিট সময় নিল সিমন। তার পড়ার সময় স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল অপারম্যান, নড়ল না বা কথা বলল না।

'লোকটা নির্ঘাত পাগল,' বলে রিপোর্টটা ছিঁড়ে ফেলল সিমন। ছেঁড়ার সময় অপারম্যানের হতভম্ব চেহারার দিকে তাকিয়ে হাসল সে।

'কি করছেন!' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াতে গেল ক্যাপটেন।

'ভুল একটা রিপোর্ট বাজে কোন লোকের হাতে পড়ুক, তুমি তা চাও না,' বলে শব্দ করে হাসল সিমন।

'আপনি ওটা ছিঁড়ে ফেললেন! কাজটা ভাল করলেন না।'

'ওটার বদলে তোমাকে আমি অন্য একটা জিনিস দিচ্ছি,' বলল সিমন, পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ডেস্কের ওপর রাখল সে।

কাগজটা তুলে নিল অপারম্যান। বিশ হাজার ডলারের একটা চেক। সই করেছে সিমন।

দু'জন পরস্পরের দিকে তাকাল, তারপর নার্ভাস হাসি ফুটল ক্যাপটেনের মুখে। 'মানুষকে দিয়ে কিভাবে কাজ করাতে হয়, আপনি জানেন। গোল্ড ব্যাটার একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার, লোকটা বড় বেশি সিরিয়াস টাইপের।'

কার্পেটের ওপর চুরুটের ছাই ঝাড়ল সিমন। 'তাকে বোলো সে কোন কাজেরই নয়। তর্ক করলে আমাকে জানিয়ো, তার মুখটা চুলকে দেয়ার জন্যে এক রাতে কাউকে পাঠিয়ে দেব—ভাঙা বোতল দিয়ে। এটাও তাকে জানিয়ে দিয়ো।'

এক হাত দিয়ে শার্টের কলার ঠিক করল ক্যাপটেন। 'তার ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন,' চেকটা পকেটে ভরল সে।

'তোমার হাতে একটা মার্ডার কেস এসে পড়ুক, তা তুমি চাও না, ঠিক কিনা? বিশেষ করে, সামনে যখন ইলেকশন। কেউ আত্মহত্যা করলে সেটা তো আর তোমার দোষ নয়।' উঠে দাঁড়াল সিমন। 'আবার আমি আসব।'

সিমনের সাথে করমর্দন করল অপারম্যান। 'ইলেকশনের ব্যাপারে আপনি ঠিকই বলেছেন,' চিন্তিত দেখাল তাকে। 'ইচ্ছে আছে রাজনীতিতে নামব, কিন্তু এই ব্যবসায় আজকাল মেলা পুঁজি লাগে।'

'আমরা আছি কি করতে?' আশ্বাসের সুরে বলল সিমন। 'তুমি আমাদের

দিকে নজর রাখো, আমরা তোমার ওপর নজর রাখব। ইলেকশনে তুমি জিতলে আমরা খুশি হব। কিন্তু বেনটৌভিলে যদি অপরাধের ঢেউ বয়ে যায়, মি. কিং তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টাতে বাধ্য হবেন।'

'মি. কিং কি সত্যি আমাকে ব্যাক করবেন? মানে, টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন?'

'শুনলেই তো কি বললাম। নাকি কানে তুলো দিয়ে রেখেছ? বেনটৌভিলে কোন খুন-খারাবির রেকর্ড থাকা চলবে না।'

'বেশ, বেশ,' হাত কচলাতে শুরু করল অপারম্যান। 'মি. কিং সম্পর্কে জানি আমি, কথা দিয়ে কথা রাখেন। কই, আমি তো আইনশৃংখলা পরিস্থিতি খারাপ দেখছি না। খারাপ হবার কোন লক্ষণও নেই।'

'ভাল। মি. কিংকে তাহলে তোমার কথা বলব আমি।' দরজার কাছে গিয়ে থামল সিমন, ঘুরে তাকাল। 'আচ্ছা, টলারসন নামে কাউকে চেনো নাকি?'

'টলারসনকে চিনব না?' অবাক হলো অপারম্যান। 'সানফ্লাওয়ারের তো?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ।'

'এটা একটা প্রশ্ন হলো? কেন বলুন তো?'

'লোকটা তোমাদের স্পোর্টস ফান্ডে চাঁদা-টাঁদা দিয়েছে কখনও?'

চোখ মিটমিট করল ক্যাপটেন। 'না...খেলাধুলো তেমন পছন্দ করেন না তিনি...'

'তার কথা তাহলে এখনও তুমি শোনোনি কিছু?'

'তার কথা...কি কথা? কি হয়েছে?'

'ঘণ্টা কয়েক আগে আত্মহত্যা করেছে সে। হতে পারে তোমাদেরকে লজ্জা পায় বলে খবরটা এখনও দেয়নি নিক। তুমি নিককেও নিশ্চয়ই চেনো, তাই না?'

স্থির হয়ে গেল ক্যাপটেন। 'আত্মহত্যা করেছে? টলারসন?'

'হ্যাঁ, তাই তো শুনলাম। গুজবও হতে পারে। আজকাল তো গুজবেরও কোন মা-বাপ নেই।'

ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল টেলিফোনটা। ছোঁ দিয়ে রিসিভার তুলল ক্যাপটেন, চোখ পড়ে আছে সিমনের দিকে। 'ইয়েস?' কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ অপরপ্রান্তের কথা শুনল সে, তারপর বলল, 'এখুনি আসছি আমি।' নামিয়ে রাখল রিসিভার।

কার্পেটের ওপর আবার ছাই ঝাড়ল সিমন। 'কে ফোন করল? নিক নয় তো?' মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করল সে।

'সে-ই,' মাথা ঝাঁকাল অপারম্যান, গম্ভীর। বলল, 'টলারসন খুন হয়েছে। এক ঘণ্টাও হয়নি ছুরি মারা হয়েছে তাকে।'

চেহারায় বিষণ্ন ভাব নিয়ে মাথা নাড়ল সিমন। 'ফুলের একটা তোড়া পাঠাতে হবে,' বিড়বিড় করে বলল সে, খানিকটা আপনমনে।

'আপনি জানলেন কিভাবে?' এখনও সিমনের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে অপারম্যান। 'কোত্থেকে শুনলেন?'

'ইলেকশনের প্রার্থী নয়, তোমাকে এমন একজন পুলিস অফিসার বলে মনে

হচ্ছে,' মৃদু অনুযোগের সুরে বলল সিমন।

কয়েক সেকেন্ড চুপ থেকে ক্যাপটেন বলল, 'কিন্তু লোকটা বলছে, খুন!'

'তোমার ডাক্তারও যদি একমত না হয়, আমি আশ্চর্য হব।' মাথা নাড়ল সিমন। 'ভুল তো হতেই পারে, এমনকি একাধিক ভুল হওয়াও বিচিত্র নয়।' দরজার দিকে ফিরল সে। 'মি. কিং বলছেন, এটাও একটা আত্মহত্যার কেস। কার কথা বিশ্বাস করতে হবে, তুমি জানো।' কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে।

বন্ধ দরজার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল অপারম্যান। দরজা খুলে আবার উঁকি দিল সিমন। 'ভাল কথা, অপারম্যান,' বলল সে, 'তোমার প্যাথোলজিস্ট যদি কোন কাজের না হয়, তাকে বাদ দাও। আমরা তোমাকে আরেকজন যোগাড় করে দেব।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে পুলিস স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেল সে।

তিন

সিঁড়ির ল্যান্ডিঙে দাঁড়িয়ে আছে ড্যানি ডানকান, ধাপ বেয়ে উঠে আসছে রানা।

'সুকি কোথায়?' ব্যাকুলস্বরে জানতে চাইল ড্যানি, ছায়ার ভেতর তার চেহারা ম্লান আর উদ্বিগ্ন। 'তার না তোমার সাথে থাকার কথা?'

তাকে পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকল রানা। 'কেন, আমার সাথে থাকবে কেন?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। ওর পিছু পিছু ঘরে ঢুকল ড্যানি, দরজাটা বন্ধ করল।

'সারাটা বিকেল তুমি ফেয়ারভিউয়ে ছিলে, তাই না?' অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল ড্যানি। 'কি করছিলে তুমি ওখানে? তোমার সাথেই ছিল সুকি, তাই না?'

'দেখো,' বলল রানা, গলায় ঠাণ্ডা সুর, 'তোমার বাজে কথা শোনার ধৈর্য আমার নেই। সুকির সাথে আমার দেখা হয়নি। মি. সিলার আমাকে বললেন, সুকি তাঁকে বলেছে সন্ধ্যায় তোমার সাথে দেখা করবে।'

'কিন্তু তুমি তাহলে ছিলে কোথায়?' জানতে চাইল ড্যানি। 'কোন ব্যাখ্যা না দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলে, এদিকে চিন্তায় আমার মাথা খারাপ হবার যোগাড়। নিশ্চয় তুমি সোজা ফেয়ারভিউ থেকে আসছ না?'

'আগে তুমি শান্ত হও, ফর গডস সেক!' বলল রানা। 'মি. সিলার বললেন, সুকি টলারসনের সাক্ষাৎকার নিতে গেছে। যাবার সময় বলে গেছে, টলারসনের সাথে দেখা করার পর তোমার এখানে আসবে সে।'

'টলারসন! সুকি টলারসনের কাছে গেছে!' মাথার চুলে আঙুল চালাল ড্যানি। 'কিন্তু এতক্ষণ ওখানে কি করবে সে! প্রায় তিন ঘণ্টা হতে চলল!'

'ওখানে ও নেই। মি. সিলারের মুখে শুনেই আমি গিয়েছিলাম।'

'তুমি জানতে?' রানার দিকে এক পা এগিয়ে এল ড্যানি, মুঠো পাকানো হাতটা খানিক উঁচু হলো। কি রকম রেগেছে তার চোখ দেখে বোঝা গেল। 'ফোন

করার সময় আমাকে তাহলে বলোনি কেন, কোথায় আছে সুকি? ওখানে আমি তোমার চেয়ে অনেক আগে পৌঁছুতে পারতাম!'

অপ্রস্তুত বোধ করল রানা। কথাটা ওর মাথায় খেলেনি। সুকি বিপদে পড়তে পারে, এই চিন্তাটা ওকে অস্থির করে তুলেছিল। 'হ্যাঁ, ভুল হয়ে গেছে।'

রানার কোটের সামনেটা এক হাতে চেপে ধরল ড্যানি। 'সুকির যদি কিছু হয়, তোমাকে জীবনে আমি ক্ষমা করব না!' রাগে কাঁপছে সে। 'আমি…আমি…'

দপ করে আগুন জ্বলে উঠল রানার চোখে। ধাক্কা দিয়ে ড্যানিকে সরিয়ে দিল সে। পড়ে যাচ্ছিল ড্যানি, কোন রকমে সামলে নিল নিজেকে, সিধে হয়েই তৈরি হলো মারামারি করার জন্যে।

'বাড়াবাড়ি কোরো না, ড্যানি!' কর্কশকণ্ঠে বলল রানা। 'মাথা ঠাণ্ডা রাখো। সুকির যদি কোন বিপদ হযে থাকে, আমরা মারামারি করলে উদ্ধার পাবে সে?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল ড্যানি, হাতটা ধীরে ধীরে নামিয়ে নিল। রক্তচক্ষু মেলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। 'এর জন্যে তোমাকে পস্তাতে হবে, রানা।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, হয় হবে,' রানার চেহারায় বিরক্ত ভাব। 'আমরা ছেলেমানুষি করছি। বসো, আমি কি বলি শোনো।'

'বসব?' লাফিয়ে উঠল ড্যানি। 'টলারসনের ঘাড় মটকাতে চললাম আমি!'

'টলারসন মারা গেছে,' শান্তস্বরে বলল রানা, ইতোমধ্যে দরজার দিকে ঘুরতে শুরু করেছে ড্যানি।

'মারা গেছে?' বন্ করে আধপাক ঘুরল ড্যানি। 'কখন…কিভাবে?'

পকেট থেকে সিগারেট কেস আর কানের দুলটা বের করল রানা। 'এগুলো আগে কখনও দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল ও।

হাত বাড়িয়ে জিনিসগুলো নিল ড্যানি, তারপর চেহারায় থমথমে সতর্কতা নিয়ে তাকাল রানার দিকে। 'এগুলো সুকির,' বলল সে। 'তুমি কোত্থেকে পেলে?'

'লাশের নিচে ছিল। মেঝেতে পড়ে ছিল টলারসন, ছুরিটা বুকে গাঁথা। সার্চ করতে গিয়ে লাশটা সরিয়েছি, দেখি এগুলো পড়ে আছে।'

ঘামতে শুরু করল ড্যানি। 'আর কেউ এগুলো দেখেছে?' জানতে চাইল সে।

মাথা নাড়ল রানা। 'ভাগ্য ভাল যে পুলিস এসে পড়ার আগেই এগুলো পেয়ে গেছি আমি। তা না হলে খুনটার সাথে সুকিকে ওরা জড়াতে চেষ্টা করত। অপারম্যান তো একটা গর্দভ।'

'কিন্তু সুকি…সুকি কোথায়? তুমি…তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না…?'

'না, তা ভাবছি না,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'তবে টলারসনের খুনী তাকে দেখে থাকতে পারে। ব্যাপারটা অত্যন্ত নাজুক আর জটিল, ড্যানি। সুকির এই বিপদে তোমাকে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।'

'এখন তাহলে কি করব আমরা?' দিশেহারা দেখাল ড্যানিকে।

'দু'একটা কাজ আছে আমার। তুমি বরং মি. সিলারের সাথে যোগাযোগ করো, দেখো বাড়িতে বা অফিসে সুকি ফিরেছে কিনা। এখানেই থাকো তুমি, কারণ এখানেও আসতে পারে সে।'

কটমট করে রানার দিকে তাকাল ড্যানি। 'পাগল নাকি? সুকির বিপদ, আর হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব আমি? জানতে পারি, তুমি কি করতে চাইছ?'

'আমি?' ভাব দেখে মনে হলো রানা এখনও মনস্থির করতে পারেনি। 'আমার যে কাজ তার সাথে সুকির কোন সম্পর্ক নেই। ওদিকটা তোমাকে দেখতে হবে।'

'তোমার কাজ? তোমার আবার কি কাজ?' জানার জন্যে জেদ ধরল ড্যানি। 'দেখো, রানা, আমার কাছে কিছু গোপন কোরো না!'

একটা কাঁধ উঁচু করে রানা বলল, 'তুমি বোধহয় ভুলে গেছ, আমরা দু'জনেই গ্রেফতার হতে পারি–খুনের অভিযোগে। কোয়েলকে যে খুন করেছে, হয়তো সেই লোকই সুকিকে ফাঁসাবার চেষ্টা করছে। আমি আমাদের ব্যাপারটা দেখছি, তুমি সুকির দিকটা সামলাও।' ড্যানি বাধা দেয়ার আগেই কামরা থেকে বেরিয়ে এল ও।

সুকির নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হলেও, রানার মনে হলো প্রথমে ওকে পিন্ডার'স এন্ড নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে। ওর ধারণা, পিন্ডার'স এন্ডেই সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে। গাড়ি নিয়ে রওনা হলো ও, মাথার ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে।

কিং! সে-ই নাটের গুরু। রহস্যময়, অজ্ঞাত পরিচয় কিং অভ স্পেড।

কিং আর সিমন! এই সিমন লোকটাকে একবার হাতে পাওয়া দরকার। তাকে দিয়ে যদি কথা বলানো যায়, কিং সম্পর্কে অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে। সিমনকে ধরতে হলে নিকের সাথে দেখা করা দরকার। তার হয়তো সিমন সম্পর্কে অনেক কথা জানা আছে।

মেইন রোড থেকে সরু একটা গলির ভেতর ঢুকল গাড়ি। একটা হার্ডওয়্যার-এর দোকানের সামনে থামল রানা। গাড়ি থেকে নেমে হেঁটে চলে এল দোকানের পিছন দিকে। দরজায় নক করে সিগারেট ধরাল একটা।

দরজা খুলে রোগাপাতলা লম্বা এক লোক ছায়া থেকে আলোর দিকে লম্বা করল গলাটা। 'মোনার কাজ বাড়ল। বলো তো কে এসেছে?'

একপাশে সরে দাঁড়াল দীর্ঘদেহী। 'আসার আর সময় পেলে না! এসেই যখন পড়েছ, দয়া করে ভেতরে ঢোকো।'

অন্ধকার একটা প্যাসেজ ধরে লোকটার পিছু পিছু এগোল রানা, ঢুকল লিভিংরুমে।

'কে, মাইকেল?' কিচেন থেকে জানতে চাইল এক নারীকণ্ঠ।

'এসে দেখে যাও,' জবাব দিল মাইকেল পিয়ারসন।

ভুরু কুঁচকে লিভিংরুমে ঢুকল মোনা, রানাকে দেখেই প্রায় চিৎকার করে উঠল 'ওমা, কি সৌভাগ্য আমাদের! তা, ভাই, ভাল সময়েই এসেছ–আমরা সাপার খেতে বসছিলাম! এসো, কিচেনে এসো!' বিশ-বাইশ বছরের সুন্দরী মেয়ে সে, চটপটে গৃহিণী।

'তোমার রান্নার কথা ভাবতেই খিদেটা অনুভব করছি,' বলল রানা। 'তবে খুব তাড়াতাড়ি দিতে হবে।' সাধারণত কারও বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করে না রানা, তবে মোনার হাতের রান্নার প্রতি ওর লোভ আছে। 'মাইকেলের জন্যে আমি

একটা কাজ নিয়ে এসেছি।'

'কি কাজ?' জিজ্ঞেস করল মাইকেল। মধ্যবয়স্ক সে, হাড়সর্বস্ব ভাঙাচোরা চেহারা। মোনার মত একটা মেয়ে কেন যে মাইকেলকে ভালবেসে বিয়ে করল, রানার কাছে এটা একটা বিস্ময়। ওদের প্রেম বেনটোভিলে কিংবদন্তী হয়ে আছে।

কিচেনে ঢুকে টেবিলে বসল রানা। 'ডেলিভারির কাজ, মাইকেল। আজ রাতেই, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সাপ্লাই দিতে হবে।'

চেহারায় খানিকটা অসন্তোষ নিয়ে মাইকেল বলল, 'তোমার মত বেকার লোকদের নিয়ে আর পারা গেল না। সারাটা দিন টো টো করবে, নয়তো বন্ধ ঘরে বসে থাকবে, তারপর মানুষের বিশ্রামের বারোটা বাজাবার জন্যে অসময়ে এসে নক করবে দরজায়। দিনের বেলা আসোনি কেন?'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'দিনের বেলা হলে অপারম্যান দেখে ফেলার ভয়ে কাজটা তুমি নিতে চাইতে না।'

প্লেট ধুচ্ছিল মোনা, ঝট করে ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকাল সে, চোখে সতর্ক দৃষ্টি। একটা হাত তুলে তাকে আশ্বস্ত করল রানা। 'ঘাবড়াবার কিছুই নেই,' বলল ও। 'এ ধরনের কাজ আগেও মাইকেল করেছে। ভবিষ্যতেও করবে।'

রানার প্লেটে বড় একটা টি-বোন পরিবেশন করল মোনা, সাথে আলু ভাজা। 'তোমরা পুরুষরা কখন যে কি করে বসো!'

'খাওয়ার সময় কথা নয়,' বলে প্লেটের ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা, হাতের সিগারেট মেঝেতে ফেলে দিয়েছে।

অ্যাপ্রন খুলে ওদের সাথে টেবিলে বসল মোনা। উদ্বিগ্ন চোখে আবার রানার দিকে তাকাল সে, তারপর স্বামীর দিকে। 'আমি চাই না এ ধরনের কাজ এখনও তুমি করো।'

'বোকার মত কথা বোলো না,' কৃত্রিম ধমকের সুরে বলল মাইকেল পিয়ারসন। 'আমাকে একটা কচি বউ পালতে হয়। দামী দামী ড্রেস কেনার টাকা পাব কোথায়, শুনি?' রানার দিকে ফিরল সে। 'হ্যাঁ, বলো, কি দরকার তোমার?'

'তিনটে সাবমেশিন গান, ছ'টা রাইফেল, আর কয়েকটা পয়েন্ট থারটি-এইট। সাথে অনেক অ্যামিউনিশন,' মুখভর্তি খাবার নিয়ে বলল রানা।

এমনকি মাইকেলও হাঁ হয়ে গেল। কাঁটা-চামচ নামিয়ে রাখল সে। 'যুদ্ধ বাধাবে নাকি?'

'একরকম তাই,' বলল রানা। 'খাওয়া বন্ধ কোরো না, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তাছাড়া, আমারও তাড়া আছে।'

'কিন্তু, রানা,' প্রতিবাদের সুরে বলল মাইকেল, 'এ-সব জিনিস তোমার হাতে আমি তুলে দিতে পারি না। তিন তিনটে টমিগান!'

'সাথে ছ'টা রাইফেল, আর ধরো গোটা দশেক থারটি-এইট,' পুনরাবৃত্তি করল রানা। 'শুধু দিতে পারো তা নয়, তুমি দেবে।'

'কোত্থেকে আসবে ওগুলো?' ছুরি দিয়ে মাংসটা নিখুঁতভাবে কাটল মাইকেল। 'তোমার কি ধারণা, আমার কাছে অস্ত্রের গুদাম আছে?'

মোনার দিকে ফিরে হাসল রানা। 'সেই পুরানো হুইস্কির বোতলটা কোথায়

বলো তো, শুধু আমি এলে যেটা কাবার্ড থেকে বেরোয়? মাইকেল সাবাড় করেছে, তাই না?'

উঠে গিয়ে কাবার্ড খুলল মোনা, কালো বোতলটা নিয়ে ফিরে এল। স্বামীর দিকে তাকাল সে। 'দেব ওকে? তুমি দিতে বলো?' হাসছে।

'দাও,' বলল মাইকেল। 'কপাল খারাপ না হলে এমন লোকের সাথে পরিচয় থাকে! অসময়ে এসে রাত দুপুর পর্যন্ত জাগিয়ে রাখবে আমাকে, আমার হুইস্কি ধ্বংস করবে, বলবে যেখান থেকে পারো এখুনি আমাকে টমিগান এনে দাও–মুসিবত আর কি!'

একটা গ্লাসে রানার জন্যে খানিকটা হুইস্কি ঢালল মোনা। তার হাতে মৃদু চাপড় দিল রানা, বলল, 'এই আধবুড়ো লোকটার সাথে কিভাবে যে তুমি ঘর করো, আল্লা মালুম। যদি কখনও ওকে ছেড়ে যাও, সোজা আমার বাড়িতে চলে এসো, তোমাকে আমি সুখে রাখব।'

মুখ তুলে তাকাল মাইকেল পিয়ারসন। তার ভাঙাচোরা মুখ কিলবিল করে উঠল। চওড়া হাসিতে উদ্ভাসিত। 'তোমার ভাগ্য খুলে যাচ্ছে, সুইটহার্ট,' বলল সে। 'এমন একটা সুযোগ তোমার হাতছাড়া করা উচিত হবে না। আমি সার্টিফিকেট দিচ্ছি, এই ছোকরার মেলা টাকা আছে।'

খিল খিল করে হেসে উঠে মোনা বলল, 'তোমাকে এখনও আমার জঘন্য লাগে না,' বলল সে। স্বামীর দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল, একাধারে বিস্মিত ও খুশি হলো রানা। খুশি হলো এই জন্যে যে ওদের প্রেমের শুভ পরিণয়ে ওরও অনেকটা অবদান আছে। মোনার পাঁচ ভাই সবাই গুণ্ডাপাণ্ডা, তারা ওদের প্রেম অনুমোদন করেনি। রানা সময় মত নাক না গলালে মাইকেল তো খুন হতই, সম্ভবত মোনাও বাঁচত না। দু'বছর আগে ওদের বিয়ের অনুষ্ঠানে রানা নিজেও উপস্থিত ছিল।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বলল মাইকেল, মনে মনে ভারি খুশি। 'তবে এখন তুমি জানো আমাকে একঘেয়ে লাগলে কোথায় কার কাছে যেতে হবে তোমাকে।' রানার দিকে তাকাল সে। 'সবগুলো তোমাকে দেয়া যাবে না, বুঝলে। রাইফেলগুলো হয়তো ম্যানেজ করতে পারব, তবে টমিগান···সম্ভব নয়।'

'ফালতু কথা রাখো,' বলল রানা, খাওয়া শেষ করে মস্ত একটা ঢেকুর তুলল। 'ওগুলো তোমার কাছে আছে, আমি জানি। সাতদিনও হয়নি তিনটে থম্পসন কিনেছ পুলিস ডিপার্টমেন্ট থেকে। বোলো না, বিক্রি করে ফেলেছ, কারণ আমি বিশ্বাস করব না।'

'সব খবরই রাখো দেখছি,' গম্ভীর মুখে বলল মাইকেল। 'কিন্তু, অনেস্টলি, রানা, ওগুলো তোমাকে আমি সত্যি দিতে পারি না। বড়জোর, একটা। তুমি ছাড়াও বাজারে আরও খরিদ্দার আছে।'

'গুলি মারো তাদের। ওগুলো আমি নিচ্ছি। তোমার দামেই নেব, তারপর এক হপ্তার ভেতর ফেরত দেব তোমাকে–টাকা ফেরত চাইব না। এবার কি বলবে?'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল মাইকেল। কয়েক সেকেন্ড পর বলল, 'যদি ফেরত

দাও, বিবেচনা করে দেখতে পারি। কিন্তু আগে বলো, কেন ওগুলো দরকার তোমার?'

'তোমার না জানাই ভাল,' বলে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল রানা। 'চলো, আমার হাতে সময় কম।'

'খাওয়ার পর একটু বিশ্রামও নিতে দেবে না!' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে চেয়ার ছাড়ল মাইকেল। 'মেলা টাকা বেরিয়ে যাবে তোমার।'

'সাত হাজার ডলার পাবে। অ্যামিউনিশনের দাম আলাদা,' বলল রানা। 'তার বেশি এক পয়সাও না। আর বুলেটের দাম যদি বেশি ধরো, তোমার বউকে আমি চুরি করে নিয়ে যাব।'

মাথা চুলকাল মাইকেল। 'তুমি যা বলো,' বলল সে, ভারি সন্তুষ্ট। রানার সাথে আগেও ব্যবসা হয়েছে তার, ওকে বিশ্বাস করে। 'গাড়িতে তুলে দিতে হবে নাকি?'

'হ্যাঁ, তোমার গাড়িতে। গাড়িটা চালাতেও হবে তোমাকে। ওগুলো তুমি ডেলিভারি দেবে পিন্ডার'স এন্ডে। ফেয়ারভিউ, চেনো তো?'

'পিন্ডার'স এন্ডে ডেলিভারি দিতে হবে? ব্যাপারটা কি?'

'এত কথা জানতে চেয়ো না,' বলল রানা, সামান্য অস্বস্তি নিয়ে। 'ওখানে গিয়ে ট্যানারকে খুঁজবে, তাকে জিনিসগুলো দিয়ে বলবে আমি আশঙ্কা করছি হাঙ্গামা বাধতে পারে। পুলিস বাদে আর সবাইকে ঠেকাতে হবে তার। কাজটা করবে তুমি?'

মাথা চুলকাল মাইকেল। 'মনে হচ্ছে তুমি একটা বিপদে জড়াতে যাচ্ছ। ধরো পুলিস যদি জিনিসগুলো দেখে? চিনতে পারলে ওরা আমার কাছে আসবে।'

'ট্যানার লোকটা বুদ্ধিমান। পুলিস জানবে না এ-সব জিনিস তার কাছে আছে।'

'ব্যাপারটা আমার পছন্দ হলো না...তবু, শুধু তোমার কাজ বলে করব। তাছাড়া, আমি একটা বোকাও বটে।'

'কাল সকালে চেকটা পেয়ে যাবে। ঠিক আছে?'

'দাঁড়াও, চলে যেয়ো না। গাড়িতে ওগুলো তুলতে হবে না? আমার কি আর সেই আগের বয়স আছে?'

'কিন্তু আমার যে সময় নেই! মোনাকে বলো, সে তোমাকে সাহায্য করবে।' কিচেন থেকে লিভিংরূমে বেরিয়ে এল রানা। 'মোনা, আমি চললাম।' ওর পিছু পিছু মোনা আর মাইকেল বেরিয়ে এল। মোনার হাতে হুইস্কির বোতল। লিভিংরূমের দরজা খুলে প্যাসেজে বেরিয়ে গেল মাইকেল।

'এটা?' বোতলটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল মোনা।

তার হাত থেকে বোতলটা নিয়ে সরাসরি এক ঢোক হুইস্কি খেলো রানা। 'রেখে দাও, আরেকদিন এসে শেষ করব ওটা।'

'আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করব,' কথা দিল মোনা।

'সারারাত ফিসফাস করবে নাকি?' প্যাসেজের শেষ মাথা থেকে ঝাঁঝিয়ে উঠল মাইকেল। 'এসো, আমাকে সাহায্য করো!'

'আবার দেখা হবে,' বলে বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল রানা। গলি থেকে বেরিয়ে গাড়ির সামনে এসে দেখে একজন লোক ছায়ার ভেতর দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্থির হয়ে গেল ও, হাতটা কোটের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে।

একটা দরজার ছায়া থেকে আলোয় বেরিয়ে এল লোকটা, ইউনিফর্মে রূপালি বোতাম চকচক করে উঠল। আগ্নেয়াস্ত্র থেকে হাতটা নামাল রানা।

গাড়ির দিকে এগিয়ে এল ক্যাপটেন অপারম্যান। 'কে, রানা নাকি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'মি. রানা নাকি?' বলে গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রানা।

'এখানে তুমি কি করছ?'

'কে, আমি?' গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বের করে পুলিস চীফ-এর দিকে তাকাল রানা। 'বুনো একটা ফুল দেখতে এসেছিলাম।'

'কি!'

'কেন, মিসেস মাইকেলকে তুমি চেনো না? ভারি চমৎকার মেয়ে। বুড়ো এক লোককে বিয়ে করেছে। ওদেরকে দেখার জন্যে মাঝে-মধ্যেই আসি আমি। কিছু দেখছি জানো না।'

হাত দিয়ে চোয়াল ঘষল অপারম্যান। 'ড্যানি কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কি জানি।' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'হয় বাড়িতে, নয়তো কোন মেয়েকে নিয়ে অন্য কোথাও রাত কাটাচ্ছে।'

'কোয়েলের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছিলাম। ড্যানির বক্তব্য আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি।'

'দেখো, আমাকে যদি তোমার সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়, জীবনে উন্নতি করতে পারব না। কোয়েল একটা মাথা ঘামানোর বিষয় হলো? যে লোক নিজেই নিজের গলা কাটে, তার জন্যে সময় নষ্ট করা বোকার কাজ। তোমার জায়গায় আমি হলে তার কথা ভুলে যেতাম।'

'তোমার বন্ধুদের মধ্যে টলারসন একজন, তাই না?'

কুঁচকে ছোট হয়ে গেল রানার চোখ। তারমানে টলারসনের খবরটা এরইমধ্যে পেয়ে গেছে অপারম্যান। শান্তস্বরে বলল ও, 'ভুল করছ হে। টলারসন আমার কোন উপকারে আসে না।'

'আজ রাতে তুমি সানফ্লাওয়ারে গিয়েছিলে নাকি?'

'একবার ঢুঁ মেরেছি। নিকের সাথে কথা বললাম। তাকে আমার ভালই লাগে।'

'তাহলে টলারসনের সাথে দেখা হয়নি?'

'আজ রাতে? নাহ্।' রানা ভাবল, টলারসনের অফিসে হাতের ছাপ রেখে আসেনি তো সে? 'কি ব্যাপার বলো তো? জেরা করছ কেন?'

'দেখা হয়েছে কিনা?'

'বললাম তো হয়নি। কি হয়েছে টলারসনের?'

'মারা গেছে,' বলল অপারম্যান।

'টলারসন? কার গুলিতে?'

নর্দমায় থুথু ফেলল অপারম্যান। 'আত্মহত্যা,' বলল সে। 'লোকজন তাই বলছে। বারো ঘণ্টার মধ্যে দু'জন। সংক্রামক বলে মনে হচ্ছে।'

বিস্মিত হলো রানা। 'আচ্ছা, তাই নাকি! অদ্ভুত ব্যাপার, টলারসনের মত লোক আত্মহত্যা করল! ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য!'

'অবিশ্বাস্য?' লেদার বেল্টে আঙুল গুঁজল অপারম্যান। 'হ্যাঁ, বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু ঘটেছে তাই।' আরও কয়েক সেকেন্ড রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর ঘুরে দাঁড়াল সে।

তাকে চলে যেতে দেখল রানা, তারপর স্টার্ট দিল এঞ্জিন।

এখন ওর একমাত্র চিন্তা সুকি টেমপাসটা। কোথায় আছে মেয়েটা কে জানে। এক এক করে সম্ভাব্য অনেকগুলো জায়গার কথা ভাবল ও। ধারণা করল, নিক ওকে সাহায্য করতে পারে।

চার

সিটিংরুমের দরজাটা নিঃশব্দে খুলে উঁকি দিল অলিভা।

খালি ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে কব্জিতে ব্যান্ডেজ বাঁধছে রিপার। ঝট করে ঘাড় ফেরাল সে, তুলো আর কাপড় ফেলে দিল মেঝেতে, হাত ঢোকাল হিপ পকেটে।

'কি হলো?' জিজ্ঞেস করল অলিভা, নিচু গলায়। 'এত নার্ভাস কেন তুমি?'

পিস্তলটা পকেটে ঠেলে দিল রিপার। মেঝে থেকে তুলো আর কাপড় তুলে নিয়ে বলল, 'ব্যান্ডেজ করে দাও।'

'বুট ফিরেছে?' এগিয়ে আসছে অলিভা।

'না।'

'কি হয়েছে তোমার হাতে?' বলে রিপারের কব্জিটা ধরতে গেল অলিভা, ছিটকে দূরে সরে গেল রিপার।

'সাবধান! একটু চাপ লাগলেই আবার রক্ত বেরোবে।'

রিপারের হাত থেকে কাপড় আর তুলো নেয়ার সময় অলিভা লক্ষ করল, তার হাতটা সামান্য কাঁপছে। তার মুখের দিকে তাকাল সে, চকচক করছে ঘামে। 'বসো, রিপার,' অস্ফুটে বলল সে। 'হাত কাটল কিভাবে?'

ডিভানে বসল রিপার। নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল দাঁত দিয়ে। ম্লান, ফ্যাকাসে হয়ে আছে তার চেহারা।

হঠাৎ অলিভার ভয় হলো, রিপার বোধহয় জ্ঞান হারাবে। 'দাঁড়াও! খানিকটা ব্র্যান্ডি এনে দিই।'

ব্র্যান্ডি নিয়ে এসে রিপারের মুখের সামনে ধরল সে। চুমুক দেয়ার সময় রিপারের মাথাটা ধরে রাখতে হলো অলিভাকে। কয়েক মিনিট পর মুখের রঙ ফিরে পেল রিপার, রুমাল দিয়ে মুখ মুছল সে। 'আবার রক্ত বেরোচ্ছে,' যেন

ব্যাখ্যা দিল।

কব্জিটায় ব্যান্ডেজ বেঁধে রিপারের পাশে বসল অলিভা। 'এখন কেমন লাগছে তোমার?'

'আমার কথা বাদ দাও, আমি ভাল আছি,' খানিকটা অসহিষ্ণু দেখাল রিপারকে। 'ওদিকে ওরা অস্ত্র নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।'

'ওদিকে···পিন্ডার'স এন্ডে?'

'হ্যাঁ। বাড়িটায় ঢোকার মুখে আমাকে দেখে ফেলে ট্যানার। কোন প্রশ্ন করেনি, রাইফেল তাক করে গুলি করল। জান নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছি ভাগ্যের জোরে।'

অপলক চোখে তাকিয়ে থাকল অলিভা। 'তোমার কি মনে হয়, সে জানে?'

কাঁধ ঝাঁকাল রিপার। 'তাই তো মনে হলো।' কব্জির ব্যথায় মুখ কোঁচকাল সে। 'তোমার কাজ হয়েছে? টলারসনের সাথে দেখা করেছ?'

'সে মারা গেছে।'

নিজের পায়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল রিপার। 'নকশাটা পেয়েছ?' অবশেষে জিজ্ঞেস করল সে।

'কি বললাম শুনতে পাওনি?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল অলিভা। 'টলারসন মারা গেছে।'

'তাতে কিছু এসে যায় না, যায় কি?' নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে আবার কাঁধ ঝাঁকাল রিপার। তারপরই চিন্তা হলো তার। 'তারমানে তুমি বলতে চাইছ, নকশাটা এখন ওদের হাতে?'

'আমার তাই ধারণা। তা না হলে টলারসন খুন হবে কেন? আমি বেশি সময় পাইনি। টলারসনের অফিসে ঢুকে আমাকে দেখে ফেলে মাসুদ রানা।'

'ও।' ডিভান ছেড়ে অলিভার কাছ থেকে সরে গেল রিপার। 'অর্থাৎ সব ভেস্তে গেছে।'

'কিন্তু আমার কি দোষ!' বলল অলিভা। 'ট্যানারের কাছে অস্ত্র রয়েছে, সেজন্যে কি আমি তোমাকে দায়ী করেছি? ভাগ্য খারাপ হলে কি করা যাবে!'

'কে তাকে খুন করল?' জিজ্ঞেস করল রিপার। 'কি?'

'কি করে বলব। ঘরে ঢুকে দেখি মরে পড়ে আছে। ছুরি মারা হয়েছে।'

হঠাৎ ঘুরল রিপার। 'এখন তাহলে কি করব আমরা? আমি তো কোন উপায় দেখছি না।'

এক লাফে দাঁড়িয়ে পড়ল অলিভা। 'তোমার ভাল না লাগলে বাদ দাও! তোমার ভেতর কি ধৈর্য বলে কিছু নেই?'

'চোপ!' চোখ রাঙাল রিপার।

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর অলিভা মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আমি রানার সাথে কাজ করা যায় কিনা ভাবছি। আজ ওর সাথে আমার কথা হয়েছে। মনে হলো, অনেক কিছু জানে। কিং-এর প্রতিপক্ষ হিসেবে ওকে আমি সাহায্য করব।'

স্থির চোখে তাকিয়ে থাকল রিপার। 'তুমি রানার সাথে কথা বলেছ?' বেসুরো গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

'রানা আমার সাথে কথা বলেছে,' তাড়াতাড়ি বলল অলিভা, রিপারের দৃষ্টি তার ভাল লাগল না। 'আমরা যদি তার দলে যোগ দিই, ভালই হবে।'

ইতস্তত করল রিপার। 'বুট যদি জানতে পারে...,' অলিভার ওপর চোখ রেখে চুপ করে গেল সে।

'তুমি নিশ্চয়ই তাকে বলবে না?'

মাথা নাড়ল রিপার। 'না। কোন্ দুঃখে!' কামরার চারদিকে অস্থির পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। 'এখন তাহলে রানাও ভিড়েছে।' উদ্বিগ্ন দেখাল তাকে।

ডিভানে বসে রিপারের অস্থিরতা লক্ষ করছে অলিভা। রানার কথা বলার পর এখন তার খারাপ লাগছে।

'প্রথমে টলারসন,' আপনমনে বিড়বিড় করে উঠল রিপার। 'তারপর কিং, তারপর বুট, তুমি আর আমি, এখন আবার রানা।' থামল সে, হেলান দিল দেয়ালে। 'আরও আছে। কোয়েল। সম্ভবত নিক। ট্যানার। কারও আর জানতে বাকি থাকল না।'

'কে বলল সবাই ওরা জানে? তুমি শুধু শুধু মাথা খারাপ করছ। একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে, এটা হয়তো অনেকেই জানে, কিন্তু ব্যাপারটা কি নিয়ে তা খুব কম লোকেরই জানা আছে। ভেবে দেখো না, আমরাই বা কতটুকু জানি?'

'আসল কথা সেটাই,' সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রিপার। 'ওখানে সত্যি কিছু আছে কি? প্রথমে সেটা জানাই আমার উদ্দেশ্য। এমনও হতে পারে, গোটা ব্যাপারটা স্রেফ গুজব। বুট একটা কথা বলেছে কিংকে, জানার মধ্যে এইটুকুই আমাদের সম্বল। তারপর আর এক চুলও আমরা এগোতে পারিনি।'

বিড়বিড় করে, প্রায় শোনা যায় না, অলিভা বলল, 'আমরা যদি বুটকে কথা বলাতে পারতাম।'

'দারুণ!' মাথা ঝাঁকাল রিপার। 'এতক্ষণে একটা কথা বলেছ!' তার চেহারা পাথুরে হয়ে উঠল। 'আমি তাকে কথা বলাতে পারি।' চোখ কুঁচকে চিন্তা করল সে। 'কোথায় সে, জানো?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল অলিভা। 'আজ সারাদিন ফেরেনি সে।' দেয়ালঘড়ির দিকে তাকাল। এগারোটার ওপর বাজে। 'বলেও যায়নি যে ফিরতে দেরি হবে।'

এগিয়ে এসে বসল রিপার। ক্লান্ত লাগছে তার, মাথাটা ভার হয়ে আছে। 'আজ রাতে তাকে আমি সামলাতে পারব না।' আঙুল দিয়ে কব্জির ক্ষতটা অনুভব করল। 'তাকে কাবু করা সহজ হবে না।' হাই তুলল, কব্জি থেকে হাত তুলে চুলে আঙুল চালাল। 'পরে এক সময় তাকে আমাদের খুন করতে হবে।'

শিউরে উঠল অলিভা। 'না,' ফিসফিস করে বলল সে। 'খুন-খারাবির মধ্যে আমরা যাব না।' তারপর মনে পড়ল, রিপার একজন খুনী। অসুস্থ বোধ করল সে।

'তাকে বাঁচিয়ে রাখলে বিপদ হবে,' বলল রিপার, কনুইয়ে ভর দিয়ে ডিভানের ওপর খানিকটা কাত হলো। 'তারপর কিং-এর কথা ভাবতে হবে।' চোখ তুলে অলিভার দিকে তাকাল। 'কিং-ই আসল সমস্যা। তাকে আমরা সামলাব

কিভাবে?'

'কিভাবে সামলাব?' পাল্টা একই প্রশ্ন করল অলিভা।

'সে-ব্যবস্থাও আমাকে করতে হবে,' বলে ডিভান ছাড়ল রিপার। 'আমি শুতে যাচ্ছি।' দরজার দিকে এগোল সে। 'ব্যথাটা বাড়ছে বলে মনে হয়।' কব্জিটা স্পর্শ করল আবার।

'বুটকে কি বলবে? দেখেই জানতে চাইবে সে।'

'দেখলে কাল দেখবে। তখন কিছু এসে যাবে মাথায়।' অলিভার দিকে তাকাল রিপার, চোখে শূন্যদৃষ্টি। 'আর রানার ব্যাপারে...,' দরজার কাছে থেমে ঘুরল সে। '...তাকে ছাড়াও চলবে আমাদের। আমরা দু'জনই...'

ঘাড় কাত করল অলিভা। 'তুমি যা ভাল মনে করো। আমি শুধু ভেবেছিলাম...'

'জানি।' দরজা খুলল রিপার। 'ভাবছি, কতটুকু তাকে বলেছ তুমি।' তার দৃষ্টি লক্ষ করে বুকের রক্ত শুকিয়ে গেল অলিভার।

তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল রিপার।

ডিভানে বসে কিছুক্ষণ চিন্তা করল অলিভা। রিপারকে সাংঘাতিক ভয় পায় সে। ভয় তার বুটকেও। রানার সাথে তার কি কথা হয়েছে জানতে পারলে বুট তাকে মেরেই ফেলবে।

তার মন বলছে, এই ডামাডোলের মধ্যে থেকে কেউ যদি কিছু পায় তো সে মাসুদ রানা। রানার মধ্যে কি যেন একটা দেখেছে সে, ফলে তার এ-বিশ্বাস শতগুণ বেড়ে গেছে।

এখন থেকে খুব সাবধানে এগোতে হবে তাকে। রিপারকে কিছু বুঝতে দেয়া যাবে না। নিজেকে সন্দেহমুক্ত রাখার জন্যে অভিনয় করে যাবে সে, তারপর সুযোগ মত রানার সাথে হাত মেলাবে। একটা ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলল অলিভা, খুন-খারাবির মধ্যে নেই সে। রিপার যদি তার কথা না শোনে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রানার দলে ভিড়ে যাওয়াই ভাল।

দেয়ালঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজার আওয়াজ হলো। বুটের অপেক্ষায় সারারাত জেগে থাকার কোন মানে হয় না। রাতে না-ও ফিরতে পারে সে। ডিভান ছেড়ে উঠে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে, বাইরে গাড়ি থামার আওয়াজ হলো।

খানিক পর সদর দরজার তালা খোলার শব্দ পেল অলিভা।

ঘরে ঢুকে বুট দেখল, ডিভানে বসে সিগারেট ফুঁকছে অলিভা।

অলিভা লক্ষ করল, বুটের চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল আর চকচকে। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এল সে।

'আমার জন্যে রাত জেগে অপেক্ষা করছ, সোনামণি?' কাবার্ড খুলে গ্লাসে হুইস্কি ঢালল বুট।

'ঘুম আসছে না,' বলল অলিভা। 'প্রায় সারাটা দিনই তো শুয়ে ছিলাম,' গলাটা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল সে। 'এত দেরি করলেন যে?'

ব্র্যান্ডির বোতলটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করল বুট। 'ব্র্যান্ডি খাওয়ার দরকার পড়ল কেন তোমার?' জিজ্ঞেস করল সে। 'নাকি আর কাউকে খাইয়েছ?' অলিভার

দিকে ঘুরল সে, তার আধবোজা চোখে সন্দেহ।

'একঘেয়ে লাগছিল, তাই একটু খেলাম আর কি।' ডিভানে শুয়ে পড়ল অলিভা। 'আপনি রাগ করলেন?'

'অভ্যেস হয়ে গেলে খারাপ।' এগিয়ে এসে আর্মচেয়ারে বসল বুট। 'কি একটা দিন গেল! অথচ নধর শরীর নিয়ে সারাটা দিন বিছানায় কাটিয়ে দিলে তুমি!' গ্লাস থেকে দু'চুমুক হুইস্কি খেলো সে।

তার দিকে তাকিয়ে থাকল অলিভা, সামান্য অসুস্থবোধ করছে। লক্ষ করল, বুটের ডান দিকের শার্টের হাতায় রক্ত লেগে রয়েছে, কনুইয়ের কাছে কালচে দাগ।

ভয়ে কথা বলতে পারল না সে।

চেয়ারে নেতিয়ে থাকল বুট, চোখ দুটো কামরার এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করছে। প্রথমে অলিভার দিকে, তারপর দরজা আর জানালা হয়ে আবার অলিভার ওপর। গ্লাসের হুইস্কিটুকু শেষ করল সে। কনুইয়ে রক্তের দাগটা দ্বিতীয়বার দেখতে পেল অলিভা। 'রিপার কোথায়?' খালি গ্লাসটা পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করল বুট, হঠাৎ করে।

'রিপার?' অলিভা যেন জীবনে কখনও নামটা শোনেনি। 'কেন, শুয়ে পড়েছে।'

'তাকে আমার দরকার।' চেয়ার ছেড়ে দরজার দিকে এগোল বুট।

'তার মাথা ধরেছে,' তাড়াতাড়ি বলল অলিভা। 'কি দরকার আমাকে বলুন না...'

থামল বুট, খানিকটা ঘুরল অলিভার দিকে। 'অদ্ভুত তো! আমার সোনামণির বুকে দরদ উথলে উঠল!' দরজা খুলে হাঁক ছাড়ল সে। 'রিপার! অ্যাই, রিপার!'

দু'সেকেন্ড সাড়া নেই, তারপর রিপারের গলা ভেসে এল। 'বলুন।'

'নিচে এসো,' বলে কামরার মাঝখানে ফিরে এল বুট, আর্মচেয়ারটা সরিয়ে এমন জায়গায় বসাল, একই সাথে দরজা আর অলিভার দিকে যাতে নজর রাখতে পারে। বসল সে। 'রিপারের মাথা ধরেছে, কেমন?' অলিভার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'মাঝে-মধ্যেই কথাটা ভেবেছি আমি, তোমাদের দু'জনকে বাড়িতে একা থাকতে দেয়া উচিত হচ্ছে কিনা। লোভ সামলানো সত্যি কঠিন। দু'জনেই তোমরা ছেলেমানুষ।'

'বাজে কথা বলবেন না,' রাগের সাথে বলল অলিভা। 'আপনাকে আমি আগেও বলেছি, রিপার আমার কোন কাজে আসবে না। আমার কাছে একটা শিশু ও।'

'হ্যাঁ, মনে আছে আমার। বলেছিলে বটে।' রুমাল বের করে টাক মাথাটা মুছল বুট। 'তোমরা যদি ভেবে থাকো আমার সাথে বেঈমানী করবে, ভারি মজার একটা ব্যাপার হবে সেটা। নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয়, ম্যালকম বুট তা জানে। তোমরা বোধহয় তা বিশ্বাস করো না, না?'

একটা গড়ান দিয়ে ডিভানে পাশ ফিরল অলিভা, বুটের দিকে পিছন ফিরল। 'আপনাকে আমার একঘেয়ে লাগে। পুরুষমানুষ এমন অকারণ ঈর্ষায় ভোগে,

আমার জানা ছিল না।'

'তোমার তুলনায় আমি একটা বুড়ো, এটা তো আর মিথ্যে নয়। যদি ষড়যন্ত্র করে থাকো, তার পিছনে যুক্তি আছে। কিন্তু তোমাকে আমি অনেক কিছু দিয়েছি।'

'জানি না কি বলতে চাইছেন আপনি,' ম্লান মুখে বলল অলিভা। 'আমি শুতে গেলাম।' ডিভান ছেড়ে নেমে পড়ল সে।

'না,' নিষেধ করল বুট। 'তোমার জন্যে একটা কাজ আছে। তোমার আর রিপারের।'

ঘাড় ফেরাল অলিভা। 'এখন? এই রাতে?'

মাথা ঝাঁকাল বুট। 'অত্যন্ত জরুরী।'

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রিপার। ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে বুটের দিকে তাকাল সে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকল।

'সামনে এসো, রিপার,' বলল বুট। রুমালটা কোলের ওপর ফেলে রেখেছে সে, একটা হাত রুমালের ভেতর।

রুমালের দিকে তাকাল রিপার, তারপর বুটের মুখে উঠে এল দৃষ্টি। তার চেহারা কঠিন হলো। 'আমাকে আপনার দরকার?' নিচু গলায় প্রশ্ন করল সে।

'কব্জিতে কি হলো, রিপার?' জানতে চাইল বুট। 'অলিভা বলল তোমার নাকি মাথা ধরেছে। কব্জির কথা তো কিছু বলল না!'

'ও কিছু না,' বলল রিপার। 'সামান্য কেটে গেছে।'

'আচ্ছা!' নিচের ঠোঁটটা দু'আঙুলে চেপে ধরল বুট। 'গাড়ি চালাতে পারবে?'

'এত রাতে?' হতাশ সুরটা চেপে রাখতে ব্যর্থ হলো রিপার।

'দু'জনেই দেখছি এক কথা বলে! হ্যাঁ, এত রাতে—এখুনি!'

'গাড়ি নাহয় আমি চালাব,' তাড়াতাড়ি বলল অলিভা। 'ও স্বীকার করছে না, কিন্তু কব্জিটার অবস্থা সত্যি ভাল নয়। খুব বেশি কেটে গেছে।'

'তুমি দেখছি সবই জানো।' অলিভার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকাল বুট। 'ব্যান্ডেজটাও বোধহয় তুমিই বেঁধে দিয়েছ, তাই না?'

'কেউ যদি তার হাত কেটে ফেলে, আপনি হলে কি করতেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল অলিভা।

রুমালটা কোল থেকে তুলে পকেটে ভরল বুট। তার বাঁ হাতে আগ্নেয়াস্ত্র।

ওটা দেখেই স্থির হয়ে গেল অলিভা আর রিপার।

'কি ব্যাপার?' কর্কশ সুরে ব্যাখ্যা দাবি করল অলিভা।

পালা করে দু'জনের দিকেই পিস্তল তাক করল বুট। 'স্রেফ একটু সতর্কতা।' দাঁত বের করে হাসল সে। 'কেন, আমি বলিনি, আমার সাথে বেঈমানী করতে চাওয়াটা তোমাদের বোকামি হবে?'

'কি চান আপনি?' জিজ্ঞেস করল রিপার, কিন্তু এক চুল নড়ল না। বুটের চেহারায় ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা দেখে ঘাবড়ে গেছে সে, তার মনে হলো গুলি করার সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়েই ফেলেছে লোকটা।

'দেখতেই পাবে কি চাই।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল বুট। 'এক জায়গায় যাচ্ছি আমরা। তোমাদেরকে দিয়ে জরুরী একটা কাজ করাব।' ঝট করে মাথা ঝাঁকাল

সে। 'এসো—তুমি গাড়ি চালাবে, সোনামণি। তোমার পাশে বসবে রিপার। পিছনে আমি একা থাকলেও নিঃসঙ্গবোধ করব না, কারণ আমার সাথে পিস্তলটা থাকবে।'

'বেশ, অসুবিধে কি, চলুন,' বলে কাঁধ দুটো সামান্য ঝাঁকাল অলিভা। 'তবে পিস্তল বের করে ভয় না দেখালেও চলত। আমি আমার কোটটা নিয়ে আসতে পারি?'

'কোট?' হেসে উঠল বুট। 'বাইরে গরম, কোট দরকার হবে না। রিপারের হ্যাটও লাগবে না।'

অসহায় ভঙ্গিতে রিপারের দিকে তাকাল অলিভা, কিন্তু রিপার কোন সাড়া দিল না।

অলিভাকে ইঙ্গিতে দরজাটা দেখাল বুট। 'আগে বাড়ো।'

'আমাকে নিয়ে কি করতে চান আপনি?' জিজ্ঞেস করল অলিভা, আতঙ্কিত হয়ে উঠছে সে। বুটের চোখের চকচকে, স্থির দৃষ্টি ভাল লাগছে না তার।

নিচু টেবিল থেকে ছোঁ দিয়ে হুইস্কির বোতলটা তুলে নিল বুট। 'কামরা থেকে না বেরোলে আমি তোমার মাথা ফাটাব। রিপার তোমাকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে বাধ্য হবে তখন।'

হঠাৎ দুর্বল বোধ করল অলিভা, রিপারের একটা বাহু আঁকড়ে ধরল সে। কেঁপে উঠে সরে গেল রিপার, ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার চেহারা, তার ব্যথাটা লক্ষ করল বুট।

'সামান্য নয়, অনেকটাই কেটেছে, রিপার,' মৃদুকণ্ঠে বলল সে। 'পরে দেখব ওটা, কেমন? এখন চলো, বেরোও।'

বাইরের অন্ধকারে বেরিয়ে এল ওরা। ঝেড়ে দৌড় দেয়ার একটা ঝোঁক চাপল অলিভার, কিন্তু মনে পড়ে গেল পিস্তলে বুটের হাত অত্যন্ত ভাল। সে-ই প্রথমে গাড়িতে চড়ল, পিছু পিছু উঠল রিপার।

পিছনের দরজা দিয়ে উঠছে বুট, ফিসফিস করে রিপারকে জিজ্ঞেস করল অলিভা, 'কি করব আমরা?'

'অপেক্ষা করো। কোথাও একটা ভুল করুক।'

'ফিসফাস কোরো না,' কড়াসুরে বলল বুট। 'ব্যাপারটা অভদ্রতা।' পিস্তলের ব্যারেল দিয়ে রিপারের গালের পাশে খোঁচা মারল সে।

সামনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল রিপার, একটা হাত উঠে গেছে গালে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস শব্দে বাতাস বেরোচ্ছে।

অলিভার মনে হলো, বুট তাদেরকে খুন করতে নিয়ে যাচ্ছে। শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে সে, মুঠো করা হাত দুটো মুখের সামনে, চিৎকার করে কেঁদে ওঠার ঝোঁকটা থামাবার চেষ্টা করছে।

পিস্তল দিয়ে তার কাঁধে খোঁচা দিল বুট। 'শক্ত হও, ময়না আমার,' তার কানে কানে বলল সে। 'তা না হলে তোমার ওপর রেগে যাব আমি।'

কাঁপা আঙুল দিয়ে ইগনিশন সুইচ অন করল অলিভা, এঞ্জিন স্টার্ট দিল। 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'অফিসে,' জবাব দিল বুট। 'খুব জোরে চালাও।'

গাড়ি চালাবার সময় সারাটা পথ নরকযন্ত্রণা ভোগ করল অলিভা। এত তাড়াতাড়ি জীবনটা শেষ হয়ে যাবে মনে হলেই কান্না পাচ্ছে তার। অন্ধকার রাস্তাটা যেন শেষ নাহয়, ভাবল সে। জানে, যতক্ষণ গাড়ি চালাবে ততক্ষণ কিছু ঘটবে না। পিস্তলের ব্যারেল আঘাত করল তার কাঁধে, ব্যথায় কুঁজো হয়ে গেল সে।

'থামো এখানে,' পিছন থেকে ধমক দিল বুট। 'জায়গাটা যেন চেনো না!'

গাড়ি থামিয়ে সীটের ওপর নেতিয়ে পড়ল অলিভা। তার পাশে স্থির বসে আছে রিপার, একটা হাত গালে। সামনের দিকে খানিকটা ঝুঁকে আছে সে।

গাড়ি থেকে নেমে এক পা পিছিয়ে গেল বুট। পিস্তল তাক করে বলল, 'বেরিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি। দু'জনেই এদিক দিয়ে বেরোও।'

গাড়ি থেকে নেমে বুটের দিকে তাকাল ওরা।

কিছুক্ষণ থেকে দপ দপ করছে কব্জিটা, নতুন করে ব্যথা শুরু হওয়ায় চিন্তায় পড়ে গেছে রিপার। হাতটার এ-অবস্থা না হলে বুটকে ভয় পাবার কিছু ছিল না। নিজের ওপর অগাধ বিশ্বাস আছে তার, কিন্তু এক হাত দিয়ে লোকটাকে কাবু করা সহজ নয়।

চাবিটা রিপারের দিকে ছুঁড়ে দিল বুট। 'দরজা খোলো।'

রিপারের পায়ের কাছে পড়ল চাবি। সেটা কুড়িয়ে নিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল সে। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল, তারপর আলো জ্বালল। অলিভাকে পিছন থেকে ধাক্কা দিতে হলো। ভেতরে ঢুকেই ছুটে রিপারের কাছে চলে গেল সে।

দরজা বন্ধ করল বুট। 'কামরা পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামো। সাবধানে, সতর্কতার সাথে। আমি তোমাদের পেছনেই আছি।'

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল ওরা। সেলার-এ আলো কম, ভাপসা একটা গন্ধ ঢুকল নাকে। হুইস্কি আর বিয়ারের গন্ধটা তীব্র। কামরার ভেতর বড় একটা চৌবাচ্চা রয়েছে। হাত তুলে ট্র্যাপ-ডোরটা দেখাল বুট। 'খোলো ওটা,' বলল সে। 'ভয় পাবার কিছু নেই, ওটা তোমাকে কামড়াবে না।'

ছোট্ট দরজার গা থেকে লোহার একটা আঙটা বেরিয়ে আছে, সেটা ধরে টান দিল রিপার। এক হাতে পারা গেল না, তার সাহায্যে এগিয়ে গেল অলিভা। দু'জন মিলে খুলে ফেলল দরজা। নিচের ভল্টে ম্লান আলো জ্বলছে, একবার উঁকি দিয়েই প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা হলো অলিভার।

চেহারায় কৌতুক আর হাসি নিয়ে ওদের দু'জনকে দেখছে বুট। 'দাঁড়িয়ে আছ কি মনে করে?' জিজ্ঞেস করল। 'নেমে যাও। তবে, যদি কিছু করার মতলব থাকে, এটাই তোমাদের শেষ সুযোগ। ইচ্ছে করলে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো। শুধু মনে রেখো, এখান থেকে চিৎকার বা গুলির শব্দ বাইরে যাবে না। কি করবে ভেবে দেখো।'

অলিভা বলল, 'দাঁড়ান, এক মিনিট, শুনুন। আপনার এমন কি ক্ষতি করেছি আমি যে ওখানে আমাকে নামতে বাধ্য করছেন?'

'ওখানে তোমাদের বেশিক্ষণ থাকতে হবে না,' নরম গলায় বলল বুট। 'দরকারের সময় তোমাদেরকে যাতে পাওয়া যায়, শুধু এই নিশ্চয়তাটুকু চাই আমি। জরুরী একটা কাজে ঘণ্টাকয়েক খুব ব্যস্ত থাকব আমি। ভয়ের কিছু নেই,

ওখানে তোমরা সঙ্গী-সাথীও পাবে। এবার নামো।' পিস্তলের ট্রিগারে সামান্য শক্ত হলো তার আঙুল।

মেঝেতে বসল অলিভা, পা দুটো দরজার ভেতর। ভল্টের মেঝে বারো ফুট নিচে, দরজার কিনারা ধরে ঝুলে পড়ল সে, ঝপ করে নেমে গেল।

'এবার তুমি, রিপার,' বলল বুট, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ করছে তাকে।

ইতস্তত করল রিপার। তার আশা ছিল, অন্তত দু'এক মুহূর্তের জন্যে অসতর্ক হবে বুট, কিন্তু লোকটা তাকে কোন সুযোগই দেয়নি। পিস্তলের মাজল সারাক্ষণ তার বুকের দিকে তাকিয়ে আছে। ভল্টে থাকা মানে মৃত্যু নয়, কাজেই মারাত্মক কোন ঝুঁকি না নিলেও চলে। পরে সুযোগ পাওয়া যাবে। মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভল্টে নেমে গেল সে।

অলিভা আর রিপার মুখ তুলে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে, ট্র্যাপ-ডোরটা দু'হাতে ধরে ওপর থেকে নিচে তাকাল বুট। আচমকা আঁতকে ওঠার একটা শব্দ শুনতে পেল ওরা। শব্দটা ওদের পিছন থেকে এল। ঝট করে ঘাড় ফেরাল দু'জনেই, ম্লান আলোয় দেখল একটা ছায়ামূর্তি দেয়াল ঘেঁষে সরে যাচ্ছে। এক কোণে গিয়ে বসে পড়ল ছায়ামূর্তি।

চিৎকার করে রিপারের কাঁধ খামচে ধরল অলিভা।

'ভয় পাবার কিছুই নেই,' ওপর থেকে বলল বুট। 'এসো, পরিচয় করিয়ে দিই। কোণের ওই ভদ্রমহিলা হলেন মিস সুকি টেমপাসটা, উনি গুডহোপের একজন তুখোড় সাংবাদিক। তিনজন মিলে খোশগল্প করার মেলা সময় পাবে তোমরা।' ট্র্যাপ-ডোরটা সশব্দে জায়গামত বসিয়ে দিল সে।

পাঁচ

সানফ্লাওয়ারের সামনে গাড়ি থামিয়ে নামল রানা, মুখ তুলে অন্ধকার বিল্ডিংটার দিকে তাকাল।

রাস্তার উল্টোদিক থেকে ঢং করে রাত একটা বাজার শব্দ হলো।

সানফ্লাওয়ার বন্ধ, দু'জন টহলপুলিস দাঁড়িয়ে রয়েছে সামনে। চোখে সন্দেহ নিয়ে রানার দিকে তাকাল তারা। ধাপ বেয়ে নেমে এল তাদের একজন।

'কি চাই আপনার?' জিজ্ঞেস করল সে, রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিল।

'ক্লাব দেখছি বন্ধ,' লোকটাকে ছাড়িয়ে সামনে, বিল্ডিংটার দিকে স্থির হয়ে আছে রানার দৃষ্টি। 'কেন, ব্যাপারটা কি? দু'ঢোক হুইস্কি খেতে চেয়েছিলাম।'

'আপনি বরং ভেতরে চলুন। সার্জেন্ট হয়তো আপনার সাথে কথা বলতে চাইবেন।' টহলপুলিস গম্ভীর। 'আসুন।'

তাকে পাশে নিয়ে ধাপ বেয়ে উঠল রানা। 'চলো। সার্জেন্ট যদি নেইল হয়, গলা ভেজাবার একটা উপায় হবে।'

একেবারে কাছে সরে এসে, আরও ভাল করে রানাকে দেখল লোকটা। 'আপনাকে আগেও যেন কোথায় দেখেছি, তাই না?'

'রানা...মাসুদ রানা।'

টহলপুলিসের পেশীতে ঢিল পড়ল। 'ও, আপনি মি. রানা–কি কাণ্ড, আপনাকে আমি চিনতেই পারিনি। চলুন-চলুন, আপনাকে দেখে ভারি খুশি হবেন সার্জেন্ট।'

দরজার কাছে পৌঁছুল ওরা, দ্বিতীয় লোকটা আগ্রহ নিয়ে তাকাল রানার দিকে।

প্রথম লোকটা বলল, 'উনি, মি. রানা। সার্জেন্টের সাথে দেখা করতে চান।'

দ্বিতীয় লোকটা, গল, বলল, 'সোজা ভেতরে ঢুকে পড়ুন, মি. রানা।' দরজাটা মেলে ধরল সে। 'বাঁ দিকের অফিসঘরে আছেন সার্জেন্ট।'

দরজা দিয়ে হলরুমে ঢুকল রানা। প্রথম লোকটা, টিম, মাথা চুলকে বলল, 'মাফ করবেন, মি. রানা, জানতে চাইছিলাম, মানে...সানরাইজ...কাল কি ভাল করবে ঘোড়াটা? সার্জেন্ট বলছিলেন, সানরাইজ মন্দ নয়। আমার খুব ইচ্ছে কিছু টাকা জিতি।'

'অত্যন্ত সুন্দর ঘোড়া, তোমাদের সানরাইজ,' বলল রানা। 'এত সুন্দর ঘোড়া কোন আস্তাবলে দেখিনি আমি। কিন্তু আস্তাবলের বাইরে ওটা কোন ঘোড়া নয়, গাধা।' হল পেরিয়ে এল ও, পিছনে রেখে এল হতভম্ব দুই টহলপুলিসকে।

সার্জেন্ট নেইলকে টলারসনের অফিসে পেল রানা, টলারসনের একটা চুরুট খাচ্ছে সে। রানাকে দেখে অবাক হয়ে গেল।

'হ্যালো, নেইল,' মৃদু হাসির সাথে বলল রানা। 'ওরা বলল তুমি এখানে আছ।'

'আরে, তুমি!' উজ্জ্বল হয়ে উঠল সার্জেন্টের লাল মুখ। 'গাড়িটার খোঁজ করলে, তারপর কি ঘটল আমাকে জানালে না তো!'

'জানাবার কিছু থাকলে তো।' কামরাটার চারদিকে চোখ বুলাল রানা। টলারসনের লাশ সরিয়ে ফেলা হয়েছে। তল্লাশী চালানোও শেষ। 'মেয়েটা সুন্দরী, কিন্তু একেবারে ছেলেমানুষ।' ডেস্কের কিনারায় বসল ও। 'শুনলাম, তুমি নাকি ভাবছ সানরাইজ মন্দ নয়?' নেইলের চোখে ব্যাকুলতা ফুটে উঠল। 'তুমি কি বলো?'

'নিজে বাছাই করতে গেলে ডুববে তুমি,' হেসে উঠে বলল রানা। 'সবার জন্যে সব কাজ নয়। বাজি ধরতে হলে ম্যারাডোনার ওপর ধরো।'

চোখ বুজল সার্জেন্ট। 'ঈশ্বর! মরে যেতাম! পুরো মাসের বেতন কর্পূর হয়ে উড়ে যেত!'

'কেন, বাজি ধরার আগে আমাকে কেন জিজ্ঞেস করো না? সবাই জানে, তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হই আমি। তাছাড়া, পুলিসের সাথে সম্পর্ক ভাল রাখলে লাভ বৈ লোকসান নেই।'

চোখ মেলে রানার দিকে তাকাল সার্জেন্ট। 'আমি কি পুরো মাসের বেতন ধরব, ম্যারাডোনার ওপর?'

'অবশ্যই। আমি নিজেও তো ধরছি। কত জিততে চাও তুমি? বিশ হাজার?'

চোখ মিট মিট করল নেইল। 'বি-শ হা-জা-র! অত টাকা জিততে হলে তো অনেক টাকা বাজি ধরতে হবে।'

'ঠিক আছে, তোমাকে কিছু ধার দেব আমি, জেতা টাকা থেকে ফেরত দিয়ো।'

দু'সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেইল বলল, 'যদি হেরে যাই, আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে।'

'অবস্থা খারাপ হবে আমার,' বলল রানা। 'কারণ আমি অনেক টাকা বাজি ধরব। তবে জিতবে ম্যারাডোনাই।'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল সার্জেন্টের। 'তুমি তো এখানে প্রায়ই আসো, তাই না?'

'এখানে? মানে, এই কামরায়?'

'হ্যাঁ? ডেস্কের ওপর তোমার হাতের কিছু ছাপ পাওয়া গেছে, নতুন। তোমার ডান হাতের তর্জনীর ডগায় পোড়া দাগ আছে, আমি জানি।'

রানা কিছু বলল না।

'ডাক্তার বলেছে, টলারসন আত্মহত্যা করেছে, কাজেই আমি ভাবলাম তোমার ফিঙ্গারপ্রিন্ট প্রসঙ্গ তুলে কেসটাকে জটিল করে তোলা উচিত হবে না। ওগুলো আমি মুছে ফেলেছি।'

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলল রানা। সহজ সুরে জানতে চাইল, 'অপারম্যান কি বলল?'

মাথা নাড়ল সার্জেন্ট। 'সব কথা তাকে আমি জানাই?'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা, মনে মনে একটা হিসেব পাবার চেষ্টা করল গত দু'হপ্তায় ওর পরামর্শে কত টাকা রেস থেকে জিতেছে নেইল। লোকটার উপকার করে দেখা যাচ্ছে লাভই হয়েছে। 'ভাল কথা, নিকের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম। আছে নাকি সে?'

মাথা নাড়ল নেইল। 'টার্কিশ বাথ-এ আছে, রাতটা ওখানেই কাটাবে।'

ডেস্ক থেকে নেমে পড়ল রানা। 'যাই তাহলে।' কামরার চারদিকে আরেকবার চোখ বোলাল। 'এটা বোধহয় বিক্রি হয়ে যাবে, তাই না?'

'সানফ্লাওয়ার? বোধহয় নিলাম হবে।'

'হুম।' বলে কামরা থেকে বেরিয়ে এল রানা।

বাইরে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল গল আর টিম। ব্যাকুল সুরে একযোগে জানতে চাইল তারা, 'সানরাইজ সম্পর্কে বলুন, প্লীজ, মি. রানা!'

'ম্যারাডোনা,' ধাপ বেয়ে নামতে নামতে বলল রানা। 'যার যা কিছু আছে, সব বাজি ধরো।'

গাড়ি নিয়ে টার্কিশ বাথ-এ চলে এল ও। ওকে দেখে নিগ্রো অ্যাটেনড্যান্টের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'অনেকদিন পর আপনাকে দেখলাম, স্যার, বস্।'

'প্রায় দু'বছর। কেমন আছ তুমি?'

'ভাল, বস্। আপনি কেমন আছেন, স্যার?'

'ভাল। নিককে দেখেছ?'

'উনি হট-রূমে, বস্।'

'ওর সাথে দেখা করব। ব্যবসা কেমন···মন্দা?'

'আজ রাতে তেমন সুবিধের নয়। গত দু'ঘণ্টায় আপনি আর মি. নিক ছাড়া অন্য কেউ আসেনি।'

'আমি হয়তো বাকি রাতটা থেকেই যাব,' বলল রানা। 'ঠিক আছে তো?'

'কি যে বলেন, বস্! আপনি এখানে থাকবেন সে তো আমাদের সৌভাগ্য। সকালে কি ব্রেকফাস্ট দেব, স্যার?'

'খুব সকালে, কেমন?'

'ঠিক আছে, বস্।' তোয়ালে আর বাথরোবটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সে। 'একা যেতে পারবেন তো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে চেঞ্জিং রূমে ঢুকল রানা। কাপড় খোলার সময় সুকির কথা ভাবল। মেয়েটা গেল কোথায়? হয়তো নিজের বিছানায় নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে, ওর উদ্বেগ সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। কিংবা হয়তো গুডহোপ অফিসে বসে টলারসনের অপ্রত্যাশিত আত্মহত্যা সম্পর্কে রিপোর্ট লিখছে। কিন্তু···না, তা হতে পারে না। ভয়ে শহর ছেড়ে পালায়নি তো? নাকি কেউ কিডন্যাপ করল?

সুকিকে যদি কিডন্যাপ করা হয়ে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে টলারসনের খুনীকে দেখে ফেলেছিল সে। রোমহর্ষক একটা আশঙ্কাও জাগল রানার মনে, ইতিমধ্যে হয়তো সুকিকে মেরে ফেলা হয়েছে।

কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে সিগারেট ধরাল রানা, প্যাসেজ ধরে চলে এল হট-রূমে। ক্যানভাস ডেক চেয়ারে বসে রয়েছে নিক, হাঁটুর ওপর একটা তোয়ালে, ঘুমাচ্ছে।

'আগুন!' তার কানে বোমা ফাটাল রানা। 'আগুন লেগেছে!'

ঘুম ভেঙে গেল নিকের, ঢুলু ঢুলু চোখে রানার দিকে তাকাল। 'ও, তুমি,' বিরক্তি প্রকাশ করল সে, তারপর আবার চোখ বুজল।

লোকটার নার্ভ আছে বটে, মনে মনে প্রশংসা করল রানা। 'ওঠো, তোমার সাথে কথা আছে আমার। জরুরী।'

চোখ খুলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল নিক। 'তোমার কাছে চুরুট আছে নাকি?'

'আনাচ্ছি,' বলে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল রানা, একটা বোতামে চাপ দিয়ে ফিরে এল নিকের কাছে।

'এক বোতল হুইস্কিও আনাতে পারো,' বলল নিক। 'টলারসনের ব্যাপারে কথা বলবে মনে হচ্ছে?'

নিকের সামনের চেয়ারটায় বসল রানা। 'ঠিক। তার ব্যাপারেই তোমার সাথে কথা বলব।'

'আমারও তাই ধারণা হচ্ছিল।'

নিগ্রো অ্যাটেনড্যান্ট ভেতরে ঢুকল, হুইস্কি আর চুরুটের অর্ডার দিল রানা। লোকটা চলে যাবার পর ভুরু কুঁচকে নিকের দিকে তাকাল ও। 'বলো তো, টলারসনকে খুন করা হলো কেন?'

'ব্যাপারটা আত্মহত্যা,' বলল নিক। 'ডাক্তার তাই বলছে।'

'কে কি বলছে আমি জানি,' বলল রানা। 'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি–বন্ধু যেমন বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে। টলারসনকে মারল কে?'

'হয়তো তোমরা দু'জন–তুমি আর ওই মুরগীর বাচ্চাটা।'

'মুরগীর বাচ্চা?'

'হ্যাঁ, ডিম থেকে বেরিয়ে এসেছে যে মেয়েটা।'

'ও, তার কথা বলছ। কিন্তু, তা ঠিক নয়। লাশটা শুধু আবিষ্কার করি আমি। দেখছ তো, তোমার কাছে কিছুই আমি লুকাচ্ছি না। ঘরে ঢুকে দেখি মেয়েটা রয়েছে, লাশটা মেঝেতে।'

'তাহলে মেয়েটা খুন করেছে টলারসনকে,' বলল নিক, আলোচনায় তেমন উৎসাহ পাচ্ছে না সে।

হুইস্কি আর চুরুট দিয়ে গেল অ্যাটেনড্যান্ট। একটা চুরুট ধরিয়ে চোখ বুজল নিক। 'আমার গ্লাসে পানি ঢেলো না।'

দুটো গ্লাসে হুইস্কি ঢালল রানা। 'তোমার কি অবস্থা হবে, নিক?' জিজ্ঞেস করল ও।

জবাব দেয়ার আগে গ্লাসের অর্ধেক হুইস্কি দুই ঢোকে খেয়ে নিল নিক। 'নিজেকে নিয়ে আমার কোন চিন্তা নেই। কর্ক সিমন সম্ভবত সানফ্লাওয়ার কিনে নেবে।'

বিস্মিত হলো রানা। 'কর্ক সিমন? সিমন সানফ্লাওয়ার চায়, তা তো আমি কখনও ভাবিনি। এ-কথা তোমার কেন মনে হলো?'

'কিনবেই তা তো বলিনি। বলেছি কিনতে পারে।'

মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা, 'টলারসন পিন্ডার'স এন্ড কিনেছিল, তাই না?'

রানার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল নিক, খানিক ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল।

'পিন্ডার'স এন্ড সম্পর্কে তুমিও কিছু জানো?'

'কিছু জানি বৈকি।'

'তাহলে তোমারও আগ্রহ আছে?'

'আগ্রহ আছে বলেছি? আর কার আগ্রহ সম্পর্কে জানো তুমি?'

'নিজের কথা জানি,' বলল রানা। 'তারপর ধরো, কিং।'

'হ্যাঁ।' খুক করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করল নিক। 'কিং।'

'তার সম্পর্কে কি জানো তুমি?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

'সে একটা রহস্য, সেজন্যে তাকে আমার ভয় করে,' স্বীকার করল নিক। 'লোকটার পরিচয় উদ্ধার করার বহু চেষ্টা করেছি আমি। কিন্তু কর্ক সিমন ছাড়া কেউ তাকে দেখেছে বলে মনে হয় না।'

'এ-সব আমার জানা,' বলল রানা। 'তুমি পিন্ডার'স এন্ড সম্পর্কে আগ্রহী কিনা তাই বলো। তুমি যদি রাজি থাকো, আমরা একসাথে কাজ করতে পারি। আর যদি একা লেগে থাকতে চাও, সেটাও মন্দ নয়–এই আলোচনার কথা ভুলে যাব আমি।'

হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা তুলে নিল নিক। গ্লাসটা খালি দেখে রানার দিকে

তাকাল। 'বোতলটা তুমি একাই শেষ করবে নাকি?'

নিকের হাতে বোতলটা ধরিয়ে দিল রানা। বুঝতে পারছে, সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করছে নিক। তাগাদা দেয়ার কোন মানে হয় না।

'তুমি জানো, এরমধ্যে বুটও জড়িয়ে আছে?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল রানা।

বোতলের হুইস্কি গ্লাসের বাইরে পড়ল খানিকটা। হাতটা স্থির করে আবার ঢালার চেষ্টা করল নিক। 'বুট?'

'হ্যাঁ।'

'বুট তেমন গভীর জলের মাছ নয়,' বলল নিক, যেন নিজেকেই আশ্বাস দেয়ার চেষ্টা করল সে। 'তাকে নিয়ে আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই।'

'বুট কিং-এর লোক,' বলল রানা। প্রচণ্ড গরম পড়েছে, চোখ বন্ধ করে হেলান দিল চেয়ারে।

'আচ্ছা। কাজেই তুমি আর আমি যদি...'

'দ্যাট'স দা আইডিয়া। বুট আর কিং-এর বিরুদ্ধে তুমি আর আমি। আমাদের দলে রয়েছে ট্যানার...ট্যানারকে তুমি চেনো?'

'না।'

'পিন্ডার'স এন্ডের সবচেয়ে বড় বাড়িটার মালিক সে। তার কাছে অস্ত্র আছে, তার মধ্যে তিনটে টমি গান। পিন্ডার'স এন্ডে কাউকে ঢুকতে দেবে না ওরা—আমাকে বাদে।'

চেয়ারে ঘুরে বসে রানার দিকে তাকাল নিক, হাঁ হয়ে গেছে সে। তারপর বলল, 'দ্যাট'স স্মার্ট! তারমানে জায়গাটা এখন তোমার দখলে?'

'হ্যাঁ। আরও বলতে দাও আমাকে। আমাদের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে জানাচ্ছি।' এখনও চোখ বুজে আছে রানা। 'ড্যানি ডানকান রয়েছে আমাদের দলে, রয়েছে গুডহোপের সমস্ত স্টাফ। মুরগীর বাচ্চা আর তার বয়ফ্রেন্ডও দলে ভিড়তে পারে। দু'জনেই ওরা বুটকে ছেড়ে চলে আসতে রাজি। প্রতিপক্ষরা হলো সিমন, বুট আর কিং। আমার তো মনে হয়, আমরাই বেশি শক্তিশালী, নিক।'

একটা পা চেয়ারের কাছে তুলে এনে চুলকাল নিক। 'হ্যাঁ, সেরকমই মনে হচ্ছে।'

'তুমি বোধহয় ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে চিন্তিত, তাই না? তোমার মনে হয় না, পিন্ডার'স এন্ডে যা আছে, সবাই বেশ মোটা অঙ্কের টাকা পাব?'

'চলতি বাজারে বিক্রি করলে পঞ্চাশ লাখ ডলার বা বেশিও পাওয়া যেতে পারে,' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল নিক।

'তাহলে?'

'কিন্তু কথাটা টলারসনের,' তাড়াতাড়ি বলল নিক। 'তার হিসেবে ভুল হতে পারে। ডেফ জ্যাকমেল বড় ডাকাত ছিল, কিন্তু এত বড় কি, যে পঞ্চাশ লাখ ডলারের পাথর জমা হবে তার হাতে?'

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। ডেফ জ্যাকমেল, কুখ্যাত ব্যাংক ডাকাত। বহু বছর আগে লোকটা মারা গেলেও, আমেরিকানরা আজও তার কথা ভোলেনি। 'ব্যাংক থেকে আরও বেশি টাকার পাথর ডাকাতি হয়েছে, বেশিরভাগ কৃতিত্বই তো শোনা

যায় জ্যাকমেলের।'

'তার সম্পর্কে শেষ খবরটা যেন কি ছিল?'

'ফেডারেল পুলিসের তাড়া খেয়ে ফেয়ারভিউয়ে চলে আসে সে,' বলল নিক। 'ক'টা দিন লুকিয়ে ছিল ওখানে, পুলিস এসে পড়ায় রাতের অন্ধকারে কেটে পড়ে। ছিল ট্যানারের পিন্ডার'স এন্ডের বাড়িটায়। টলারসনের ধারণা ছিল, পালাবার সময় হীরেগুলো নিয়ে যেতে পারেনি জ্যাকমেল।'

'টলারসন গল্পটা জানল কিভাবে?'

'সে জেনেছে বিফ না কি যেন নামের এক লোকের মুখ থেকে, জ্যাকমেলের সাথে কাজ করত লোকটা। বিফ টলারসনের সাহায্য চেয়েছিল। পাথরগুলো কোথায় লুকানো আছে, তার কাছে জায়গাটার একটা নকশা ছিল। কিন্তু একা পিন্ডার'স এন্ডে যাবার সাহস হয়নি তার। কানে কম শুনত লোকটা, আর এত ভীতু যে রাস্তা পেরোতে প্রতিবার দশ মিনিট করে সময় নিত। টলারসন তাকে সরিয়ে দেয়।' মাথা নাড়ল নিক। 'তার এই কাজটা আমার পছন্দ হয়নি। পঞ্চাশ লাখের একশো ভাগের এক ভাগ পেলেও খুশি হত বিফ। কিন্তু টলারসন ঝামেলা রাখতে চায়নি।'

'তারপর টলারসন কোয়েলকে দিয়ে পিন্ডার'স এন্ড কেনাল?'

'হ্যাঁ। কোয়েলকে যে-ই খুন করে থাকুক, দলিলটা এখন তার কাছে। হাতে দলিল না থাকায় বিপদে পড়ে যায় টলারসন। ওটা ছাড়া পিন্ডার'স এন্ডের দখল নিতে পারছিল না সে। হৈ-চৈ বা ছুটোছুটি করতেও পারছিল না, তাহলে আবার কিং জেনে ফেলবে। তবে, বুট প্রথম থেকেই জানে সব।'

'তোমার কি ধারণা, টলারসনকে কিং খুন করেছে?'

'হয় সে, নয়তো তার কোন লোক।'

'তারমানে দলিলটা এখন কিং-এর হাতে?'

'আমার তাই ধারণা।'

'তা থাক, প্রকাশ্যে বেরিয়ে না এসে পিন্ডার'স এন্ডে ঢুকতে পারবে না সে। যদি ঢুকতে চায়, আমরা তাকে জিজ্ঞেস করব, দলিলটা সে কোথায় পেল,' হাসল রানা। 'আর যদি গায়ের জোরে ঢুকতে চায়, তাকে অভ্যর্থনা জানাবার ব্যবস্থা করা আছে।'

'আমাদের এখন যা করা দরকার,' পায়ের পাতা চুলকাতে চুলকাতে বলল নিক, 'কাল সকালে গিয়ে পিন্ডার'স এন্ডে তল্লাশী চালানো। হীরেগুলো পেলে কিং-এর মুখের ওপর হাসতে পারব।'

'আমাদের দলটা তোমার পছন্দ হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভালই তো। তোমাদের সাথে আছি আমি।'

'নকশাটা কার কাছে বলে মনে করো তুমি?'

'ওটার ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করার দরকার কি,' বলল নিক। 'কার কাছে আছে? সম্ভবত টলারসনের খুনীর কাছে।'

'এমন হতে পারে পাথরগুলো হয়তো ট্যানারের বাড়িতে নেই। বাগানে কিংবা পাশের কোন বাড়িতে থাকতে পারে।'

'থাকল। আমাদের হাতে সময়ও তো আছে। ট্যানারের বাড়িতে না পেলে অন্য জায়গায় খুঁজব। ভাগে যদি পাঁচ লাখও পাই, একনাগাড়ে পাঁচ বছর খাটতেও রাজি আছি আমি।'

'ঠিক আছে,' বলে চেয়ার ছাড়ল রানা, কোমরে তোয়ালেটা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে ফোনের সামনে চলে এল ও, রিসিভার তুলে ডায়াল করল সুকি টেমপাসটার নম্বরে। অপরপ্রান্তে রিঙ হলো, কিন্তু রিসিভার তুলল না কেউ। দেয়ালঘড়ির দিকে তাকাল রানা। দুটোর ওপর বাজে।

আধবোজা চোখে ওকে লক্ষ করছে নিক। 'তুমি কি কখনও বিশ্রাম নাও না?' জিজ্ঞেস করল সে। 'আবার কি ঘটল?'

'তুমি ঘুমাও,' বলল রানা। 'কাল তোমার অনেক কাজ।'

চেয়ারে নড়েচড়ে বসে চোখ বুজল নিক। মনে হলো, সাথে সাথে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

ড্যানির নম্বরে ডায়াল করল রানা। কোন সাড়া নেই। রাগের সাথে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল ও। ভাবল, সকাল না হওয়া পর্যন্ত ওর কিছু করবার নেই। সকালে প্রথম কাজ, সুকিকে খুঁজে বের করা।

শাওয়ারে দাঁড়িয়ে পিভার'স এন্ডের কথা মনে পড়ল ওর। কয়েকটা ব্যাপার এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। ইংরেজি ডি এবং জে হরফ দুটোর মানে হলো ডেফ জ্যাকমেল। ট্যানারের ওপরতলায় কেন কেউ লুকিয়ে থাকবে, এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে ও। পঞ্চাশ লাখ ডলার মেলা টাকা। পাথরগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হলে কি ঘটবে? এরইমধ্যে দু'জন লোক খুন হয়ে গেছে। গোটা ব্যাপারটার ইতি ঘটার আগে আরও বেশ ক'টা লাশ পড়বে বলে মনে হয়। ঘুমিয়ে পড়ার আগে রানা ভাবল, এখানে আসার পিছনে ওর একটা উদ্দেশ্য আছে। একটা দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ওকে। বব চেকার-এর মৃত্যুর জন্যে কিং দায়ী, তাকে শায়েস্তা করবে ও। উন্মোচিত করবে তার মুখোশ। আরেকদিকে, লক্ষ রাখতে হবে ড্যানি ডানকান, সুকি টেমপাসটা, ট্যানার বা নিকের যেন কোন ক্ষতি না হয়।

ছয়

চোখ খুলল কর্ক সিমন, একটা ঝাঁকি খেয়ে উঠে বসল বিছানায়।

কনুইয়ের কাছে একনাগাড়ে বাজছে টেলিফোনটা। রিসিভারের দিকে হাত বাড়াবার সময় হাতঘড়ির ওপর চোখ বোলাল সে। রাত সাড়ে তিনটে।

'কে?' খেঁকিয়ে উঠল সিমন।

'সিমন?' কর্কশ, পরিচিত কণ্ঠ থেকে প্রশ্ন হলো।

এক নিমেষে সমস্ত রাগ পানি হয়ে গেল সিমনের, সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল সে, সবিনয়ে বলল, 'ইয়েস, মি. কিং!'

'অপারম্যানের সাথে দেখা করেছ?'

‘ওদিকের সব ব্যবস্থা সেরে ফেলেছি,’ বলল সিমন। ‘টাকা নিয়েছে সে। আমাদের কথা মতই কাজ হবে।’

‘গুড।’ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল কিং, সিমন ভাবল যোগাযোগ বোধহয় বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

‘হ্যালো, আপনি লাইনে, মি. কিং?’

‘নামটা মুখে আনবে না,’ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল কিং। ‘মানুষকে আর বেশিদিন বোকা বানিয়ে রাখা যাবে না, সিমন। আমাদের তৎপর হতে হবে।’

‘কাল সকালের প্রথম কাজ, মি. কিং?’ বালিশটা টেনে নিয়ে সেটার ওপর পাঁজর চেপে ধরল সিমন।

‘একটা কাজে আমাকে একটু ব্যস্ত থাকতে হবে,’ নরম সুরে বলল কিং। ‘সেজন্যেই তোমাকে ফোন করছি। শোনো, দলের লোকদের এক জায়গায় জড়ো করো। ট্যানারের বাড়ির দখল নিতে যাচ্ছি আমরা। ছ’সাতজন লোক হলেই চলবে। সবাইকে অস্ত্র আর গুলি দাও। রানার কাছ থেকে অস্ত্র পেয়েছে ট্যানার। সামান্য গোলযোগ হলেও হতে পারে। ট্যানার আর তার লোকজনের ব্যবস্থা করার পর দেরি করবে না তোমরা, বাড়িটার প্রতিটি ইঁট আর তক্তা খুলে ফেলবে। কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ তো?’

‘ইয়েস, মি. কিং,’ বলল সিমন। ‘সকালেই সব করা হবে। আপনি কি ওখানে থাকবেন, মি. কিং?’

‘এখনও জানি না। হয়তো প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসব আমি। দেখি কি করি।’

‘আপনার সাথে বুটের দেখা হয়েছে?’ মনে পড়ে যাওয়ায় জিজ্ঞেস করল সিমন।

সশব্দে নিঃশ্বাস ফেলল কিং। ‘না।’

‘আপনার কি মনে হয়?’

‘হ্যাঁ,’ বলল কিং। ‘আমাদের সাথে বেঈমানী করছে সে। তার সাথে এখন আমি দু’একটা কথা বলব।’

নিঃশব্দে হাসল সিমন। ‘আপনি চান, আপনার সাথে আমি থাকি, মি. কিং?’

‘বুটের বাপকেও যদি সামলাতে হয়, আমার কারও সাহায্য লাগবে না,’ থমথমে গলায় বলল কিং। ‘তার রক্ষিতা আর ড্রাইভারটাকে দেখেছ কোথাও?’

সিমনের মনে হলো, কিং অভ স্পেড একটু বেশি ঝুঁকি নিয়ে ফেলছে। ‘না, আজ ওদের দেখিনি।’

‘ওদের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে, কেটে পড়ার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে বুট। নকশাটা তার কাছে, জানা কথা।’

‘হ্যাঁ। এখন আমার মনে হচ্ছে বুটকে না পাঠিয়ে টলারসনের কাছে আমার নিজেরই যাওয়া উচিত ছিল। বুটকে বিশ্বাস করা ঠিক হয়নি আমার।’

‘বিশ্বাস তুমি কাউকে করতে পারো না,’ বলল কিং। ‘তোমাকে আমার দরকার হলে ফোন করব। কাজটা কিভাবে করতে হবে তুমি জানো। বাড়িটা ঘেরাও করার পর প্রথম কাজ ট্যানারকে খতম করা।’

‘ঠিক আছে,’ বলল সিমন, সাথে সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

রিসিভার নামিয়ে রেখে চোখ বুজল সিমন। কিং তাহলে বুটকে খতম করতে যাচ্ছে। এক অর্থে, ওখানে উপস্থিত থাকতে পারলে খুশি হত সে। বুটকে খুন করা বা খুন হতে দেখা ভারি মজার একটা অভিজ্ঞতা হত। একটা বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়, ফোন করে বুটকে সাবধান করে দেবে কিনা, শেষ ক'টা ঘণ্টা আরও জটিল করে তোলার জন্যে? কোন সন্দেহ নেই, ধরা পড়ে গেছে বুট। এখন বোতলে হাত আটকানো একটা বাঁদর সে। ডেফ জ্যাকমেলের বিপুল ঐশ্বর্য নিয়ে ফেয়ারভিউ ত্যাগ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

রিসিভারে হাত রেখে ইতস্তত করতে লাগল সিমন। তারপর সিদ্ধান্ত নিল, ঝামেলা করে দরকার নেই। সকালে তার অনেক কাজ। সম্ভব হলে বরং একটু ঘুমিয়ে নেয়া যেতে পারে।

সাত

গাড়ি নিয়ে বাড়িতে ফিরল বুট। গ্যারেজ থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল সে, রাস্তার এদিক ওদিক খুঁটিয়ে দেখল। ফাঁকা রাস্তা, কেউ কোথাও নেই। গাড়িপথ ধরে নিঃশব্দে বাড়ির ভেতর ঢুকল সে।

ভেতরে ঢুকে আলো জ্বালল না বুট, দোতলায় উঠে এল। বাড়িটা নিস্তব্ধ, স্নায়ুর ওপর একটা চাপ পড়ল তার। অলিভার কথা মনে পড়তেই বিষণ্ন বোধ করল সে। মেয়েটাকে সাথে করে নিয়ে যেতে পারলে ভালই হত। কিন্তু তা সম্ভব নয়। কাউকে যদি বিশ্বাস করা না যায়, তাকে সাথে রাখলে জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। আরও ব্যাপার আছে। বুড়ো হয়ে যাচ্ছে সে, এখন আর অলিভার মত কচি একটা মেয়েকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগা তার পোষাবে না।

বেডরূমের আলো জ্বেলে চারদিকে তাকাল বুট। সাজানো-গোছানো, পরিষ্কার কামরা। অলিভার কামরার দরজাটা খোলা দেখে নিজের অজান্তেই হঠাৎ মনে হলো, এই বুঝি তার ব্যঙ্গ-মেশানো গলা ভেসে আসবে, 'ফিরলেন নাকি, প্রভু?'

কামরাটায় ঢুকে দেয়াল হাতড়াল বুট। আলো জ্বেলে চারদিকে তাকাল। বিছানাটা এলোমেলো হয়ে আছে, অলিভার সিল্ক পাজামা পড়ে রয়েছে একটা আর্মচেয়ারে। আয়নায় আর ড্রেসিং টেবিলে মিহি পাউডার ছড়িয়ে রয়েছে। অলিভার গায়ের গন্ধটাও যেন নাকে ঢুকল। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল বুট। মেয়েটার অভাবে কষ্ট পেতে হবে তাকে। এক অর্থে, রিপারের অভাবও অনুভব করবে সে। ছেলেটা খুব কাজে এসেছে তার। তবে ডেফ জ্যাকমেলের পাথরগুলো যদি হাত করতে পারে সে, রিপারের মত কাজের লোক অনেক যোগাড় করা যাবে। না, ভুল হলো একটু। আসলে, তখন আর রিপারের মত কাজের লোক তার দরকার হবে না। শান্ত, নিরিবিলি অচেনা কোন জায়গায় আত্মগোপন করবে সে, ছোট্ট একটা বাড়ি কিনবে, বাড়ির সামনে থাকবে দুর্লভ অর্কিডের বাগান। বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবে চুপচাপ। কিন্তু তার আগে পাথরগুলো হাতে আসা দরকার।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে এক এক করে দেরাজগুলো খুলল বুট। অলিভাকে তার উপহার দেয়া গহনাগুলো বের করল সে। সব মিলিয়ে মাত্র কয়েকশো ডলার দাম হবে, তবু এগুলো ফেলে যাবার কোন মানে হয় না।

গহনাগুলো পকেটে ভরল বুট। তারপর ওয়ার্ডরোব-এর সামনে এসে দাঁড়াল। অলিভার দামী ফার কোটটা সাথে নেয়ার কোন যুক্তি নেই। অনেক দাম দিয়ে কিনে দিয়েছিল, ফেলে যেতে অবশ্য খারাপও লাগছে। অলিভার প্রতিটি ড্রেস সার্চ করল সে। ছোট্ট একটা ডায়মন্ড ব্রোচ পেল, একটা গাউনের সাথে। গাউন থেকে খুলে সেটাও পকেটে গেঁথে নিল বুট। এরপর জানালার পাশে, কাবার্ডের সামনে চলে এল সে।

কাবার্ড থেকে কিছু টাকা পেল বুট। বেশি নয়, তাই গুনল না। টাকাগুলো পকেটে রেখে আরেকটা দেরাজ খুলল। দেরাজের এক কোণে সবুজ রিবন দিয়ে আটকানো কিছু চিঠি দেখল সে। রিবন ছিঁড়ে দু'তিনটে চিঠি পড়ে ফেলল, প্রায় রুদ্ধশ্বাসে। চিঠিগুলো গায়ের জোরে দেরাজে ছুঁড়ে দিল সে, রাগে বিকৃত হয়ে উঠেছে তার চেহারা।

অলিভাকে সব সময় সন্দেহ করত সে। আজ জানা গেল, তার সন্দেহ মিথ্যে ছিল না। কামরার চারদিকে তাকিয়ে তার মনে হলো, অলিভার সমস্ত জিনিস ছিঁড়ে কুটি কুটি করতে পারলে তার রাগ মিটবে। অনেক কষ্টে নিজেকে শান্ত করল সে। সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। এখনও অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে।

অলিভার কামরা থেকে বেরিয়ে ল্যান্ডিঙে চলে এল বুট, ওখানে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে কান পাতল, তারপর নিঃশব্দ পায়ে চলে এল ওপরতলায়, রিপারের কামরায়।

কামরাটা সুন্দর, পরিষ্কার। আলমিরা আর কাবার্ড-এর প্রতিটি দেরাজে তালা দেয়া রয়েছে। পকেট থেকে চাবি বের করে দেরাজের তালায় লাগে কিনা পরীক্ষা করল বুট। এক এক করে সবগুলো দেরাজই খুলতে পারল সে। তবে তাকে নাড়া দিতে পারে বা আগ্রহী করে তুলতে পারে এমন কিছু পাওয়া গেল না। পয়েন্ট থারটি-এইট অ্যামিউনিশনের বড় একটা বাক্স পাবার পর অস্ত্রটার খোঁজ করল সে। কিন্তু পেল না। না পেয়ে নিজের উপর রেগে গেল বুট। রিপারকে সেলারে নিয়ে যাবার আগে সার্চ করা উচিত ছিল তার। চিৎকার করলে ওখান থেকে বাইরে কোন শব্দ আসবে না তা সত্যি, কিন্তু গুলির আওয়াজ আলাদা ব্যাপার। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে লোকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে ওরা।

চিন্তা করছে বুট, নিচের ঠোঁটটা দু'আঙুলে ধরে নাড়াচাড়া করছে, কপালে মোটা রেখা ফুটল। ট্যানারের ওখান থেকে হয়ে সেলারে ফিরে যেতে হবে তাকে। মাথা নাড়ল আপনমনে—উঁহুঁ, বড় বেশি ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে। ফেয়ারভিউয়ের কাজটা সারার আগেই সেলারে যাওয়া দরকার তার।

টহলপুলিসের একটা দল ওদের গুলির আওয়াজ শুনে ফেলতে পারে। পুলিস যদি সুকি টেমপাসটাকে খুঁজে পায়, সর্বনাশ হয়ে যাবে। রিপার আর অলিভা উদ্ধার পেলে তেমন কিছু আসে যায় না, কিন্তু সুকি টেমপাসটা বিপজ্জনক মেয়ে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করার সময় তার ঠিক মাথার ওপরে, ছাদ থেকে,

অস্পষ্ট একটা আওয়াজ হলো। আড়ষ্ট হয়ে গেল বুট, হাতটা ঢুকে গেল কোটের ভেতর, কান দুটো সজাগ।

শব্দটা আবার হলো। নরম একটা আওয়াজ, কেউ যেন একটা লাঠি দিয়ে টালির ওপর বাড়ি মারল।

নিঃশব্দ পায়ে কামরাটা পেরোল বুট, নিভিয়ে দিল আলোটা। সে ভয় পায়নি, তবে সম্ভাব্য সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করছে। আশপাশে গাছ আছে কটা, জানে সে, গাছের একটা শাখা টালির ছাদে ঘষা খেতে পারে।

কামরাটা আরেকবার পেরিয়ে এসে জানালার সামনে দাঁড়াল বুট। পর্দা সামান্য একটু সরিয়ে উঁকি দিল বাইরে। তার নিচে ঢালু ছাদ।

আকাশের অনেক ওপরে উঠে এসেছে চাঁদ। ছাদ, রাস্তা আর গাছের পাতা চকচক করছে। এবার স্পষ্টভাবে শুনতে পেল শব্দটা। একেবারে কাছে বলে মনে হলো। লম্বাটে একটা ছায়া বেরিয়ে এল দৃষ্টিসীমার ভেতর। টালির ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। একটা বিড়াল।

বিড়ালটার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসল বুট। আগ্নেয়াস্ত্র থেকে হাত সরিয়ে রুমাল বের করল সে। অনুভব করল, সারা মুখ ভিজে গেছে ঘামে। 'একটা বিড়াল দেখে ভয় পেয়ে গেলাম!' আপন মনে বিড়বিড় করল সে। পর্দা টেনে দিয়ে আবার আলোটা জ্বালল।

বিড়ালটা তার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়েছে। কামরার চারদিকে চোখ বুলিয়ে মনে করার চেষ্টা করল, কি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল সে। ও, হ্যাঁ, রিপারের আগ্নেয়াস্ত্র। আবার মোটা রেখা ফুটল দুই ভুরুর মাঝখানে। রিপারকে নিরস্ত্র করা সহজ হবে না। ভয়ঙ্কর প্রকৃতির ছেলে, দেখামাত্র গুলি করে বসবে। নিজের ভুলের জন্যে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল তার।

আলো নিভিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে এল বুট। করিডর ধরে সিঁড়ির মাথার দিকে হাঁটছে। কান পাতার জন্যে থামার পর মনে হলো, বাড়িটার ভেতর অদ্ভুত সব অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে। বাতাসের গতি বেড়েছে বলে মনে হয়, সশব্দে বন্ধ হলো একটা দরজা।

কান পাতার সময় কিং অভ স্পেড-এর কথা মনে পড়ল বুটের। হঠাৎ তার কথা মনে পড়ার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ খুঁজে পেল না সে। মন থেকে তার অস্তিত্ব মুছে ফেলার চেষ্টা করল। পারা গেল না। একবার যখন মাথায় তার কথা ঢুকেছে, মনে হতে লাগল এমন কোন জায়গা নেই যেখানে কিং নেই।

তার চারদিকের অন্ধকার কিং-এর অস্তিত্বে ভরাট হয়ে আছে। সিঁড়ির ধাপের ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ, নিচ থেকে উঠে আসা পর্দার পতপত শব্দগুলো কিং-এর তৈরি। নিচের ঠোঁটটা আঙুল দিয়ে টানতে টানতে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকল সে। স্নায়ুর ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাবার চেষ্টা করল বুট। তারপর, যেন তাকে আশ্বস্ত করার জন্যেই, হঠাৎ করে থেমে গেল বাতাস, স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা বাড়ি।

হাত বাড়িয়ে রেইলটা ধরল বুট, ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল।

নিজের বেডরূমে ফিরে এসে আলো জ্বালার পর শান্ত হলো মন। জিনিস-পত্র সুটকেসে গুছিয়ে নেয়ার সময় কিং-এর কথা ভাবল সে।

তার ওপর আসলে খুশি হওয়া উচিত কিং-এর। পথের কাঁটা টলারসনকে সরিয়ে দেয়নি সে? এমনকি পুলিসেরও ধারণা, ব্যাপারটা আত্মহত্যা। এতে প্রমাণ হয়, কাজটা নিখুঁত হয়েছে তার।

মোটা হাতটা কোটের ভেতর ঢুকিয়ে পুরানো মানিব্যাগটা বের করল বুট। মানিব্যাগ থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে দেখল সে। ডেফ জ্যাকমেলের নকশা, দেখানো হয়েছে পঞ্চাশ লাখ ডলারের পাথরগুলো ঠিক কোথায় লুকানো আছে।'

কিং কি এটার অস্তিত্ব সম্পর্কে জানে? জানা থাকলে সে হয়তো ভাবছে, বুট তাকে নকশাটা দেয়নি কেন? সিমনকে একবার টেলিফোন করবে নাকি, হাতে সময় পাবার জন্যে? সিমনের মাধ্যমে কিংকে জানানো দরকার, নকশাটা নিয়ে শিগ্গিরই তার সাথে দেখা করবে সে।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল বুট। কি সাঙ্ঘাতিক, এতটা সময় নষ্ট করে ফেলেছে সে! দ্রুত হাত চালাল, পাঁচ মিনিটের মধ্যে শুধু একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রে ভরে নিল একজোড়া সুটকেস।

সুটকেস দুটো দু'হাতে নিয়ে নিচতলায় নেমে এল বুট। হলরুমে পৌঁছে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। অনুভব করল, বুকের খাঁচায় বিনা নোটিসে তড়াক করে একটা লাফ দিল হৃৎপিণ্ড। হঠাৎ করে গলার নিচটা শুকিয়ে একেবারে কাগজ হয়ে গেল।

সিটিংরুমের দরজা বন্ধ, দরজার নিচের ফাঁকে আলোর সরু একটা রেখা দেখা যাচ্ছে।

সুটকেস দুটো ধীরে ধীরে নামিয়ে রেখে কোটের ভেতরটা হাতড়াতে শুরু করল বুট। সিটিংরুমে ছিল সে, কিন্তু পরিষ্কার মনে আছে ওপরতলায় যাবার আগে আলো নিভিয়ে দিয়েছিল। এখন সেটা জ্বলছে।

আবার নার্ভাস হয়ে পড়ল বুট। অজানা আশঙ্কায় হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে তার। পা টিপে টিপে এগোল সে, হলরুম পেরিয়ে দরজায় কান ঠেকাল। কোন শব্দ নেই। কর্কশ শব্দে গিয়ার বদলে একটা গাড়ি ছুটে গেল রাস্তা দিয়ে।

পিস্তলটা বের করে নিঃশব্দে শ্বাস টানল বুট, তারপর ধীরে ধীরে দরজার হাতলটা ঘোরাল। অকস্মাৎ এক ধাক্কায় কবাট খুলল সে, লাফ দিয়ে সরে গেল একপাশে। ঘরটা খালি।

স্বস্তির গভীর একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে সাবধানে ঘরের ভেতর ঢুকল সে। স্থির দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, হঠাৎ ছুটে আসা বাতাসে ফুলে উঠল জানালার পর্দা। ভয়ে বিকৃত চেহারা নিয়ে ঝট্ করে ঘাড় ফেরাল সে। নেতিয়ে পড়ল পর্দাটা, পরমুহূর্তে আবার ফুলে উঠল। দ্রুত এগোল বুট, প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে ঝাঁকি খাচ্ছে শরীর। পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিল সে।

আবার পরীক্ষা করতে শুরু করল সে। বাকি দু'জন দাঁড়িয়ে থাকল। বাগানের ফুলগুলো বাতাসে দুলছে। ওখানে এমন কিছু নেই যা দেখে ভয় পেতে হবে তাকে।

জানালা বন্ধ করে পর্দা টেনে দিল বুট। ভয় পেয়েছে সে, তার সঙ্গত কারণও

আছে। সে যখন ওপরতলায় ছিল, কেউ একজন জানালাটা খুলেছে। গ্যারেজে গাড়ি রেখে বাড়ির ভেতর ঢোকার পর সিটিংরূমের এই জানালাটা বন্ধই ছিল, মনে করতে পারল সে। তারমানে কি বাড়ির ভেতর এখনও কেউ লুকিয়ে আছে, নাকি তার উপস্থিতি টের পেয়ে বেরিয়ে গেছে ইতোমধ্যে?

নার্ভাস ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটটা দু'আঙুলে ধরে টানতে লাগল সে, অনুভব করছে কানের পিছন দিয়ে সড়সড় করে নেমে আসছে ঘামের ধারা।

দরজার দিকে ঘুরতে যাবে, শুনতে পেল ওপরতলায় কে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে।

ভারী, স্পষ্ট আওয়াজ, ভুল হওয়ার কোন উপায় নেই। শব্দটা লুকোবার কোন চেষ্টা না করেই অলিভার কামরায় হাঁটাহাঁটি করছে কে যেন।

রক্ত পানি হয়ে গেল বুটের। দীর্ঘ পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে সুইচবোর্ডে হাত ঝাপটাল সে, অন্ধকার হয়ে গেল কামরাটা। হলরূমে দাঁড়িয়ে কান পেতে থাকল। পায়ের আওয়াজটা অলিভার কামরা থেকে বেরিয়ে এল। প্যাসেজ ধরে এগিয়ে আসছে সিঁড়ির দিকে। পিছুতে শুরু করল বুট। পাঁজরের গায়ে বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল।

সামনের দরজার মাথায় ফ্যান-লাইট রয়েছে, ভোরের প্রথম আলো ঢুকল সেটা দিয়ে। নতুন একটা দিন শুরু হতে যাচ্ছে। কিন্তু এই নতুন দিন বুটের জন্যে কোন অর্থ বহন করে না। সে উপলব্ধি করল, বাড়িতে কিং উপস্থিত। ভবিষ্যৎ বলে কিছু আর নেই তার। শুধু ভবিষ্যৎ নয়, বর্তমানও তার জন্যে বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে যাচ্ছে না।

হলরূমে গাঢ় অন্ধকার। সিঁড়ি বেয়ে আবার নামতে শুরু করল লোকটা। তার পদশব্দ হাতুড়ির বাড়ি মারল বুটের বুকে। কোন দ্বিধা নেই, ইতস্তত ভাব নেই, বিরতি নেই, সশব্দে নেমে আসছে। লোকটা যেন জানে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে, কোমর বাঁকা করে এক কোণে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে বুট, দম আটকে রেখেছে আতঙ্কে।

আট

ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভাঙল সুকি টেমপাসটার। চোখ মেলে দেখল পাথুরে চেহারা নিয়ে তার দিকে ঝুঁকে রয়েছে এক যুবক। বেশ কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল তার রিপারকে চিনতে।

'উঠুন! এটা কি ঘুমোবার সময়?' রিপারের গলা কর্কশ, বলার ভঙ্গিটা অমার্জিত। এবার তাকে চিনতে পারল সুকি। মনে পড়ল, তার মত ওদেরকেও ট্র্যাপ-ডোর দিয়ে নামতে বাধ্য করেছে ম্যালকম বুট। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে আন্দাজ করতে পারল না সে।

দু'জনের মধ্যে মেয়েটাকে সুকির খারাপ লাগেনি। কিন্তু ছেলেটা, রিপার, তার

মধ্যে একটা ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে। তার সাথে মেয়েটাকে কথাই বলতে দেয়নি রিপার। অলিভা কথা বলতে গেলেই চোখ রাঙিয়েছে সে। 'খবরদার! একটা কথাও বলবে না ওকে। যা বলবে সব ছাপা হয়ে যাবে কাগজে।' অগত্যা হতাশ হয়ে ভল্টের এক কোণে, একগাদা খড়ের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়েছিল অলিভা, সে-ও চোখ বুজে ঝিমাতে শুরু করেছিল।

এই মুহূর্তে, রিপারকে তার ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখে, ধড়মড় করে সিধে হয়ে বসল সুকি। 'কেন, কি হয়েছে?' উদ্বেগের সাথে জানতে চাইল সে।

'কি হবে, কিছুই হয়নি,' বলল অলিভা, হাই তুলতে তুলতে ওদের কাছে এসে দাঁড়াল সে। 'কাউকে বিশ্রাম নিতে দেখলে ওর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়।'

পালা করে মেয়ে দুটোর দিকে তাকাল রিপার। কব্জি ব্যথা করছে, তার ওপর ভল্টের ভেতর বন্দী থাকায় মানসিক একটা চাপ অনুভব করছে সে। 'পড়ে পড়ে ঘুমালেই শুধু চলবে? এখান থেকে আমাদের বেরোতে হবে না?'

আবছা আলোয় চারদিকে চোখ বুলাল সুকি। পাথর আর সিমেন্টের তৈরি দেয়াল ছাড়া দেখার কি-ইবা আছে। 'বেরোবার কোন পথ নেই,' বলল সে। 'আমি খুঁজে দেখেছি।'

কিন্তু হাল ছাড়তে রাজি নয় রিপার। 'আপনি শিক্ষিত মেয়ে,' বলল সে। 'মাথা খাটান। উপায় একটা না থেকে পারে না।'

'তুমি চুপ করবে, রিপার?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল অলিভা। সুকির পাশে বসে পড়ল সে। 'শুধু শুধু অস্থির হয়ো না তো। ফিরে আসবে।'

'ফিরে তো আসবেই,' বলল রিপার। 'কেন ফিরে আসবে, তা কি আন্দাজ করতে পারো? ফাঁদে পড়া ইঁদুর আমরা, অলিভা। বুট ফিরে আসবে ঝামেলা শেষ করার জন্যে।'

'এই জায়গাটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সুকি।

'বুটের অফিস বা জুয়ার আস্তানা ওপরে, নিচে আমরা,' বলল অলিভা। 'তবে সেলারে বা ভল্টে আমি কখনও আসিনি।'

তাড়াতাড়ি জানতে চাইল সুকি, 'এখানেই কি খেলতে বসে মাসুদ রানা, তার ভাড়া করা কামরাটা তাহলে ওপরে কোথাও?'

চোখে সন্দেহ নিয়ে তার দিকে তাকাল অলিভা। রিপার বলল, 'শুধু প্রশ্ন আর প্রশ্ন।' কব্জিটায় হাত বুলাচ্ছে সে। 'কথা না বলে আপনি থাকতে পারেন না?'

'মাসুদ রানা সম্পর্কে কি জানেন আপনি?' রিপারের কথায় কান না দিয়ে সুকিকে জিজ্ঞেস করল অলিভা।

'সে আমার একজন বন্ধু,' বলল সুকি, খানিকটা দিশেহারা বোধ করছে সে।

অলিভা ভাবল, মাসুদ রানার সাথে কিভাবে পরিচয় হলো মেয়েটার? ওদের সম্পর্ক কতটুকু গভীর? কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'তার কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশা ছেড়ে দিন,' বলল সে। 'এখানে কেউ খুঁজতে আসবে না।'

'কথা না বলে মাথাটা খাটাতে পারেন না? কিসের লেখাপড়া শিখেছেন তাহলে?' রেগে গিয়ে বলল রিপার। 'বুট আসার আগেই পালাতে না পারলে, কপালে মরণ আছে, বলে দিলাম।'

উঠল সুকি, আরেকবার ভল্টের দেয়ালগুলো পরীক্ষা করল। ভেতরে অনেকগুলো বাক্স, বিরাট আকৃতির ব্যারেল আর প্রচুর খড় রয়েছে। ফার্নিচার বলতে একদিকের দেয়ালে একটা বড় কাবার্ড। একটা ব্যারেলে হাত রেখে জানতে চাইল, 'কি আছে এতে?'

'বুদ্ধি খাটিয়ে কথা বলুন,' তিক্ত কণ্ঠে বলল রিপার। 'ওটা আমাদের কোন কাজে আসবে না।'

দু'হাতের ধাক্কায় ব্যারেলটা নড়াবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো সুকি। 'অসম্ভব ভারী। কিছু একটা আছে ভেতরে।'

'বিয়ার,' কাছে এসে বলল অলিভা। 'আমরা অন্তত তেষ্টায় মারা যাব না।' হেসে উঠল সে। 'রিপার আবার বিয়ার পছন্দ করে না।'

তার কথায় বা হাসিতে কান নেই সুকির। বারকয়েক ট্র্যাপ-ডোর আর ব্যারেলটার দিকে তাকাল সে। 'এগুলো ভেতরে ঢোকানো হয়েছে কিভাবে?' জানতে চাইল সে।

অক্ষত হাতটা বারবার মুঠো করছে আর খুলছে রিপার। 'কথা না বলে আপনি থাকতে পারেন না, না?' মেঝেতে পা ঠুকল সে।

সুকির দৃষ্টি অনুসরণ করে ট্র্যাপ-ডোরের দিকে তাকাল অলিভা। সাথে সাথে উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। 'তুমি চুপ করো! উনি ঠিকই ভাবছেন! ব্যারেলগুলো ট্র্যাপ-ডোর দিয়ে ঢোকানো হয়নি। দরজার চেয়ে ওগুলো বড়, দেখতে পাচ্ছ না?'

'তারমানে?' সন্দেহভরা চোখে ব্যারেলগুলোর দিকে তাকাল রিপার।

'পথ আরও একটা আছে,' বলল সুকি। 'তা না হলে ব্যারেলগুলো এখানে আনা হলো কিভাবে?' কুপিটা তুলে নিয়ে দেয়ালগুলো আবার পরীক্ষা করতে শুরু করল সে। বাকি দু'জন দাঁড়িয়ে থাকল। কিন্তু দেয়ালে কিছু পেল না সুকি।

কাবার্ডের কাছে এসে দেখল; তালা দেয়া রয়েছে। 'এটা খুলতে পারলে হত।'

এগিয়ে এসে তালাটা পরীক্ষা করল রিপার। পিছিয়ে এসে প্রচণ্ড এক লাথি মারল সে, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল কাঠের টুকরো। সদ্য তৈরি গর্তে চোখ রেখে সুকি বলল, 'কাবার্ডের পেছনে একটা দরজা রয়েছে।'

সুকিকে একরকম ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল রিপার, এক হাত দিয়ে কাঠ ভেঙে গর্তটা বড় করল। কাবার্ডের পিছন দিকে দরজাটা এখন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গর্তের ভেতর মাথা গলিয়ে দিয়ে দরজার হাতল ধরে ঘোরাল সে। দরজার কবাট নিচের দিকে খুলে গেল। 'কুপিটা আনো, অলিভা। খবরদার, কোন শব্দ কোরো না!'

দরজা দিয়ে অনায়াসে বেরিয়ে এল সুকি; তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে কাপড় ছিঁড়ে ফেলল অলিভা। অন্ধকার একটা প্যাসেজে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। সিলিংটা নিচু, ভাপসা গন্ধে বমি পেল ওদের।

'আলোটা আমাকে দিন!' আদেশের সুরে বলল রিপার। সুকির বাড়ানো হাত থেকে কুপিটা নিয়ে মাথার ওপর উঁচু করল সে। ওদের ঠিক সামনেই একটা সিঁড়ি দেখা গেল। সিঁড়ির পাশ ঘেঁষে চলে গেছে প্যাসেজটা, একটা দরজার দিকে।

প্যাসেজ ধরে এগিয়ে এসে দরজাটা পরীক্ষা করল রিপার। অত্যন্ত শক্ত দরজা, তালা দেয়া। ফিরে এসে সিঁড়ির দিকে হাত তুলল সে। 'ওটাই আমাদের পালাবার পথ,' ফিসফিস করল সে।

রিপারের পিছু পিছু ধুলো ঢাকা সিঁড়ির ধাপ বেয়ে উঠছে ওরা। খানিকটা ওঠার পর থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রিপার। 'শুনতে পাচ্ছ?' নরম গলায় বলল সে।

ওদের ওপর থেকে লোকজনের অস্পষ্ট গুঞ্জন ভেসে আসছে। পকেটে হাত গলিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র বের করে আনল রিপার। 'অপেক্ষা করো তোমরা,' বলল সে। 'দেখে আসি ব্যাপারটা কি।'

তার আস্তিন টেনে ধরল অলিভা। 'তুমি যেয়ো না, রিপার।' কাতর কণ্ঠে বলল সে। 'আমার ভাল লাগছে না।'

হাত ঝাপটা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রিপার। 'চোপ!' স্থির দাঁড়িয়ে কান পাতল সে, তার ফ্যাকাসে সরু মুখ কুপির কাঁপা কাঁপা আলোয় বিকৃত লাগল।

সুকি দেখল, রিপারের কালো চোখ চকচক করছে, কপালের পাশে একটা শিরা বারকয়েক লাফাল। কোণঠাসা ইঁদুরের মত লাগছে তাকে। ফুঁ দিয়ে কুপি নিভিয়ে সিঁড়ির ধারে সেটা নামিয়ে রাখল রিপার। 'অপেক্ষা করো তোমরা,' আবার বলল সে। 'যাই ঘটুক, কোন শব্দ করবে না।' ধাপ বেয়ে নিঃশব্দে উঠে গেল সে, অন্ধকার পিছনে টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা দু'জন।

সিঁড়ির মাথায় উঠে একবার থামল রিপার। লোকজনের আওয়াজ খুব কাছ থেকে আসছে বলে মনে হলো তার। কিছু কিছু কথা পরিষ্কার শুনতে পেল সে।

এক লোক প্রায় খেঁকিয়ে উঠল, 'এর কোন মানে হয়? কতক্ষণ মানুষ অপেক্ষা করতে পারে!'

'অ্যাই ব্যাটা, ঘ্যানর ঘ্যানর করবি না!' ধমক দিলো আরেক লোক। 'দরকার হলে সারাদিন অপেক্ষা করবি।'

হঠাৎ অনেকগুলো লোক একসাথে কথা বলতে শুরু করল। হৈ-চৈ একটু থামতে একজন বলল, 'তোরা কেউ খানিকটা কফি বানাতে পারিস না? বসে থাকতে থাকতে আমার মাথা ধরে গেছে।'

অনেকগুলো লোক, বুঝতে পারছে রিপার। কি কারণে এক জায়গায় জড়ো হয়েছে ওরা? উঁকি দিয়ে প্যাসেজের দিকে তাকাল সে। শেষ মাথায় একটা দরজা, ভেতর থেকে আলো বেরিয়ে আসছে। তার কাছাকাছি একটা জানালা রয়েছে, পর্দা টানা। পর্দার ফাঁক দিয়ে ভোরের ম্লান আলো বেরিয়ে আসছে। হাতঘড়ির দিকে তাকাল সে। সাড়ে পাঁচটা বাজে।

এগিয়ে গিয়ে পর্দাটা সামান্য তুলল রিপার। দিনের প্রথম আলো ঢুকল ভেতরে : প্যাসেজের আরেক দিকে দুটো দরজা দেখল রিপার। একটা ডান দিকে, আরেকটা বাঁ দিকে। কথাবার্তার আওয়াজ ডান দিকের দরজা থেকে আসছে। বাঁ দিকের দরজাটা সম্ভবত বাড়ির সামনের দিকের পথ। পা টিপে টিপে প্যাসেজে বেরিয়ে এল সে, হাতল ঘুরিয়ে খুলে ফেলল দরজাটা। নিমেষের জন্যে ম্লান আকাশ দেখতে পেল, তারপর প্রচণ্ড এক বিস্ময়ের ধাক্কার সাথে অনুভব করল কর্ক সিমনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে সে।

এক পলক পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। তারপরই কর্ক সিমনের মুখ লক্ষ্য করে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল রিপার। গুঙিয়ে উঠে পিছিয়ে গেল কর্ক সিমন। ঝট করে পিস্তলটা তার দিকে তুলল রিপার। পিছিয়ে যাচ্ছে সিমন, তার দিকে লক্ষ্যস্থির করল রিপার।

সিমনের পিঠ ঠেকে গেল দেয়ালে।

'থামো, স্থির হও!' মৃদুকণ্ঠে বলল রিপার।

তাল সামলে স্থির হলো সিমন, চশমাটা ঠিকমত বসাল নাকে, কড়াদৃষ্টিতে তাকাল রিপারের দিকে। 'পাগল নাকি তুমি?' জিজ্ঞেস করল সে, হাত তুলে চোয়ালটা ডলছে। তারপর রিপারকে চিনতে পারল সে। 'বুটেব ছোকরা না তুমি?' চশমার ভেতর তার ম্লান চোখ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। 'এখানে তুমি কি চাও?'

দ্রুত চিন্তা করল রিপার। সিমনকে এখুনি মেরে ফেলতে পারে সে। কিন্তু গুলি করলে আওয়াজ হবে। লোকগুলো ছুটে এলে তাদের সাথে একা পেরে উঠবে না সে। সাথে মেয়েগুলো থাকলে সিমনকে অজ্ঞান করা যেত। কিন্তু তাদেরকে ওর এই অবস্থার কথা জানানো সহজ নয়। তার জানা আছে, কর্ক সিমন কেউটের চেয়েও ক্ষিপ্র। তার ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যে চোখ সরানো মানে নিজের মৃত্যু ডেকে আনা। অথচ তাড়াতাড়ি কিছু একটা না করলে প্যাসেঞ্জের দ্বিতীয় কামরা থেকে যে-কোনো মুহূর্তে লোকজন এসে পড়তে পারে।

'আমি তোমাকে মারতে চাইনি,' বলল সে। 'তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ। বুটকে খুঁজতে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছি।'

একটা ভুরু সামান্য একটু উঁচু করল সিমন। 'তোমার হাতের ওটা সরাবে?' নরম গলায় বলল সে। 'গুলি বেরিয়ে যেতে পারে।'

পিস্তলটা নামিয়ে নিল রিপার, যদিও অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সিমনের ওপর নজর রাখছে সে। 'কি ব্যাপার, এত সকাল সকাল…?' কথা শেষ না করে একটু সামনে বাড়ল রিপার। সিমনকে একটু অসতর্ক দেখলেই পিস্তলের বাঁট দিয়ে মারবে সে।

'খাবার পেতে হলে সকাল সকালই বাসা ছাড়তে হয় পাখিদের।' রিপারের পিছন দিকে তাকাল সিমন, তারপর রিপারের দিকে তাকিয়ে হাসল। চোয়ালটায় আবার হাত বুলাল সে। 'বয়সের তুলনায় তোমার হাতে জোর খুব বেশি!'

শক্ত কি যেন একটা রিপারের শিরদাঁড়ায় চেপে বসল। 'হাতের ওটা ফেলে দাও, ব্যাটা বজ্জাত!'

শিউরে উঠল রিপার, ইতস্তত করল, তারপর হাত থেকে ছেড়ে দিল অস্ত্রটা। কঠিন একজোড়া হাতের টানে অকস্মাৎ ঘুরে গেল রিপারের শরীর, ঘন ভুরু নিয়ে দীর্ঘকায় এক লোককে দেখতে পেল সে, লোকটার মুখের কাটা দাগটা চোখের কোণ থেকে গলায় নেমে এসেছে, দাঁতগুলো ভাঙা। আধ মুঠো করা হাত দিয়ে রিপারের চোয়ালে ঘুসি মারল লোকটা।

দেয়ালে গিয়ে বাড়ি খেলো রিপার, নেতিয়ে পড়ল মেঝেতে।

'হ্যালো, টিমোথি,' হাসল সিমন। 'বাকি সবাই পৌঁছে গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'কোথাকার চিড়িয়া এটা?'

'বুটের ড্রাইভার ছোকরা।' রিপারের দিকে তাকাল সিমন, চোখে কোন আগ্রহ নেই। 'নিয়ে এসো ওকে।'

রিপারের শার্ট আর কোট খামচে ধরে হ্যাঁচকা টানে দাঁড় করাল টিমোথি, তারপর টানতে টানতে বের করে আনল তাকে প্যাসেজে। প্যাসেজ থেকে দ্বিতীয় কামরায় ঢুকল সে। কামরার ভেতর সিগারেটের ধোঁয়া।

মাঝখানে একটাই মাত্র টেবিল। টেবিলের ওপর মদের বোতল, গ্লাস, তাস আর টাকা রয়েছে। আটজন লোক বসে আছে টেবিল ঘিরে। ঘরে ঢুকে রিপারকে টেবিলটার দিকে ঠেলে দিল টিমোথি। ছিটকে গিয়ে টেবিলের ওপর পড়ল রিপার, এক নিমেষে সাফ হয়ে গেল টেবিল। দু'জন লোক চেয়ার থেকে পড়ে গেল রিপারের ধাক্কা খেয়ে।

চেঁচামেচি শুরু করল সবাই। লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল কেউ কেউ। খিস্তি করছে। যে দু'জন পড়ে গিয়েছিল, কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব থাকার পর তারাও গলা ছেড়ে গালাগাল দিতে লাগল।

হা হা করে হাসছে টিমোথি। যেন খুব একটা মজার কাজ করেছে সে। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দ্রুত পিছিয়ে গেল রিপার।

কম করেও বারোজন লোক হবে কামরায়। এদের দু'চারজনকে বিভিন্ন জুয়ার আড্ডায় দেখেছে সে, তবে কথা বলেনি কখনও।

রিপারের দিকে প্রথমে এগিয়ে এল জোনাথন। রিপারের ধাক্কা খেয়ে সে-ও পড়ে গিয়েছিল। সামনে এসে সবিনয়ে হাসল সে, যেন কিছু বলতে চায়। তারপর অকস্মাৎ রিপারের চোয়াল লক্ষ্য করে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল। ছিটকে আরেক দিকে চলে গেল রিপার, ধাক্কা খেলো এক লোকের সাথে। এই লোকটা তাকে ধরে ঘোরাল, তারপর কষে লাথি মারল নিতম্বে। মেঝের ওপর হাঁটু আর কনুই দিয়ে পড়ল রিপার। একটা বুট সবেগে ছুটে এসে আঘাত করল তার পাঁজরে, কাত হয়ে গেল সে।

ওখানেই পড়ে থাকল রিপার, অসহ্য ব্যথা আর রাগে থরথর করে কাঁপছে তার শরীর।

আরেকজন এগিয়ে এসে আবার লাথি মারতে যাবে, কর্ক সিমন বলল, ধমকের সুরে, 'তোমরা থামো তো!'

নিস্তব্ধতা নেমে এল কামরার ভেতর। সবাই তারা অবাক হয়ে সিমনের দিকে তাকাল। গোলযোগের মধ্যে এতক্ষণ কেউ তারা সিমনের উপস্থিতি টের পায়নি।

'ছেড়ে দাও ওকে,' টেবিলে বসে বলল সিমন। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল সে, হাত দিয়ে কাঁধের পেশী ডলল। 'কুঁড়ের বাদশারা, নিজেদের জন্যে খানিকটা কফিও বানাতে পারো না, অ্যাঁ? যদি পারো, এক কাপ আমাকেও দিয়ো। আর শোনো, ছোকরাকে আমার সামনে আনো দেখি। ওর সাথে আমার কথা আছে।'

রিপারকে দু'হাতে ধরে দাঁড় করাল জোনাথন। দাঁড়াবার পর তাল ফিরে পেতেই ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রিপার, লাফ দিয়ে সরে গেল নাগালের বাইরে, এক হাত দিয়ে ছোঁ দিয়ে তুলে নিল একটা চেয়ার। সরে যাবার সময় পেল না জোনাথন, তার মাথার ওপর চেয়ারটা নামিয়ে আনল রিপার।

হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল জোনাথনের, মাথায় হাত। চেয়ারটা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।

বাকি সবাই পিছু হটল। টিমোথি বলল, 'কি রে, জোনাথন, গুঁড়িয়ে গেলি নাকি? পুঁচকে ওই ছোকরা তোকে কাবু করে ফেলল?' তার সাথে বাকি সবাই হেসে উঠল।

ধীরে ধীরে দাঁড়াল জোনাথন, ছুটল রিপারকে লক্ষ্য করে। স্যাৎ করে একপাশে সরে গিয়ে চেয়ারের ভাঙা পায়া দিয়ে জোনাথনের ঘাড়ের পিছনে বাড়ি মারল রিপার। হোঁচট খেলো জোনাথন, তারপর ভারী বস্তার মত পড়ে গেল মেঝেতে।

হাঁটুর পিছনে লাথি খেলো রিপার, হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে যেতেই পিছন থেকে একজন তার চুলগুলো মুঠো করে ধরল।

সিমন বলল, 'সাবধান। ওকে কথা বলাতে হবে।'

এগিয়ে এসে রিপারের সামনে দাঁড়াল টিমোথি। রিপারকে ধরে সিধে করল সে। নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে রিপারের। চোখে খুনের নেশা নিয়ে টিমোথির দিকে তাকাল সে, তবে ধস্তাধস্তি করল না। নাকটা অসহ্য ব্যথা করছে, ভেঙে গেছে বলে মনে হলো তার।

তাকে সিমনের সামনে আনল টিমোথি।

'এখানে তুমি কি করছিলে?' জিজ্ঞেস করল সিমন।

কথা বলল না রিপার।

টিমোথির দিকে তাকাল সিমন। 'ছোকরা কানে শোনে না।'

ঠোঁট টিপে হাসল টিমোথি। বিশাল হাত দুটো রিপারের গালের দু'পাশে রেখে চাপ দিতে শুরু করল সে। রিপারের দম আটকানো গলা থেকে ভোঁতা আওয়াজ বেরিয়ে এল। নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পিছিয়ে গেল সে, কিন্তু খপ্ করে আবার তাকে ধরে ফেলল টিমোথি।

'কি করছিলে তুমি এখানে?' একই প্রশ্ন কলল সিমন।

'তোমাকে তো বললামই,' বলল রিপার, গলা প্রায় বুজে আসতে চায়। 'বুটকে খুঁজছিলাম।'

হাত নেড়ে তাকে বিদায় করে দিল সিমন। 'ওকে আরেকটু নরম করতে হবে, টিমোথি,' বলল সে। 'অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে দাওয়াই লাগাও। এখানে আমার কাজ আছে। যা যা জানার সব ওর কাছ থেকে জেনে নাও।'

রিপারকে ধরে দরজার দিকে এগোল টিমোথি।

ইতোমধ্যে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে জোনাথন। 'কাজটা আমি করতে চাই,' রিপারের ওপর চোখ রেখে আবেদন জানাল সে, এক হাতে ঘাড়ের পেছনটা ডলছে।

সিমনের দিকে তাকাল টিমোথি। 'দেব?'

'দাও না,' বলল সিমন। জোনাথনের দিকে তাকাল সে। 'কিন্তু ওকে তুমি খুন করতে পারবে না। শুধু একটু নরম করবে।'

এগিয়ে এসে রিপারের আহত কব্জিটা ধরল জোনাথন। হাতটা মুচড়ে দিল

সে, জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো রিপারের। মনোবল আর ইচ্ছাশক্তি এক করে কোনরকমে সচেতন থাকল সে, কিন্তু বাধা দেয়ার শক্তি পেলো না। জোনাথন তাকে কামরা থেকে টেনে নিয়ে গেল।

সিঁড়ির ধাপে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে সুকি আর অলিভা। কর্ক সিমনের সাথে রিপার কথা বলল, শুনতে পেল তারা। শুনতে পেল টিমোথি রিপারকে হাতের অস্ত্র ফেলে দিতে বলল। ওরা সবাই দ্বিতীয় কামরাটায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল, শব্দ শুনে তা-ও তারা বুঝতে পারল।

সিঁড়ির মাথায় উঠে এসে প্যাসেজটা ফাঁকা দেখল ওরা। পা টিপে টিপে ঢুকে পড়ল দু'জন প্রথম কামরায়। মেঝের ওপর পিস্তলটা পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিল সুকি, তারপর অলিভাকে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আমার ভুলও হতে পারে, তবে কেন যেন মনে হয়েছে রিপারকে ভালবাসো তুমি–নিশ্চয়ই ওকে তুমি এখানে ফেলে রেখে যাবে না?'

'ওটা আমাকে দিন,' বলে সুকির হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিল অলিভা। 'আপনি যান। আমি এখানে অপেক্ষায় থাকি। যেভাবে পারেন মাসুদ রানাকে খবর দিন। পুলিসের কাছে গিয়ে কোন লাভ নেই। এরা সবাই কিং-এর লোক, পুলিস ওদের পক্ষে কাজ করে। মাসুদ রানাকে খবর দিতে হবে।'

ইতস্তত করল সুকি। 'না, তোমাকে ফেলে আমি যেতে পারি না…'

দরজার দিকে তাকে ঠেলে দিল অলিভা। 'যা বলছি করুন। ওদের আমি ভয় পাই না। তাছাড়া, আমার হাতে এটা কি? যান! ফরগডস সেক, তাঁড়াতাড়ি করুন!'

সুকি উপলব্ধি করল, অলিভার কথায় খানিকটা হলেও যুক্তি আছে। 'কিন্তু তাকে আমি পাব কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সে। 'রানার বাড়ি আমি চিনি না।'

চিন্তায় পড়ে গেল অলিভা, তারপর বলল, 'ড্যানি ডানকান জানে, আপনি তার কাছে চলে যান। কিন্তু যা করার তাড়াতাড়ি করবেন।'

অলিভার হাত ধরে মৃদু চাপ দিল সুকি, 'ঠিক আছে। সাবধানে থেকো, ভাই। তোমাকে একা ফেলে যেতে সত্যি আমার খারাপ লাগছে।' কামরার দ্বিতীয় দরজাটা খুলে সরু প্যাসেজে বেরিয়ে এল সে, বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল আবার।

তিরিশ সেকেন্ডও হয়নি, রিপারকে নিয়ে কামরাটায় ঢুকল জোনাথন। পিছনে দরজাটা বন্ধ হতেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রিপার।

খেপে গিয়ে দাঁতে দাঁত চাপল জোনাথন, রিপারের মাথার চার পাশে প্রচণ্ড ঘুসি মারতে লাগল একের পর এক। কিন্তু রিপার দমল না। এলোপাতাড়ি লাথি মারছে সে, ছুটে এসে খামচে ধরছে জোনাথনের গলা, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরছে তার কনুইয়ের পিছন দিকটা।

প্যাসেজের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল টিমোথি। 'কি আশ্চর্য! পুঁচকে ছোঁড়াটাকে সামলাতে পারো না তুমি!'

দু'হাতে ধরে রিপারকে দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে দিল জোনাথন, তার পর তার নাকে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল। গুঙিয়ে উঠল রিপার, দেয়াল থেকে পড়ে গেল

মেঝেতে।

'ভাগো তুমি!' খেঁকিয়ে উঠে টিমোথিকে বলল জোনাথন। 'মাত্র শুরু করেছি, হারামির বাচ্চাটাকে আজ আমি বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।'

নিঃশব্দে হেসে মাথাটা প্যাসেজে টেনে নিল টিমোথি, বাইরে থেকে বন্ধ করে দিল দরজা।

রিপারের ওপর ঝুঁকল জোনাথন, এই সময় একটা টেবিলের আড়াল থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল অলিভা। পিস্তলের বাঁট দিয়ে জোনাথনের মাথার মাঝখানে বাড়ি মারল সে।

হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে গেল জোনাথনের, রিপারের ওপর ঢলে পড়ল সে।

টেনে-হিঁচড়ে রিপারকে বের করল অলিভা, তারপর জোনাথনের নাকের উঁচু হাড় লক্ষ্য করে আবার পিস্তলের বাড়ি মারল। হাড় ভাঙার শব্দ হলো, শব্দটা শুনে তৃপ্তিবোধ করল রিপার। 'মারো শালাকে, আরও মারো!'

এভাবেই শুরু হলো তৃতীয় দিনটা। আর আজ রাতের মধ্যেই গোটা কাহিনীরই সমাপ্তি ঘটতে চলেছে।

নয়

খাবারের গন্ধে ঘুম ভেঙে গেল রানার। উঠে বসল ও, চোখ মিটমিট করল, তারপর ওর ওপর ঝুঁকে থাকা নিগ্রো অ্যাটেনড্যান্টের দিকে তাকাল।

'ব্রেকফাস্ট, বস্,' বলল সে। 'সকাল সকাল চেয়েছিলেন না?'

ট্রে-র দিকে তাকাল রানা। মাংস আর আলু ভাজা দেখে প্রসন্ন হয়ে উঠল মনটা। 'বোতল কোথায় হে?'

হুইস্কি আনার জন্যে হটক্রমে ফিরে গেল অ্যাটেনড্যান্ট। বিছানা ছেড়ে শাওয়ারের নিচে গিয়ে দাঁড়াল রানা। খানিকটা হুইস্কি পেটে পড়ায় চাঙা হয়ে গেল শরীরটা, এরপর খেতে বসল ও। এক মিনিট পর ভেতরে ঢুকল নিক। তার চোখে ঘুম লেগে রয়েছে, রানার প্লেটে মাংস দেখে মুখ বাঁকাল সে। 'সকাল পাঁচটায় স্টেক?'

'ওকে কিছু খেতে দাও,' অ্যাটেনড্যান্টকে বলল রানা। 'তা না হলে আমারটায় ভাগ বসাতে চাইবে।'

'শুধু কফি,' বলল নিক। 'আর কিছু না।'

'বোকামি কোরো না,' বলল রানা। 'আজ আমরা সারাদিন ব্যস্ত থাকব।'

'আমার পছন্দ মত একটা কিছু নিয়ে আসি,' বলে হাসতে হাসতে চলে গেল অ্যাটেনড্যান্ট।

'প্রথম কাজটা কি হবে?' দেয়ালে লাগানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চিবুক পরীক্ষা করছে নিক।

'ড্যানির ওখানে যাব, তুলে নেব তাকে, জানব সুকির সাথে তার দেখা হয়েছে

কিনা…'

'সুকি?' বিস্মিত দেখাল নিককে। 'যতবার তুমি মুখ খোলো, একটা করে নতুন চরিত্র বেরিয়ে আসে, ব্যাপারটা কি? কে এই সুকি?'

'গুডহোপের সুকি টেমপাসটা। তার কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। কাল রাতে তাকে তুমি দেখেছ নাকি? টলারসন খুন হবার ঠিক আগে তার সাক্ষাৎকার নিতে গিয়েছিল সুকি।'

'ও, ওই মেয়েটার কথা বলছ,' বলল নিক, তারপর হঠাৎ এগিয়ে এসে দুম করে টেবিলের ওপর ঘুসি মারল সে। 'গুড গড! এখন আমার মনে পড়ছে! দেখিনি মানে? বুট আর মেয়েটা ক্লাব ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, আমি তখন ঢুকছি।'

'বুট?' হাতের কাঁটা-চামচ ফেলে দিল রানা। 'বুট ওখানে ছিল?'

উত্তেজিত হয়ে উঠল নিক। 'টলারসনের সাথে আমার দেখা হয়নি। বুট তাকে খুন করতে পারে! ওহ্, গড, কি বোকা আমি! মেয়েটার বাহু আঁকড়ে ধরে ধাপ বেয়ে নামছিল সে, মেয়েটা সুস্থ বোধ করছে না বা এ-ধরনের কি যেন একটা বলল আমাকে। দেখে আমারও মনে হলো, মেয়েটা বোধহয় জ্ঞান হারাবে। তাকে হাঁটতে সাহায্য করছিল বুট।'

রানার পিছনে ছিটকে পড়ল চেয়ারটা, সিধে হয়ে দাঁড়াল ও। 'গর্দভ!' রাগের সাথে নিকের দিকে এক পা এগোল। 'কাল রাতেই ওকে আমরা ধরতে পারতাম। এসো, সময় খুব কম…'

'আরে!' প্রতিবাদ জানাল নিক। 'আমার ব্রেকফাস্টের কি হবে?'

'ভুলে যাও!' গায়ে কোট চাপাচ্ছে রানা। 'বুটকে আমাদের এখুনি ধরতে হবে।'

ছুটে হট-রুমে চলে গেল নিক। সে কাপড় পরছে, এই ফাঁকে ড্যানিকে ফোন করল রানা। কোন সাড়া পাওয়া গেল না। ফিরে এসে নিক বলল, 'চলো।'

কামরা থেকে বেরিয়ে এল ওরা, ট্রে হাতে সামনে উদয় হলো অ্যাটেনড্যান্ট। ছোঁ দিয়ে মাখন লাগানো রুটি আর একটা সেদ্ধ ডিম তুলে নিয়ে মুখে পুরল নিক, রানার পিছু পিছু রাস্তায় বেরিয়ে এল। হাঁ করে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল নিগ্রো লোকটা।

ঝড়ের বেগে গাড়ি ছাড়ল রানা, ডিম আর রুটি চিবোচ্ছে নিক।

'ড্যানি কোথায় যেতে পারে আমার মাথায় ঢুকছে না,' বলল রানা। 'তাকে একা ছেড়ে দেয়া উচিত হয়নি আমার।'

'আছে কোথাও,' বলল নিক, ড্যানির ব্যাপারে তার আগ্রহ নেই। কোটে হাত মুছল সে। 'চিন্তা কোরো না।'

'তোমার গাড়িটা কোথায়?' হঠাৎ জানতে চাইল রানা।

'আমার, কি?'

'গাড়ি, গর্দভ! চাকা আছে, গ্যাসোলিন ভরতে হয়।'

'সানফ্লাওয়ারের পিছনের গ্যারেজে।' বিস্মিত দেখাল নিককে। 'কেন?'

মেইন রোড ছেড়ে পাশের রাস্তাটায় চলে এল রানা, দুটো রাস্তা পাশাপাশি এগিয়েছে। 'একটা বুদ্ধি করা যায়। তোমার গাড়ি নিয়ে তুমি পিন্ডার'স এন্ডে চলে

যাও। ট্যানারকে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করবে তুমি, সতর্ক থাকতে বলবে। তুমি ওখানে আছ জানলে স্বস্তিবোধ করব আমি।' গাড়ির গতি কমিয়ে আনল ও, সানফ্লাওয়ারের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা। 'ঠিক আছে?'

গাড়ি থেকে নামল নিক। 'তা আছে,' বলল সে। 'কিন্তু লোকটা যদি আমাকে দেখামাত্র গুলি করে?'

চোলাই মদের জারটা পায়ের কাছ থেকে তুলে নিকের হাতে ধরিয়ে দিল ও। 'এটা তাকে দেখাবে,' বলল ও। 'তোমাকে বন্ধু বলে জানবে সে।'

গাড়ি ছেড়ে দিল রানা, রাস্তার কিনারায় দাঁড়িয়ে জার থেকে এক ঢোক মদ খেলো নিক।

বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বুটের আস্তানায় পৌঁছে গেল রানা। নিজেকে গোপন করার কোন চেষ্টা করল না, বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে লাফ দিয়ে নামল, গাড়ি-পথ ধরে ছুটল দরজার দিকে।

সামনের দরজায় তালা, লাথি মেরে সেটা ভাঙল রানা। প্যাসেজে ঢুকে একটা দরজা পেরোল। কোটের সব ক'টা বোতাম খোলা, প্রয়োজনের মুহূর্তে হাতে চলে আসবে অস্ত্রটা। ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে আছে ওর চেহারা, চোখে ধারাল দৃষ্টি।

হলরুমে ঢুকে দাঁড়াল রানা। দেয়ালে রক্তের দাগ। লম্বাটে দাগ, যেন কেউ দেয়ালে হেলান দিয়ে তাল সামলাবার চেষ্টা করেছে।

একচুল নড়ল না রানা। ওর কাছে মুহূর্তগুলো আবিষ্কার আর উপলব্ধির। আজ এই প্রথম বুঝতে পারল, সুকি টেমপাসটার প্রতি কতটুকু দুর্বল সে। আটচল্লিশ ঘণ্টায় মাত্র দু'বার তাকে দেখেছে ও। কিন্তু রক্তটুকু সুকির মনে হতেই অকস্মাৎ প্রতিশোধের একটা প্রচণ্ড ইচ্ছা জাগল ওর মনে। মেয়েটাকে যদি খুন করা হয়ে থাকে, ওর জীবন থেকে কি যেন একটা চিরতরে হারিয়ে যাবে, যা কোনদিন পূরণ হবার নয়।

এই অনুভূতি বিস্ময়ের একটা ধাক্কা হয়ে আঘাত করল রানাকে। চোখে যেন পট্টি বাঁধা ছিল, এই প্রথম দেখতে পাচ্ছে। বন্ধু ড্যানি ডানকানের প্রেমিকা হওয়া সত্ত্বেও সুকি টেমপাসটাকে ভাল লাগে তার। সুকিকে কামনা করে না ও, একান্তভাবে তাকে কোন দিনই হয়তো পেতে চাইবে না, কিন্তু তবু তার প্রতি ওর ভালবাসা জন্মেছে। যা বাস্তব, তাকে অস্বীকার করবে কিভাবে সে?

বাড়ির ভেতর ঢুকতে ভয় করল রানার, যদি সুকির লাশটা দেখতে হয়!

মূর্তির মত স্থির দাঁড়িয়ে আছে রানা। এভাবে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকত কে জানে, এক সময় ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ ঢুকল কানে। তারপর ওর নাম ধরে ডেকে উঠল একটা নারীকণ্ঠ, 'রানা, ওহ্ রানা!'

ঘুরল রানা, নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। প্যাসেজ ধরে তাড়াতাড়ি বাড়ির সামনে চলে এল ও।

বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুকি টেমপাসটা। তার চুলে রোদ ঝলমল করছে, ওকে দেখে তার চোখে আনন্দ আর স্বস্তি খেলে গেল। ভাঙা দরজা পেরিয়ে এগিয়ে এল রানা, ওর বাড়ানো বাহুর ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ল সুকি। রানার বুক থেকে মুখ তুলে রানার চোখে তাকাল সুকি, তার চোখে বিস্ময়, ঠোঁট দুটো

সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। মুখ নিচু করে তাকে চুমো খেলো রানা, তার পিঠে হাত রেখে আরও কাছে টেনে আনল।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দূরে সরে যেতে চাইল সুকি, কিন্তু লোহার মত শক্ত বাঁধনে তাকে আটকে রাখল রানা। সুকি অনুভব করল, তার ভেতর কি যেন একটা গলে গলে যাচ্ছে, ইচ্ছে হলো রানা যেন তার এই বাঁধন কোন দিন ঢিল না করে। রানাকে ধরে ঝুলে পড়ল সে। অনুভব করল, তার ঠোঁট অস্থিরতার সাথে সাড়া দিচ্ছে।

হঠাৎ মৃদু ধাক্কা দিয়ে সুকিকে সরিয়ে দিল রানা, ঘন ঘন মাথা নাড়ল, যেন ঝাঁকি দিয়ে কি যেন একটা ফেলে দিতে চেষ্টা করছে। 'ভয়ে মরে যাচ্ছিলাম,' বলল রানা। 'ভয় হচ্ছিল, তোমার কিছু ঘটেছে।' এখনও সুকির হাত ধরে আছে ও।

কিছু বলল না সুকি, শুধু চোখ তুলে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। কি চিন্তা করবে, তা-ও যেন বুঝতে পারছে না।

দেয়ালে রক্তের দাগের কথা মনে পড়তেই ঘাড় ফিরিয়ে বাড়িটার দিকে তাকাল রানা। 'অপেক্ষা করো এখানে,' বলল ও। 'এখুনি আসছি।' সুকিকে ওখানে রেখে বাড়ির ভেতর ঢুকল ও।

সিটিংরূমে ড্যানি ডানকানকে পেল রানা। একটা চেয়ারে বসে আছে ড্যানি, তার শার্টের সামনেটা লাল, লালচে একটু দাগ তার মুখের কোণেও দেখা গেল। চোখে আতঙ্ক নিয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছে সে, স্থির দৃষ্টিতে। খোলা চোখের ওপর হাঁটাহাঁটি করছে একটা মাছি।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকল রানা। কোন রকম ধাক্কা অনুভব করল না ও। কিছুই অনুভব করল না। এই ড্যানি ডানকানকে চিনত না ও। এ এমন একজন, যার সাথে রানার কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক নেই এমন একটা লোক মারা গেলে কিই-বা প্রতিক্রিয়া হতে পারে। মারা যাবার পর লোকটাকে বীভৎস দেখাচ্ছে। যে ড্যানি ডানকানকে চেনে ও, সে আগের মতই বেঁচে থাকবে ওর জীবনে—তুচ্ছ, ছোটখাট ব্যাপারে উদ্বিগ্ন, বন্ধুত্বপূর্ণ তির্যকদৃষ্টিতে তাকাবে রানার দিকে, অভিমান করবে, অনুযোগের সুরে বলবে, তুমি একটা বাঁধন ছেঁড়া বুনো জীবন কাটাচ্ছ।

এই সময় ওর পাশে এসে দাঁড়াল সুকি।

বাধা দেয়ার সময় পেল না রানা, শুধু দু'হাত দিয়ে ধরে ফেলল তাকে, নিজের শরীরের ওপর টেনে আনল। ড্যানি ডানকানের দিকে তাকিয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল সুকি। বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল রানার।

ড্যানি মারা গেছে কিনা জিজ্ঞেস করল না সুকি। নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছে। সে শুধু রানাকে ধরে ঝুলে থাকল, অনুভব করল ড্যানি ডানকানকে ঘিরে সুখের যে ছোট্ট স্বপ্নটা রচনা করেছিল সেটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

এক সময় বিড়বিড় করে বলল সে, 'এখান থেকে আমাকে নিয়ে চলো।' দু'হাতের ভাঁজে তাকে তুলে নিল রানা, ওর বুকের সাথে লেপ্টে থাকল সে। বাড়িটা থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

সুকির ভার আর ছোঁয়া ভাল লাগল রানার, ভাল লাগল সুকির চুলগুলো গালে এসে পড়ায়। আস্তে করে তাকে গাড়িতে তুলে দিল ও। 'আমার কাজ আছে,' বলল তাকে। 'অপেক্ষা করো আমার জন্যে।' বাড়ির ভেতর আবার ফিরে গেল রানা।

ব্যস্ততার সাথে এক এক করে সবগুলো কামরায় ঢুকল রানা। কাউকে আশা করেনি, পেলও না। সবশেষে ড্যানি ডানকানের কাছে ফিরে এল ও।

খুব কাছ থেকে গুলি করা হয়েছে ড্যানিকে। গান ফ্ল্যাশের দাগ দেখা গেল শার্টে, পুড়ে গেছে জায়গাটা। আর কোন সূত্র পাওয়া গেল না। রানা শুধু জানে, কাজটা সম্ভবত বুটের। যেভাবেই হোক সুকিকে বুট ধরে এনেছে জানতে পেরে এখানে চলে আসে ড্যানি। কোন অস্ত্র না নিয়ে, খালি হাতে এসেছিল সে, আন্দাজ করল রানা। বাগে পেয়ে নিরস্ত্র ড্যানিকে খুন করেছে বুট।

ড্যানির ঠাণ্ডা, শক্ত হাতটা ছুঁলো রানা। 'ওকে ধরব আমি,' শান্তসুরে বলল ও। 'এর শাস্তি ওকে পেতে হবে।' ঘুরে দাঁড়াল ও, ফিরে এল গাড়ির কাছে।

নিষ্প্রাণ কাঠের মূর্তির মত বসে আছে সুকি, নিষ্পলক দৃষ্টি সামনের দিকে স্থির। তার পাশে উঠে বসল রানা। সুকি মৃদুকণ্ঠে বলল, 'অলিভা আর রিপারকে তুমি চেনো?'

'চিনি,' বলল রানা। 'কিন্তু এখন এ-সব কথা থাক।'

'না, ওরা বিপদে পড়েছে। তোমার খোঁজে সেজন্যেই আমার আসা। তোমার পুল-রুমের পেছনে রয়েছে ওরা। ওখানে কর্ক সিমন আর তার একটা দল...'

চোখের সামনে থেকে হ্যাটটা ঠেলে মাথার ওপর তুলে দিল রানা। 'ওদের কথা ভুলে যাও। ওদের কারও কোন গুরুত্ব নেই। তোমার জন্যে আমি কি করতে পারি তাই বলো। কোথায় যেতে চাও তুমি?'

সীটের ওপর ঘুরে বসল সুকি। 'ভুলব কি করে! ওরা আমাকে সাহায্য করেছে, ওদের এই বিপদে...'

'ঠিক আছে,' গাড়ি ছেড়ে দিয়ে বলল রানা। 'দেখি কি করতে পারি।' বুটের আস্তানা লক্ষ্য করে ছুটল গাড়ি।

একটু পরই সুকির কথা ভুলে গিয়ে বুটের কথা ভাবতে শুরু করল রানা। এই মুহূর্তে কি করছে টেকো লোকটা? কোথায় গেলে তাকে ধরতে পারবে ও? হুইলের ওপর শক্ত ইস্পাত হয়ে উঠল ওর হাত দুটো। মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করল ও, যতদূরেই পালিয়ে যাক বুট, যেখানেই লুকিয়ে থাকুক, ঠিকই তাকে খুঁজে বের করবে সে। হঠাৎ খেয়াল করল, কথা বলছে সুকি। ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটার সাদা, ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবল, ড্যানি ডানকান ওর জীবনে কতটুকু প্রভাব ফেলেছিল?

'ওখানে তোমার একা যাওয়া ঠিক হবে না,' বলল সুকি। 'সিমনের অনেক লোক আছে ওখানে। তোমার সাথে আরও লোকজন থাকা দরকার, তবে অলিভা বলল পুলিসের কাছে গিয়ে কোন লাভ নেই।'

'কোন চিন্তা কোরো না। আমি সব সামলে নেব।' মেইন রোড থেকে সরে এল রানা, নিজের অ্যাপার্টমেন্টের দিকে গাড়ি চালাল। 'ঘরে একটা টমিগান

আছে। ওটাই ওদেরকে ঠেকিয়ে রাখবে। আমার অ্যাপার্টমেন্ট আর বুটের অফিস একই রাস্তায়, খুব একটা দেরি করছি না।'

'কে ওকে মারল?' জিজ্ঞেস করল সুকি, হঠাৎ করে। শক্ত মুঠো হয়ে গেল তার হাত দুটো, সাদা হয়ে উঠল আঙুলের ডগাগুলো।

'বুট, আমার ধারণা,' দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস শব্দে বেরিয়ে এল শব্দগুলো, সুকির দিকে রানা তাকাল না।

'তোমাকে আমি বলেছিলাম, ওকে এসবে জড়িও না–মনে আছে?' রাগ নয়, খেদ প্রকাশের সুরে বলল সুকি। 'আমার কথা শুনলে আজ ওর এই অবস্থা হত না। তোমাকে আমি বলেছিলাম, নিজেকে রক্ষা করার শক্তি ওর নেই। কিন্তু তুমি আমার কথা বিশ্বাস করলে না।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সুকি। 'ড্যানিও যদি শুনত আমার কথা! ভদ্র, লাজুক, বিনয়ী, নরম একটা লোক, অথচ শেষ পর্যন্ত এই হলো তার পরিণতি। এ-ধরনের মৃত্যু বুটকে মানায়, কিংকে মানায়...মানায় তোমাকেও। কিন্তু ড্যানি কেন এভাবে মরবে?' শেষ দিকে তার গলা ধরে এল।

নিজের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে গাড়ি থামাল রানা। সীটের ওপর ঘুরে সুকির দিকে তাকাল। 'তোমার কেমন লাগছে, আমি বুঝি,' বলল ও। 'কিন্তু ভুল বুঝে কষ্ট পাবার কোন মানে হয় না। ড্যানি আমার বন্ধু ছিল, আমার সাথে সব সময় ভাল ব্যবহার করেছে ও, তার অভাব কোন দিন পূরণ হবার নয়। জানি, অনেক বেশি ভালবাসতে তুমি তাকে। তোমার এই ক্ষতিও কোন দিন পূরণ হবে না। কিন্তু যা ঘটে গেছে তাকে মেনে না নিয়ে আমাদের কোন উপায় নেই। আমরা শুধু তার ভাল দিকগুলো স্মরণ করতে পারি, যেমন তাকে আমরা চিনতাম, ভাবতে পারি সে আর কোন দিন আমাদের মাঝখানে ফিরে আসবে না। তা যদি পারি, তাহলে দুঃখ পাবার মত কোন কথা মুখ ফস্কে বেরিয়ে আসবে না, যে-কথাগুলো এমনকি সত্যি না-ও হতে পারে। বিশেষ করে আরেকজনের মনে আঘাত লাগতে পারে এমন কথা আমাদের কারুরই বলা উচিত নয়।'

উত্তরে কিছু বলল না সুকি। ম্লান মুখে স্থির বসে থাকল সে, সামনের দিকে রাস্তার ওপর দৃষ্টি।

'অস্ত্রটা নিয়ে আসি,' বলল রানা। 'তুমি বাড়ি যেতে চাইলে, একটা ট্যাক্সি ডাকতে পারো।'

রানার দিকে ফিরল সুকি, চোখে রাগ। 'এর শেষটুকু আমি দেখতে চাই। ড্যানি খুন হবার পর ঘরে বসে থাকা আমার সাজে না!'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের দরজার দিকে ছুটল রানা।

থম্পসনটা লোড করছে ও, টেলিফোন এল। এক সেকেন্ড ইতস্তত করে অস্ত্রটা বিছানায় ছুঁড়ে দিল ও, তারপর রিসিভার তুলল।

'মাসুদ রানা?' অলিভার গলা চিনতে পারল রানা। উত্তেজনায় তার গলা কাঁপছে।

'কোত্থেকে বলছ?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমি তোমাদেরকে উদ্ধার করতে যাচ্ছিলাম।'

'আমাকে অবলা ভাববেন না, নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয় জানা আছে,'

গর্বের সুরে বলল অলিভা। 'শুনুন, শিফন স্ট্রীটের একটা ডাক্তারখানা থেকে ফোন করছি। আপনি এসে নিয়ে যাবেন আমাকে?'

'আসছি,' বলে রিসিভার রেখে দিল রানা।

বিছানার চাদরে অস্ত্রটা মুড়ে নিয়ে নিচে নেমে এল ও। 'অলিভা ভাল আছে,' বলে গাড়ির পিছনে থম্পসনটা রেখে সুকির পাশে বসল। 'এইমাত্র ফোন করেছিল। ওকে আমরা রাস্তা থেকে তুলে নেব।'

কথা বলল না সুকি। তার থমথমে চেহারা উদ্বিগ্ন করে তুলল রানাকে।

চার মিনিটের মাথায় শিফন স্ট্রীটে পৌঁছে গেল গাড়ি। রাস্তার মোড়ে রিপারকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে অলিভা। মুখের নিচের দিকটা একটা রুমাল দিয়ে চেপে রেখেছে রিপার। তার চোখ দুটো হিংস্র পশুর মত জ্বলজ্বল করছে।

প্রথমে অলিভা, তার পিছু পিছু গাড়িতে উঠল রিপার। 'ফেয়ারভিউয়ে চলুন,' বলল অলিভা। 'যত তাড়াতাড়ি পারেন। গাড়ি ছাড়ুন, তারপর সব বলছি আপনাকে।'

গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে মেইন রোডে উঠে এল রানা। 'কি ঘটতে যাচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'বলুন কি ঘটতে যাচ্ছে না। পিন্ডার'স এন্ড দখল করার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে কিং-এর লোকজন। তাদেরকে আমরা প্ল্যান তৈরি করতে দেখে এসেছি। সিমনকে নিয়ে তেরোজন লোক। প্রত্যেকের কাছে অস্ত্র আছে। তবে ওদের ধারণা কোন রকম হাঙ্গামা বাধবে না।'

মৃদু হাসল রানা। 'তাহলে ছোট্ট একটা ধাক্কা খাবে ওরা।' সুকির দিকে তাকাল ও। 'এই সুযোগটার কথাই সেদিন তোমাকে আমি বলেছিলাম, মনে আছে? বলেছিলাম, কুচক্রটিকে বেনটোভিল থেকে উৎখাত করতে হলে ওদের সবাইকে এক জায়গায় পেতে হবে। ঠিক তাই ঘটতে যাচ্ছে। ওদেরকে উৎখাত করবে এলাকার সৎ ও দরিদ্র একদল লোক। এ-ব্যাপারে এখনও তোমার কোন উৎসাহ আছে কিনা জানি না, তবে এটুকু বলতে পারি যে এক হপ্তার ভেতর বেনটোভিল সমস্ত অন্যায় আর নোংরামি থেকে মুক্ত হবে।'

'বড় বেশি দেরি হয়ে গেল,' বিড়বিড় করে বলল সুকি।

সামনের দিকে ঝুঁকে রানার ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলল অলিভা। 'আমরা এখন কি করব?' জানতে চাইল সে।

'তোমাদেরকে ফেয়ারভিউয়ে নামিয়ে দিয়ে ট্যানারকে সাবধান করতে যাব আমি। ওদের কাছে অস্ত্র আছে, পরামর্শ দেয়ার জন্যে নিক আছে। আমাদের প্ল্যানটা যদি নিখুঁত হয়, কিং বাহিনী ধ্বংস হয়ে যাবে…আজই।'

'যদি ভেবে থাকেন এরকম একটা মজা থেকে নিজেকে আমি বঞ্চিত করব, ভুল করছেন,' বলল অলিভা। 'রিপারকে নিয়ে তামাশা করছিল এক লোক, তার খুলিটা কিভাবে আমি ফাটিয়ে দিয়েছি তা যদি একবার দেখতেন আপনি!'

মাথা নাড়ল রানা। 'দুঃখিত,' বলল ও। 'বন্দুকযুদ্ধে আমি কোন মেয়েকে সাথে রাখতে পারি না।'

বেসুরো গলায় এই প্রথম কথা বলল রিপার, 'যুদ্ধ ছাড়াও অন্য জিনিস আছে

পিন্ডার'স এন্ডে। আপনি যুদ্ধ করুন, আমরা সেদিকটা দেখব।' থম্পসনটা পেয়ে গেছে সে, রানার মাথার দিকে তাক করে ধরল সেটা।

ড্রাইভিং মিররে টমিগানটা দেখতে পেল রানা, দেখতে পেল রক্তমাখা রিপারের আধবোজা চোখে আচ্ছন্ন দৃষ্টি। 'বেশ, তোমরা যা বলো।' যতটা না রেগেছে ও, তার চেয়ে বেশি কৌতুক বোধ করছে। 'তাহলে শুধু সুকিকে নামিয়ে দিই।'

সুকি বলল, 'আমিও যাচ্ছি।'

অলিভা তাকে সমর্থন করল। 'হ্যাঁ, আপনিও থাকুন আমাদের সাথে। কাজে লাগতে পারেন।'

'আমরা সবাই জড়িয়ে পড়েছি,' বলে টমিগানটা নামিয়ে নাকটা আবার মুছল রিপার। নাক আর কব্জি, দুটোই ব্যথা করছে। মেজাজ সপ্তমে চড়ে আছে তার, কি করবে নিজেও ভাল করে জানে না। 'আপনি গোটা ফেয়ারভিউয়ের লোককে ডাকছেন না কেন?'

'চুপ করো!' ধমকের সুরে বলল অলিভা, তাকাল রানার দিকে। 'আর কি করার আছে আমাদের?'

'জানো কত টাকার জিনিস আছে পিন্ডার'স এন্ডে?' বলল রানা। 'পঞ্চাশ লাখ ডলারের। ভাগে এক একজন বেশ ভালই পাব আমরা, কি বলো?'

একটু যেন শান্ত হলো রিপার। 'পঞ্চাশ লাখ ডলার!' আশ্চর্য, কব্জি আর নাকের ব্যথাটা এখন আর অসহ্য মনে হলো না।

ফেয়ারভিউয়ের কাছাকাছি পৌঁছে সুকিকে বলল রানা, 'তুমি সত্যিই যেতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা। ফেয়ারভিউ ছাড়িয়ে এসে কাঁচা রাস্তায় পড়ল ওরা।

খানিকটা পথ যেতেই একটা চিৎকার ভেসে এল, 'থামো, তা না হলে গুলি খাবে।'

তাড়াতাড়ি ব্রেকের ওপর প্রায় দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, কাউকে দেখতে না পেয়ে তাকাল চারদিকে। একটা ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রিক, হাতে একটা রাইফেল।

'দুঃখিত, মি. রানা,' জানালার কাছে মুখ নামিয়ে বলল সে। 'আপনাকে আমি ভয় দেখাতে চাইনি। ট্যানার বলে দিয়েছে, কাউকে আসতে দেখলেই প্রথমে থামতে বলবে, না থামলে গুলি করবে।'

ঠোঁট টিপে হাসল রানা। 'তাকে সেই নির্দেশই দিয়েছি আমি। এদিকের সব খবর কি?'

মাঠের দিকে হাত তুলল রিক। 'ওরা প্ল্যান তৈরি করছে, মি. রানা। আসলে কি ঘটতে যাচ্ছে বলুন তো? বন্দুক যুদ্ধ শুরু হবে সত্যি?'

'হবে না মানে!' বলল অলিভা। 'দুটো গাড়িতে করে আসছে ওরা।'

হতচকিত দেখাল রিককে। 'সত্যি?' রানাকে জিজ্ঞেস করল সে।

'হতে পারে,' বলল রানা। 'আগে কখনও রাইফেল চালিয়েছ তুমি?'

'শটগান চালিয়েছি, কিন্তু রাইফেল···,' মাথা নাড়ল রিক। 'তবে, অবশ্য শিখে নিয়েছি কিভাবে চালাতে হয়।' রাইফেলের ওপর চোখ রেখে বোল্ট টানল সে। 'প্রথম গুলিতেই একটা খুলি উড়িয়ে দিতে পারব বলে আশা করছি।'

'মিস করলে পরে আর সুযোগ পাবে না,' বলল রানা। 'এরপর যে গাড়িটা আসছে সেটা কিন্তু থামবে না। দেখামাত্র গুলি করবে, কেমন? তবে, আড়াল থেকে বেরিয়ো না। রাইফেলে ওরা তোমার চেয়ে ভাল।'

হাঁ হয়ে গেল রিক। 'আপনি বলতে চাইছেন, লোকগুলোর ওপর সত্যি সত্যি আমি গুলি করতে পারব?'

'হ্যাঁ, পারবে। যে-ক'জনকে খুশি ফেলে দেবে তুমি।'

'মানে, খুন করতে পারব?' চোখে আগ্রহ নিয়ে তাকাল রিক।

'যদি না করো, তোমার ওপর রেগে যাব আমি,' বলে আবার গাড়ি ছেড়ে দিল রানা। উঁচু-নিচু পথ ধরে ঝাঁকি খেতে খেতে এগোল গাড়ি। বাঁক নিয়ে ঘুরপথটা ধরল রানা।

'আরে, কি করছেন! আমাকে নামিয়ে দিন এখানে! আমি হেঁটেই যাব···'

ব্রেক করল রানা। 'রাস্তায় গাড়ি রাখা যাবে না,' বলল ও। 'মাঠের ওদিকে কোথাও লুকিয়ে রাখতে হবে এটাকে। তোমরা বরং সবাই নেমে যাও।'

নামল সবাই। ঝাঁকি খেতে খেতে এগোল গাড়ি, সাদাটে ধুলোর পাহাড় উঠল পিছনে। এক সময় ট্যানারের বাড়ির সামনে পৌঁছুল রানা। গেটে দাঁড়িয়ে আছে ট্যানার, বারান্দায় নিককে দেখা গেল।

'গাড়িটা পিছন দিকে রাখা যায়?' জানালা দিয়ে মাথা বের করে জিজ্ঞেস করল রানা।

'অবশ্যই,' জবাব দিল ট্যানার। 'বেড়ার ওদিকে রেখে আসুন।'

বাড়িটার পিছনে গাড়ি রেখে ফিরে এল রানা।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে পড়েছে নিক, ধুলোর ভেতর দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে সে। 'ওরা কারা আসছে?'

'দুটো মেয়ে আর একটা ছেলে,' বলল রানা। 'অলিভা আর রিপার বুটের ওখানে কাজ করত। সুকি টেমপাসটাও আছে ওদের সাথে।'

'কি ব্যাপার, এটা একটা পার্টি নাকি?' বিরক্ত হলো নিক।

'শোনো, নিক। বুট ড্যানি ডানকানকে মেরে ফেলেছে। সুকির মনের অবস্থা ভাল নয়। কথা বলার সময় সাবধান।'

'ড্যানি খুন হয়েছে, কি বলছ! কেন, বুট তাকে মারল কেন? আমি অবশ্য শোকে কাতর নই। ড্যানি আমার কোন কাজে আসত না।'

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল রানা, চাপা গলায় গর্জে উঠল, 'নিক!'

প্রায় চমকে উঠল নিক। তারপর তাড়াতাড়ি বলল সে, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে–বেফাঁস কিছু বলব না।' ঝুঁকে ট্রাউজারের পায়া গুটাতে শুরু করল সে। 'এখানকার আয়োজন ভালই লাগল আমার। খুন করার জন্যে ছটফট করছে লোকগুলো।'

বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ট্যানার। 'কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।' রানার দিকে তাকাল সে। 'মি. রানা, আমার কাছে ব্যাপারটা পরিষ্কার নয়। সত্যিই কি কাউকে খুন করতে হবে আমাদের? আপনি অস্ত্রগুলো পাঠাবার পর থেকেই ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছি আমি।'

মাথা চুলকাল রানা। 'বোধহয় হবে,' বলল ও। 'ওরা যদি হামলা করে, আত্মরক্ষা করার অধিকার আমাদের আছে। ওরা যদি খুন করার জন্যে গুলি চালায়, আমরাও খুন করার জন্যেই গুলি চালাব। আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার করে বলার সময় হয়েছে।' পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ট্যানারের দিকে বাড়িয়ে ধরল ও। 'এটা কি, পড়ে দেখো। এবার এখানে আসার আগে এফ.বি.আই. হেডকোয়ার্টারের অনুমতি নিয়ে এসেছি আমি। কাগজটায় লেখা আছে সংশ্লিষ্ট সবাই যেন আমার কাজে আমাকে সাহায্য করে।'

কাগজটা পড়তে শুরু করল ট্যানার।

নিক জিজ্ঞেস করল, 'তুমি তো একজন জুয়াড়ী, তোমার সাথে এফ.বি.আই-এর কি সম্পর্ক? তোমার কাজ, এরই বা কি মানে?'

'সেটা এফ.বি.আই. জানে।'

কাগজটা ফেরত দিল ট্যানার। 'যাক, একটা দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচলাম। এখন আমি জানি, কলোনির লোকগুলোকে আমি কোন বিপদে ফেলতে যাচ্ছি না।'

'ওদের আসতে আর বেশি দেরি নেই,' বলল রানা। 'তবু, এখনও সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আছে। ভেবে দেখো, ট্যানার। তুমি কি চাও, ওরা পিন্ডার'স এন্ড দখল করে নিক? নাকি লড়তে চাও? লড়তে চাইলে প্রস্তুতি নিতে হবে।'

কঠিন হলো ট্যানারের দৃষ্টি। 'কি ধরনের লড়াইয়ের কথা বলছেন আপনি?'

'বন্দুকযুদ্ধ বেধে যেতে পারে,' বলল রানা। 'অনেক লোক আহত হবে, দু'একজন মারাও যেতে পারে। যারা আসছে, তারা পেশাদার খুনী। কিং-এর লোকজন সম্পর্কে নতুন করে তোমাকে আর আমি কি বলব!'

দাড়ি চুলকাল ট্যানার। 'আসলে মেয়েমানুষ আর বাচ্চাগুলোর জন্যেই চিন্তা।'

পকেট থেকে একতাড়া নোট বের করল রানা। 'এক দিনের জন্যে ওদেরকে কোথাও সরিয়ে দাও। ওদেরকে টাকাগুলো দিয়ে বলো, তারা যেন গুডহোপ অফিসে চলে যায়। জুলিয়াস সিলারকে আমার কথা বললে, তিনি সব ব্যবস্থা করবেন।'

স্বস্তি ফুটে উঠল ট্যানারের চেহারায়। 'সব সমস্যার সমাধানই দেখছি জানা আছে আপনার, মিস্টার। ঠিক আছে, আমরা লড়ব।'

হাঁফ ছাড়ল রানা। 'অনেক কাজ পড়ে আছে, ট্যানার। প্রথমে বাচ্চা আর মেয়েদের সরিয়ে দাও। তারপর তোমার লোকদের এখানে জড়ো করো, সবাই যেন যার যার অস্ত্র নিয়ে আসে। ওদের সাথে আমি কথা বলব।'

রাস্তার দিকে ছুটে গেল ট্যানার। বাড়ি বাড়ি গিয়ে খবর দিচ্ছে সে।

হ্যাটটা চোখের ওপর নামিয়ে আনল নিক। 'তোমার কি ধারণা,' তাকিয়ে আছে মাঠের শেষ প্রান্তে, 'লড়বে ওরা?'

'পঞ্চাশ লাখ ডলারের জন্যে তুমি কি করতে? তবে এখুনি, মানে দিনের বেলা

ওরা আসবে বলে মনে হয় না। সিমনকে আমি চিনি। রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি আসবে সে।'

সুকি, অলিভা আর রিপার এসে পৌঁছুল। সুকির সাথে নিকের পরিচয় করিয়ে দিল রানা। নিকের দিকে ভাল করে তাকালই না সুকি। বাড়ির সামনের উঠানে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে জড়ো হতে শুরু করল মহিলারা, তাদের দিকে তাকিয়ে থাকল সে। বিষণ্ন চেহারা, চোখে নিস্তেজ দৃষ্টি।

'সুন্দরী মেয়েদের মন খারাপ করে থাকা এক ধরনের অন্যায়,' রানাকে ফিসফিস করে বলল নিক। 'কি হয়েছে ওর?'

নিঃশব্দে চোখ রাঙাল রানা। 'রিপার আর মুরগীর বাচ্চাটাকে তো চেনোই তুমি, তাই না?'

রিপারের দিকে ফিরে হাসল নিক। 'মুখোশটা তোমাকে ভালই মানিয়েছে হে। পারলে খুলো না।'

বিড়বিড় করে কি বলল রিপার, বোঝা গেল না। এগিয়ে এসে তার ভাল হাতটা ধরল অলিভা। 'ব্যঙ্গ করবেন না,' নিককে বলল সে। 'ওর মুখটা ব্যান্ডেজ করা দরকার।' রানার দিকে তাকাল সে। 'এমন একটা জায়গা নেই যেখানে বসে কাজটা আমি করতে পারি?'

এই সময় ফিরে এল ট্যানার, রিপার আর অলিভাকে নিয়ে বাড়ির ভেতর চলে গেল সে।

ইতস্তত করল সুকি, তারপর সে-ও ওদের পিছু নিল। তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা, বলল, 'বেচারি!'

খানিক পর ফিরে এসে মহিলা আর বাচ্চাদের নিয়ে রওনা হলো ট্যানার। সংখ্যায় সব মিলিয়ে প্রায় তিরিশজনের মত হবে। ঘুরপথে, পিন্ডার'স এন্ডের পিছন দিয়ে গুডহোপ অফিসে যাবে ওরা। পরামর্শটা রানারই। সামনের রাস্তা দিয়ে গেলে সিমনের লোকজন দেখে ফেলতে পারে।

একটু পরই ফিরে এল ট্যানার। পরিচিত রাস্তা, মহিলারা নিজেরাই যেতে পারবে।

'এবার তোমার লোকজনদের ডাকো,' তাড়া দিল রানা। 'হাতে বেশি সময় নেই।'

'রিকের কি হবে?' জিজ্ঞেস করল ট্যানার। 'সে জানে কি করতে হবে তাকে?'

নিকের দিকে ফিরল রানা। 'দু'জন লোককে নিয়ে চলে যাও তুমি, রিককে পাঠিয়ে দাও এখানে। থম্পসনগুলো নিয়ে যাও তোমরা। রাস্তা ধরে কেউ যদি আসে, থামাবে, ফিরে যেতে বলবে। বাধ্য না হলে গুলি করবে না।'

বিশাল মাঠের দিকে তাকাল নিক। 'এতটা পথ হাঁটতে বলছ আমাকে? কেন, ওকে কেন পাঠাচ্ছ না?' ট্যানারের দিকে হাত তুলল সে। 'ধুলোয় হাঁটাহাঁটি করা ওর অভ্যেস আছে।'

নিকের কাঁধে চাপড় মারল রানা। 'বলেছিলে, পঞ্চাশ লাখ ডলারের জন্যে কাজ করতে রাজি আছ, মনে আছে? সেই কাজ এখন শুরু করতে যাচ্ছ তুমি। দৌড় দাও!'

'নিজেকে কি মনে করো তুমি, অ্যা? চেঙ্গিস খান?' বলল বটে, তবে গেল সে।

দশ

বড় একটা প্লাস্টার ব্যান্ডেজে ঢাকা পড়ে গেল রিপারের মুখ, বাইরে থাকল শুধু লাল টকটকে চোখ দুটো। রক্ত মেশানো লাল পানি সিঙ্কে ঢেলে দিল অলিভা, ভিজে তোয়ালেটা মেলে দিল একটা চেয়ারের মাথায়। 'চলো, চলো,' তাগাদা দিল সে। 'যদি কিছু থাকে, এই বাড়িতেই আছে। এসো, দেরি করা ঠিক হচ্ছে না।'

দাঁতে দাঁত চেপে আছে রিপার। পেইন কিলার ট্যাবলেট খাওয়ার পরও কব্জি আর নাক, দুটোই অসহ্য ব্যথা করছে তার। বাড়িটা সার্চ করার প্রস্তাব তাকে নাড়া দিল না। একটা চেয়ারে ধীরে ধীরে বসে পড়ল সে। 'আমি এখন বিশ্রাম নিতে চাই।'

'টাকা পেলে সারাটা জীবন বিশ্রাম নিতে পারবে,' রেগে গিয়ে বলল অলিভা। 'আলসেমি কোরো না তো, ওঠো!'

উঠল না রিপার, অলিভার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে খেঁকিয়ে উঠল, 'আমাকে একা থাকতে দাও!'

জানালার সামনে থেকে ওদের দিকে ঘুরল সুকি। 'কোথায় খোঁজার কথা ভাবছ তোমরা?' জিজ্ঞেস করল সে। 'কি খুঁজবে, সে-সম্পর্কে কোন ধারণা আছে?'

'এ নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না,' বলল অলিভা, দ্রুতকণ্ঠে। 'আপনি বরং রিপারকে সঙ্গ দিন।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

বেরোতেই রানার সামনে পড়ে গেল অলিভা। 'কোথায় যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আমরা দেরি করছি কেন? খোঁজাখুঁজি না করলে ওগুলো পাব কিভাবে?'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'অবশ্যই। এসো, ওপরে যাই। রিপার কোথায়?'

'ব্যথায় গোঙাচ্ছে,' বলল অলিভা। 'পুরুষ মানুষদের এমন কাতর হলে চলে! দেখে মনে হবে, এই বুঝি মারা গেল!'

ট্যানারের সিটিংরুমে ঢুকে রিপারের সামনে দাঁড়াল রানা। 'কেমন আছ হে?'

লাল চোখ মেলে রানার দিকে তাকাল রিপার, তারপর অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

'ট্যাবলেটগুলো খেয়েছে ও?' অলিভাকে জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা ঝাঁকাল অলিভা।

'ওঠো,' রিপারকে বলল রানা। 'অনেক কাজ বাকি পড়ে রয়েছে।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল রিপার, পরমুহূর্তে অক্ষত হাতটা মুঠো পাকিয়ে রানার চোয়াল লক্ষ্য করে ঘুসি চালাল সে।

রিপার মুঠো পাকাচ্ছে দেখে চিৎকার করে উঠল সুকি, তবে সময়মত ঘুরে

গিয়ে ঘুসিটা কাঁধের নিচে, বাহুতে নিল রানা। রিপারের হাতটা খপ করে ধরে ফেলল ও, মুচড়ে দিল সজোরে, তারপর কোমরে লাথি মারল কষে।

অলিভার পায়ের কাছে হাঁটু আর কনুইয়ে ভর দিয়ে পড়ল রিপার। পিছিয়ে গেল অলিভা, স্কার্ট তুলে ধরল হাঁটুর কাছে। 'তুমি দেখছি অদ্ভুত একটা চীজ! ঘাস খেয়ে বড় হয়েছ নাকি?'

ধীরে ধীরে নিজের পায়ে দাঁড়াল রিপার। একটা হাত হিপ পকেটে ঢুকে যাচ্ছে। স্যাৎ করে এগিয়ে এসে আবার তাকে ধরল রানা। 'থামো! তোমার ব্যাপারটা কি?' কামরা থেকে বেরিয়ে এল ও, রিপারের পিঠে ঘন ঘন ধাক্কা দিচ্ছে।

সিঁড়ি বেয়ে ওদের পিছু পিছু দোতলায় উঠে এল অলিভা। একটা ঘরে ঢুকল ওরা, জানালা দিয়ে বাড়ির সামনের উঠান আর উঠানের কাদা দেখা গেল। রিপারকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে এল রানা। 'শান্ত হবে, নাকি এক চড়ে দাঁতগুলো ফেলে দেব?'

কোটটা ঠিকঠাক করল রিপার, রানার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল, তবে নড়ল না।

'গুড,' বলল রানা। 'দোতলায় এটাই প্রথম কামরা। এমনভাবে সার্চ করো যেন একটা পিন খুঁজছ।' ফায়ারপ্লেসের পাশ থেকে মরচে ধরা একটা শাবল তুলে নিল হাতে। 'মেঝের প্রতিটি তক্তা খুলে ফেলবে। দেয়ালের ভেতর কিছু আছে বলে মনে হলে, ভেঙে ফেলবে। যদি কিছু না পাও, পাশের কামরায় তল্লাশী চালাবে। ট্যানার কিছু বলবে না, ছোট একটা বাড়িতে উঠে যাচ্ছে ও।'

শাবলটা অলিভার হাতে ধরিয়ে দিয়ে দরজার দিকে এগোল রানা। 'ছোকরা যদি কাজ করতে না চায়, এটা দিয়ে এক ঘা বসিয়ে দিয়ো ওর মাথায়। না পারলে আমাকে ডেকো।'

নিচে ফিরে এসে রানা দেখল, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুকি। তার পেশী টান টান হয়ে আছে, দাঁড়াবার ভঙ্গিটায় অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে। তার নিঃসঙ্গতা অনুভব করতে পারল রানা, ইচ্ছে হলো কাছে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দেয়। তার পিছনে এসে দাঁড়াল ও।

'তুমি না এলেও পারতে,' বলল রানা। 'জানি কেমন লাগছে তোমার। এখনও সময় আছে, ফিরে যাবে? গাড়িটা এনে দিলে একা যেতে পারবে তো?'

'কে বলল ফিরে যেতে চাই আমি?' রানার দিকে ফিরল না সুকি। 'আমি ভাল আছি। প্লীজ, আমার ব্যাপার নিয়ে অস্থির হয়ো না।'

'তোমার জন্যে কিছু একটা করতে ইচ্ছে করছে আমার…,' শুরু করল রানা, কিন্তু জানালার কাছ থেকে সরে গেল সুকি।

'কেন, এখনও তোমার শখ মেটেনি?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সুকি। 'করার আর কিছু বাকি রেখেছ?'

হঠাৎ রাগ হলো রানার, কি যেন বলতে গিয়ে সামলে নিল নিজেকে।

ওর দিকে ফিরল সুকি। 'কি, একেবারে বোবা হয়ে গেলে যে?' এক পা এগিয়ে এল সে। 'আমার প্রতি এতই যদি দরদ তোমার, বলে দিতে পারো, এখন আমি কি করব? বাঁচার জন্যে মানুষের একটা অবলম্বন দরকার, ড্যানিকে আমি

সেই অবলম্বন হিসেবে পেয়েছিলাম। আজ সে নেই, সেজন্যে তোমাকেই আমি দায়ী করছি। বলতে পারো, কি নিয়ে এখন বাঁচব আমি?'

'তোমাকে আমি আগেও বলেছি, ড্যানিকে সুবোধ বালক মনে করাটা ভুল হবে। ড্যানি আমার বন্ধু ছিল, তাকে আমি তোমার চেয়ে ভাল করে চিনতাম। আমাকে যে কারণে তুমি ঘৃণা করো, ড্যানিকে যদি চিনতে পারতে, তাকে তুমি আরও বেশি ঘৃণা করতে। আমি বিপদে জড়িয়ে পড়ি, কারণ বিপদ এড়িয়ে গা বাঁচাবার বাজে অভ্যেস আমার নেই। ড্যানি বিপদে পড়ত না, কারণ কিভাবে গা বাঁচাতে হয় তা তার ভালভাবেই শেখা ছিল। আমরা দু'জনে একই পথের পথিক, কিন্তু আমি বোকা...'

এগিয়ে এসে রানাকে চড় মারতে গেল সুকি, কিন্তু তার হাতটা ধরে ফেলল রানা।

'এই তোমার বন্ধুত্ব?' রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল সুকি, ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। 'বন্ধু মারা যেতে না যেতেই তার নামে যাচ্ছেতাই বলছ!'

'ড্যানি মারা গেছে বলেই কথাগুলো তোমাকে না বলে পারলাম না। বললাম এই জন্যে যে তা না হলে বাকি জীবনটা ড্যানির স্মৃতি আঁকড়ে ধরে থাকবে তুমি, কোন দিন সুখী হতে পারবে না। আমি শুধু তোমার ভুলটা ভেঙে দিতে চাইছি। ড্যানি ধোয়া তুলসী পাতা ছিল না। আমাকে তুমি একজন বেপরোয়া লোক, জুয়াড়ী হিসেবে চেনো। আমার এই পরিচয়টাই সব নয়। বা আসল পরিচয় নয়। তেমনি ড্যানিকে তুমি যেমন চেনো–শান্ত, নির্বিরোধী, ভালমানুষ, বোকাটে–সেটাই তার আসল পরিচয় নয়। তুমি সব সময় নিরাপত্তার খোঁজ করেছ, তোমার ধারণা নিরাপদ লোকদের তুমি পছন্দ করো। কিন্তু এ-কথা জানো না যে তোমার মত মেয়েকে বোকা বানাবার জন্যে সমাজে ড্যানির মত পুরুষের কোন অভাব নেই। এত কথা বলতে হলো শুধু একটা কারণে, আমি চাই না কারও স্মৃতি আঁকড়ে ধরে নিজের জীবনটা তুমি নষ্ট করো। তোমাকে আমার ভাল লাগে, যদি দেখি তুমি সুখী হতে পারছ না, তাহলে আমার চেয়ে অসুখী কেউ হবে না।' সবেগে ঘুরল রানা, হন হন করে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

ওর গমন পথের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সুকি।

বারান্দায় ট্যানারের সাথে দেখা হলো রানার। ওর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল সে। 'কিছু হয়েছে, মি. রানা?'

'না,' ছোট্ট করে জবাব দিল রানা। 'চলো, তোমার লোকদের সাথে কথা বলি।'

কিছু লোক চটের বড় বড় বস্তায় কাদা ভরে জানালার সামনে পাঁচিল তৈরি করছে, কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে তাদের কাজ দেখল রানা। তারপর বাড়িটার পিছনে চলে এল ওরা। আরেক দল লোক মাটি খুঁড়ে ট্রেঞ্চ তৈরি করছে এদিকে, বাড়ি থেকে কয়েকশো গজ পিছনে।

'গাড়িটা সরিয়ে রাখি,' বলল রানা। 'ওটা থাকায় এদিকটা বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না।' মাঠের ওপর দিয়ে চালিয়ে একটা বাংলোর পিছনে গাড়ি থামাল ও। তারপর পায়ে হেঁটে ফিরে এল ট্যানারের কাছে।

ওর দিকে মুখ তুলে ট্যানার বলল, 'আপনি তাহলে সত্যি গোলমাল আশা করছেন?' দাড়িতে হাত বুলাচ্ছে সে।

মৃদু হাসল রানা। 'ওরা যদি লেজ তুলে পালায় তাহলে গোলমাল বাধবে না।' লোকগুলোর কাজ দেখে সন্তুষ্টবোধ করল ও, কিভাবে ট্রেঞ্চ বানাতে হয় জানা আছে ওদের। ট্যানারকে নিয়ে বাড়িটার সামনে চলে এল ও।

এদিকেও মাঠের ওপর ট্রেঞ্চ কাটা হচ্ছে। 'মেশিনগান থাকবে ওগুলোয়,' বলল রানা। 'প্রতিটি ট্রেঞ্চে একটা করে থম্পসন, আর দু'জন লোক রাখার নির্দেশ দাও। সব মিলিয়ে কতজন লোক আমরা?'

হিসাব কষে ট্যানার বলল, 'প্রায় তিরিশ। সবার কাছেই আগ্নেয়াস্ত্র আছে। বেশিরভাগই শটগান।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'গুড। দেখে আসি নিক কি করছে।' ঘুরল রানা, তারপর বলল, 'লোকগুলোকে বসে থাকতে দিয়ো না। বাড়িটাকে দুর্গম দুর্গ বানিয়ে ফেলো। কাঁটাতারের ব্যবস্থা করতে পারবে?'

'আছে বোধহয়, খুঁজে দেখতে হবে।'

'যদি পাও, বের করে আনো, যতটুকু পারা যায় ঘিরে ফেলো বাড়িটা। উৎসাহে ভাটা আনার জন্যে কাঁটাতারের জুড়ি নেই।'

মাঠের ওপর দিয়ে রওনা হলো রানা।

নিক একটা ঝোপের আড়ালে রয়েছে। ঝোপটার কাছাকাছি চলে এসেছে রানা, দেখতে পেল রাস্তা ধরে ছুটে আসছে ধুলোর একটা মেঘ। ছুটল রানা, নিকের কাছে পৌঁছুল, ঠিক তখুনি গাড়িটাও ওদের কাছে চলে এল।

'হল্ট!' হাঁক ছাড়ল নিক, সাথে সাথে ব্রেক কষল ড্রাইভার।

গাড়ির পিছনের সীটে বসে আছে সিমন, জানালা দিয়ে মাথা বের করল সে। চোখ গরম করে নিকের দিকে তাকাল সে, তারপর রানাকে দেখতে পেল। কঠিন হয়ে উঠল তার চেহারা। 'এ-সবের মানে কি?' জানতে চাইল সে।

গাড়ির সামনে তিনজন, সিমনের সাথে পিছনে আরও দু'জন। প্রায় সবাইকেই চিনতে পারল রানা, জানে লোকগুলো পেশাদার খুনী। এগিয়ে গিয়ে গাড়ির পাশে দাঁড়াল ও, পা রাখল ধাপে। 'গোলমাল বাধিয়ো না, বাছারা,' নরম সুরে বলল ও। 'ঝোপটার আড়ালে দু'জন লুকিয়ে আছে, টমি গান নিয়ে। গুলি ছোঁড়ার জন্যে নিশপিশ করছে ওদের হাত।'

'উদ্দেশ্যটা কি?' প্রথমে রানার দিকে, তারপর ঝোপটার দিকে তাকাল সিমন।

'পিন্ডার'স এন্ড দখল করেছি আমি,' ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে বলল রানা। 'তোমাদের প্ল্যান মাটি করে থাকলে, দুঃখিত। আসলে, জায়গাটা আমার ভারি পছন্দ হয়ে গেছে। হপ্তা শেষ হবার আগে কাউকে আমরা ঢুকতে দিচ্ছি না। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ভালয় ভালয় ফিরে যাও তোমরা।'

নাকের ডগা থেকে চোখের কাছাকাছি চশমাটা তুলল সিমন। 'পিন্ডার'স এন্ড তুমি দখল করতে পারো না। তুমি দখল করার কে? বিপদে জড়িয়ে পড়ার আগে কেটে পড়লে ভাল করবে।'

নিঃশব্দে হাসল রানা। কোটটা ফাঁক করে কাগজটা দেখাল সিমনকে, ভেতরের পকেট থেকে উঁকি দিচ্ছে সেটা। 'এফ.বি.আই. জানে, বিশেষ একটা কাজে এখানে এসেছি আমি। আমাকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছে তারা। পারো তো হেসে উড়িয়ে দাও নির্দেশটা।'

'এফ.বি.আই-এর নিকুচি করি আমি,' বলল সিমন। 'রানা, তুমি যদি গোয়ার্তুমি করো, এখানে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যাবে। পিন্ডার'স এন্ডে মেয়েমানুষ আর বাচ্চারা রয়েছে। নিশ্চয়ই তুমি চাও না তারা বিপদে পড়ুক?'

মাথা নাড়ল রানা। 'চাই না। সেজন্যেই তো ওদেরকে সরিয়ে দিয়েছি।' পকেটে হাত ভরে সিগারেটের প্যাকেট আর দিয়াশলাই বের করল ও। 'তোমরা যদি লড়তে চাও, আমরা প্রস্তুত। তার আগে জায়গাটা ভাল করে একবার দেখে নাও। পুরোদস্তুর যুদ্ধের জন্যে তৈরি হয়েছি আমরা। এই মুহূর্তে একটা মাত্র জিনিসেরই অভাব রয়েছে আমাদের, প্রতিপক্ষ। ফাইটার প্লেন আর কামান বাদে বাকি সবই রেডি।'

চশমার ভেতর সিমনের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। রানার মনে হলো, রাগের মাথায় যে-কোন কাণ্ড ঘটিয়ে বসতে পারে লোকটা। কিন্তু না, নিজেকে সামলে নিল সে। বলল, 'একবার শুরু করলে আমরা কিন্তু থামব না। আমাদেরকে বাধা দেয়ার পরিণতি কি ভয়াবহ হতে পারে তুমি কল্পনা করতে পারছ না। এখনও সময় আছে, রানা। নিজের লোকদের নিয়ে কেটে পড়ো।'

তার মুখে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ল রানা। 'ডেফ জ্যাকমেলের গুপ্তধন সম্পর্কে সবই আমরা জানি, সিমন। ওগুলো না নিয়ে পিন্ডার'স এন্ড থেকে আমরা সরছি না। কথা না বাড়িয়ে চেষ্টা করে দেখো আমাদেরকে হটাতে পারো কিনা।'

ড্রাইভারকে সিমন বলল, 'ঠিক আছে, ফিরে চলো।' আবার জানালা দিয়ে মুখ বের করে রানার দিকে তাকাল সে। 'আবার আমাদের দেখা হচ্ছে, রানা। প্রিয়জনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাখো।'

ঝাঁকি খেতে খেতে মাঠের ওপর দিয়ে চলে গেল গাড়িটা। নিকের দিকে ফিরে হাসল রানা। 'আরও লোকজন নিয়ে রাতের বেলা আসবে সিমন। যুদ্ধ একটা হবে বলেই যেন মনে হচ্ছে।'

'পানি খাব,' বলল নিক। 'গলা শুকিয়ে গেছে। এখানে আমার না থাকলেই নয়?'

'আমার সাথে ফিরে চলো।' বাকি লোক দুটোর দিকে ফিরে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল রানা। সবশেষে বলল, 'এক ঘণ্টা পর পালাবদল।'

মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করে নিককে বলল রানা, 'অলিভা আর রিপারকে লাগিয়ে দিয়েছি, পাথরগুলো খুঁজছে ওরা। কয়েক দিনও লেগে যেতে পারে। তবে, ঠিকমত প্ল্যান করতে পারলে সিমনকে ঠেকিয়ে রাখা কঠিন হবে না।'

লোকগুলোকে মাঠে গর্ত তৈরি করতে দেখে বিস্মিত হলো নিক। 'কি হচ্ছে এখানে?'

'মেশিন-গান বসবে,' বলে হাসল রানা। 'সিমন বাহিনীকে ঠেকাবার জন্যে।'

বাড়ির সামনে পৌঁছে ট্যানারকে ডাকল রানা। 'একজন লোককে ছাদের ওপর পাঠিয়ে দাও। সেই ফেয়ারভিউ পর্যন্ত দেখতে পাবে সে। এদিকে কোন গাড়ি আসতে দেখলে হাঁক ছাড়তে বলবে। আর, বাড়িতে পানি রাখার ব্যবস্থা করো। ওটা না হলে চলবে না আমাদের।'

চলে গেল ট্যানার, নিককে নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকল রানা।

সুকিকে দেখল ওরা, রাইফেলগুলো লোড করছে ব্যস্ত হাতে। ওরা ভেতরে ঢুকতেও মুখ তুলে তাকাল না সে। রানাও কিছু বলল না।

'যুদ্ধ না বাধলে হতাশ হব আমি,' নিককে বলল রানা।

'দু'পক্ষেরই মন-মানসিকতা আর প্রস্তুতি যেমন দেখছি, তোমাকে হতাশ হতে হবে বলে মনে হয় না। ভাবতে পারো, কিং-এর মত একজন লোক পঞ্চাশ লাখ ডলার বিনা যুদ্ধে ছেড়ে দেবে?'

'চলো, ওপরে গিয়ে দেখি ওরা কি করছে।'

মুখে ধুলো আর ঝুল নিয়ে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে অলিভা, কোঁচকানো চোখের দৃষ্টি সিলিঙের দিকে।

জানালার কার্নিসে বসে রয়েছে রিপার, সিগারেট ফুঁকছে। ওদেরকে ঢুকতে দেখে রানার দিকে কটমট করে তাকাল সে।

'পেলে কিছু?' জিজ্ঞেস করল রানা, মেঝে থেকে খোলা তক্তা আর ভাঙা দেয়ালের দিকে তাকাল একবার। দেয়ালগুলো বেশ কয়েক জায়গায় ভাঙা হয়েছে।

'এ-ঘরে কিছু নেই,' হতাশ সুরে বলল অলিভা। 'নকশাটা পেলে এত কষ্ট...'

'ঠিক আছে, তোমরা বিশ্রাম নাও,' বলল রানা। 'নিককে নিয়ে আমি একটু খুঁজে দেখি।'

'কিন্তু আমার...'

'তোমরা অন্য কাজ করো। তিরিশ-বত্রিশজন লোক আমরা, পেটে কিছু দিতে হবে তো? কি আছে, কি লাগবে খোঁজ নাও। একটা রাইফেল আর আমার গাড়িটা নিয়ে বাজার থেকে একবার ঘুরে এসো। দেখো, আবার সন্ধে পার করে দিয়ো না।'

'আপনাদের আমরা এখানে একা রেখে যাব?' চেহারায় সন্দেহ আর জেদ নিয়ে মাথা নাড়ল অলিভা। 'অত বোকা পাননি আমাকে! হীরাগুলো পেলে আপনারা যে পালাবেন, তা কি আর আমি জানি না! জ্বী-না, এই জায়গা ছেড়ে নড়ছি না আমরা!'

মৃদু হাসির সাথে রানা বলল, 'বোঝা গেল, তুমি নিজে যেমন, সবাইকেও তাই ভাবো। যা বলছি শোনো, রিপারকে নিয়ে বাজার থেকে ঘুরে এসো। কেউ তোমাকে বলেনি যে, গোটা আয়োজনটা আমার, আমিই এখানে নেতৃত্ব দিচ্ছি?'

রিপারের দিকে তাকাল অলিভা। 'শুনলে?'

'আপনাকে আমরা বিশ্বাস করি না,' জানালার কার্নিস থেকে নেমে শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়াল রিপার। 'নিজেদের ভাগ না পাওয়া পর্যন্ত কোথাও আমরা যাচ্ছি না।'

অলিভাকে পাশ কাটাল রানা, রিপারের গলার কাছে স্কার্ফটা খামচে ধরল, টেনে-হিঁচড়ে কামরা থেকে বের করে আনল তাকে। সিঁড়ির মাথা থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেয়ার সময় বলল, 'দূর হও চোখের সামনে থেকে।'

গড়াতে গড়াতে নেমে যাচ্ছে রিপার, আঁতকে উঠে রানাকে পাশ কাটাল সুকি। সিঁড়ির মাঝামাঝি পৌঁছে চোখে আতঙ্ক নিয়ে রানার দিকে তাকাল সে, তারপর সিঁড়ির নিচে তাকাল। শেষ ধাপটায় স্থির হয়ে আছে রিপার। 'লেগেছে, ব্যথা পেয়েছ?'

ধীরে ধীরে বসল রিপার, দাঁড়াল। রানার দিকে হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল সে।

'উঠে এসো,' আহ্বান জানাল রানা। 'আবার ধাক্কা দেব।'

নড়ল না রিপার। সুকি ইতোমধ্যে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তার দিকে তাকাল না সে। রিপার আহত হয়নি দেখে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল সুকি, তারপর ঝট করে মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল। 'তুমি এত নির্দয় হও কি করে? ছেলেটার কি অবস্থা দেখতে পাচ্ছ না?'

সুকির দিকে একবারও না তাকিয়ে কামরার ভেতর ফিরে এল রানা। তাড়াতাড়ি একপাশে সরে গিয়ে পথ ছেড়ে দিল অলিভা। 'কি, যাবে?' তাকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'নাকি তোমাকেও ধাক্কা দিতে হবে?'

'যাচ্ছি,' দরজার দিকে দ্রুত পা চালাল অলিভা, কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে ঘুরল সে। 'কিন্তু মনে রাখবেন, আমাকে যদি বঞ্চিত করা হয়, আপনার চোখ দুটো আমি গেলে দেব।' দরজার সামনে থেকে সরে গেল সে।

নিঃশব্দে হাসল নিক। 'মি. ডিক্টেটর, এখানে আমাদের কাজটা কি?'

কোটটা খুলে ফেলল রানা। 'পাথরগুলো খুঁজব।' কামরার মাঝখানের তক্তাগুলো তুলতে শুরু করল ও।

'কিন্তু এখানে তো ওরা দেখেইছে,' প্রতিবাদের সুরে বলল নিক। 'আমরা পাশের কামরাটা দেখতে পারি।'

'ওদের দেখায় আমি সন্তুষ্ট নই,' জবাব দিল রানা। 'পাশের ঘরে তুমি যাও, দেখো কিছু পাও কিনা।'

'বেশ। কিন্তু কিছু লাগবে তো? নাকি খালি হাতে খুঁজব?'

শাবল দিয়ে বাড়ি মেরে দেয়াল থেকে প্লাস্টার খসাতে শুরু করল রানা। 'বোকার মত কথা বোলো না। কিছু না পেলে দাঁত তো আছে।'

এগারো

সন্ধ্যার আগেই পিন্ডার'স এন্ডকে একটা দুর্গ বানিয়ে ফেলা হলো। সূর্য এখনও ডোবেনি, আউটপোস্টগুলো দেখতে বেরোল রানা। সারা গায়ে ধুলো-বালি জমেছে ওর, ক্লান্ত চেহারা। তল্লাশী ব্যর্থ হওয়ায় মনটাও তেতো হয়ে আছে।

কার কি দায়িত্ব বুঝিয়ে দিল রানা, সবাইকে একপায়ে খাড়া হয়ে থাকার নির্দেশ দিল। ট্যানারের বাড়িতে ফিরে এসে হাত-মুখ ধুলো ও।

অলিভাকে সাথে নিয়ে প্লেটে নাস্তা সাজাচ্ছে সুকি। দুর্দশা আর আশঙ্কার কথা ভুলে গিয়ে হাসিখুশি ভাবটা ফিরে পেয়েছে অলিভা, গুনগুন করে গান গাইছে সে। এতগুলো লোকের জন্যে খাবার তৈরি করা সহজ কাজ নয়, সুকিকে সাধ্যমত সাহায্য করছে সে।

'হীরাগুলো তাহলে পেলেন না আপনারা?' রানাকে এক রকম ঠেলা দিয়ে সরিয়ে সিঙ্কের দিকে হাত বাড়াল অলিভা।

'নাহ্,' তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল রানা। 'এ-কথা কখনও ভেবে দেখেছ, আসলে হয়তো হীরা-টিরা কোথাও কিছু নেই? আছে, এ-কথা শুধু টলারসনের মুখে শোনা গেছে।'

সিঙ্কে প্লেট ধুচ্ছে অলিভা। 'না থাকলে কঠিন অসুখে পড়ব আমি,' থমথমে গলায় বলল সে। 'হীরা বেচা টাকা দিয়ে জীবনটাকে নতুন করে গড়ব বলে প্ল্যান করেছি। না পেলে আমি দাঁড়াব কোথায়?'

'কেন, তোমার মত মেয়ের কাজের তো কোন অভাব থাকার কথা নয়,' বলল রানা। 'যে-কোন একটা চাকরি খুঁজে নিলেই হবে।'

সিঙ্কের সামনে থেকে সরে এসে টেবিলে প্লেটগুলো রাখল অলিভা। বড় একটা ডিশ থেকে প্লেটে মাংস ঢালছে। 'আপনার কৌতুক আমার ভাল লাগে না।'

'কেন, এর মধ্যে হাসির কি দেখলে তুমি?'

'আমাকে দেখে মনে হয়, খেটে খাওয়া মেয়ে আমি?'.

সারাটা সন্ধ্যা রানাকে দেখেও না দেখার ভান করে থাকল সুকি। প্রচুর খেটেছে সে। লোড করার পর আগ্নেয়াস্ত্রগুলো বিলি করেছে লোকজনদের মধ্যে। রাতের খাবার তৈরি করেছে। তবে শুধু রানার সাথে নয়, কারও সাথেই কোন কথা বলেনি সে।

নিক, রানা, রিপার আর অলিভা বসল টেবিলে। নিঃশব্দে বারান্দায় বেরিয়ে গেল সুকি। অন্ধকার হয়ে আসা মাঠের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকল সে, কিছুক্ষণ পর ধুলোমাখা ধাপে বসে পড়ল, হাতের তালুতে চিবুক রেখে।

'কি হয়েছে ওনার?' জানতে চাইল অলিভা। 'এমন কালা আর বোবা হয়ে গেলেন কেন?'

'কেউ ওকে বিরক্ত কোরো না,' বলল রানা।

চুপচাপ খেতে শুরু করল ওরা, খানিক পর আবার কথা বলল ও, 'কোথায় লুকাতে পারে বুট? তোমরা আন্দাজ করতে পারো না?'

খাওয়া থামিয়ে রানার দিকে তাকাল অলিভা, কাঁটা-চামচটা মাঝপথে স্থির হয়ে গেল। 'কেন, আমার ধারণা...'

'থামো তুমি!' খেঁকিয়ে উঠল রিপার। রানার দিকে তাকাল সে। 'বুটকে আমার হাতে ছেড়ে দিন। লোকটার ওপর আমার অনেক দিনের আক্রোশ।'

'তোমার আর বুটের ওজন এক নয়,' বলল রানা। 'তাকে বরং আমার হাতেই ছেড়ে দাও।'

চেহারায় তাচ্ছিল্যের ভাব এনে ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ ছাড়ল রিপার। 'বুট? হুঁহ্।' হেসে উঠল সে, মন দিল খাওয়ার দিকে।

'গুলি মারো বুটকে,' বলল নিক। 'হীরাগুলো গেল কোথায়? গোটা বাড়ি প্রায় ভেঙে ফেলেছি আমরা। কোথাও কিছু নেই।'

'হয়তো বাগানে পোঁতা আছে,' বলল অলিভা, হাতটা লম্বা করে দিল লবণের দিকে। 'মাটি কাটার অভ্যেস আছে?'

নিকের হতচকিত ভাব দেখে হাসল রানা। 'তোমার ফিগারের জন্যে উপকার দেবে,' অলিভাকে বলল ও।

'এটা আমার জন্যে একটা খবর, আপনি আমার ফিগার নিয়ে মাথা ঘামান!'

'কথা!' তিক্তকণ্ঠে বলল রিপার। 'শুধু কথা! কেউ মাথা খাটাতে রাজি নয়। এভাবে যদি শুধু কথা বলি, হীরাগুলো পেতে কয়েক বছর লেগে যাবে আমাদের।'

'ঠিক আছে, কার কি আইডিয়া শোনা যাক,' বলল রানা। 'তোমাকে দিয়েই শুরু হোক। ভুলে যেয়ো না, যে-কোন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সিমন।'

চোখ গরম করে রানার দিকে তাকাল রিপার। 'আমার প্রথম কাজ বুটকে খতম করা। আমি জানি কোথায় তাকে পাওয়া যাবে। তাকে মেরে নকশাটা উদ্ধার করব আমি। ব্যস, হয়ে গেল। তবে, আগেই বলে রাখছি, নকশার বিনিময়ে হীরার দশভাগের এক ভাগ বেশি দিতে হবে আমাকে। বাকিটা সমান ভাগে ভাগ হবে।'

নিকের দিকে তাকাল রানা। 'তুমি মানো?'

ইতস্তত করল নিক। 'কাজটা বরং আমিই করব,' বলল সে। 'এই ছোকরা হাতে ব্যথা পেয়েছে। বুটকে সামলানো ওর কাজ নয়।'

'আমারও তাই ধারণা।'

স্থির বসে থাকল রিপার, তার ফ্যাকাসে চেহারা ভাবলেশহীন। 'কাজটা আমি করব, নাহয় কেউ করবে না। কুত্তাটাকে কোথায় পাওয়া যাবে আমি জানি। আপনারা জানেন না।'

রানা ভাবল, সিমন বাহিনীর সাথে যুদ্ধ বাধলে রিপার তেমন কোন কাজে আসবে না। বুটের ওপর তার যে আক্রোশ, নকশাটা উদ্ধার হলেও হতে পারে। 'ঠিক আছে,' বলল ও। 'রওনা হয়ে যাও তুমি। আমার গাড়িটা নিয়ে যাও। আর সাবধানে থেকো।'

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল রিপার। 'তা আর বলতে!' তার মুখে হিংস্র নেকড়ের হাসি ফুটল।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে রিপারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল অলিভা। 'আমি ওর সাথে যেতে চাই,' বলল সে। 'ওর হাতের যা অবস্থা, গাড়ি চালাতে পারবে না। তাছাড়া, ওকে একা ছেড়ে দিতে মন চাইছে না আমার।'

রিপারের দিকে ফিরল রানা। 'ওকে তুমি নিতে চাও?'

'যেতে পারে,' নির্লিপ্ত একটা ভাব দেখাতে চেষ্টা করলেও, রিপারের গলার ব্যাকুল সুর ধরা পড়ল রানার কানে।

অলিভার দিকে ফিরল ও, 'এতক্ষণ বলছিলে আমাকে তোমরা বিশ্বাস করো না। ধরো, তোমরা চলে যাবার পর হীরাগুলো পেলাম, তারপর যদি কেটে পড়ি?'

'যুক্তি কি বলে?' পাল্টা প্রশ্ন করল অলিভা, তার চোখে ভয় ভয় একটা ভাব ফুটে উঠল, রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। 'সারাটা দিনই তো খুঁজলাম আমরা, পেয়েছি? নকশা ছাড়া ওগুলো পাওয়া যাবে না।'

শান্তভাবে টেবিল ছাড়ল রানা। 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে হীরাগুলো কোনদিনই আমরা পাব না।'

রিপার বলল, 'সোনার চাঁদ বেশি চালাক!' ভোজবাজির মত তার হাতে একটা পিস্তল বেরিয়ে এল।

চেষ্টা করলেও, এক পলক দেরি করে ফেলেছে রানা–হোলস্টার থেকে ওর অস্ত্রটা বের হয়ে আসছে, এই সময় গুলি করল রিপার।

বিস্ফোরণের সাথে আগুনের ফুলকি দেখা গেল। মেঝেতে পড়ে গেল রানা, শরীরের ওপর একটা চেয়ার। কাঁধে তীব্র ব্যথা অনুভব করল ও। অপেক্ষা করছে, রিপারের দ্বিতীয় গুলিটা শুনতে পাবে।

সুকির আর্তচিৎকার শুনতে পেল রানা। পরমুহূর্তে গর্জে উঠল রিপার, 'চোপ!'

টেবিলে বসে আছে নিক, কোটর ছেড়ে চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। গোটা ব্যাপারটা এমন অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে সে।

ছুটে এসে রানার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল সুকি। সে দেখল, রানার আস্তিন থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। ওর মাথাটা মেঝে থেকে তোলার চেষ্টা করল সে।

এক ধাক্কায় অলিভাকে দরজার দিকে পাঠিয়ে দিল রিপার, নিকের ওপর চোখ রেখে বলল, 'মরতে চাইলে আমার পিছু নাও।'

মূর্তির মত বসেই থাকল নিক, হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

সুকিকে রানা বলল, 'অস্থির হয়ো না…তেমন কিছু হয়নি।' অলিভাকে নিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে রিপার, কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল সে।

রানার কথা শুনে আড়ষ্ট হয়ে উঠল সুকি, ছেড়ে দিল ওকে। 'আমি ভাবলাম…ভাবলাম তোমাকে ও…।' থেমে গেল সে।

নিকের উদ্দেশে চিৎকার করে বলল রানা, 'অ্যাই গর্দভ, এখনও বসে আছ কি মনে করে? ধাওয়া করো ওদের!'

হঠাৎ যেন প্রাণ ফিরে পেল নিক, হ্যাঁচকা টানে নিজের পিস্তলটা বের করল। ছুটে গিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল সে। রানার গাড়ি স্টার্ট নিল, শব্দ লক্ষ্য করে ছুটল সে।

নিককে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হলো, তবে মাথার অনেক ওপর দিয়ে গেল বলে টের পেল না সে। গাড়িটা এরইমধ্যে দ্রুতগতি পেয়ে গেছে। একটা দরজার গায়ে হেলান দিয়ে গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি করল নিক। লাগল কিনা বোঝা গেল না। পরমুহূর্তে নতুন একটা শব্দ শুনে স্থির হয়ে গেল সে। বাড়িটার সামনে থেকে মেশিন-গান গর্জে উঠল।

গাড়িটাকে দেখা যাচ্ছে না, কাজেই গুলি করে লাভ নেই। কান পেতে শোনার চেষ্টা করল নিক।

গোলাগুলির শব্দ রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিল। শুধু মেশিন-গান

নয়, রাইফেলের গর্জনও শুনতে পেল সে। সন্দেহ নেই, পৌঁছে গেছে কিং-এর লোকজন।

হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ির ভেতর ফিরে এল সে। উঠে বসেছে রানা, গায়ে কোট নেই, ওর হাতটা ব্যান্ডেজ করে দিচ্ছে সুকি। 'ওরা পালিয়েছে,' বলল নিক। 'কিং-এর গুণ্ডাবাহিনী এসে গেছে।'

সুকির দিকে তাকাল রানা। 'তাড়াতাড়ি করো!' তাগাদা দিল ও। 'আমাকে বেরোতে হবে।'

মোটা একটা প্যাড-এর ওপর কাপড়ের পট্টি জড়িয়ে নিখুঁত একটা ব্যান্ডেজ তৈরি করল সুকি। রানার হাতটা এমন আলতোভাবে নাড়াচাড়া করছে সে, ওটা যেন চীনামাটির তৈরি। 'এই হাত নিয়ে কোথাও তোমার যাওয়া চলবে না,' বলল সে।

'ও কিছু না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি,' হেসে উঠে বলল রানা। নিকের দিকে তাকাল। 'কতজন ওরা?'

'বলতে পারছি না।' স্যান্ডব্যাগের ফাটলে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিক। 'বাইরে অন্ধকার।' কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে। 'তোমার কি অবস্থা?'

'সিরিয়াস কিছু নয়, তবে হতে পারত। ইঁদুরটা এত দ্রুত পিস্তল ড্র করতে পারে, ধারণা করিনি।'

'ব্যাপারটা আসলে বুঝলাম না।' জানালা দিয়ে এখনও বাইরে তাকিয়ে রয়েছে নিক। 'ছোকরার মাথায় গোলমাল আছে নাকি?'

শান্ত গলায় রানা বলল, 'হীরাগুলো ওরা পেয়ে গেছে।'

প্রায় পড়ে যাচ্ছিল নিক। জানালার কাছ থেকে রানার সামনে চলে এল সে। 'কি বলছ!'

'ঠিকই বলছি।' সুকির দিকে তাকাল রানা। 'ধন্যবাদ, সুকি। চিন্তা কোরো না। আমি ঠিক আছি।'

রানাকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল সুকি, অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলল ওর ওপর, তারপর অবশিষ্ট ড্রেসিং, পানি ইত্যাদি নিয়ে কিচেনের দিকে চলে গেল।

'তারমানে...,' শুরু করল নিক।

'ওরা বেঈমানী করেছে। রিপার অতটা আগ্রহ না দেখালে টেরও পেতাম না। সারাটা সকাল কামরাটার ভেতর ছিল ওরা, হীরাগুলো তখনই পেয়ে যায়,' হেসে উঠল রানা। 'গুপ্তধন গেছে, কিন্তু ঝামেলাটা চেপে আছে মাথার ওপর।' জানালার দিকে তাকাল ও।

রানা থামতেই আরও গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে এল, দু'একটা বুলেট বাড়ির পাঁচিলেও লাগল।

'তাহলে আর লড়ে লাভ কি,' বলল নিক। 'চলো, সব কথা খুলে বলি সিমনকে। ওদের সাহায্য নিয়ে রিপার আর অলিভাকে ধরতে পারব আমরা।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমার যুদ্ধটা শুধু হীরার জন্যে নয়, নিক। প্রথম কাজ সিমন বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করা। তারপর ওদের দু'জনের পিছু নেব।'

নিক মুখ খোলার আগেই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল ট্যানার। উত্তেজনায় চকচক করছে তার চোখ। 'একদল লোক এসে বিপদে পড়তে চাইছে। আমার শিষ্যরা হাত খুলে দান করছে। মি. রানা, আমি কি করব বলে দিন।'

'আমার সাথে যাবে তুমি,' বলল রানা, ফিরল নিকের দিকে। 'ট্যানারের কিছু লোককে এখানে পাঠাব আমি। তোমরা বাড়িটা রক্ষা করবে, আর দেখবে সুকির যেন কোন ক্ষতি না হয়। এক চক্কর ঘুরে এসে যদি মনে হয় সংখ্যায় ওরা অনেক বেশি, তাহলে ট্যানারের সব লোককে নিয়ে ফিরে আসব। সবাই এক সাথে থাকলে ওদেরকে ঠেকানো সহজ হবে।'

দাঁত দিয়ে দ্রুত নখ খুঁটছে নিক। 'হীরাগুলো নিয়ে চিন্তা হচ্ছে আমার,' বলল সে। 'শুধু শুধু লড়াই করব, বিনিময়ে কিছুই পাব না।'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'পাব না মানে? নিরুপদ্রব একটা বেনটোভিল কি কম পাওয়া? ডেফ জ্যাকমেলের হীরা যদি না-ও পাই, এটাও আমাদের জন্যে বিরাট একটা অর্জন।'

রাগের সাথে মুখ ঘুরিয়ে নিল নিক। 'তুমি একটা উন্মাদ!'

কিচেনে ঢুকল রানা। পায়ের শব্দ পেয়ে ঝট করে ঘুরল সুকি। পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল ওরা।

'চারদিকটা একবার দেখতে যাচ্ছি,' বলল রানা। 'আমি চাই তুমি আড়াল নিয়ে বাড়ির ভেতর থাকবে। নিক থাকছে, কাজেই তোমার ভয়ের কিছু নেই।'

'তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ না, আমি ভয় পাবার মেয়ে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না। আমি শুধু চাই তোমার যেন কোন ক্ষতি না হয়।'

রানার দিকে পিছন ফিরল সুকি। 'আমাকে নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন বুঝতে পারলাম না,' ঠাণ্ডা সুরে বলল সে।

এগিয়ে গিয়ে সুকির দু'কাঁধে হাত রাখল রানা, ঘোরাল তাকে নিজের দিকে। 'শুধু শুধু ঝগড়া কোরো না,' নরম গলায় বলল ও। 'যা ঘটেছে, সেজন্যে আমি দুঃখিত...সত্যি দুঃখিত।'

অকস্মাৎ রানাকে ধরে ঝুলে পড়ল সুকি, ফোঁপাচ্ছে। তাকে শক্ত করে ধরে থাকল রানা, কিছু বলল না।

বাড়ির সামনে থেকে গোলাগুলির শব্দ হলো আরও। হঠাৎ রানার কাঁধ খামচে ধরল সুকি। 'না, তুমি বাইরে যেতে পারবে না। ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে। আমি জানি, বেরোলে তুমি আর আসবে না।'

'আরে না! কাজটা আমাদের শেষ করা দরকার।' সুকির মাথায় হাত বুলিয়ে দিল রানা, তারপর মৃদু ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল তাকে। 'তোমাকে আমার সত্যি খুব ভাল লাগে, তাই বলছি, যদি কিছু ঘটে, জেনো যা ঘটেছে তার জন্যে আমি দায়ী না হলেও, তোমার জন্যে সেটা ভালই হয়েছে।' সুকিকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে গেল রানা।

প্যাসেজে অপেক্ষা করছিল ট্যানার। 'ওরা সামনের দরজাটা চিনতে পেরেছে। পিছন দিয়ে বেরোতে হবে আমাদের।'

মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসল রানা, আস্তে করে খুলে ফেলল সামনের দরজা,

হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল বারান্দায়। মাঠের দূর প্রান্তের একটা গাছের কিনারা থেকে গুলি হলো। রানার মাথা থেকে কয়েক ইঞ্চি ওপরে লাগল বুলেটটা।

'নিচু হও,' বলে পয়েন্ট থারটি-এইট দিয়ে গাছটার দিকে একটা গুলি করল রানা। এক সেকেন্ড পর স্নাইপার আবার গুলি করল, বুলেটটা এবার রানার বাম দিকে কাঠের দেয়ালে লাগল।

'ব্যাটা গুলি করতে জানে,' বলল রানা, তাড়াতাড়ি জায়গা বদল করল ও। 'আমাকে যেন দেখতে পাচ্ছে। রাইফেল আছে নাকি, ট্যানার?'

কয়েক সেকেন্ড পর ক্রল করে রানার পাশে চলে এল ট্যানার, হাতে রাইফেল। সেটা নিয়ে গাছটার দিকে লক্ষ্যস্থির করল রানা, বাহুর ক্ষতটা টনটন করে উঠল।

অনেকক্ষণ সময় নিয়ে লক্ষ্য স্থির করল রানা, তারপর ট্রিগার টানল। গুলি করার পর এক চুল নড়ল না ও, সাইটে ধরে রেখেছে গাছটাকে। পাল্টা গুলি হলো সাথে সাথে, পরমুহূর্তে রানাও আবার ট্রিগার টানল। বিস্ফোরণের শব্দ হলো, একই সাথে রানার পাশে চুরমার হলো কাঠের দেয়াল। মাঠের ওপর দিয়ে ভেসে এল অস্পষ্ট একটা চিৎকার, তারপরই শোনা গেল ডালপালা ভেঙে কারও পতনের শব্দ।

রাইফেলটা নামিয়ে রাখল রানা। 'লোকটা বোধহয় আর জীবনে দাড়ি কামাবার সুযোগ পাবে না,' বলল রানা। 'আরেকজন স্নাইপারকে পাঠাবার আগে চলো বেরিয়ে পড়া যাক।'

মাথা নিচু করে বারান্দা থেকে নেমে এল ওরা, ছুটল কাছাকাছি একটা ট্রেঞ্চ লক্ষ্য করে। ট্রেঞ্চটা যখন আর পঞ্চাশ গজ দূরে, নরম গলায় ডাকল ট্যানার।

ট্রেঞ্চের লোক দু'জন এতই উত্তেজিত হয়ে আছে যে ঝট্ করে ঘুরেই গুলি করে বসল। টমিগানের এক পশলা বুলেট ওদের দু'জনের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। গলা ছেড়ে অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করল ট্যানার। তার চিৎকার সিমনের লোকজন শুনতে পেল। কয়েক মিনিট মাটির সাথে শুয়ে থাকতে হলো রানা আর ট্যানারকে, ওদের চারপাশে বুলেট-বৃষ্টি হলো। বর্ষণ থামতে হামাগুড়ি দিয়ে ট্রেঞ্চে নামল ওরা।

'তোমরা গাধা নাকি?' চাপা গলায় গর্জে উঠল ট্যানার। 'আরেকটু হলে তো দিয়েছিলে ওপারে পাঠিয়ে।'

রিক আর তার সঙ্গী, বিউমন্ট, নার্ভাস চেহারা নিয়ে ওদের দিকে তাকাল। 'ওরা আমাদের চারদিকে ক্রল করছে,' বলল রিক। 'এখান থেকে আমরা সরব কিভাবে?'

'কোন চিন্তা নেই।' টমিগানটা নিজের হাতে তুলে নিল রানা। 'অল্প কিছুক্ষণ এখানে থাকব আমরা। তোমরা দু'জন বাড়িতে ফিরে যাও। ট্রেঞ্চটাকে পাশ কাটিয়ে ওদের দু'একজন সামনে চলে গিয়ে থাকতে পারে, কাজেই সাবধান। চাঁদটা উঠলে ভাল হত।'

'দশ মিনিটের মধ্যে উঠে আসবে,' বলল ট্যানার। 'ওদিকে, গাছগুলোর দিকে তাকান, আলোর আভা দেখতে পাচ্ছি।'

'বাড়ি ফিরে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে তোমরা,' রিক আর বিউমন্টকে বলল রানা। 'আমরা হুইসেল বাজাব। দেখো, আবার যেন ভুল কোরো না।'

ট্রেঞ্চের কিনারা থেকে অন্ধকারে উঁকি দিল রিক। 'সাহস পাচ্ছি না। শালারা একেবারে সোজা গুলি করে।'

'চাঁদ ওঠার আগেই রওনা হয়ে যাও,' তাগাদা দিল ট্যানার। 'তাড়াতাড়ি করো।'

আঁচড়াআঁচড়ি করে ট্রেঞ্চ থেকে ওপরে উঠল বিউমন্ট।

'মাথা নিচু করো, হাঁদারাম!' চাপা গলায় ধমক দিল রানা।

মাঠের আরেক দিক থেকে গুলির শব্দ হলো, একটা গড়ান দিয়ে ট্রেঞ্চের ভেতর পড়ল বিউমন্ট।

'ভারি মুশকিল তো!' বিরক্তি প্রকাশ করল রানা।

দিয়াশলাই জ্বালতে যাচ্ছিল রিক, তার হাত থেকে বাক্সটা কেড়ে নিল রানা। বিউমন্টের ওপর ঝুঁকল ও, সিধে হয়ে বলল, 'মারা গেছে। নিজের দোষেই।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল ট্যানার আর রিক, অন্ধকার ট্রেঞ্চের তলার দিকে তাকিয়ে আছে। বিউমন্টকে তারা অনেক দিন ধরে চেনে। তার স্ত্রী আর সন্তানকেও ওরা চেনে। দু'জনেই দিশেহারা বোধ করছে।

রানার কাঁধটা ব্যথা করতে শুরু করল। এলোপাতাড়ি, আন্দাজের ওপর ভর করে, গুলি করে কোন লাভ নেই। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিল ও, লড়াইটা সরাসরি সিমনের সাথে হওয়া দরকার। 'বাড়িতে গিয়ে নিককে এখানে আসতে বলো। সাথে একটা টমিগান নিতে বলবে।'

ট্রেঞ্চ থেকে বেরোবার ইচ্ছে না থাকলেও, রিক সিদ্ধান্ত নিল শেষ পর্যন্ত বাড়িটাই নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারবে। সাহসে বুক বেঁধে বেরোল সে, ক্রল করে এগোল অন্ধকারের ভেতর দিয়ে।

রিক চোখের আড়ালে হারিয়ে যেতে ট্যানারকে রানা বলল, 'নিককে সাথে নিয়ে মাঠটা পেরোব আমি। সিমনকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চাই।'

'অনেকটা দূর,' বলল ট্যানার। 'তাছাড়া, নিক পৌঁছুবার আগেই উঠে আসবে চাঁদ।'

'তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে,' বলল রানা। 'ওরা হয়তো ভাবছে এতটা দূরত্ব পেরোতে সাহস করব না আমরা।' পায়ের দিকে তাকাল রানা। 'বিউমন্টের জন্যে খারাপ লাগছে।'

'হ্যাঁ। বউ আছে, বাচ্চাকাচ্চা আছে।'

'তোমাদের আরও অনেক কিছু হারাতে হতে পারে,' বলল রানা। 'অথচ হীরার ভাগ না-ও পেতে পারো।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করল ট্যানার। 'কিন্তু আমি আশা করছি, আপনি আমাদের জন্যে কিছু একটা করবেন।'

'জানি,' বলল রানা, চোখ কুঁচকে অন্ধকারে তাকিয়ে আছে ও। 'কিছু একটা করব বৈকি।' যদিও কি করা সম্ভব সে-সম্পর্কে ওর কোন ধারণাই নেই। তবে এখুনি ব্যাপারটা নিয়ে মাথা না ঘামালেও চলবে। সিমনকে ভাগিয়ে দেয়ার

পরপরই রিপার আর অলিভার খোঁজ পেতে হবে ওকে। হীরাগুলোর বেশিরভাগই ট্যানার আর তার লোকজনের প্রাপ্য।

খানিক পর আওয়াজ শুনে মনে হলো কে যেন ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। আরও ক'সেকেন্ড পর নিকের গলা ভেসে এল। 'গুলি কোরো না।' ক্রল করে এল সে, ট্রেঞ্চের মুখে এসে থামল, হাতে একটা থম্পসন। তাকে ওরা সাবধান করার আগেই লাফ দিয়ে বিউমন্টের ওপর নামল সে।

তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেল নিক। 'শুনেছি একজন আহত হয়েছে।' চোখ নামিয়ে নিচের দিকে তাকাল সে।

'শোনো,' বলল রানা। 'এখানে দাঁড়িয়ে গুলি খাবার কোন মানে হয় না। সিমনের কাছে যেতে চাই আমি, তার লোকজনের ওপর আচমকা হামলা করব। সাথে টমিগান আছে, আর কিছু না হোক ভাল একটা শিক্ষা দিয়ে আসতে পারব।'

মুখ বাঁকাল নিক। 'বুঝতে পারছি! ভাল একটা শিক্ষা পাওয়াও হবে।'

ট্যানারের দিকে ফিরল রানা। 'মাঠের খানিকদূর এগিয়ে, গুলি করতে করতে এগোব আমরা। ট্রেঞ্চগুলো পেরোবার সময় আমাদের লোকদেরও গুলি করতে বলব।'

'ঠিক আছে,' ট্রেঞ্চ থেকে ওদেরকে উঠতে দেখে বলল ট্যানার। 'সাবধানে যাবেন।'

চাঁদ এখন গাছের মাথায় উঠে এসেছে, পুরোপুরি অন্ধকার নয় মাঠ। সামনের দিকে ক্রল করে এগোবার সময় নিজেকে নগ্ন লাগল রানার, আশঙ্কা হলো যে-কোন মুহূর্তে সিমনের লোকেরা গুলি করতে পারে। তবে কিছুই ঘটল না, পরবর্তী ট্রেঞ্চে পৌঁছে গেল ওরা।

আগেই রানাকে চিনতে পেরেছে ট্রেঞ্চের লোক দু'জন। কি করতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে আবার রওনা হলো রানা, সামনে আরও একটা ট্রেঞ্চ আছে।

ওদের মাথার অনেকটা ওপরে গুলি করতে শুরু করল ট্যানার, শেষ ট্রেঞ্চে পৌঁছে আরও দু'জন লোকের সাথে কথা বলল রানা, তারপর নিককে পাশে নিয়ে ক্রল করে সামনে এগোল, পিছনের লোক দু'জন ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে কাভার দিল ওদেরকে।

পাল্টা গুলি করল সিমনের লোকেরা, চারদিক থেকে বিস্ফোরণের শব্দ রাতের নিস্তব্ধতাকে চুরমার করে দিল।

'ওরা ওদিকে, বাম দিক ঘেঁষে,' বলল রানা, একটা হাত তুলে দেখাল। ওদিক থেকেই বেশিরভাগ গুলি হচ্ছে।

'সাথে কয়েকটা গ্রেনেড থাকলে যা হত না!' খেদ প্রকাশ করল নিক।

অন্ধকারে কোন শব্দ না করে হাসল রানা। রোমাঞ্চ আর উত্তেজনা বোধ করছে ও। কাঁধের ব্যথা না থাকলে আজকের এই অভিযান পুরোমাত্রায় উপভোগ করত ও।

অবশেষে ঝোপের কিনারায় পৌঁছুল ওরা, রাস্তাটাকে এড়িয়ে সাবধানে এগোল।

'কথা বোলো না,' ফিসফিস করে বলল রানা। 'ওরা খুব বেশি দূরে নয়।'

ঘোঁৎ করে আওয়াজ করল নিক, ঝোপের কাছাকাছি থাকল সে। কয়েক মিনিট ক্রল করার পর হঠাৎ একটা হাত তুলল রানা। দু'জনেই ওরা মাটির সাথে মাথা ঠেকিয়ে কান পাতল।

নিজেরা কোন শব্দ না করায় গলার আওয়াজগুলো প্রায় স্পষ্ট শুনতে পেল ওরা। ঝোপের ভেতর দিয়ে উঁকি দিয়ে ছায়া ছায়া মূর্তিগুলোকে দেখতেও পেল রানা। দুটো গাড়ির আশপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকগুলো। সিগারেটের আগুন দেখা গেল। আপনমনে হাসল রানা। প্রতিপক্ষ ঘুণাক্ষরেও বিপদের আশঙ্কা করেনি।

মনের সুখে সিগারেট ফুঁকছে। আপনমনে হাসল রানা। বোঝাই যাচ্ছে, এখানে কোন বিপদের আশঙ্কা ওরা করছে না।

ওদের একজন বলল, 'আর এক মিনিটের মধ্যে ফাটবে ওটা। এতক্ষণে নিশ্চয়ই বাড়িটায় পৌঁছে গেছে ও।'

'বেচারাকে আরেকটু সময় দাও,' আরেকজন বলল। 'বিরাট একটা জায়গা ঘুরে যেতে হবে তাকে। তোমার সাথে সব জিনিস আছে তো?'

'আছে। মাঠটা পেরোনো সহজ হবে না কিন্তু। ওখানে একজোড়া মেশিন-গান বসিয়েছে ওরা। গুলি করছে, কিন্তু কাকে লক্ষ্য করে বলতে পারো?'

'ছায়াকে,' হেসে উঠে বলল তৃতীয় একজন। 'শালারা যত ইচ্ছে বুলেট নষ্ট করুক, আমাদের কি!'

সতর্কতার সাথে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো রানা, হাত-ইশারায় নিচু হয়ে থাকতে বলল নিককে। পাঁচজন লোককে একজোট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। প্রত্যেকের হাতে একটা করে শটগান। রানার উল্টোদিকে, মাঠ বরাবর তাকিয়ে আছে।

নিকের দিকে ঝুঁকল রানা। 'এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ওরা,' বলল ও। 'পাঁচজন।'

শব্দ না করে হাসল নিক। থম্পসনের বাঁটটা কোমরে ঠেকাল সে, তারপর দু'জন একসাথে সিধে হলো।

'দেরি কিসের,' আস্তে করে বলল রানা। 'এসো, যমের বাড়ি পাঠিয়ে দিই ব্যাটাদের!'

মাঠের আরেকপ্রান্ত থেকে ট্রেঞ্চের ভেতর দাঁড়িয়ে একনাগাড়ে গুলিবর্ষণের শব্দ শুনতে পেল ট্যানার। অস্বস্তির সাথে ভাবল সে, না জানি কি ঘটছে ওখানে।

বারো

'তুমি রাস্তা ভুল করেছ,' বলল রিপার, অলিভাকে বেনটোভিলের দিকে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে দেখে অবাক হয়ে গেছে সে।

'ভুল করিনি, বাড়ি যাচ্ছি,' বলল অলিভা। 'জানি এখন আমরা বিরাট ধনী,

কিন্তু তবু এমন কিছু জিনিস ওখানে আছে যা আমি হারাতে রাজি নই।'

'বোকামি কোরো না!' নিজের সাথে ধস্তাধস্তি করে সিধে হয়ে বসল রিপার। জ্বরে তার গা পুড়ে যাচ্ছে, কব্জি ব্যথা করছে, মাথা ধরেছে, নাকটাও দপ দপ করছে। 'তোমার কি মাথা খারাপ হলো? এভাবেই মানুষ ধরা পড়ে। গাড়ি ঘোরাও, হাইওয়েতে ফিরে চলো।'

'যুক্তিতে এসো,' বলল অলিভা, হাসছে সে। গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দিল হঠাৎ করে। নির্জন রাস্তা, গাড়িটা যেন উড়ে চলেছে। 'মাসুদ রানা লড়াই করতে ব্যস্ত। যুদ্ধ শেষ করে আমাদের পিছু নিতে হলে কতক্ষণ সময় লাগবে তার, পাঁচ মিনিট? টাকা আর সময়, দুটোরই কোন অভাব নেই আমাদের।'

গাড়ির প্রতিটি ঝাঁকির সাথে ব্যথায় গোঙাচ্ছে রিপার। নাক আর কব্জি নিয়ে ভয়ানক দুশ্চিন্তায় আছে সে। শরীরের তাপমাত্রা অকস্মাৎ বেড়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করতে পারছে না, ভয় হচ্ছে যে-কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারাবে। হীরাগুলো অলিভার কাছে রয়েছে, অত টাকার জিনিস বলে তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না সে। তার যদি ভাল-মন্দ কিছু একটা ঘটে, মেয়েটা তাকে ফেলে পালাতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করবে না।

'গাড়ি বটে একখানা,' স্পীডোমিটারের কাঁটা আশির ঘর ছুঁতে দেখে বলল অলিভা, চেহারায় উল্লাস। 'মাসুদ রানা, ছোহ্! কত কথাই না ওর সম্পর্কে শুনলাম! অথচ কেমন ঘোল খাওয়ালাম বাছাধনকে। তুমিও পিস্তল ড্র কাকে বলে দেখিয়ে দিয়েছ! এক মুহূর্তের জন্যে আমার অবশ্য মনে হয়েছিল, পালাবার সময়টা তুমি অনেক দেরিতে ঠিক করেছ!'

মুখ বিকৃত করে বসে থাকল রিপার, তার মাথাটা ঢুলছে। সীটের কোণে নেতিয়ে পড়ল সে, আধবোজা চোখের সামনে গাদা গাদা একশো ডলারের নোট উড়তে দেখছে। পঞ্চাশ লাখ ডলার এক সাথে জীবনে দেখা তো দূরের কথা, কোনদিন দেখতে পাবে বলে আশাও করেনি সে। টাকাগুলো হাতে পাবার আগে অবশ্য হীরাগুলো গোপনে বিক্রি করতে হবে। কোথায়, কার কাছে গেলে নিরাপদে ওগুলো বিক্রি করা যাবে, তা সে জানে। কিছুটা সস্তায় বিক্রি করতে হবে ওগুলো। ফেলে-ছড়িয়েও হাতে আসবে নগদ পঁয়তাল্লিশ লাখ ডলার। অলিভার দিকে আড়চোখে তাকাল সে। ঝামেলাটাকে এড়াতে পারলে মন্দ হত না। অলিভাকে ফাঁকি দেয়ার অজুহাতও একটা পেয়ে গেল সে। পুলিস যদি তাড়া করে, সাথে মেয়েমানুষ থাকলে ধরা পড়ে যেতে হবে। বিশেষ করে অলিভার মধ্যে কি যেন একটা আছে, চোখ পড়া মাত্র সন্দেহ করবে পুলিস।

কিন্তু প্ল্যান তৈরি করতে গিয়ে ব্যর্থ হলো রিপার। তার কব্জিটা বড় বেশি ব্যথা করছে, যন্ত্রণায় মাথাটাও কাজ করছে না ঠিকমত। তবে সে বুঝতে পারছে, প্রথম কাজ হাইওয়েতে ফিরে যাওয়া। অনুভব করল, প্রচণ্ড একটা রাগ মাথাচাড়া দিচ্ছে তার ভেতর। তার শরীরটা যদি সুস্থ থাকত, বেনটোভিলের দিকে যাবার সাহসই পেত না অলিভা।

'কি জন্যে যাচ্ছ বাড়িতে, কি আছে সেখানে?' হঠাৎ জানতে চাইল রিপার।

'কাপড়চোপড়, গহনা,' জেদের সুরে বলল অলিভা। 'হাতে যখন প্রচুর সময়

রয়েছে, ওগুলো ফেলে যাব কোন্ দুঃখে? মেয়েদেরকে হিসেবী হতে হয়, বুঝলে!'

'প্রচুর কেন, কোন সময়ই আমাদের হাতে নেই,' বলল রিপার। 'এই যে দেরি করছ, এর প্রতিটি সেকেন্ডের জন্যে আমাদেরকে খেসারত দিতে হবে।'

'তুমি কি অসুস্থ বোধ করছ?' রিপারের দিকে অদ্ভুত কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাল অলিভা। 'পুরুষমানুষ এত নার্ভাস হলে চলে? নিজেকে শক্ত করো।'

দাঁতে দাঁত চেপে সিধে হয়ে বসল রিপার। মনে হলো, ছুটে গিয়ে মাথায় আঘাত করল রক্তস্রোত। রাস্তা আর লাইটপোস্টের আলো যেন তার দিকে ধেয়ে আসছে। চোখ বুজে গাড়ির দরজাটা আঁকড়ে ধরল সে, ভয় হলো সীট থেকে পড়ে যাবে।

'প্রায় এসে গেছি,' আরও কিছুক্ষণ গাড়ি চালাবার পর বলল অলিভা। মেইনরোড থেকে বাঁক নিল গাড়ি। কয়েক মিনিট পর বুটের বাড়ির সামনে থামল তারা।

গাড়ি থামার পর মাথাটা একটু পরিষ্কার হলো রিপারের। দরজা খুলে অলিভাকে নেমে যেতে দেখল সে। নিজের দিকের দরজা খুলতে গিয়ে হাতলটা প্রথমে খুঁজে পেল না। দরজা খোলার পর মনে হলো দাঁড়াতে পারছে না, কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে খোলা দরজা দিয়ে। বুটের বাগান থেকে ফুলের গন্ধ এমন তীব্রভাবে লাগল নাকে, বমি পেল তার।

গাড়িটা ঘুরে এদিকে চলে এসে রিপারের হাত ধরল অলিভা। 'তোমার হলো কি?' কঠিন, অসহিষ্ণু গলা। 'ওমা, তোমার গা যে একেবারে পুড়ে যাচ্ছে!' বিস্ময় নয়, উদ্বেগ নয়, তিরস্কার প্রকাশ পেল বলার সুরে।

রিপারের কাছে সরে এসে তার মুখটা ভাল করে দেখল অলিভা। ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে উঠল তার চোখ দুটো। বুঝতে পারল, রিপার তার কোন কাজে আসবে না। অন্তত আপাতত। রিপারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এই প্রথম তার মাথায় চিন্তাটা ঢুকল—এখনই সময় খুনীটার কথা ভুলে গিয়ে নিজের কথা ভাবার।

যেন তার চিন্তাটা ধরতে পেরেই শিরদাঁড়া খাড়া করার চেষ্টা করল রিপার। খপ্ করে অলিভার একটা বাহু আঁকড়ে ধরল সে। 'তুমি আমার একদম গা ঘেঁষে থাকবে,' বলল সে। 'যদি ভেবে থাকো আমার সাথে বেঈমানী করবে, তোমার জন্যে দারুণ একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছে।'

'কি ব্যাপার?' আকাশ থেকে পড়ার ভান করল অলিভা। 'তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না?' অলিভা জানে, হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিজেকে সহজেই ছাড়িয়ে নিতে পারে সে, কিন্তু সেই সাথে এ-ও জানে যে রিপার একটা খুনী, পিস্তলে তার হাত অত্যন্ত ভাল। কাজেই অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল সে।

'বিশ্বাস আমি কাউকে করি না,' বলল রিপার, অলিভার সাথে বাড়ির দিকে এগোল। পকেট হাতড়ে চাবিটা বের করল সে, কিন্তু হাত কাঁপছে বলে কী-হোলে সেটা ঢোকাতে পারল না। লক্ষ্য করে, অলিভা ভাবল, রিপার গুলি করলে লাগবে না। 'তুমি খোলো,' পরাজয় স্বীকার করে চাবিটা অলিভার দিকে বাড়িয়ে দিল রিপার।

অন্ধকার হলরুমে ঢুকল ওরা, চুপচাপ দাঁড়িয়ে কোন শব্দ হয় কিনা শুনল। তারপর সিটিংরুমে ঢুকল দু'জন। আলো জ্বালল অলিভা। ড্যানি ডানকানকে দেখতে পেল ওরা।

অলিভার আর্তচিৎকার ভয় পাইয়ে দিল রিপারকে। দুর্বল হাতে তাকে চড় মারল সে। লাফ দিয়ে সরে গেল অলিভা।

'কে ও?' হাঁপাচ্ছে অলিভা, পিছু হটতে হটতে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল।

সাবধানে সামনে এগোল রিপার। 'রানার বন্ধু,' বলল সে, এবার অলিভাও চিনতে পারল।

'ড্যানি ডানকান,' শিউরে উঠে বিড়বিড় করল সে।

স্থির দাঁড়িয়ে লাশটার দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা।

'তোমার এখানে আসতে চাওয়াটাই উচিত হয়নি,' বেসুরো গলায় বলল রিপার। ধীর পায়ে সাইড বোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, ভেতর থেকে ব্র্যান্ডি বের করে পানি ছাড়াই খানিকটা খেয়ে ফেলল। প্রায় সাথে সাথে মাথার ব্যথাটা কমে গেল তার।

অস্থিরতার সাথে দরজার দিকে ঘুরল অলিভা, টলতে টলতে এগোল। 'আমি যাচ্ছি,' বলল সে। 'জলদি, রিপার! চলো, পালাই।'

অপারম্যান আর নেইল দোরগোড়া থেকে দেখছে ওদেরকে। ওদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। ওদেরকে দেখেই দম আটকে গেল অলিভার, ফুঁপিয়ে উঠল সে। অপারম্যান হুঙ্কার ছাড়ল, 'নড়বে না! খবরদার!'

ঝট্ করে ঘুরে রিপার শুধু ইউনিফর্ম আর পিতলের চকচকে বোতাম দেখতে পেল, সাথে সাথে বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে। ঝোঁকের মাথায়, কিছু না ভেবেই পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে আনল।

তার দুই চোখের ঠিক মাঝখানে গুলি করল অপারম্যান, রিপারের হাত থেকে পিস্তলটা খসে পড়ল মেঝেতে। ধাক্কা খেয়ে পিছন দিকে সরে গেল রিপার, লাশটা পড়ল ফায়ারপ্লেসের ওপর।

নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে অলিভা, হাঁ করে তাকিয়ে আছে রিপারের দু'চোখের মাঝখানে সদ্য তৈরি গর্তটার দিকে। দু'হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল সে।

শান্ত একটা গলা শুনতে পেল সে, কানের পাশ থেকে, অত্যন্ত পরিচিত, 'ওর সাথে পালানো একদম উচিত হয়নি তোমার, সোনামণি।' মোটা, গরম একটা হাত তার বাহু খামচে ধরল।

ভয়ার্ত চিৎকার বেবিয়ে এল অলিভার গলা থেকে, মুখ থেকে হাত নামিয়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু ম্যালকম বুট তাকে শক্ত করে ধরে রাখল।

'আমাকে ভয় পাচ্ছে ও,' অলিভাকে নিয়ে অপারম্যানের কাছে চলে এল বুট। 'সেটাই স্বাভাবিক। আমাকে ছেড়ে জঘন্য একটা খুনীর সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

পিস্তলটা হোলস্টারে ভরল অপারম্যান। 'বিচার বিভাগের ঝামেলা কমল,' নির্লিপ্তকণ্ঠে বলল সে।

ধাক্কা দিয়ে অলিভাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল বুট। 'নড়বে না!'

অপারম্যান রিপারকে পরীক্ষা করছে, তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে নেইল, এই ফাঁকে চট করে রিপারের পিস্তলটা তুলে নিল বুট। সেটা পকেটে ভরে নিজের পয়েন্ট থারটি এইট বের করে হাতে নিল। কাজটা এত দ্রুত করা হলো যে অপারম্যান বা নেইলের চোখে ধরা পড়ল না।

সিধে হলো অপারম্যান, তার দিকে নিজের আগ্নেয়াস্ত্রটা বাড়িয়ে দিল বুট। 'ওই ছোকরাই ড্যানি ডানকানকে খুন করেছে,' বলল সে। 'পরীক্ষা করলে দেখতে পাবেন এটা দিয়েই গুলি করা হয়েছে।'

চোখ গরম করে তার দিকে তাকাল অপারম্যান। 'কোন্ আক্কেলে ওটা আপনি তুলতে গেলেন?' কড়া ধমকের সাথে বলল সে। 'ওটায় আপনার আঙুলের ছাপ পড়েছে।'

চোখ বড় বড় করে তাকাল বুট। 'ছি-ছি, কথাটা মনেই পড়েনি,' বলল সে। 'তবু, ছোকরা তো বেঁচে নেই। আপনার এভিডেন্স না পেলেও চলবে।'

'হুম।' থমথমে চেহারা হলো অপারম্যানের। 'কে জানে, মি. কিং হয়তো এটাকেও আত্মহত্যা বলবেন।'

মাথা নাড়ল বুট। 'আমার তা মনে হয় না।' হঠাৎ হেসে উঠল সে। 'মনে না হবার যথেষ্ট কারণও আছে। কেসটা জলবৎ তরলং, ক্যাপটেন। খুনী কে, তা আপনি জানেন।' হাত তুলে রিপারকে দেখাল সে। 'আর, আমিও আমার সোনামণিকে ফিরে পেয়েছি।'

'ওর সাথে কি করছিল সে?' অলিভার দিকে সন্দেহের চোখে তাকাল অপারম্যান।

'আপনাকে তো আমি আগেই বলেছি,' মৃদু হাসির সাথে বলল বুট। 'মেয়েটার ওপর অদ্ভুত একটা প্রভাব ছিল ছোকরার। তবে, ছোকরা মারা যাওয়ায় আবার সব ঠিক হয়ে যাবে, আর কখনও আমার অবাধ্য হবে না। এমনিতে লক্ষ্মী মেয়ে ও। ওকে ভুল পথে নিয়ে গিয়েছিল ওই রিপার। ওকে নিয়ে আপনি ভাববেন না, ক্যাপটেন।' আবার শব্দ করে একটু হাসল সে। 'মি. কিং এর ওপর সব সময় সদয় ব্যবহার করেন, তাই না, সোনামণি?' তার মোটা আঙুলের ডগা অলিভার পেশীতে দেবে গেল, ছিটকে চেয়ারের আরেক দিকে সরে গেল অলিভা।

ইতস্তত করল অপারম্যান। তারপর বলল, 'ঠিক আছে। লাশগুলোর জন্যে একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে দেব। মেয়েটাকে আপনার একবার কোর্টে নিয়ে যেতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল বুট। 'কাল কোর্টে পাঠাব ওকে। ধন্যবাদ, ক্যাপটেন। লাশ দুটো যত তাড়াতাড়ি পারেন সরিয়ে নিন। জানেনই তো, আমি ফুল ভালবাসি। আমার বাড়িতে এভাবে দুটো লাশ পড়ে থাকা একদম বেমানান।' হাসল সে।

এক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে থেকে নেইলের দিকে ফিরল অপারম্যান। 'তুমি এখানে থাকো,' নির্দেশ দিল সে। 'স্টেশনে গিয়ে আমি সব ব্যবস্থা করছি।' কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

চোখে-মুখে আশা নিয়ে হুইস্কির বোতলটার দিকে তাকাল সার্জেন্ট, কিন্তু বুট

তাকে বলল, 'আপনি বরং বাড়ির বাইরে অপেক্ষা করুন, সার্জেন্ট। কিছুটা সময় একা থাকতে চাই আমরা।'

হঠাৎ চিৎকার করে উঠল অলিভা, 'না! ওর কাছে আমাকে একা ফেলে যাবেন না!' নিজেকে ছাড়াবার জন্যে বুটের সাথে ধস্তাধস্তি শুরু করল সে।

তার দিকে তাকাল সার্জেন্ট, তারপর বুটের দিকে।

'সোনামণি জানে, ছোকরার সাথে পালিয়েছিল বলে আমি ওকে শাস্তি দেব,' বলল বুট, অলিভাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে সে। খালি হাতটা পকেট থেকে বের করল, অনেকগুলো নোট সহ। নোটগুলো নেইলের হাতে গুঁজে দিল সে। 'আপনি এবার যেতে পারেন, সার্জেন্ট।'

খপ করে নেইলের আস্তিন ধরে ঝুলে পড়ল অলিভা, তার বড় বড় চোখে নগ্ন আতঙ্ক। 'না, প্লীজ, না! আমাকে একা পেলে খুন করে ফেলবে! আমি জানি, আমাকে খুন করার জন্যে আপনাকে সরিয়ে দিচ্ছে...'

ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল নেইল, সরে গেল তফাতে, নিঃশব্দে হাসল। 'আরে না, খুন করবে কেন!' টাকাগুলো পকেটে ভরল সে। 'মি. বুট তোমার প্রতি ভারি দুর্বল। কি, মি. বুট, ওকে মেরে ফেলবেন?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল সে।

'সোনামণি ভাবতে পারে সে খুন হতে যাচ্ছে,' অলিভার হাতটা মুচড়ে ধরে পিঠের ওপর নিয়ে গেল বুট। 'কিন্তু আমি অতটা ভয়ঙ্কর হতে পারব না, অন্তত ওর বেলায়।'

চেহারায় অনিচ্ছার ভাব নিয়ে দরজার দিকে এগোল নেইল। 'আপনার যদি কোন সাহায্য দরকার হয়...,' শুরু করল সে, কিন্তু হাত ইশারায় তাকে বিদায় হতে বলল বুট।

'সোনামণি এক-আধটু চেঁচামেচি করতে পারে,' বলল সে। 'ঘাবড়াবার কিছু নেই।'

কামরা থেকে বেরিয়ে এল নেইল, ভেতরে আতঙ্কিত চিৎকার শুরু করল অলিভা, সার্জেন্টকে ডাকছে। কষে তার গালে চড় মারল বুট। চড় খেয়ে মাথাটা ঘুরে গেল অলিভার, গোঙাতে শুরু করল সে, চেয়ার থেকে মেঝেতে ঢলে পড়ল।

'এবার, সুন্দরী। যা ঘটার ঘটে গেছে, এরপর তুমি আর আমার সাথে বেঈমানী করার সুযোগ পাচ্ছ না। হীরাগুলো কোথায়?'

'রিপার জানে,' ফুঁপিয়ে উঠল অলিভা, হামাগুড়ি দিয়ে বুটের কাছ থেকে সরে যাবার চেষ্টা করছে।

ঠাস করে আবার তাকে চড় মারল বুট। 'কাপড়চোপড় খুলে নিয়ে চাবুক মারা হবে তোমাকে। কোথায় রেখেছ তাড়াতাড়ি না বললে, পিঠের চামড়া খানিকটা তুলে সেখানে লবণ মাখানো হবে। তোমাকে আমি চিনি, অত টাকার জিনিস তুমি রিপারকে রাখতে দেবে না।'

'রিপার আমাকে দেয়নি...সত্যি বলছি...'

অলিভার একটা স্তন খামচে ধরে প্রচণ্ড শক্তিতে মুচড়ে দিল বুট। অসহ্য যন্ত্রণায় জ্ঞান হারাবার অবস্থা হলো অলিভার। 'কোথায়, সোনামণি? কোথায়

রেখেছ হীরাগুলো?' অলিভার বুকের কাছে ব্লাউজটা খামচে ধরল সে। 'তোমার সাথেই আছে, তাই না? ছোট্ট একটা চামড়ার থলিতে? বের করবে, নাকি ম্যাংটো করতে হবে?'

চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে অলিভার। ফোঁপাতে ফোঁপাতে কোমরের কাছে, গাউনের ভেতর হাত গলিয়ে দিয়ে কি যেন হাতড়াতে শুরু করল সে। সরু কর্ড দিয়ে বাঁধা রয়েছে, গিঁট খুলতে কিছুক্ষণ সময় লাগল। অবশেষে ছোট্ট চামড়ার থলিটা বের করল সে, হাতটা থরথর করে কাঁপছে। ছোঁ দিয়ে থলিটা কেড়ে নিল বুট।

থলির মুখ খুলে ভেতরে উঁকি দিল সে। তার চোখ লোভ আর সন্তুষ্টিতে চকচক করে উঠল। 'ভারি খুশি হলাম,' আপনমনে বিড়বিড় করল সে। 'এগুলোর জন্যে অনেকদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে আমাকে।'

পড়িমরি করে উঠে দাঁড়াল অলিভা, লাফ দিল দরজা লক্ষ্য করে। বিদ্যুৎ খেলে গেল বুটের হাতে, অলিভার ঘাড়ের পিছনে হাতের কিনারা দিয়ে আঘাত করল সে। কার্পেটের ওপর সটান পড়ে গেল অলিভা।

দীর্ঘ পদক্ষেপে তার পাশে এসে দাঁড়াল বুট। 'আজ আর কেউ আমাকে বাধা দিতে আসছে না,' বলল সে কোমল সুরে। অলিভার পাশে বসল সে। তার মোটা আঙুলগুলো পেঁচিয়ে ধরল অলিভার ফর্সা গলাটা।

মোচড় খেয়ে চিৎ হলো অলিভা, ধারাল নখ দিয়ে গলা থেকে বুটের হাতটা সরাতে চেষ্টা করল। দাঁতে দাঁত চেপে গাল দিল বুট, অলিভার গলায় আরও শক্তভাবে চেপে বসল তার আঙুল।

প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ধস্তাধস্তি শুরু করল অলিভা। সে জানে, তাকে মেরে ফেলছে বুট। আঙুলগুলো ঢিল করতে না পারলে বাঁচার কোন আশা নেই। মাত্র কয়েক গজ দূরে একজন পুলিস অফিসার রয়েছে, এটা জানা থাকায় মরিয়া হয়ে উঠল সে, তাকে স্থির রাখতে হিমশিম খেয়ে গেল বুট। অগত্যা ভঙ্গি বদল করল সে, অলিভার বুকের ওপর একটা হাঁটু চেপে ধরল। অলিভা অনুভব করল, বুকের সমস্ত বাতাস হুস করে বেরিয়ে গেল নাক দিয়ে। জিভটা মুখের ভেতর আকারে বিরাট হয়ে উঠছে বলে মনে হলো।

খানিক পর ধস্তাধস্তি করার শক্তি ফুরিয়ে গেল অলিভার। এখনও বুটের হাতটা গলা থেকে সরাবার চেষ্টা করছে সে, তবে আঙুলে জোর নেই। পা দুটো খানিক পর পর ঝাঁকি খাচ্ছে।

এই সময় বুটকে গুঙিয়ে উঠতে শুনল অলিভা। মনে হলো শব্দটা অনেক দূর থেকে ভেসে এল। বুটের আঙুলগুলো ঢিল হয়ে গেল তার গলায়। অলিভার গলা দিয়ে সশব্দে বাতাস ঢুকল ফুসফুসে। অন্ধকার একটা সাগরে যেন তলিয়ে যাচ্ছে সে। কে যেন কথা বলে উঠল, 'আর কোন ভয় নেই।' চোখ মেলল অলিভা।

ছোট্ট একজন মানুষ, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, তার ওপর ঝুঁকে আছে। 'তুমি ভাল আছ,' বললেন জুলিয়াস সিলার। 'ঠিক সময়েই পৌঁচেছি আমরা।'

পড়িমরি করে উঠে বসল অলিভা, এক হাতে আহত গলাটা ধরে আছে। কাত হয়ে পড়ে রয়েছে বুট, মাথার পাশে একটা ক্ষত থেকে রক্ত গড়াচ্ছে। অদূরে

দাঁড়িয়ে মিটি মিটি হাসছে জর্জ পিট, গুডহোপের রিপোর্টার। 'একেবারে শেষ মুহূর্তে উদ্ধারকর্মীদের আগমন, ঠিক সিনেমার মত।'

শূন্যদৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকাল অলিভা, তারপর দাঁড়াবার চেষ্টা করল। তাকে সাহায্য করলেন জুলিয়াস সিলার, হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। 'শান্ত হও,' বললেন তিনি। 'তোমার বিপদ কেটে গেছে।'

বুটকে চিৎ করল জর্জ পিট, চোখের পাতা খুলে দেখল। 'ভেবেছিলাম জীবনের প্রথম খুনটা করতে পেরেছি,' হতাশ গলায় বলল সে। 'কিন্তু এখন দেখছি, ভুল। লোকটার মাথা ইস্পাতের তৈরি, পিস্তলের বাঁট একটুও দাবেনি, পিছলে বেরিয়ে গেছে।'

এগিয়ে এসে ড্যানি ডানকানকে স্পর্শ করলেন জুলিয়াস সিলার। 'ড্যানি বেশ অনেকক্ষণ হলো মারা গেছে।' পিটের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন তিনি। 'বেচারা সুকি! লোকটাকে ভালবাসত সে।'

'সাথে ক্যামেরা থাকলে যা হত না!' খেদ প্রকাশ করল পিট। 'গুডহোপের প্রথম পৃষ্ঠা জুড়ে দারুণ একখানা ছবি ছাপা যেত।'

'এ-সব ট্যাবলয়েড পত্রিকার সাবজেক্ট,' মন্তব্য করলেন জুলিয়াস সিলার। 'আমাদের পত্রিকার মর্যাদা আরও অনেক বেশি।' কামরার চারদিকে চোখ বুলাতে গিয়ে চামড়ার থলিটা দেখতে পেলেন তিনি, বুটের পাশে পড়ে রয়েছে। থলিটা তুলে ভেতরে উঁকি দিলেন। 'ওহে!' প্রায় আঁতকে উঠে বললেন। 'দেখে যাও!'

চেয়ার ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করল অলিভা, কিন্তু শক্তিতে কুলাল না। 'ওগুলো আমার!' হাঁপিয়ে উঠে বেসুরো গলায় বলল সে।

'উঁহুঁ, না,' বললেন জুলিয়াস সিলার। 'আমার তা মনে হয় না।' থলিতে হাত ভরে এক মুঠো হীরা বের করে পরীক্ষা করলেন তিনি। 'আচ্ছা, আচ্ছা! এতদিনে তাহলে ডেফ জ্যাকমেলের গুপ্তধন বাইরে বেরোল।'

'কি ওগুলো?' তাঁর কাঁধের ওপর ঝুঁকে উঁকি দিল জর্জ পিট। 'হীরা নাকি? এত? এ যে কোটি টাকার সম্পদ!' চোখ তার ছানাবড়া হয়ে গেছে।

'গুজবটা তাহলে সত্যি!' জুলিয়াস সিলার বললেন। 'জ্যাকমেল তাহলে পালাবার সময় পিন্ডার'স এন্ডেই হীরাগুলো রেখে গিয়েছিল! যাক, সব কিছুর ব্যাখ্যা পাওয়া গেল, জর্জ।' হীরাগুলো থলিতে ভরে, থলিটা কোটের পকেটে ঢোকালেন তিনি। 'পিছনের দরজা দিয়ে নিয়ে চলো ওকে, জর্জ। ওর সাথে কথা বলা দরকার।'

সহাস্যে অলিভার পাশে এসে দাঁড়াল জর্জ পিট। তাকে দাঁড়াতে সাহায্য করল সে। 'এসো, তোমার বিপদ সবেমাত্র শুরু হলো।'

দাঁড়াবার পর ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল অলিভা, কিন্তু জর্জ পিট তাকে ছাড়ল না। 'ছাড়ো, ছাড়ো আমাকে!' চিৎকার জুড়ে দিল অলিভা, ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে। 'ওগুলো আমার! আমার জিনিস আমাকে ফিরিয়ে দাও! তা না হলে ভাল হবে না...'

'বেরোও!' তাকে ধাক্কা দিতে দিতে কামরা থেকে বের করে আনল জর্জ পিট।

এক ঘণ্টা পর জুলিয়াস সিলারের একটা টেলিফোন পেল ক্যাপটেন অপারম্যান। কয়েক মিনিট চুপচাপ অপরপ্রান্তের কথা শুনল সে। গুডহোপের সম্পাদক তাকে যে তথ্যগুলো দিলেন, সেগুলো যেমন বিস্ময়কর তেমনি অবিশ্বাস্য। কথাবার্তা শেষ হবার পর রিসিভার নামিয়ে রেখে চেয়ারে নেতিয়ে পড়ল সে, ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে। তারপর, বিপুল অনিচ্ছাসত্ত্বেও, ম্যালকম বুটকে গ্রেফতার করার জন্যে একটা ওয়ারেন্ট ইস্যু করল সে, ড্যানি ডানকানকে খুন করার অভিযোগে। ইতোমধ্যে সে উপলব্ধি করতে পেরেছে যে আত্মহত্যার হিড়িক বন্ধ হবার ফলে আগামী নির্বাচনে তার প্রার্থী হওয়া সম্ভব নয়।

তেরো

সিটিংরুমের দরজা দড়াম করে খুলে গেল, ঝট্ করে মুখ তুলে তাকাল সুকি। পরমুহূর্তে তার একটা হাত উঠে এল মুখে।

তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল কর্ক সিমন। 'নোড়ো না,' আদেশ করল সে। 'লক্ষ্মী মেয়ের মত ওখানেই বসে থাকো।'

সিমনের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি দিল টিমোথি, ভাঙা দাঁতগুলো বের করে রেখেছে। 'হ্যালো, সুন্দরী!' বলে সিমনকে পাশ কাটাল সে। 'জানতে না আমরা আসছি?'

স্থির বসে থাকল সুকি, বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে, সাদা হয়ে গেছে মুখ।

'হাতে সময় কম,' বলল সিমন। ভোঁতা চেহারার একটা অটোমেটিক সুকির কপালে তাক করল সে। 'তুমি জানো কিসের জন্যে আমরা এসেছি। কোথায় ওগুলো?'

'আমি জানি না,' অনেক চেষ্টা করে কণ্ঠস্বর স্থির রাখল সুকি।

টিমোথির দিকে তাকাল সিমন। 'আমরা ভেতরে, ওরা বাইরে। হাতে একটা জিম্মিও পাওয়া গেছে। আমার ধারণা, রানার সাথে ব্যবসায়িক কথাবার্তা হতে পারে।'

মাথা ঝাঁকাল টিমোথি। 'অবশ্যই,' বলে এগিয়ে এসে সুকির একটা বাহু আঁকড়ে ধরল সে, সজোরে টান দিয়ে চেয়ার থেকে দাঁড় করাল।

নিজেকে ছাড়াবার জন্যে খানিকটা ধস্তাধস্তি করল সুকি, তার হাতটা মুচড়ে পিঠের কাছে নিয়ে এল টিমোথি, অপর হাতটা মুঠো পাকিয়ে ঘুসি মারার হুমকি দিল। 'ধস্তাধস্তি করলে এমন মার মারব, এমন মার মারব যে...'

রাতের অন্ধকার থেকে ভেসে এল গুলির শব্দ। দ্রুত ঘাড় ফেরাল সিমন। 'এখনও ওরা আন্দাজে গুলি ছুঁড়ছে।' এই সময় দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রিক।

রিকের পাঁজরে অটোমেটিকের মাজলটা চেপে ধরল সিমন। 'অস্থির হয়ো না,' বলল সে।

সুকির দিকে তাকাল রিক, হাঁ করে দেখল সিমন আর টিমোথিকে, রক্ত নেমে

গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখের চেহারা।

সুকির মনে হলো, রিক জ্ঞান হারাবে।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল সিমন। 'রানাকে ডেকে আনো,' রিককে বলল সে। 'গিয়ে বলো দশ মিনিটের মধ্যে সে না এলে মেয়েটাকে আমরা গুলি করব। সমস্ত ঝামেলার ফয়সালা হওয়া দরকার।'

কাঁপছে রিক, তার নড়ার শক্তি নেই। পাঁজরে মাজলের খোঁচা দিয়ে কামরা থেকে তাকে বের করে দিল সিমন।

দরজার বাইরে থেকে তোতলাতে শুরু করল রিক, 'ওরা আ-আমাকে গু-গুলি করবে। মি. রা-রানা মা-মাঠ পে-পেরিয়ে ও-ওদিকে চলে গে-গেছেন।'

'গুলি করবে তোমাকে? যদি করে, খুবই দুঃখ পাব আমরা।' জানালার পর্দাটা হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেলল সে, কাপড়টা রিকের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, 'এটা মাথার ওপর ওড়াবে। যাও, ডেকে আনো রানাকে।' ঝেড়ে একটা লাথি মেরে দরজার সামনে থেকে রিককে সরিয়ে দিল সে।

বারান্দায় বেরিয়ে এসে নিশ্চিত হলো সিমন, মাঠের ওপর দিয়ে রওনা হয়ে গেছে রিক। হাসিমুখে সিটিংরুমে ফিরে এল সে। 'ওকে দোতলায় নিয়ে যাও,' টিমোথিকে নির্দেশ দিল সে। 'সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে থাকবে তুমি, লক্ষ রাখবে। রানা যদি কিছু শুরু করে, গুলি করবে ওকে। গুলি করবে মাথায় কিংবা বুকে–বুকের বাম দিকে। কি বলছি বুঝতে পারছ?'

'পরিষ্কার,' বলে সুকিকে টানতে টানতে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল টিমোথি।

বারান্দায় বেরিয়ে এসে ছায়ার ভেতর একটা ধাপের ওপর বসল সিমন। গোলাগুলির ফাঁকে রিকের কাঁপা কাঁপা গলা শুনতে পেল সে, রানার নাম ধরে ডাকছে। ওখানে বসে অপেক্ষায় থাকল সে।

বিশ মিনিট পর মাঠের ওপর দিয়ে রানাকে হেঁটে আসতে দেখল সিমন। তারপর পিছু পিছু রিকও আসছে।

নিজের লোকদের কথা ভাবল সিমন। এখানে তাদের পৌঁছুনোর কথা আরও অনেক আগে। দেরি হবার কারণ কি? সামান্য অস্বস্তি বোধ করল সে। হাতে অটোমেটিক নিয়ে বসে থাকল ধাপের ওপর।

ভাঙা গেট পেরিয়ে বাড়ির উঠানে ঢুকল রানা, উঠানের মাঝামাঝি জায়গায় এসে বাড়িটার দিকে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল, হাত দুটো শরীরের দু'পাশে ঝুলছে।

মৃদুকণ্ঠে ডাকল সিমন, 'এদিকে এসো।'

তার দিকে হেঁটে আসছে রানা, ধাপ থেকে উঠে দাঁড়াল সিমন। বারান্দা পেরিয়ে তার পিছু পিছু সিটিংরুমে ঢুকল রানা। ভেতরে ঢুকে দেয়ালে হেলান দিল ও। চোখ দুটো গোটা কামরায় ঘুরে এল। তারপর সিমনের দিকে তাকাল। 'লড়াইটা কেমন লাগল তোমার?' জিজ্ঞেস করল ও।

রানার সামনে দাঁড়িয়ে টান টান হলো সিমন। 'রাখো তোমার লড়াই!' ব্যঙ্গ মাখা হাসি হেসে বলল সে। 'মেয়েটা ওপরে রয়েছে। তুমি কিছু শুরু করলে টিমোথি তার মাথায় বা বুকের বাম দিকে গুলি করবে। টিমোথিকে চেনো?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'চিনব না কেন। পুরুষমানুষের লড়াই, তারমধ্যে মেয়েদেরকে না জড়িয়ে পারো না?'

'হীরাগুলো কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সিমন, প্রায় নরম সুরে। 'আমি খুব ব্যস্ততার মধ্যে আছি, রানা।'

মৃদু হাসল রানা। 'ইতিমধ্যে বেনটৌভিলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, আমার ধারণা,' বলল ও। 'অলিভা আর রিপার বেঈমানী করেছে আমাদের সাথে। ওরাই খুঁজে পেয়েছে ওগুলো, নিয়ে ভেগেছে।'

সাদা হয়ে গেল সিমনের মুখ, চোয়ালটা খসে পড়বে বলে মনে হলো। 'ভেগেছে?' বোকার মত জিজ্ঞেস করল সে, হাঁ করে তাকিয়ে আছে, চশমাটা নেমে এসেছে নাকের ডগায়।

'তোমাকে কিভাবে জানানো যায় ভাবছিলাম। কারণ এখন আর যুদ্ধ করে দু'পক্ষেরই কোন লাভ নেই। প্রায় আধ ঘণ্টা হলো পালিয়েছে ওরা।'

'মিথ্যেকথা!' হঠাৎ গর্জে উঠল সিমন। 'তুমি মিথ্যেকথা বলছ!' ট্রিগারের ওপর চেপে বসল তার আঙুল।

'ওপরে গিয়ে নিজের চোখে দেখে এসো,' বলল রানা। 'ওখানেই হীরাগুলো লুকানো ছিল।'

দরজার সামনে থেকে সরে গেল সিমন। 'কই, দেখাও আমাকে!'

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করেছে রানা, ওপর থেকে প্রশ্ন করল টিমোথি, 'কি ব্যাপার? কি ঘটছে?'

সিমন বলল, 'অপেক্ষা করো। মেয়েটাকে একটা ঘরে ঢোকাও। চোখ রাখো। আমি রানার পিছনে আছি। নির্দেশটা বহাল আছে–রানা কিছু শুরু করলেই গুলি করবে মেয়েটাকে।'

রানা শুনতে পেল, সুকিকে টেনে-হিঁচড়ে পিছন দিকের একটা কামরায় ঢোকাল টিমোথি। নিজেকে অনেক কষ্টে শান্ত রাখল ও। তবে সিমনের দিকে ঘাড় ফেরাতে শুরু করল।

'কোন কথা নয়!' কঠিন সুরে বলল সিমন। 'উঠতে থাকো। তুমি নিশ্চয়ই চাও না মেয়েটা খুন হয়ে যাক?'

সিমনের ঠিক পিছনেই নিককে দেখতে পেল রানা। খোলা দরজা দিয়ে চাঁদের আলো ঢুকেছে, নিকের হাতে একটা ছুরি ঝিক্ করে উঠল। ভূতের মত চুপিসারে এগিয়ে এল সে নিঃশব্দে, সিমনকে পেয়ে গেল নাগালের মধ্যে।

সিমনের শরীরে ঘ্যাঁচ করে ঢুকল ছুরির লম্বা ফলা। আড়ষ্ট হলো সিমন, তারপর সামনের দিকে ঝুঁকল, দু'হাত দিয়ে পেট খামচে ধরল। হাঁটু ভাঁজ হবার সময় তার মুখ থেকে সশব্দে খানিকটা বাতাস বেরোল, শুনে মনে হলো দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তাকে ধরে ফেলে মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল নিক, দাঁত বের করে হাসছে। 'ওর সুটটা নষ্ট করে ফেললাম,' ফিসফিস করে বলল সে, দু'হাতের ওপর সিমনকে তুলে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে গেল।

দীর্ঘ পদক্ষেপে করিডর ধরে এগোল রানা। সুকিকে নিয়ে কোন্ কামরায়

ঢুকেছে টিমোথি, জানে ও। দোরগোড়ায় পৌঁছে থামল ও, দেখল সুকির সামনে দাঁড়িয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে টিমোথি, ঘরে চাঁদের আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা, বলল, 'এখানেই ছিল হীরাগুলো, দেখে যাও।'

টিমোথি ভাবল, রানার পিছু পিছু সিমনও ভেতরে ঢুকছে। এতে করে তার ওপর লাফিয়ে পড়ার জন্যে সময়টুকু পেয়ে গেল রানা। এছাড়া করার আর কিছু ছিল না, ঝুঁকিটা নিতেই হলো রানাকে। সুকি দাঁড়িয়ে আছে টিমোথির সামান্য পিছনে, ও পাশে–একেবারে গা ঘেঁষে। ওদের দু'জনের ওপরই আছড়ে পড়ল রানা। অনুভব করল, ওর কাঁধের সাথে ধাক্কা লাগল সুকির। তিনজনই ওরা আছাড় খেয়ে পড়ল মেঝেতে। মেঝেতে পড়েই গুলি করল টিমোথি।

আগুনের ফুলকি পুড়িয়ে দিল রানার মুখ। কনুইয়ের এক গুঁতো দিয়ে টিমোথির নাকটা সমান করে দিল রানা।

গড়ান দিয়ে ওদের কাছ থেকে সরে গেল সুকি। সরে রানার গায়ের ওপর চলে এল টিমোথি, দমাদম ঘুসি মারছে। লোহার মত শক্ত হাত টিমোথির, রানার পাঁজরের হাড়গুলো যেন ভেতর দিকে দেবে যেতে লাগল।

কায়দা করে হাত দুটো মুক্ত করল রানা, শক্ত করে চেপে ধরল টিমোথির গলাটা। বাহুর ক্ষতটায় অকস্মাৎ যেন আগুন ধরে গেল, রানা বুঝল আবার সেটা ফাঁক হয়ে গেছে। দুর্বল হয়ে পড়ল হাত দুটো, এই সুযোগে রানার মুখে এলোপাতাড়ি ঘুসি চালাল টিমোথি। মুখের সামনে হাত তুলে ঠেকাবার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু হাতে জোর না থাকায় তাতে কোন কাজ হলো না। ক্রমেই আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে রানা, বাঁচার তাগিদে একটা পা শূন্যে তুলে টিমোথির গলায় বাধাল সে, তারপর প্রাণপণে পা ছুঁড়ল পিছন দিকে। বুকের উপর থেকে সরে গেল টিমোথি, ধাক্কা খেল গিয়ে ওপাশের দেয়ালে। কোনমতে আছড়ে পাছড়ে উঠে পড়ল রানা।

উঠে দাঁড়িয়েছে টিমোথিও। ছুটে এল সে খেপা ষাঁড়ের মত।

লাফিয়ে শূন্যে উঠল রানা, প্রচণ্ড ফ্লাইং কিকটা লাগল টিমোথির বুকে–মড়াৎ করে ভেঙে গেল পাঁজরের দুটো হাড়। ছুটে গিয়ে পড়ল সে দরজায় এসে দাঁড়ানো নিকের বুকে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরল তাকে। কোন অজুহাতের জন্যে অপেক্ষা না করে সরাসরি ওর মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করল নিক। ছিটকে বেরিয়ে এল টিমোথির খানিকটা মগজ, দেয়ালে হলুদ কাদার মত লেপ্টে থাকল। দেয়ালের গোড়ায় নেতিয়ে পড়ল টিমোথি, মাথার ক্ষতটা থেকে গল্-গল্ করে রক্ত বেরোচ্ছে।

'আমি ভেবেছিলাম কিং-এর লোকজন ভারি দক্ষ,' বলল নিক। 'কিন্তু এখন দেখছি ওরা লড়তেই জানে না। এভাবে ভেড়া মেরে সুখ নেই।'

ধীরে ধীরে শিরদাঁড়া খাড়া করল রানা। কোটের আস্তিনের ভেতর রক্ত গড়াচ্ছে, অনুভব করল ও। তলপেট আর পাঁজর এখনও ব্যথা করছে। চেহারায় ব্যাকুলতা নিয়ে সুকির খোঁজে এদিক ওদিক তাকাল ও। এক কোণে, দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। ধীরে ধীরে সেদিকে এগোল ও।

'ভয় পেয়েছ?' সামনে এসে দাঁড়াল রানা, হাত বাড়িয়ে ধরল সুকিকে, নিজের বুকেব ওপর টেনে আনল তাকে।

কোটের আস্তিন ভিজে গেছে রানার, আঙুলে চটচটে একটা ভাব অনুভব করে আঁতকে উঠল সুকি। 'তোমার লেগেছে!' বলল সে। 'নিচে চলো, আমাকে দেখতে দাও।'

রানা বলল, 'ও কিছু না।' যদিও অনুভব করল, হাঁটু দুটোয় জোর পাচ্ছে না ও, ক্ষতটা এত ব্যথা করছে যে মনে হলো জ্ঞান হারাবে। সুকির গায়ের ওপর হেলান দিল ও। 'তোমার সাহসের আমি প্রশংসা করি, একজন রিপোর্টারের এরকম সাহস থাকা দরকার।' হাঁটু ভাঁজ হয়ে যাচ্ছে রানার, লম্বায় সুকির চেয়ে ছোট হয়ে গেছে এরইমধ্যে।

চিৎকার করে নিককে ডাকল সুকি।

'আরে ধ্যাৎ,' সহাস্যে বলল নিক। 'রানা তোমার সাথে কৌতুক করছে।' এগিয়ে এসে রানাকে ধরল সে, জোর করে দাঁড় করাল। 'এসো, এসো! মনে নেই, আরও অনেক কাজ বাকি পড়ে রয়েছে? কিংকে ধরতে হবে না? হীরাগুলো পেতে হবে না?'

তার হাতের ওপর জ্ঞান হারাল রানা।

চোদ্দ

রাত বারোটা পেরিয়ে গেছে, নিজের বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল সুকি টেমপাসটা। কর্ক সিমনের গাড়িটা নিয়ে এসেছে ওরা, ট্যানার আর বাকি সবাইকে রেখে এসেছে লাশগুলোর ব্যবস্থা করার জন্যে।

সুকি বলল, 'বাড়ির ভেতর কে যেন আছে।'

জানালায় আলো দেখল ওরা। ক্লান্ত ভঙ্গিতে হোলস্টার থেকে আগ্নেয়াস্ত্রটা বের করল রানা। 'একাজে একঘেয়েমি নেই, কি বলো?' বলে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল ও।

পিছনের দরজা খুলে নিকও নামল।

'গাড়িতেই বসে থাকো তুমি,' সুকিকে বলল রানা। 'আমরা আগে ব্যাপারটা বুঝি।'

এই সময় সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন জুলিয়াস সিলার, সোজা ওদের দিকে হেঁটে আসছেন। 'আমি ধরেই নিয়েছিলাম সুকির সাথে আপনারাও আসবেন, মি. রানা,' বললেন তিনি। 'হালকা কিছু নাস্তা আর কফি বানিয়ে অপেক্ষা করছি।'

'কিন্তু,' সুকি বিস্মিত, যদিও সম্পাদক সাহেবকে দেখে আগে কখনও এতটা খুশি হয়নি সে, 'আপনি জানলেন কিভাবে?' গাড়ি থেকে নেমে এল সে।

তার কাঁধে একটা হাত রাখলেন জুলিয়াস সিলার। 'আমি সবজান্তা,' বললেন

তিনি। 'আগে ভেতরে ঢোকো, তোমাদের বিশ্রাম দরকার।' সুকিকে নিয়ে বাড়ির দিকে এগোলেন তিনি।

পিছন ফিরে নিকের দিকে তাকাল রানা। 'আমাদের ফেরা উচিত। রাত তো কম হয়নি।'

দাঁড়িয়ে পড়লেন জুলিয়াস সিলার, ঘুরলেন। 'ভেতরে ঢুকুন!' প্রায় ধমকের সুরে বললেন। 'অনেক কথা বলার আছে আমার! না শুনে কোথাও যেতে পারবেন না।' তারপর বিড়বিড় করে, অস্ফুটে বললেন, 'আমার সাথে চালাকি! ভেবেছে আমি কিছু জানি না!' রানা বা নিক শুনতে না পেলেও, সুকি শুনতে পেল।

'মানে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সে।

'চুপ।' ঠোঁটে আঙুল রাখলেন সম্পাদক সাহেব। 'ধৈর্য ধরো।'

'কাল সকালে বললে হয় না?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমার ঘুম পেয়েছে।'

'সুকি,' চোখ রাঙিয়ে বললেন জুলিয়াস সিলার, 'ওঁকে আসতে বলো। যতদূর বুঝতে পারছি, তোমার আমন্ত্রণ পাবার জন্যে অপেক্ষা করছেন উনি।'

ইতস্তত করল সুকি, তারপর বলল, 'প্লীজ, রানা—এসো না!'

সবাই একসাথে বাড়ির ভেতর ঢুকল ওরা, সিটিংরূমে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসল।

সুকি বসল একটা আর্মচেয়ারে। তার চেহারা এখনও সাদাটে লাগছে, চোখে ক্লান্তি। রানা বসল টেবিলের কিনারায়, আহত হাতটার দিকে মনোযোগ। জুলিয়াস সিলার সবার জন্যে কফি ঢালছেন কাপে।

'কফি ছাড়া আর কিছু নেই এ-বাড়িতে?' জিজ্ঞেস করল নিক। 'হুইস্কি? ব্র্যান্ডি?'

চেয়ার ছাড়ল সুকি। 'আমি দুঃখিত,' বলল সে। 'মেজবান হিসেবে আমি একেবারে আনাড়ি।'

'বসো তুমি!' ধমক লাগালেন সম্পাদক সাহেব। 'যা করার আমি করছি।' কাবার্ড খুলে ব্র্যান্ডির একটা বোতল বের করলেন তিনি।

'আপনি কিন্তু সুকির প্রশ্নের উত্তর দেননি,' বলল রানা। 'প্রশ্নটা আমাকেও বিরক্ত করছে। আমরা এখানে আসব, আপনি জানলেন কিভাবে?' চোখে চিন্তা নিয়ে ছোটখাট মানুষটার দিকে তাকিয়ে আছে ও। সম্পাদক সাহেবের হাঁটাচলা, অবয়ব, তাকানোর ভঙ্গি, সব কিছু থেকে উল্লাস আর বিজয়ের আনন্দ বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

নিকের দিকে তাকিয়ে চোখ মটকালেন জুলিয়াস সিলার। কথা না বলে সবাইকে তিনি কফি বা ব্র্যান্ডি পরিবেশন করলেন। তারপর ফায়ারপ্লেসের সামনে বসলেন। 'ভাল কথা,' বললেন তিনি। 'ওদিকে আপনারা কেমন করলেন?'

বন্ধ চোখের ওপর হাত বোলাল একবার রানা। 'কিং-এর বাহিনীকে আমরা উৎখাত করেছি,' বলল ও। 'মারা গেছে দশজন, বাকিরা পালিয়ে বেঁচেছে। ওরা আর কখনও বেনটোভিলে ফিরে আসবে বলে মনে হয় না।'

নিক বলল, 'ব্যর্থতা আমাদের একটাই, কিংকে ধরতে পারিনি।'

'আর পিন্ডার'স এন্ডের কি হলো?' জানতে চাইলেন জুলিয়াস সিলার।

'আমাকে আপনি গুডহোপের প্রধান রিপোর্টার-কাম-ইনভেস্টিগেটর হিসেবে

দায়িত্ব দিয়েছিলেন,' বলল রানা। 'রিপোর্টটা কি এখুনি শুনতে চান, মি. সিলার?'

'অবশ্যই!'

যা যা ঘটেছে, এক এক করে সব বলে গেল রানা। যতবারই বিশদ বর্ণনা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল ও, ওকে বাধা দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করলেন সম্পাদক সাহেব। অলিভা আর রিপারের প্রসঙ্গ যখন উঠল, সুকি তখন ঝিমুতে শুরু করেছে। ঘুম পেয়েছে নিকেরও, তবে ব্র্যান্ডি খেয়ে জেগে থাকার চেষ্টা করছে সে।

'অলিভা আর রিপার পালিয়ে গেছে,' সবশেষে বলল রানা। 'পালিয়ে গেছে বুটও! এগুলো আমার কাল সকালের সমস্যা।'

কোটের বোতাম খুলে চামড়ার থলিটা টেবিলের দিকে ছুঁড়ে দিলেন জুলিয়াস সিলার। 'এটাই আপনি খুঁজছেন, তাই না?' দু'কান বিস্তৃত হাসি দেখা গেল তাঁর মুখে। 'আপনারা চেয়েছিলেন, জুলিয়াস সিলার বুড়ো মানুষ, তাকে ঝামেলার মধ্যে টেনে না আনাই ভাল, তাই না? কিন্তু এই বুড়ো আপনাদের অনেক সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, গোয়েন্দার ভূমিকাতেও দারুণ সাফল্য অর্জন করেছি আমি। শুধু উতরে গেছি বললে আমার ওপর অবিচার করা হবে।'

টেবিল থেকে চামড়ার থলিটা তুলে নিয়ে ভেতরে উঁকি দিল রানা। হীরাগুলো দেখে হাঁ হয়ে গেল ও। 'মাই গড! সুকি, দেখে যাও!' রানার চিৎকারে তন্দ্রা ছুটে গেল সুকির, হাঁ করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল সে। থলিটা মুখের সামনে দোলাল রানা। চেয়ার ছেড়ে সেদিকে ছুটে এল সুকি।

'রিপার মারা গেছে,' বললেন জুলিয়াস সিলার। 'শহর ছেড়ে চলে গেছে অলিভা। তাকে আমি দুটো হীরা দিয়েছি, দশ-বারো হাজার ডলার দাম হবে। পুলিসের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ভেগেছে সে।'

'আর বুট?' জিজ্ঞেস করল রানা, মৃদুকণ্ঠে।

'বুট জেলে,' বললেন জুলিয়াস সিলার। 'এইমাত্র তার সাথে ফোনে কথা হয়েছে আমার। তার বিরুদ্ধে ড্যানি ডানকানকে খুন করার অভিযোগ আনা হয়েছে।'

রানার চেহারা হঠাৎ নির্লিপ্ত হয়ে গেল, কোন প্রশ্ন করল না ও।

'অভিযোগটা বুট অস্বীকার করেনি,' বলে চলেছেন জুলিয়াস সিলার। 'তাকে নিয়ে মাথা ঘামানোর আর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না আমি।'

হীরাগুলো রানাকে ফেরত দিল সুকি। 'আপনারা আলোচনা করে ঠিক করুন, এগুলোর কি গতি হবে। যদি অনুমতি দেন তো আমি শুতে যেতে পারি। এত ক্লান্তি লাগছে যে...'

'শুতে যাবে?' তিরস্কার ও বিস্ময় দুটোই প্রকাশ পেল জুলিয়াস সিলারের বলার সুরে। 'গুডহোপের লাইফে এত বড় ইনসাইড স্টোরি আর কখনও পেয়েছ? নিজেকে তুমি কোন্ ধরনের রিপোর্টার বলে দাবি করো? আমি ভাবছি কাল গুডহোপের বিশেষ একটা সংখ্যা বের করব, আর তুমি কিনা শোবার কথা ভাবছ?'

আড়ষ্টভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল সুকি। 'কিন্তু, মি. সিলার...'

'কিন্তু? কিন্তু আবার কি?' তেড়ে প্রায় মারতে এলেন জুলিয়াস সিলার। 'এটা

তোমার কাহিনী, লিখতেও হবে তোমাকে।' এগিয়ে এসে সুকির কব্জিটা চেপে ধরলেন তিনি। 'আমরা, আমরা নিজেদের চেষ্টায় বেনটোভিলকে অপরাধমুক্ত করেছি!' উত্তেজনায় তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। 'এটা আমাদের এক্সক্লুসিভ স্টোরি! গুডহোপ এতদিন এ-ধরনের একটা গল্পের অপেক্ষাতে ছিল! কৃতিত্বটা আমাদের, আমাদের একার! তবে, হ্যাঁ–বিশ্ববিখ্যাত একজন ইনভেস্টিগেটরও আমাদেরকে সাহায্য করেছেন! তাঁর অবদান স্বীকার না করলে নিজেদেরকে ছোট করব আমরা!'

ভুরু কুঁচকে সুকি বলল, 'কার কথা বলছেন, মি. সিলার?'

রানার দিকে তাকালেন জুলিয়াস সিলার। ওর দিকে একটা আঙুল তাক করলেন। 'ওঁকে তুমি চেনো? জানো, উনি কে?' একবার সুকি, তারপর নিকের দিকে তাকালেন তিনি।

'জানব না কেন! ড্যানি ডানকানের বন্ধু, জুয়া খেলে···জুয়াড়ী হিসেবে নাম কিনেছে, কোথাও বেশিদিন থাকে না···'

'না! না!' হাত তুলে নিককে থামিয়ে দিলেন সম্পাদক সাহেব। 'ওটা ওর আসল পরিচয় নয়। রানা ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সির নাম যে তোমরা শোনোনি, বেশ বুঝতে পারছি···'

রানার চেহারায় সতর্ক একটা ভাব ফুটে উঠেছে। নিচু গলায়, কিন্তু দৃঢ়তার সাথে জিজ্ঞেস করল ও, 'আপনি জানলেন কিভাবে?'

'স্মৃতি আমার চিরকাল বিশ্বস্ত বন্ধু,' সহাস্যে, চোখে-মুখে বিজয়ীর ভাব নিয়ে বললেন জুলিয়াস সিলার। 'সুকির নামে আপনাকে যখন চিঠি লিখলাম, তখন মনে পড়েনি। তখন শুধু এটুকু উপলব্ধি করেছিলাম, লোকে যে যাই বলুক, দু'বছর আগে আপনি বেনটোভিলে থাকার সময় একটাও অন্যায় কাজ করেননি। তারপর আপনি বেনটোভিলে দ্বিতীয়বার এলেন। আপনাকে সামনে থেকে দেখে মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। চেহারাটা যেন চেনা চেনা লাগল। কোথায় যেন দেখেছি। শুরু হলো স্মৃতি রোমন্থন। তারপর মনে পড়ল, কোন পুরানো ম্যাগাজিনে আপনার ফটো দেখেছি। কিন্তু কোন্ পত্রিকায় মনে করতে পারলাম না। পুরানো পত্রিকা ঘাঁটতে শুরু করলাম। মাত্র কাল পেয়েছি সেটা। এফ.বি.আই.-কে জটিল একটা কেসে সাহায্য করেছিল রানা এজেন্সি, কেসটার নিষ্পত্তি ঘটে আদালতে। অপরাধীদের কায়দা করে ধরেছিল রানা এজেন্সির ম্যানেজিং ডিরেক্টর মাসুদ রানা। সেই কেসেরই একটা রিপোর্টের সাথে আপনার ফটোটা ছাপা হয়েছিল ওই পত্রিকায়। ব্যাপারটা আবিষ্কার করে নিজের ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেছে আমার। দেখা যাচ্ছে মানুষ চিনতে আমি ভুল করি না···'

সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আপনি গুণীমানুষ, অস্বীকার করার সাধ্য আমার নেই।'

'তাই তো বলি!' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল নিক। 'জুয়াড়ী, তার কেন দুনিয়ার ভাল-মন্দ নিয়ে এত মাথাব্যথা? তাহলে তুমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ? এফ.বি.আই. পর্যন্ত তোমার সাহায্য চায়?' মাথা চুলকাল সে। 'রানা···মানে, মি. রানা, আমার অনেক গোপন কথা আপনি জেনে

ফেলেছেন···দয়া করে যদি এবারের মত মাফ করে দেন, কথা দিচ্ছি, আমি ভাল হয়ে যাব।'

এগিয়ে এসে নিকের কাঁধ ধরল রানা। 'মিস্টার মিস্টার করলে এক ঘুসিতে নাক ভেঙে দেব। বেনটোভিলে আমি আগে যেমন ছিলাম, ভবিষ্যতেও তাই থাকতে চাই। আমার জানামতে, নিক, তুমি কোন অন্যায় কাজ করোনি। যদি করে থাকো, নিজেকে শুধরে নেয়ার সময় ফুরিয়ে যায়নি।' জুলিয়াস সিলারের দিকে ফিরল রানা। 'মি. সিলার, আমার অনুরোধ, আমার পরিচয়টা···'

'গোপনই থাকবে,' কথা দিলেন সম্পাদক সাহেব। 'তবে এক শর্তে।'

'বলুন।'

'ফেয়ারভিউয়ের কথা আপনি ভুলে যেতে পারবেন না। দু'চার বছর পর পর হলেও, সময় করে একবার ঘুরে যাবেন গুডহোপের অফিস থেকে।'

হেসে ফেলল রানা। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

এতক্ষণ চুপ করে ছিল সুকি। এবার সে বলল, 'তুমি তাহলে অভিনয় করছিলে? সবার সাথে, এমন কি ড্যানির সাথেও? ড্যানি আসলে তোমার বন্ধু ছিল না?'

'ছিল, সুকি,' বলল রানা। 'ড্যানিকে আমি বন্ধু বলেই গ্রহণ করেছিলাম।'

রানার বলার ভঙ্গিতে এমন আন্তরিকতা রয়েছে, বিশ্বাস করল সুকি। তারপরই তার মনে আরেকটা প্রশ্ন উদয় হলো। 'কিন্তু কিং? মি. সিলার, কিংকে তো আমরা ধরতে পারলাম না! সে যতদিন না ধরা পড়ে···'

'কিং?' মুচকি হেসে রানার দিকে তাকালেন জুলিয়াস সিলার। 'রানাকে জিজ্ঞেস করো, উনি জানেন।'

'আমি?' আকাশ থেকে পড়ার ভান করল রানা। 'আমি জানি? কি বলছেন!'

সুকির দিকে তাকালেন জুলিয়াস সিলার। 'কিং মারা গেছে, সুকি। মি. রানা তোমার সামনে মুখ খুলতে চাইছেন না, কারণ ওঁর ধারণা তুমি আঘাত পাবে।'

বিহ্বল দেখাল সুকিকে। 'আঘাত পাব? আমি? কেন? কিং···কে সে?'

'মি. সিলার···' শুরু করল রানা।

কিন্তু সম্পাদক সাহেব রানার কথায় কান দিলেন না। 'কিংকে খুন করেছে বুট,' বললেন তিনি। 'আগে হোক, পরে হোক, তুমি জানবেই, সুকি। ড্যানি ডানকানই ছিল কিং, মাই ডিয়ার।'

'ড্যানি?' এক পা পিছিয়ে গেল সুকি।

'ড্যানির বেডরুমে রিড কোয়েল মারা গেল কেন?' বলে চলেছেন জুলিয়াস সিলার। 'এই চিন্তাটা আমাকে পেয়ে বসল। এখন আমি উত্তরটা জানি। ড্যানির আসল পরিচয় জেনে ফেলেছিল কোয়েল, আর তাই মোটা টাকার বিনিময়ে দলিল হাত বদলের প্রস্তাব নিয়ে ড্যানির কাছে গিয়েছিল সে। ড্যানি তাকে খুন করে, কিন্তু লাশটা সরাবার আগেই অলিভাকে নিয়ে তার বাড়িতে হাজির হন মি. রানা। দলিলটাও পেয়েছি আমি। ড্যানির ব্যাংকে ছিল ওটা। তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চেক করে দেখতে বলি পুলিসকে। মাত্র আধ ঘণ্টা আগে ব্যাংক ম্যানেজারকে ঘুম থেকে তোলা হয়েছে। ব্যাংকে ড্যানির জমা আছে বত্রিশ লাখ ডলার। এটাই কি যথেষ্ট

প্রমাণ নয়, সুকি? বত্রিশ লাখের প্রতিটি ডল্লার জুয়ায় কারচুপি করে রোজগার করেছিল সে। তার সেট-আপটা নিখুঁত ছিল, এ-কথা মানতে হবে। সিমনকে সামনে রেখে দু'হাতে টাকা কামাত।'

প্রায় ধমকের সুরে রানা বলল, 'এবার আপনি থামুন তো!'

'না,' মাথা নাড়লেন জুলিয়াস সিলার। 'সুকির এ-সব কথা জানা দরকার। না জানলে ধাক্কাটা সামলাবে কি করে? ভুল মানুষেরই হয়, ড্যানিকে ভালবেসে একটা ভুল করেছিল ও। কিন্তু চরম কোন ক্ষতি হবার আগেই ব্যাপারটা মিটে গেছে। ভাগ্য এবং আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত ওর।'

নিকের দিকে ঝট্ করে ফিরল রানা। 'ভদ্রলোককে বের করে নিয়ে যাও এখান থেকে!' ধমক লাগাল ও। 'তুমিও বেরোও! তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি!'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল নিক, চেহারায় বিস্ময়। 'ঠিক আছে,' বলে সম্পাদক সাহেবের দিকে তাকাল সে। 'চলুন, মি. সিলার। আপনারও তো ঘুম পাবার কথা।'

'দাঁড়ান!' বলল রানা। 'এটার কি হবে?' চামড়ার থলিটা সম্পাদক সাহেবের দিকে ছুঁড়ে দিল ও। 'আপনিই রাখুন, যার যা প্রাপ্য ভাগ করে দেবেন। নিক যেন বঞ্চিত না হয়। আর ট্যানারদের যেন সব সমস্যার সমাধান হয়। দু'বছর পর ফিরে এসে আমি যেন দেখতে পাই, আধুনিক দু'চারটে কল-কারখানা নিয়ে আগের সুদিন ফিরে পেয়েছে ফেয়ারভিউ। যান!'

'আ-আপনি?' সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন জুলিয়াস সিলার। 'নিজের জন্যে কিছু রাখবেন না?'

হাত ঝাপটা দিয়ে ভদ্রলোককে বিদায় হতে বলল রানা। 'আমি নিজের গরজে একটা খুনের কিনারা করতে এসেছিলাম। আমার কিছু পাওনা হয়নি।'

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন জুলিয়াস সিলার, রানা বলল, 'নিক!'

নিক তাঁকে টেনে নিয়ে গেল।

'সত্যিই কি কিছু পাওনা হয়নি তোমার?' অন্য দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল সুকি টেমপাসটা, ওরা একা হতেই।

রানা কিছু বলল না।

'আমাকে ক্ষমা করো,' বিড়বিড় করে বলল সুকি, এগিয়ে এসে রানার বুকে মাথা রাখল। 'তোমাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম। বলো, আমার ওপর রাগ করোনি?'

জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে ওদেরকে দেখছেন জুলিয়াস সিলার আর নিক। সম্পাদক সাহেবের ঠোঁটে একটা আঙুল, নিককে কোন শব্দ করতে নিষেধ করছেন তিনি।

রানার গালে গাল ঘষল সুকি। নিঃশব্দে কাঁদছে সে। 'তুমি আমার জীবনে না এলেই ভাল হত। আমি জানি, তুমি অনেক দূরের মানুষ। তোমার নাগাল পাব, সে সাধ্য আমার নেই; তাহলে দেখা হলো কেন?' ফুঁপিয়ে উঠল সে।

'কে বলল, আমি অনেক দূরের মানুষ? এই তো, এখানে, তোমার কাছে রয়েছি আমি।' সুকির মুখটা উঁচু করে ধরল রানা। 'পাচ্ছ না আমাকে? দেখতে

পাচ্ছ না, আমি তোমার কত কাছে?'

চুমো খেলো ওরা।

'আমি জানতাম, এ-ধরনের কিছু একটা ঘটবে,' ফিসফিস করে বলল নিক। 'যত বড় লাটসাহেবই হোক ব্যাটা, সুকির মত মেয়েকে এড়িয়ে যাবে কি করে!'

'কিন্তু সুকিকে বোকা মনে কোরো না,' জুলিয়াস সিলারও ফিসফিস করলেন। 'ও জানে, মাসুদ রানাকে ধরে রাখা যাবে না। দু'জনেই ওরা দু'জনকে বুঝতে পারছে। এরপর সুকি যাকে ভালবাসবে, লোকটা যে-ই হোক, আমি জানি সুখী হবে সে। কারণ সুকি এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি সাবধান। একই ধরনের ভুল দ্বিতীয়বার করবে না ও আর।'

জানালার কাছ থেকে সরে এলেন জুলিয়াস সিলার। দেখাদেখি নিকও।

বাড়ির সামনের দিকে ফিরে এসে দেখতে পেলেন গেটের বাইরে রাখা গাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছে রানা। অন্ধকারে মিলিয়ে-গেল বেনটোভিলের দীর্ঘদেহী জুয়াড়ী, দুঃসাহসী বলে যার খ্যাতি।

***